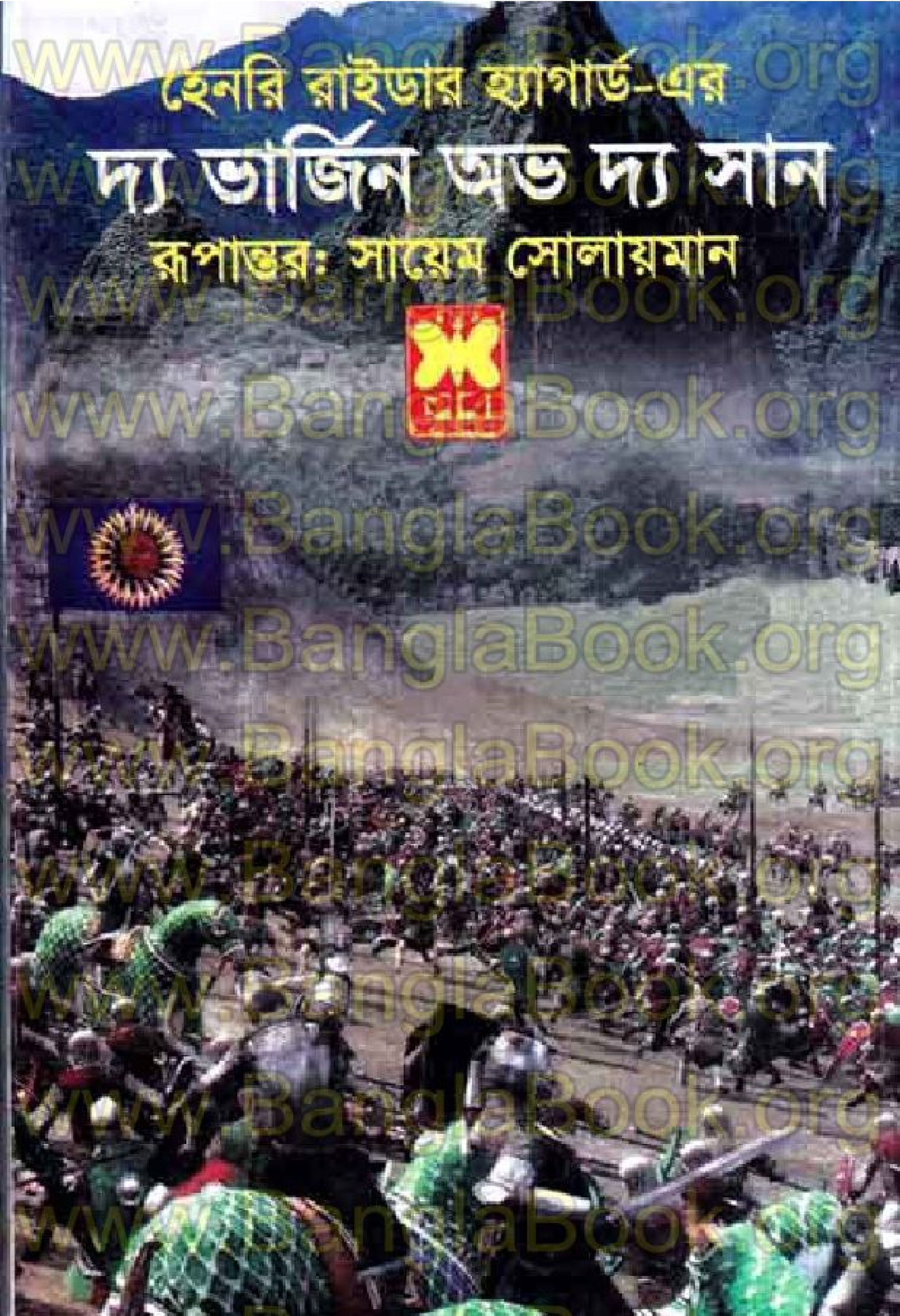


www.BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনুবাদ

# দ্য ভার্জিন অভ দ্য সান

## মূল: হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

## রূপান্তর: সায়েম সোলায়মান

বাস্তুহারা হয়ে লণ্ডনে এসে কপালগুণে ধনী ব্যবসায়ী হয়ে গেল হুবার্ট অভ হেস্টিংস, কিন্তু অভিজাত বংশের সুন্দরী অথচ রহস্যময়ী ব্ল্যানশকে ভালোবেসে সব হারাতে হলো। পালিয়ে চলে গেল সে তাভানতিনসুয়ু-তে (পেরু), হয়ে গেল "সমুদ্র-দেবতা"। পরিচয় হলো কুইলার সঙ্গে, প্রেম আবার এল জীবনে, কিন্তু বিদ্রোহের আগুন আলাদা করে দিল দু'জনকে। বাধল চ্যানকা-য়ুঙ্কা বনাম ক্যাছুয়া যুদ্ধ, ঝলসে উঠল হুবার্টের তরবারি "শিখা-তরঙ্গ", ক্যাছুয়াদের সিংহাসনে বসার সুযোগ পেল কারি। একদিন এই লোকের জীবন বাঁচিয়েছিল হুবার্ট, কিন্তু আজ রাজা হয়ে সেই কারিই বলছে দরকার হলে কুইলাকে পুড়িয়ে মারবে তারপরও কোনোদিন তুলে দেবে না হুবার্টের হাতে। পাতা হলো নিশ্ছিদ্র ফাঁদ, অপহৃত হলো মেয়েটা, ওকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে উঠল হুবার্ট। কিন্তু শেষ রক্ষা বোধহয় হলো না, মৃত্যু-উপত্যকায় সদলবলে হাজির হলো প্রতিশোধপরায়ণ কারি। সুতরাং আরও একবার শিখা-তরঙ্গ হাতে নিতে হলো হুবার্টকে।

...হ্যাগার্ডের আরেকটি চমকপ্রদ উপন্যাস। নিয়তির কাছে মানুষের অসহায় আত্মসমর্পণের আরেকটি অনন্যসাধারণ কাহিনি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

# ভূমিকা

সম্মানিত পাঠক, আমার পরিচয়টা বরং গোপনই থাক। কারণ আমি অখ্যাত এক মানুষ, নাম বললেও আমাকে চিনতে পারবেন না। ধরে নিন, আমি এই পাণ্ডুলিপির "সম্পাদক"।

যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি পাণ্ডুলিপিটা, তাঁকে দিয়েই বরং শুরু করা যাক। বেশ কয়েক বছর আগে মারা গেছেন তিনি, এবং আমার জানামতে আত্মীয়স্বজন বলতে কেউ নেই তাঁর–একেবারে নিঃসঙ্গ লোক যাকে বলে। এখন, মানুষ যত গরিবই হোক না কেন, কিছু-না-কিছু জিনিসপত্র থাকে তার, কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে বিচার করলে যা মূল্যবান। ওই লোকটারও সে-রকম কিছু জিনিস ছিল, যার মধ্যে এই পাণ্ডুলিপি একটা। তাঁর মৃত্যুর পর এটা পাঠিয়ে দেয়া হয় স্থানীয় এক যাদুঘরে। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মবাদী, তাই এক মরমি ভ্রাতৃসঙ্ঘের কাজে লাগবে ভেবে বিক্রি করে দেয়া হয় তাঁর বাকি জিনিসপত্র। সুতরাং আমার মনে হয় না, আমি যদি তাঁর নামটা, অন্তত নামের শেষাংশ বলে দিই তা হলে কারও কোনো অসুবিধা হবে। তাঁর নাম ছিল পটস।

পূর্ব ইংল্যাণ্ডের এক অখ্যাত আর বলতে গেলে জনবিরল শহরে পুরনো কাপড়ের ছোট একটা দোকান ছিল মিস্টার পটসের। দোকান চালানোর জন্য একজন সহকারী ছিল তাঁর, যে ছিল তাঁরই মতো বয়স্ক আর তাঁর মতোই অদ্ভুত। ওই ব্যবসা দিয়ে মিস্টার পটসের চলত কি না, কিংবা অন্য কোনোভাবে

www.BanglaBook.org

তিনি আরও টাকা কামাই করতেন কি না তা জানার উপায় নেই এখন আর। জেনে কোনো লাভও নেই অবশ্য। যা-হোক, অ্যান্টিক মূল্য আছে এ-রকম কোনো কিছুর খোঁজ যদি পেতেন তিনি, কীভাবে যেন টাকা যোগাড় করে ফেলতেন, গিয়ে কিনে নিয়ে আসতেন জিনিসটা। শুনেছি, এসব কিনতে গিয়ে তাঁকে তাঁর সংগ্রহ থেকে কিছু কিছু জিনিসও নাকি বিক্রি করতে হয়েছে কখনও কখনও।

অ্যান্টিক, মানে প্রাচীন জিনিসপত্রের উপর আমারও আগ্রহ আছে। আর সেই সূত্রেই মিস্টার পটসের সঙ্গে আমার পরিচয়। অনুরাগ বা বিরাগ যা-ই বলি না কেন, আমার প্রতি ওই আবেগ সম্ভবত একটু বেশিই ছিল তাঁর। যা-হোক, তাঁর অ্যান্টিক কেনার ঝোঁক বাড়তে বাড়তে এমন এক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছায় যে, দেনার পরিমাণও অস্বাভাবিকরকম বেড়ে যায়। আর এ-কারণেই তাঁর সেই অদ্ভুত সহকারীর তরফ থেকে সংক্ষিপ্ত একটা চিঠি পাই আমি একদিন:

*"সার,*

*চীনামাটির কিছু ভাঙা বাসনপত্র কিনতে গিয়ে লালবাতি জ্বলে গেছে আমার মনিবের। কেন কিনলেন তিনি ওসব বলতে পারবো না, এর আগে ও-রকম বিশ্রী কোনো কিছু আমি দেখিনি কখনও। যা-হোক, পুরনো একটা লম্বা ঘড়ি আছে, আজেবাজে আরও কিছু জিনিসও আছে, "আগে এলে আগে পাবেন" হিসেবে কিনতে চাইলে সুযোগ আছে আপনার। আর আমাদের চুক্তি অনুযায়ী আমার এই চিঠির ব্যাপারটা দয়া করে গোপন রাখবেন আশা করি।*

*আপনার অনুগত*
*টম"*

(আমাকে যতবার চিঠি লিখেছে ওই লোক, নামের জায়গায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বাক্ষর করেছে "টম"। কিন্তু আমার যতদূর মনে হয় ওর আসল নাম বিটারলি।)

চিঠি পড়ার পর আর দেরি করলাম না, আর্দ্র হৈমন্তী আবহাওয়া উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়লাম আমার সাইকেলটা নিয়ে। লম্বা, অনুপযোগী পথ পাড়ি দিতে হলো। যা-হোক, দোকানে গিয়ে দেখি, মোটা এক বুড়ি মহিলার কাছে রহস্যময় কিছু অন্তর্বাস বিক্রির চেষ্টা করছে টম ওরফে বিটারলি। আমাকে দেখে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে চোখ টিপল সে। দোকানের অন্ধকার এক কোনায় সরে এলাম আমরা।

মিস্টার পটসকে দেখতে পেলাম তখন। উঁচু একটা টুলের উপর বসে আছেন তিনি। বয়সের কারণে চামড়া কুঁচকে গেছে খাটো লোকটার, বাঁকা হয়ে গেছে পিঠ। মাথাভর্তি টাক, একটা চুলও নেই। বাঁকা নাকের উপর শিঙ-এর চশমা, দেখলে মনে হয় নীড়ের ঠিক বাইরে গাছের ডালের উপর বসে আছে কোনো প্যাঁচা। কিছুই করছেন না তিনি, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন কেবল, টমের ভাষায় যা "তাকিয়ে তাকিয়ে হতচ্ছাড়া প্রেতাত্মা দেখা"।

'খদ্দের!' কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল সে। 'ধ্যানের সময় আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, কিন্তু বাইরে এত লোক জমে গেছে যে, দম ফেলারও ফুরসত পাচ্ছি না।'

"এত লোক" বলতে ওই বুড়ি আর আমাকে বোঝাল কি না সে বুঝলাম না।

চেয়ার ছেড়ে পিছলে নামলেন মিস্টার পটস। ভয়ে বা উত্তেজনায় আমাদের লোম যেভাবে দাঁড়িয়ে যায়, খদ্দের বলতে কাকে বুঝিয়েছে টম তা দেখার পর সেভাবে টানটান হয়ে গেলেন তিনি। আমার প্রতি গোপন একটা টান ছিল তাঁর, আগেও বলেছি, এবং প্রচ্ছন্ন একটা বৈরিতাও ছিল। স্থানীয়



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিলামে দু'বার তাঁকে হারিয়ে দিয়েছিলাম আমি—তিনি কিনতে চেয়েছিলেন এ-রকম কিছু জিনিস তাঁর চেয়ে বেশি দামে কিনে নিয়েছিলাম। তা ছাড়া, কোনো পেশার একজন লোক ওই একই পেশার আরেকজনকে সহ্য করতে পারবে না—এটাই স্বাভাবিক।

'কী চান আপনি, সার?' প্রশ্ন শুনে মনে হলো মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে তাঁর। 'ভেস্ট, হোস, কলার, না মোজা?'

'মোজা,' তেমন কিছু না-ভেবেই জবাব দিলাম।

অদ্ভুত, আপত্তিকর, আর বিকৃত হয়ে গেছে এ-রকম কিছু পশমী জিনিস নিয়ে এলেন মিস্টার পটস, তার পর জিনিসগুলো বলতে গেলে ছুঁড়ে মারলেন আমার দিকে। বললেন, 'আমার স্টকে এগুলোই আছে।'

পশমী মোজা দু'চোখে দেখতে পারি না আমি, পরিও না কখনও। তার পরও বাছাই করতে শুরু করলাম, এবং মোটামুটি ভালো বলে মনে হলো এ-রকম কয়েক জোড়া কিনেও ফেললাম আমার বাগানের বুড়ো মালির কথা ভেবে। কিন্তু পরার পর বেচারার চুলকানি যে এক সপ্তাহের আগে বন্ধ হবে না সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

বেঁধেছেঁদে জিনিসগুলো আমার হাতে দেবেন মিস্টার পটস, এমন সময় কৌশলে, ধীরস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার স্টকে আর কিছু আছে নাকি? নতুন কিছু?'

'না, সার, তেমন কিছু নেই। আর থাকলেই বা কী?' আমার দিকে চোখা দৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। 'একটা ঘড়ি অবশ্য...'

'কত চেয়েছিলেন যেন ঘড়িটার দাম? পনেরো পাউণ্ড না?' অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লাম।

'জী না। সতেরো পাউণ্ড, সঙ্গে দশ শতাংশ কমিশন।'

'অনেক বেশি হয়ে গেল না?'

'বেশি হয়ে গেলে কী আর করা...'

www.BanglaBook.org

'আচ্ছা, বেশি না কম তা না-হয় পরে বিবেচনা করা যাবে। আগে একটাবার দেখি তো জিনিসটা, নাকি?' মেকি বিনয়ের সুরে বললাম আমি।

অদ্ভুত শব্দে মনের বিরক্তি প্রকাশ করলেন তিনি, বিড়বিড় করতে করতে টমকে বললেন দোকানের দিকে খেয়াল রাখতে। তার পর এগোলেন সিঁড়ির দিকে, তাঁর "স্টক"টা আবার দোকান বা বাড়ি যা-ই বলি না কেন তার উপরতলায়।

যে-বাড়িতে থাকতেন মিস্টার পটস, তা খুবই পুরনো, সম্ভবত রানি এলিযাবেথের আমলের। বাড়িটার জায়গায় জায়গায় সিমেন্টের আস্তর দিয়ে আধুনিক বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে, এতে ফল হয়েছে উল্টো—আগের চেয়ে আরও খারাপ দেখাচ্ছে। ওক কাঠের সিঁড়িটা, খেয়াল করে দেখলাম, সরু হলেও যথেষ্ট মজবুত। উপরতলায় ছোট ছোট অনেকগুলো ঘর, সবগুলো ঘরই চুনকাম করা—দেখলে অন্তত বোঝা যায় কোনো এক কালে চুনকাম করা হয়েছিল।

আদ্যিকালের যতরকম আসবাব আছে, সব দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই ঠেসেঠুসে ভরে ফেলা হয়েছে ঘরগুলো। বেশিরভাগ আসবাবই ভাঙাচোরা, হয়তো কারও কোনো কাজে লাগবে না আর, তবে অ্যান্টিক-ব্যবসায়ীদের কথা আলাদা, আমার মনে হয় উপযুক্ত দামে পেলে লুফে নিতে ছাড়বে না কেউ। আর শুধু আসবাবই নয়, অন্যান্য জিনিসও আছে—বই, চীনামাটির বাসনপত্র, ভাঙাচোরা আরও অনেক কিছু; বেশিরভাগই স্তূপ করে রাখা হয়েছে মেঝের উপর। এতসব জিনিস দেখে, মিস্টার পটস কোথায় ঘুমান তা এক রহস্য বলে মনে হলো আমার কাছে। এদিক-ওদিক তাকিয়েও যখন সে-রকম উপযুক্ত কোনো জায়গা দেখতে পেলাম না, মনে হলো চিলেকুঠুরির ভিতরে, রাজা প্রথম জেমসের আমলের জাজিম-বিহীন পোকায়-খাওয়া খাটটাই

www.BanglaBook.org

ব্যবহার করেন হয়তো, অথবা দোকানের কাউন্টারের নীচে শুয়ে পড়েন লম্বা হয়ে।

ওই যে খাটটার কথা বললাম, সেটার থেকে কিছুটা দূরে, বাড়ির বহু পুরনো দেয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে একটা ঘড়ি। "রেগুলেটর ক্লক" বলতে যা বোঝায়, ঘড়িটা ঠিক সে-রকম, তবে অনেক পুরনো। পেণ্ডুলামটা কাঠের, বাইরের দিকে মেহগনি কাঠের নিখুঁত কাজ—সন্দেহ নেই সে-আমলের সবচেয়ে সেরা জিনিস। এতই সুন্দর যে, স্বীকার করতে লজ্জা নেই, প্রথম দেখাতেই প্রেমে পড়ে গেলাম আমি ঘড়িটার। মিস্টার পটস আমাকে সেটা দেবেন কি না জানি না, তাঁর সঙ্গে দামে বনবে কি না তা-ও জানি না, শুধু জানি, জানি মানে বার বার মনে হচ্ছে এই ঘড়ির থেকে কেউ কোনোদিন আলাদা করতে পারবে না আমাকে।

ঠিক আঠারো পাউণ্ড চোদ্দ শিলিং দিয়ে ঘড়িটা কিনে নিলাম মিস্টার পটসের কাছ থেকে। মনে মনে কয়েকবার ধন্যবাদ দিলাম তাঁকে—ইচ্ছা করলে আরও খসাতে পারতেন তিনি আমার কাছ থেকে, কিন্তু করেননি কাজটা। যা-হোক, চলে যাওয়ার জন্য ঘুরেছি, এমন সময় আমার চোখ পড়ল সাইপ্রেস কাঠ দিয়ে বানানো একটা সিন্দুকের উপর।

'বিয়ের উপহার,' যে-প্রশ্ন আমি জিজ্ঞেস করিনি, আমার চোখে সে-প্রশ্ন দেখতে পেয়ে জবাব দিয়ে দিলেন মিস্টার পটস, 'সম্ভবত কনের গহনাগাটি ছিল ওটার ভিতরে।'

'ইটালিয়ান,' বললাম আমি, 'কত সালের হবে? ষোলোশ'?'

'হতে পারে। আবার এমনও হতে পারে জিনিসটা কোনো ওলন্দাজের, বানিয়েছে কোনো ইটালিয়ান কারিগর। কিন্তু ষোলোশ' না,' বলতে বলতে জিনিসটার দিকে এগিয়ে গেলেন মিস্টার পটস, 'বরং এই সিন্দুকটা আরও কয়েক বছর

www.BanglaBook.org

আগের—পনেরোশ' সাতানব্বই সালের। গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে সালটা কেউ বসিয়ে দিয়েছে পাল্লায়। ...ওভাবে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই, বিক্রি করবো না আমি এই জিনিস, কিছুতেই না। তবে চাইলে দেখতে পারেন ভিতরটা। ...পুরনো চাবিটা আবার আটকে গেছে স্প্রিং লকের সঙ্গে। সিন্দুকের গায়ে নানা দেব-দেবী এবং আরও কীসবের যেন চেহারা খোদাই করা আছে। মাঝখানে, অনেকগুলো ফুলের উপরে বসে আছেন দেবী ভেনাস, গায়ে একটুকরো সুতোও নেই। তাঁর হাতে রুইতন আকৃতির দুটো হৃৎপিণ্ড, দেখলেই বোঝা যায় এই সিন্দুক কোনো বিয়ের উপহার। আজ থেকে অনেক বছর আগে, কোনো এক দিন, এই সিন্দুকের ভিতরে ছিল কনের জামাকাপড়, বিছানার চাদর, অন্তর্বাস এবং ঈশ্বর জানেন আরও কত কী! ...ভাবতে অবাক লাগে, সেই মেয়েটা আজ কোথায়।'

'কোত্থেকে পেলেন এই জিনিস?'

'কিনেছি একজনের কাছ থেকে। "ন্যান্টের অধ্যাদেশ" বাতিল হয়ে যাওয়ার পর পরিবার নিয়ে নরফোকে পালিয়ে যায় লোকটা। তবে ঘটনাটা অনেক বছর আগের। ...কেনার পর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সময়ই পাইনি আসলে, তাই খুলে দেখতে পারিনি কী আছে এই সিন্দুকের ভিতরে। তবে খুললে মনে হয় না জঞ্জাল ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে।'

কথা শেষ করে চাবি ধরে মোচড় দিলেন মিস্টার পটস। তালার সঙ্গে শক্ত হয়ে আটকে আছে চাবিটা, তেল না-দিলে কাজ হবে না মনে হয়। বেশ কয়েকবার মোচড়ামোচড়ি করতে হলো তাঁকে, এবং শেষপর্যন্ত, আমাকে কিছুটা আশ্চর্যই করে দিয়ে, খুলে গেল তালাটা।

পাল্লার ভিতরের চমৎকার খোদাইকর্ম দেখা যাচ্ছে। কাঠের কাজ আগেও অনেক দেখেছি আমি, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে,



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এত সুন্দর দেখিনি কখনও।

'ঠিকমতো দেখতে পাচ্ছি না,' বিড়বিড় করে বললেন মিস্টার পটস, 'বিশ বছর আগে মারা গেছে আমার স্ত্রী, ওর মৃত্যুর পর আর পরিষ্কার করা হয়নি জানালাগুলো। ...একটু অপেক্ষা করুন, একটা লণ্ঠন নিয়ে আসি। মোমবাতি আনা যাবে না, এত মূল্যবান জিনিসপত্রের সামনে আগুনের খোলা শিখা রাখাটা উচিত হবে না। ...ওই টুলটার উপর বসুন আপনি, দেখতে থাকুন সিন্দুকটা, এই ফাঁকে লণ্ঠন নিয়ে আসি আমি।' বের হয়ে গেলেন তিনি চিলেকুঠুরি থেকে, অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন নীচে।

করার কিছু নেই, শুধু শুধু বসে থাকাটাও বিরক্তিকর, তাই সিন্দুকটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি।

জিনিসটা সত্যিই সুন্দর। মিনিট দু'-একের মধ্যেই ঘড়িটার কথা একরকম ভুলেই গেলাম আমি, সিন্দুকটা যেন আমার চিত্তাকর্ষক জিনিসের "হারেমের" একটা "সুলতানা" হয়ে উঠল। ঠিক করলাম, এই জিনিসের জন্য যতই দাম হাঁকেন মিস্টার পটস, সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যাবো, দরকার হলে ধারকর্জ করতেও পিছ পা হবো না।

সিন্দুকটার ভিতরে অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে। প্রথমেই আজেবাজে কিছু জিনিস, তার পর রঙিন পশমি সুতা দিয়ে অলঙ্কৃত চিত্রিত কিছু কাপড়খণ্ড। আরও আছে পুরনো কিছু কাপড়চোপড়। সন্দেহ নেই, মথের কবল থেকে বাচানোর জন্য কাপড়গুলো ভরা হয়েছিল এই সিন্দুকের ভিতরে, কারণ সাইপ্রেস কাঠ থেকে দূরে থাকে ওই পতঙ্গগুলো। ডোরাকাটা দাগে ভরা অদ্ভুত একটা শাল দিয়ে পেঁচানো পুরনো কিছু বই আর রহস্যময় একটা বাণ্ডিলও চোখে পড়ল আমার।

বাণ্ডিলটা দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠলাম স্বাভাবিকভাবেই।

www.BanglaBook.org

শালের প্যাঁচ খুলে ভালোমতো তাকালাম। বাণ্ডিলের ভিতরে বহু বর্ণে বর্ণিল আরও কিছু কাপড় দেখা যাচ্ছে, মোটা একটা প্যাকেটও আছে, আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে হয় পার্চমেন্ট জাতীয় কিছু হবে। ঠিকমতো প্যাকেট করা হয়নি, তাই আর্দ্রতার কারণে একদিকে বলতে গেলে পচেই গেছে পার্চমেন্টগুলো। অনুজ্জ্বল আলোয় মনে হচ্ছে, কালো কালিতে কিছু লিখিত আছে সেটাতে, আজ থেকে বহু বছর আগে লিখেছিলেন হয়তো কোনো অনুলেখক, কালের ছোবলে যে-লেখা অনেকখানি বিবর্ণ হয়ে গেছে। শালের ভিতরে আরও কিছু জিনিস আছে, যেমন, বিদেশি লাল কাঠ দিয়ে বানানো একটা বাক্স, কিন্তু আর কিছু দেখার সুযোগ পেলাম না, কারণ সিঁড়িতে শোনা যাচ্ছে বুড়ো পটসের পায়ের আওয়াজ। বাণ্ডিলটা জায়গামতো রেখে দেয়াটাই ভালো বলে মনে হলো আমার কাছে।

লণ্ঠন নিয়ে চিলেকুঠুরিতে হাজির হলেন মিস্টার পটস, অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোয় সিন্দুক আর তার গায়ের নকশাগুলো দেখতে লাগলাম আমরা।

'খুবই সুন্দর,' বললাম আমি, 'চমৎকার। যদিও অনেক পুরনো হয়ে গেছে।'

'জী, সার,' মিস্টার পটসের কণ্ঠে শ্লেষ, 'চারশ' বছর পরও ঠিক আগের মতোই খাসা আর নতুন দেখতে চান নাকি?'

'কত দাম এটার?' কাজের কথায় চলে গেলাম দেরি না-করে।

'কেন, বলিনি আপনাকে এটা বিক্রি করবো না? অ্যান্টিক বেচে পেট চালাই আমি, কিন্তু আমার সংগ্রহে এমন কিছু জিনিস আছে যা, যত দামই পাই না কেন কোনোদিনও বেচবো না। কাজেই আমি না-মরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে, তার পর যদি কোনোদিন নিলাম ওঠে এটা, তখন না-হয়



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিনবেন। ...না, না, ভুল বললাম, নিলামে যাবে না এই জিনিস।'

'তা হলে কোথায় যাবে?'

'অন্য কোথাও।'

আর কিছু বললাম না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম সিন্দুকটা। ওদিকে আগের সেই টুলের উপর বসে পড়েছেন মিস্টার পটস, দেখে মনে হচ্ছে স্বভাবসুলভ ভাবোন্মাদনায় আবার ডুবে যাবেন তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই।

'ঠিক আছে,' চুপ করে থাকলে খারাপ দেখায় তাই মুখ খুললাম, 'আপনি যদি বিক্রি না-ই করবেন তা হলে আর দেখে কী লাভ? আমি নিশ্চিত, পয়সাওয়ালা কারও জন্য জিনিসটা আলাদা করে রেখে দিয়েছেন আপনি। ঠিক কাজটাই করেছেন অবশ্য। যা-হোক, ঘড়িটা কি পাঠিয়ে দিতে পারবেন আমার কাছে? আমি আপনাকে চেক দিয়ে দেবো। ...আসি, আমাকে আবার সাইকেল চালিয়ে যেতে হবে দশ মাইল, এদিকে এক ঘণ্টার মধ্যেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে।'

'দাঁড়ান,' শুনে মনে হলো যান্ত্রিক কণ্ঠে কথা বলছেন মিস্টার পটস, 'এত তাড়াহুড়োর দরকারটা কী? অন্ধকারে সাইকেল চালিয়ে দশ মাইল যাবেন, আপনার সঙ্গে তো লণ্ঠনও নেই। ...দাঁড়ান, কিছু একটা শুনছি আমি।'

ভেবেছিলাম চলে আসবো, কিন্তু দাঁড়াতে হলো। পকেট থেকে পাইপ বের করে তাতে তামাক ভরতে লাগলাম।

'পাইপটা আবার পকেটেই রেখে দিন,' ধ্যান বোধহয় ভেঙেছে মিস্টার পটসের, 'পাইপ মানে ম্যাচ, আর ম্যাচ মানে আগুন। এখানে আগুন জ্বালানো যাবে না।'

তাঁর কথামতো কাজ করলাম। কিন্তু আর কিছু বললেন না তিনি, কিছু করলেনও না, আগের মতোই ধ্যানমগ্ন হয়ে গেছেন



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবার। সিন্দুক আর পোকায়-খাওয়া খাটটার মাঝখানে, মিস্টার পটসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছে আমাকে বোধহয় সম্মোহিত করার চেষ্টা করছেন তিনি। যা-হোক, শেষপর্যন্ত উঠে দাঁড়ালেন তিনি, আগের মতোই যান্ত্রিক কণ্ঠে বললেন, 'ঠিক আছে, সিন্দুকটা নিয়ে যেতে পারেন আপনি। কিন্তু দাম পড়বে ঠিক পঞ্চাশ পাউণ্ড। দয়া করে দামাদামি করবেন না, তা হলে আরও পঞ্চাশ পাউণ্ড বেড়ে যাবে জিনিসটার দাম!'

'সিন্দুক বলতে কি ভিতরের সবকিছুসহ বোঝাচ্ছেন আপনি?'

'মানে?'

'মানে সিন্দুকটা কিনলে কি ভিতরের সবকিছুসহ পাবো?'

'অবশ্যই। ভিতরের সবকিছু-সহই দিতে বলা হয়েছে আপনাকে।'

'দিতে বলা হয়েছে মানে? কে দিতে বলেছে? আপনি আর আমি ছাড়া এই ঘরে আর কেউ নেই।'

'কেউ নেই! আফসোস, কোনো কোনো লোক কত বোকা! আমি তো দেখতে পাচ্ছি এই জায়গায় তাঁরা অনেকেই আছেন।'

'কারা আছেন?' আশ্চর্য হয়ে তাকাচ্ছি আশপাশে।

'কেন, বুঝতে পারছেন না? মূর্খ লোকেরা যাঁদেরকে ভূত বলে ডাকেন তাঁরা। আমি তাঁদেরকে কী বলি, জানেন? মৃত লোকদের আত্মা। তাঁদের কেউ কেউ আবার দেখতেও যথেষ্ট সুন্দর। ...ওই যে, দেখুন, ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন একজন,' লণ্ঠনটা উঁচু করে ধরলেন তিনি, চিলেকুঠুরির এককোনায় স্তূপ করে রাখা পুরনো কিছু আসবাবের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

মাথাটা গেছে মিস্টার পটসের, বুঝতে পেরে তাড়াহুড়ো করে বললাম, 'আমি আসি।'

www.BanglaBook.org

'আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, তা-ই না?' যেন আমার সঙ্গে নয়, ঘরে উপস্থিত তৃতীয় কোনো ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন এমন ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন মিস্টার পটস, 'কিন্তু যা বলেছি আপনাকে তা কিন্তু আমার কথা না, একটা মেয়েমানুষের কথা। তিনিই আমাকে বলেছেন কথাগুলো, তিনিই আমাকে বলেছেন কথাগুলো আপনাকে বলতে। তিনি খুব অদ্ভুত একটা মেয়ে। আগে কখনও দেখিনি তাঁকে। বিদেশি, আমাদের সঙ্গে যদি তুলনা করেন তা হলে বলবো তাঁর গায়ের রঙ কালো। পরনে অদ্ভুত কিন্তু দামি পোশাক। মাথায় কিছু একটা আছে। ...ওই যে, আবার এসেছেন তিনি...' নোংরা খোলা জানালা দিয়ে আকাশের বাঁকা চাঁদটার দিকে ইঙ্গিত করলেন তিনি। 'কী চমৎকার কমনীয় একটা মেয়ে! কী মায়াবী দুটো চোখ! হরিণীর মতো—বড় বড়, টানা টানা; দেখলেই স্নেহ জাগে মনে। চেহারায় অহঙ্কার, কারণ একদিন তিনি ছিলেন কোনো-না-কোনো অঞ্চলের শাসনকর্ত্রী। ...আমি কোনোদিন কোনো মেয়ের প্রেমে পড়িনি, কিন্তু আজ যদি এই মেয়ে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকত তা হলে কী হতো বলা যায় না। আজ যদি আপনি তাঁকে দেখতেন তা হলে আপনারও মাথা ঘুরে যেত; আর শুধু আপনি কেন, ওই মেয়েকে দেখলে স্থির থাকতে পারত না যে-কোনো যুবক।'

ভূত হোক আর যা-ই হোক, ও-রকম সুন্দর একটা মেয়ের অত প্রাঞ্জল বর্ণনা শুনে কৌতূহলী না-হয়ে পারলাম না। জিজ্ঞেস করলাম, 'তিনি কী বলেছেন আপনাকে?'

'ঠিকমতো বলা একটু কঠিন, কারণ তাঁর ভাষাটা ছিল অদ্ভুত। মনে মনে আগে অনুবাদ করতে হবে আমাকে, তারপর বলতে হবে আপনাকে। তবে যেহেতু জিজ্ঞেস করেছেন, সারসংক্ষেপ বলে দিতে পারি। সিন্দুকটা আর তার ভিতরে যা

www.BanglaBook.org

কিছু আছে সব তিনি নিতে বলেছেন আপনাকে। একটা পাণ্ডুলিপি আছে, তিনি বলেছেন; অবশ্য পুরোটা নেই, পচে নষ্ট হয়ে গেছে অনেকখানি। ওই পাণ্ডুলিপিটা পড়তে হবে আপনাকে, অথবা পড়তে পারে এমন কাউকে দিয়ে পড়াতে হবে। তারপর ছাপাতে হবে সেটা যাতে সারা দুনিয়ার মানুষ পড়তে পারে। তিনি বলেছেন, "হুবার্ট" চায় কাজটা করুন আপনি। আমি নিশ্চিত নামটা হুবার্ট; অবশ্য আরও কয়েকটা নাম ব্যবহার করেছেন তিনি যা ঠিকমতো বুঝতে পারিনি। এটুকুই মনে পড়ছে আমার। ...ও, একটা শহরের কথাও মনে পড়ছে...সারা শহরে শুধু সোনা আর সোনা...মনে পড়ছে ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধের কথা যাতে পরাজিত হতে হয়েছিল এই হুবার্টকে। ওই যুদ্ধ নিয়ে কিছু একটা বলতে চেয়েছিলেন মেয়েটা আমাকে, কারণ আমার মনে হয় পাণ্ডুলিপির মধ্যে ওই কথাগুলো নেই। কিন্তু ঠিক তখনই আমার ধ্যান ভেঙে দিলেন আপনি আর মেয়েটাও চলে গেল। ...যা-হোক, সিন্দুকটা নিতে চাইলে ঠিক পঞ্চাশ পাউণ্ড দিতে হবে আপনাকে, এক ফার্দিং-ও কম নেবো না। তবে এখনই দিতে হবে না টাকাটা, আপনাকে বিশ্বাস করি আমি—জানি আপনি একজন সৎ মানুষ।'

'ঠিক আছে। নেবো আমি সিন্দুকটা। কিন্তু সাইকেলে করে তো আর নেয়া যাবে না ওটাকে, কাল সকালে একটা একাগাড়ি পাঠিয়ে দেবো, দয়া করে সেটাতে তুলে দেবেন। তালা লাগিয়ে দিন এখন, আর চাবিটা দিন আমাকে।'

তারপর, যথাসময়ে, সিন্দুকটা হাজির হলো আমার কাছে। তালা খুলে প্রথমেই বাণ্ডিলটা নিলাম হাতে। শালের ভিতরে পিন দিয়ে আটকানো অবস্থায় পাওয়া গেল বড় এক তা কাগজ। প্রথম দেখায় মনে হলো কোনো চিঠি, অথবা কারও কোনো বিবৃতি। উল্টেপাল্টে দেখলাম। কোনো তারিখ নেই কোথাও, এমনকী

www.BanglaBook.org

স্বাক্ষরও নেই। লেখনীর ধাঁচ আর হাতের লেখা দেখে অনুমান করলাম, কমপক্ষে ষাট বছর আগে কোনো মহিলা লিখেছিলেন এটা।

পড়তে লাগলাম আমি:

*"যুবক-বয়সে আমার বাবা ছিলেন একজন মহান পরিব্রাজক। অদ্ভুত অদ্ভুত সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসতেন তিনি। তাঁর বিয়ের আগে, সম্ভবত দক্ষিণ আমেরিকার এ-রকম কোনো এক অভিযান থেকে ফেরার সময় এই জিনিসগুলো সঙ্গে করে নিয়ে আসেন তিনি। আমাকে একবার বলেছিলেন তিনি, এই পোশাকটা নাকি এক মহিলার গায়ে পাওয়া গেছে, আর ওই মহিলাকে পাওয়া যায় একটা কবরের ভিতরে। দেখলেই নাকি মনে হয় মহিলা সম্ভ্রান্ত-বংশীয় কেউ। তাঁর আশপাশে আরও কয়েকটা মহিলার মৃতদেহ ছিল—সম্ভবত তাঁর চাকরানী, মরার পরে ওদেরকে ওদের মনিবানির সঙ্গে একই কবরে দাফন করা হয়। তবে কবরটা ছিল আক্ষরিক অর্থেই অদ্ভুত। ভিতরে ছিল বড় একটা পাথরের টেবিল, আর এই মৃতদেহগুলো বসানো ছিল সেই টেবিল ঘিরে। সেটার শেষপ্রান্তে একজন পুরুষের মৃতদেহ, বলা ভালো দেহাবশেষ। জঙ্গলাকীর্ণ ও ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা শহরের ভিতরে, বেশ বড় একটা টিবির উপর, ওই কবরটা আবিষ্কার করেন বাবা। সম্ভ্রান্ত বংশের যে-মহিলার কথা বললাম, তাঁর গায়ে জড়ানো ছিল বড় বড় লোমওয়ালা ভেড়ার চামড়া দিয়ে বানানো কাফন; দেখে মনে হয় মহিলার গায়ের পোশাকটা পচনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য তাঁকে ওই কাফন পরানো হয়েছিল। আর মহিলার দেহটা ছিল মমি করা। পুরুষ লোকটার কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই বাকি ছিল না, তবে খুলিতে তখনও লেপ্টে ছিল লম্বা লম্বা চুল। তাঁর পাশে ছিল ক্রুশ-মুষ্টির বিশাল এক তরবারি,*

www.BanglaBook.org

*সেটা ধরামাত্র ভেঙে যায় দুর্ভাগ্যবশত। অস্ত্রটার হাতল ছিল অ্যাম্বারের, যা কালের ছোবলে কালো হয়ে গিয়েছিল। এই লোকটার পায়ের নীচে পাওয়া যায় কিছু পার্চমেন্ট, আর্দ্রতার কারণে যার বেশিরভাগই পচে গেছে। বাবা আমাকে বলেছিলেন, এই কবর আবিষ্কার করার কাজে স্থানীয় যে-লোকগুলো তাঁকে সাহায্য করেছিল তাদেরকে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হয়েছিল, আর সে-কারণেই ওই পোশাক, সোনার গহনাগাটি, পান্নার নেকলেসসহ আরও অনেক কিছু বলতে গেলে অবিকৃতভাবে হাতে পেয়ে যান তিনি। বাবা আমাকে আরও বলেছিলেন, তিনি চান না এই জিনিসগুলো কখনই বিক্রি করে দেয়া হোক।”*

চিঠিটা এখানেই শেষ।

পড়া শেষ করে বিশেষ ওই পোশাকটা হাতে নিলাম। এ-রকম কোনো পোশাক আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না। পরে কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে দেখাই আমি পোশাকটা, তাঁরা সবাই বলেন ওটা নিঃসন্দেহে দক্ষিণ আমেরিকান এবং অনেক অনেক বছর আগের। আর অলঙ্কারগুলো পেরুর, ইনকা সভ্যতার সমকালীন সময়ের। যা-হোক, পোশাকটা অনেকটা গাউনের মতো, উজ্জ্বল রঙের, পুরনো কিছু ভারতীয় শালে এ-রকম রঙ দেখেছি আমি—টকটকে লাল বলা যায়। নীচে পার্পলের কিনারাযুক্ত লিনিনের একটা স্কার্ট, এই স্কার্টের উপরই পরা হতো ওই লাল গাউন।

বাক্সের ভিতরে পাওয়া গেল সোনার সাদামাটা কিছু অলঙ্কার—একটা কটিবন্ধ, সোনা দিয়ে বানানো নতুন চাঁদের আকৃতিযুক্ত একটা মাথার-বলয়, কোনো এক কালে পলিশকৃত আকাটা পান্না দিয়ে বানানো একটা নেকলেস যার প্রায় সবগুলো পাথরেই কেন যেন চিড় ধরে গেছে, এবং দুটো আংটি। একটার মধ্যে এক টুকরো কাগজ জড়ানো, খুলে দেখি কে যেন কী লিখে

www.BanglaBook.org

রেখেছে। একটু আগে যে-চিঠিটা পড়লাম সেটার লেখিকার বাবা হবে সম্ভবত—

"মহিলা মমিটার ডান হাতের আঙুল থেকে খুলে নিতে হয়েছে, কারণ আর কোনো উপায় ছিল না, মমিটা বহন করা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।"

আংটিটা সোনার। উপরিভাগে চওড়া আর চ্যাপ্টা একটা বেযেল, যাতে এককালে কোনো কিছু খোদাই করা ছিল, এখন আর বোঝা যায় না। দেখে মনে হয় প্রাচীন কোনো ইউরোপিয়ানের ব্যক্তিগত সীলমোহর, কিন্তু কোন্ আমলের অথবা কোন্ দেশের তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

চামড়ার ছোট্ট একটা থলের ভিতরে পাওয়া গেল আরেকটা আংটি—সোনার তন্তু বা খুব পাতলা তার দিয়ে চমৎকারভাবে নকশি করা। আগের আংটিটার চেয়ে ছয় কি আট গুণ মোটা। গায়ে খোদাইকৃত নকশাগুলো খেয়াল করলাম; তেমন আহামরি কিছু নয়, বরং গতানুগতিকই বলা যায়—কয়েকটা তারা, সেগুলো থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোকরশ্মি।

ব্যস, মনোহারী সামগ্রী যদি বলি, তা হলে এ-পর্যন্তই। ধাতব মূল্য দিয়ে বিচার করলে আমার সামনের এই জিনিসগুলো তেমন কিছুই নয়। সোনা যতটুকু আছে, বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী তা অকিঞ্চিৎকর। আগেই বলেছি, পান্নার নেকলেসটার প্রায় সবগুলো পাথরে চিড় ধরে গেছে; আমার মনে হয় কোনো কারণে আগুনে পুড়ে গিয়েছিল জিনিসটা। প্রাচীন মিশরীয় অলঙ্কারগুলো যেমন সুন্দর আর আকর্ষণীয় হয়, এগুলো দেখতে মোটেও সে-রকম নয়; বরং আমার মনে হয় এগুলো আরও আদিম কালের, আরও আগের কোনো সভ্যতার। তার পরও আলাদা একরকম সৌন্দর্য আছে ওগুলোর মধ্যে, যা একেবারে ফেলনা নয়।

www.BanglaBook.org

অদ্ভুত একটা চিন্তা পেয়ে বসল আমাকে। ভাবতে লাগলাম, গাউনের মতো দেখতে এই টকটকে লাল পোশাক আর পার্পলের কিনারাযুক্ত স্কার্টটা আসলে কার? কার গলায় শোভা পেত পান্নার এই নেকলেস? কার মাথায় থাকত নতুন চাঁদের আকৃতিযুক্ত সোনার এই বলয়টা? উত্তর—একটা মমির। অনেক অনেক বছর আগে মারা গেছেন ওই মহিলা, অদ্ভুত আর ভিনদেশী কোনো জাতির গণ্যমান্য কেউ ছিলেন যিনি কোনো এক কালে। পাগলাটে বুড়ো পটস যে-রকম বলেছে তিনি কি সত্যিই দেখতে সে-রকম? সুন্দরী? হরিণীর মতো বড় বড় চোখ?

না, পটস যা বলেছে তার কোনো মানে নেই—সব বাজে কথা। মরার পরে ভূত হয়ে কেউ আসতে পারে না পৃথিবীতে, তা-ও আবার ইংল্যাণ্ডের মতো একটা দেশে, পটস যেখানে থাকে সে-জায়গার মতো বাজারপ্রধান কোনো এলাকায়। তার পরও, পোশাক আর অলঙ্কারগুলো স্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করছে যে, এককালে কোনো-না-কোনো মহিলা পরতেন ওগুলো, আর চিঠির কথাগুলো যদি ঠিক হয়ে থাকে তা হলে বোঝা যায় স্বামী বা প্রেমিক যা-ই হোক না কেন কমপক্ষে একজন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল তাঁর।

অ্যাম্বারের হাতলওয়ালা ক্রুশ-মুষ্টির ওই তরবারিটাই বা কোত্থেকে এল কবরের ভিতরে? যতদূর জানি অনেক অনেক বছর আগে নরওয়ের লোকেরা ও-রকম তরবারি ব্যবহার করত, তবে ব্যাপারটা আমার চেয়ে আরও ভালো বলতে পারবেন ইতিহাস-বিশেষজ্ঞরা। সাগা, মানে মধ্যযুগীয় নরওয়েবাসীর বীরত্বগাথা পড়েছিলাম একসময়; মনে পড়ে, অষ্টম বা নবম শতকে এরিক নামের দুর্ধর্ষ এক লোকের নেতৃত্বে একদল নরওয়েজিয়ান হাজির হয়েছিল আমেরিকার উপকূলে, চিঠিতে উল্লিখিত সাদা চুলের ওই পুরুষটা কি সেই লোকদেরই একজন?

www.BanglaBook.org

পার্চমেন্টগুলোর দিকে তাকালাম। একবার দেখেই বলে দেয়া যায় ওগুলো ভেড়ার চামড়া থেকে বানানো। কিন্তু কাজটা যে করেছে, বোঝা যায় এ-ব্যাপারে ততটা দক্ষ নয় সে। ইতিহাস নিয়ে তেমন কোনো আগ্রহ নেই আমার, তাই একেবারে শেষের পার্চমেন্টটা একটু উল্টে-পাল্টে দেখলাম। শুকনো খড়কুটো দিয়ে বানানো একজাতের দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে সবগুলো পার্চমেন্ট, এর আগে পানামা হ্যাট তৈরির কাজে এ-ধরনের দড়ির ব্যবহার দেখেছি আমি। খেয়াল করলাম, বেশিরভাগ পার্চমেন্টের নীচের দিক পচে গেছে, মাটি লেগে আছে জায়গায় জায়গায়, কোনো কোনোটায় আবার ছাতলা পড়ে গেছে। দড়ির বাঁধনও অনেকখানি আলগা হয়ে গেছে।

যা-হোক, খুললাম দড়িটা, সবচেয়ে উপরের পার্চমেন্টটা হাতে নিলাম। কালো কালিতে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে কী যেন লেখা আছে। কিন্তু খুবই অস্পষ্ট আর ধূসর হয়ে গেছে লেখাগুলো, চোখের যথেষ্ট কাছে এনেও পড়তে পারছি না কিছুই।

কোনো আশা নেই, বুঝতে পারছি। সন্দেহ নেই এই লেখাগুলোর মধ্যেই ওই মহিলা আর ওই পুরুষ লোকটার যত রহস্য, যত কাহিনি লুক্কায়িত আছে। কিন্তু অন্তত আমার দ্বারা ওই রহস্য কোনোদিন উদ্ঘাটিত হবে না, আমি নিশ্চিত। অন্য কেউ পারবে বলেও মনে হয় না। মনে মনে তিক্ত হাসি হেসে ভাবলাম, হরিণীর মতো বড় বড় চোখের ওই মেয়ে সম্পূর্ণ অকারণেই এসে হাজির হলো বুড়ো পটসের সামনে, আর শুধু শুধু ওকে বলল পার্চমেন্টগুলো আমার হাতে তুলে দিতে।

কয়েকদিন পর মনে পড়ল আমার এক বন্ধুর কথা। ওর কাজই হচ্ছে পুরনো আর দুর্বোধ্য সব পাণ্ডুলিপি পড়ে সেগুলোর মর্ম বের করা। পার্চমেন্টের বিশাল বাণ্ডিলটা নিয়ে গেলাম আমার সেই পণ্ডিত বন্ধুর কাছে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে

www.BanglaBook.org

পার্চমেন্টগুলোর দিকে, তার পর উদাস কণ্ঠে বলল, 'লাভ হবে বলে মনে হয় না। তার পরও চেষ্টা করা যাক, কী হবে আর কী হবে না তা চেষ্টা করার আগে নিশ্চিত করে বলা যায় না।'

পুরনো দলিল-দস্তাবেজ যে-ঘরে রাখে সে, সে-ঘরে একটা কাবার্ড আছে, গিয়ে সেটার কাছে দাঁড়াল। ভিতর থেকে বের করল খড়রঙা একজাতীয় তরলে পূর্ণ একটা বোতল। তার পর সাধারণ একটা পেইন্টিং ব্রাশ হাতে নিয়ে সেটা ডুবাল বোতলের তরলে। প্রথম পার্চমেন্টটা নিল এরপর, সেটার প্রথম লাইনের উপর একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, আরেকবার শেষ থেকে শুরু পর্যন্ত ঘষল ব্রাশ দিয়ে। তারপর অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। মিনিটখানেকের মধ্যে, অভিভূত হয়ে দেখি, আগের সেই অস্পষ্ট আর ধূসর লেখাগুলো কয়লার মতো কালো হয়ে গেছে—দেখলে সাধারণ যে-কেউ বলবে, হাজার বছর আগে নয়, যেন গতকালই লেখা হয়েছে এই পাণ্ডুলিপি।

'ঠিক আছে,' আমার বন্ধুর কণ্ঠে বিজয়ের সুর, 'গাছগাছড়ার রস থেকে বানানো হয়েছে এই কালি। জিনিসটা খুবই শক্তিশালী, এককথায় যাদুকরী। সবার কাছে পাবে না এই জিনিস। দেখো, লেখাগুলো কেমন স্পষ্টভাবে পড়া যাচ্ছে! এই পাণ্ডুলিপি লেখার সময় আসল কালি যে-রকম ছিল, এখন প্রায় সে-রকম অবস্থা ফিরে পেয়েছি আমরা। মোটামুটি পনেরো দিনের মতো থাকবে এই রকমই, তারপর আবার ধূসর হয়ে যাবে। ...তোমার এই পাণ্ডুলিপিটা খুবই পুরনো, সম্ভবত রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের আমলের, তবে পড়তে তেমন একটা অসুবিধা হচ্ছে না আমার। ...দেখো, শুরুটা কীভাবে হয়েছে: "আমি, হুবার্ট ডি হেস্টিংস, তাভানতিনসুয়ুতে বসে আমার এই কাহিনি লিখছি, জায়গাটা আমার জন্মভূমি ইংল্যাণ্ড থেকে অনেক দূরে, যেখানে আর কোনোদিনই ফেরা হবে না আমার। সত্যি কথা

www.BanglaBook.org

যদি বলি, আমি একজন ভবঘুরে, আর এ-রকমই যে হবো সে-ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন থরগ্রিমার নামের আমার এক পূর্বপুরুষ। এই যে তরবারিটা আমার সামনে আছে, ফরাসিরা যে-দিন হামলা করে হেস্টিংস পুড়িয়ে দিয়েছিল সেদিন অস্ত্রটা আমাকে দিয়েছিলেন আমার মা...”' পড়া থামিয়ে আমার দিকে তাকাল সে।

'ঈশ্বরের দোহাই লাগে,' মিনতির সুরে বললাম আমি, 'থেমো না, পড়তে থাকো। পুরোটা না-শোনা পর্যন্ত শান্তি পাবো না আমি।'

'বন্ধু, ব্যাপারটা এত সহজ না। সবগুলো পার্চমেন্ট, মানে পুরো পাণ্ডুলিপি শেষ করতে কয়েক মাস সময় লাগবে আমার। কেন জানো? আমার ওই বিশেষ কালি বুলিয়ে আগে লেখাগুলো উদ্ধার করতে হবে, তার পর পড়তে হবে সেগুলো। পার্চমেন্টের সংখ্যা তো দেখতেই পাচ্ছ—একটা দুটো না, অনেক। আমার নিজের কাজ আছে, সরাসরিই বলছি, কিছু মনে কোরো না, ওই কাজ করেই পেট চালাতে হয় আমাকে। তার পরও কী করতে হবে তোমাকে বলে দিই। কালি বুলিয়ে উদ্ধার করতে হবে লেখাগুলো, তার পর যত জলদি সম্ভব ফটো তুলে ফেলতে হবে যাতে আবারও ধূসর হয়ে যাওয়ার আগে অনেকদিনের জন্য সংরক্ষণ করা যায়। এরপর সেই ছবিগুলো নিয়ে যেতে হবে দক্ষ লোকদের কাছে, যেমন,' দুটো নাম বলল সে, 'নগদ পয়সা দিতে হবে ওঁদেরকে, তোমার হয়ে পড়ার কাজটা করে দেবেন তাঁরা তখন। কিন্তু আমার মনে হয় সামান্য কিছু টাকা খরচ করে যা পাবে তুমি তার মূল্য আরও অনেক বেশিই হবে হয়তো। ...এই হতচ্ছাড়া তাভানতিনসুয়ুটা কোথায় বলতে পারো?'

'পারি,' উত্তরটা জানা আছে বলে কিছুটা গর্বই হচ্ছে আমার, কারণ, মনে মনে ভাবছি, আমার পণ্ডিত বন্ধু যা জানে না তা

www.BanglaBook.org

আমি জানি, 'স্প্যানিশরা পেরু দখল করে নেয়ার আগে পেরুভিয়ানদের সাম্রাজ্যের স্থানীয় নাম ছিল তাভানতিনসুয়ু। কিন্তু রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের আমলে সেখানে গিয়ে কীভাবে হাজির হলো এই হুবার্ট?'

'কেন? সমস্যাটা কী?' বোঝা গেল পেরুর ইতিহাসটা ঠিকমতো জানা নেই আমার বন্ধুর।

'পিযারোর নাম হয়তো শুনেছ হয়তো—স্প্যানিশ বীর। পেরুর ইনকা সাম্রাজ্য দখল করার জন্য পানামা থেকে রওনা দেন তিনি, ১৫৩১ সালে। পর্বত পার হয়ে হাজির হন জায়গামতো, পরাজিত করেন ইনকাদের, আর ১৫৩৩ সালে শূলে চড়ান ওদের সম্রাট আটাহুয়ালপাকে। এখন কথা হচ্ছে, রাজা রিচার্ড তো এই পিযারোর দু'শ' বছরের আগের লোক; তা হলে আমাদের এই হুবার্ট ওই সময়ে গেল কী করে তাভানতিনসুয়ুতে?'

কাঁধ ঝাঁকাল আমার বন্ধু। 'কৌতূহল যখন তোমার, তখন উত্তরটা জানার দায়িত্বও তোমার। যাও, চেষ্টা করে দেখো পারো কি না। কে জানে, যে-টাকা খরচ করে এই রহস্যের জবাব পাবে তুমি, এই পাণ্ডুলিপির অনুবাদ প্রকাশ করতে পারলে টাকাটা ফিরে পেতেও পারো।'

সুতরাং আর দেরি না-করে কাজে নেমে পড়লাম। অনুবাদ করানোর কাজে কত টাকা খরচ হয়েছিল আমার তা আর বললাম না, বললে কী হবে? আসল কথা হলো, আপনাদের হাতে এখন যে-বইটা আছে তা হুবার্ট অফ হেস্টিংসের জীবন-কাহিনিই বলতে পারেন। অদ্ভুত ভাষায় আর সেকেলে ভঙ্গিতে নিজের জীবনের বিশেষ একটা গল্প বলেছে সে, আর সেটাই ঘষামাজা করে সহজসরল ভঙ্গিতে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি আমি। কখনও কখনও দুর্বোধ্য কিছু ইণ্ডিয়ান শব্দও

www.BanglaBook.org

ব্যবহার করেছে সে, পড়লে মনে হয় পেরুভিয়ানদের ভাষায় কথা বলার অভ্যাস ছিল ওর এককালে, মাতৃভাষাটাই বোধহয় ভুলতে বসেছিল বেচারা ওই সময়ে।

নিজের কথা যদি বলি, ওর এই গল্পটা যথেষ্ট রোমাণ্টিক আর ইণ্টারেস্টিং মনে হয়েছে আমার কাছে। আপনাদেরও সে-রকম মনে হবে সম্ভবত।

কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, কাহিনির শেষটা জানি না আমি, জানতে পারিনি আর কী। শেষের দিকের অনেকগুলো পার্চমেণ্ট পুরোপুরি পচে গেছে, সুতরাং শেষপর্যন্ত কী ঘটেছিল এই হুবার্টের ভাগ্যে তা আর জানা হয়নি আমার। অনুমান করছি, ভীষণ এক যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল সে, তাতে পরাজিত হতে হয়েছিল ওকে, আর ওর সঙ্গিনী বা স্ত্রী কুইলা তো লিখতেই জানত না, অন্তত ইংরেজিতে তো না-ই, তাই ওদের দু'জনের শেষটা আজও আমার কাছে রহস্য হয়ে রয়ে গেছে, হয়তো আপনাদের কাছেও থাকবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

## প্রথম খণ্ড

# এক

আমি হুবার্ট অভ হেস্টিংস। আমার জন্মভূমি ইংল্যাণ্ড থেকে অনেক দূরে, তাভানতিনসুয়ুতে বসে লিখছি আমার এই কাহিনি। আমার মনে হয় আর কোনোদিন প্রিয় মাতৃভূমিতে ফেরা হবে না আমার।

সত্যি কথা যদি বলি, আমাকে একরকম ভবঘুরেই বলা যায়। আর আমি যে এ-রকমই হবো সে-ব্যাপারে অনেক আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন থরগ্রিমার নামের আমার এক পূর্বপুরুষ। এই যে আমার সামনে তরবারিটা আছে, এটা আমাকে দিয়েছিলেন আমার মা, যে-দিন ফরাসিরা হেস্টিংস পুড়িয়ে দিল সেদিন। এই কাহিনি আমি লিখছি একটা কলম দিয়ে; পর্বতের বিশাল এক ঈগলের ডানার পালক চেঁছে কলমটা বানাতে হয়েছে আমাকে। আর কালি বানিয়েছি বিশেষ একজাতের লতাগুল্মের রস থেকে, ওই গুল্ম আবিষ্কার করেছি আমি নিজেই। যে-পার্চমেন্টের উপর লিখছি তা-ও আমার বানানো—স্থানীয় কিছু শুকনো ভেড়ার-চামড়া দিয়ে নিজের হাতে কাজটা করতে হয়েছে আমাকে, যদিও জানি ভালোমতো বানাতে পারিনি। আসলে অনেক আগে, লণ্ডনে থাকাকালীন সময়ে দেখেছিলাম কাজটা, সেই স্মৃতিই কাজে লাগিয়েছি।

বিক্ষিপ্তভাবে ঘটনার বর্ণনা না-দিয়ে বরং প্রথম থেকেই শুরু করি।

একটা মাছ-ধরার নৌকার মালিকের ছেলে আমি। ইংলিশ

www.BanglaBook.org

চ্যানেলের তীরবর্তী প্রাচীন বন্দর-নগরী হেস্টিংস-এ ছোটখাটো কিছু ব্যবসাও ছিল আমার বাবার। সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে নৌকা উল্টে সলিলসমাধি হয় তাঁর। পরে, তাঁর একমাত্র জীবিত সন্তান হিসেবে ব্যবসার দায়িত্ব নিই আমি।

যে-সময়ের কথা বলছি তখন খ্রিস্টাব্দ ১৩৭৭ সাল, অগাস্ট মাস, রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের শাসনামল। একদিন, দু'জন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে, মাছ ধরার জন্য সমুদ্রে গিয়েছি। তখন আমার বয়স বেশি হলে তেইশ; চুল লম্বা, ধূসর আর কোঁকড়া। চোখ দুটো বড় বড় আর নীল, নাক খাড়া, মুখটা বেশ বড়; যদিও আমার মা এবং আরও অনেকেই মনে করতেন আমার চেহারা-নকশা ভালোই। কিছুটা স্থূল হলেও আমার শরীর বেশ চওড়া, বুকের ছাতি বিশাল এবং গায়ে জোরও অনেক। মোদ্দা কথা, আমাকে ধরে মাটিতে ফেলে দেবে এ-রকম লোক তখন বলতে গেলে নেই আমাদের গ্রামে।

যা-হোক, গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় দুই চাকরকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে চড়েছি নৌকায়, ইচ্ছা ছিল সারারাত মাছ ধরে ভোরের দিকে ফিরবো। আগে থেকেই ঠিক করে রাখা জায়গায় গিয়ে হাজির হলাম আমরা, জাল ফেললাম। ভাগ্য সুপ্রসন্ন আমাদের—ভোর তিনটা নাগাদ বলতে গেলে সবরকমের মাছ দিয়ে ভরে গেল আমাদের নৌকাটা। সত্যি বলতে কী, এর আগে একবারে এত মাছ ধরতে পারিনি আমরা কখনোই।

সম্পদ—আজও আমার কাছে প্রচুর সম্পদ আছে। আছে প্রেম-ভালোবাসা, ক্ষমতা, রাশি রাশি সোনা যা হয়তো কোনোদিন গণনা করে শেষ করা যাবে না। আজও আমি যখন রাস্তায় বের হই আমাকে দেবতার মতো ভক্তি করে আমার সৈন্যরা। আমার অপূর্ব সুন্দরী রানি কুর্নিশ করে, ঘরের চাকরাণীরা সম্মান দেখিয়ে মাথা নোয়ায়। এই স্বর্ণরাজ্যের অধিবাসীরা নিখাদ শ্রদ্ধায় মুখ ঘুরিয়ে নেয় অন্যদিকে যাতে বেয়াদবি না হয়ে যায়, বাচ্চারা হাত

www.BanglaBook.org

দিয়ে চোখ ঢাকে। আমার সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে জীবন আর মরণ, আমার কথাকে এখানকার লোকেরা স্বর্গীয় বাণী বলে মনে করে। প্রাচীন এই জনপদের অধিবাসীরা, যারা "চ্যানকা" নামে পরিচিত, আমাকে "সমুদ্র-দেবতা" বলে মনে করে; যে-দেবতা ওদেরকে বিজয় এনে দিয়েছে, ওদের প্রাচীন শহরে, প্রাচীন বাসস্থানে পুনর্বাসিত করেছে ওদেরকে, যেখানে ইনকাদের ক্রোধ থেকে অনেক দূরে এখন পর্যন্ত নিরাপদে আছে ওরা।

আজও, যখন আমার প্রাসাদের ছাদে একা বসে থাকি অথবা তারাভরা রাতে প্রাসাদের বাগানে হাঁটাহাঁটি করি, যে-রাতে অনেক মাছ ধরেছিলাম আমরা তিনজনে মিলে সে-রাতটার কথা মনে হয় আমার, মনে পড়ে যায় তার পরে কী হয়েছিল। লণ্ডনের একজন বণিক হিসেবে আমার সমৃদ্ধি আর ঐশ্বর্যের কথা মনে পড়ে, মনে পড়ে তার পরে কী ঘটেছে আমার ভাগ্যে। মনে পড়ে ব্ল্যান্‌শ অ্যালিস নামের মেয়েটার কথা, যাকে আমি বলতে গেলে জিতে নিয়েছিলাম এবং তার পরে কী ঘটেছিল। আর ভয় হয়—শান্তি আর ভালোবাসার আজকের এই মুহূর্তগুলো যে-দিন থাকবে না সেদিন কী হবে ভেবে। সেদিন, নিশ্চিত জানি আমি, মৃত্যু গ্রাস করে নেবে আমাদের সবাইকে, ধ্বংস হয়ে যাবে আমাদের চারপাশের সবকিছু। সেই পরিণতি বরণ করে নিতে হবে, আজ না হোক কাল। আর এ-কারণেই নিজের কাহিনি লেখার জন্য কলম ধরতে হয়েছে আমাকে। গতকাল আমার গুপ্তচররা খবর দিয়েছে, কারি উপানকুয়ি, তাভানতিনসুয়ুর ইনকা, প্রস্তুতি নিচ্ছে আমাদের, মানে চ্যানকাদের উপর হামলা করার জন্য-সমূলে ধ্বংস করে দিতে চায় আমাদেরকে। একজন সূর্যকুমারীকে আমি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছি বলে কুসংস্কারবশত আমাকে ঘৃণা করে কারি, অথচ এই লোকটাই একদিন ছিল আমার ভাইয়ের মতো। গুপ্তচরদের খবর অনুযায়ী, কারির সেনাবাহিনী আগামী বছরের আগে রওয়ানা করতে পারবে না, এবং রওয়ানা হওয়ার পর

www.BanglaBook.org

আমাদের এই দেশে পৌঁছাতে প্রায় এক বছর লেগে যাবে ওদের। কারিকে চিনি আমি, জানি আসবেই সে, এবং এ-ও জানি সে আসার পর ভীষণ এক যুদ্ধ হবে ওর বিরুদ্ধে আমার, সম্ভবত জীবনের শেষ লড়াইটা লড়বো আমি সেদিন, নেতৃত্ব দেবো চ্যানকা সেনাবাহিনীকে। তবে, সে-লড়াইটা লড়বার আগে আমার এই কাহিনি লিখে ফেলতে হবে আমাকে, যাতে সবাই জানতে পারে এমন একজন সাদা-চামড়ার লোকের কথা যে কিনা অন্য যে-কোনো শ্বেতাঙ্গের আগে পা দিয়েছে পৃথিবীর এই প্রান্তে, সামান্য এক যাযাবর থেকে বনে গেছে সমৃদ্ধ এক জনপদের নেতা। অবশ্য কখনও কখনও আমার মনে হয় আমার এই লেখালেখি হয়তো পণ্ডশ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়, কারণ আমার এই লেখা পড়বে কে? আমার সহধর্মিণী কুইলা তো পড়তেই জানে না, আমার ছেলেমেয়েরাও না; তাই আমার লোকদেরকে বলেছি আমার মৃত্যুর পর আমার কবরের ভিতরে, পায়ের নীচে এই পার্চমেন্টগুলো চাপা দিয়ে রাখতে, যাতে কেউ যদি কোনোদিন খুঁজে পায় আমার মৃতদেহ তা হলে আমার গল্পটা যেন জানতে পারে সে এবং জানায় সবাইকে।

যা বলছিলাম—নৌকা ভরে গেছে হরেকরকমের মাছ দিয়ে, দারুণ খুশি আমরা তিনজনই, এবার ফিরে যেতে হবে। হেস্টিংসের সৈকত অভিমুখে রওয়ানা হলাম। বাতাস তেমন জোরালো নয়, ভোরের আলোও সেভাবে ফোটেনি আকাশে, উপরন্তু চারদিকে ঘন কুয়াশা। তীর বরাবর মৃদুমন্দ বাতাস বইছে, সে-বাতাস কাজে লাগিয়ে ধীরগতিতে হলেও এগোচ্ছি আমরা সৈকতের দিকে। এমন সময়, অনেকটা হঠাৎ করেই, লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ আমাদের কানে নিয়ে এল রাতের বাতাস। জাহাজের মাস্তুলে পাল খাটানো আর কপিকলের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে। এক ঝলক বাতাস বইল, কিছুটা হলেও পরিষ্কার হলো কুয়াশা। তখন চমকে উঠে দেখি, আমাদের সামনে ফরাসি

www.BanglaBook.org

রণতরীর বিশাল বহর—প্রায় প্রতিটা জাহাজের মাস্তুল-চূড়ায় উড়ছে ফ্রান্সের পতাকা, হেস্টিংসের দিকে এগোচ্ছে ওগুলো। কপাল খারাপ আমাদের—আমরা যেমন ওদেরকে দেখলাম ওরাও তেমন দেখে ফেলল আমাদের; সবচেয়ে কাছে যে-জাহাজটা আছে সেটার কয়েকজন নাবিক তারস্বরে চেঁচিয়ে অভিশাপ দিচ্ছে আমাদেরকে। ওদের সেই অভিসম্পাত শেষ হওয়ার আগেই আমাদের দিকে ছুটে এল এক ঝাঁক তীর।

কুয়াশার চাদর আবার ঘন হয়েছে, ফরাসিরা চলে গেছে আমাদের দৃষ্টির আড়ালে, ওরাও আর দেখতে পাচ্ছে না আমাদেরকে; যে-জলরাশি আমাদের কাছে হাতের উল্টোপিঠের মতো পরিচিত তা পার হয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে এলাম আমরা সে-সুযোগে। তারপর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে গেলাম হ্যাস্টিংসে।

আমার নৌকা জেটিতে আসামাত্র লাফিয়ে নামলাম আমি, যত জোরে সম্ভব চেঁচাতে লাগলাম, 'ওঠো, ওঠো সবাই! আমাদের উপর হামলা করার জন্য আসছে ফরাসিরা। অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হও! ওদের যুদ্ধজাহাজগুলোর মাঝখান দিয়ে কোনোরকমে পালিয়ে আসতে পেরেছি আমরা...। ওঠো সবাই!'

ঘুমন্ত হেস্টিংস জেগে উঠল নিমেষেই। বন্দরের কাছেই মাছের-বাজার; নাবিক, মাছ-ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য পেশার লোকেরা যে যেদিক থেকে পারছে ছুটে আসছে হন্তদন্ত হয়ে। পিছু পিছু আসছে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা, যাদের প্রায় সবার মুখ হাঁ হয়ে আছে বিস্ময়ে। দূরের প্রায় সবগুলো বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে গেছে মহিলারা, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে আর আতঙ্কে অস্থির হয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে উদ্ভ্রান্তের মতো। মিনিটখানেকের মধ্যেই জনতা ঘিরে ধরল আমাকে, কী হয়েছে জানতে চাইছে সবাই। আগের মতোই চেঁচিয়ে বার বার বলতে লাগলাম আমি, 'ফরাসিরা আসছে! অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হও সবাই। লড়তে হবে আমাদের।'

www.BanglaBook.org

এমন সময় ভিড় ঠেলে, 'দেখি, সরো, জায়গা দাও,' বলে চেঁচাতে চেঁচাতে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল শহরের বুড়ো নায়েব।

আদেশ মান্য করল জনতা, একপাশে সরে গিয়ে জায়গা করে দিল বুড়োকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল সে। জানতে চাইল, 'কী হয়েছে, হুবার্ট? আগুন লেগেছে নাকি কোথাও?'

'তারচেয়েও খারাপ। ফরাসিরা আসছে, উপহার হিসেবে ইংরেজদের জন্য নিয়ে আসছে আগুন আর মৃত্যু। হেস্টিংস আক্রমণ করার জন্য আসছে ওদের যুদ্ধজাহাজগুলো—পঞ্চাশ কিংবা তারচেয়েও বেশি হবে সংখ্যায়। আমার দুই চাকরকে নিয়ে আমি মাছ ধরছিলাম সাগরে, তখন দেখে ফেলি ওদেরকে, ওরাও আমাদেরকে দেখে ফেলে। তখন খুন করার জন্য তীর ছুঁড়তে শুরু করে। কিন্তু ঘন কুয়াশার কারণে বেঁচে যাই আমরা, পালিয়ে আসি কোনোরকমে। ...আমার ধারণা যদি ভুল না-হয়, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই এখানে হাজির হয়ে যাবে ওরা।'

আর কিছু জিজ্ঞেস না-করে ঘুরল বুড়ো নায়েব। মূল শহরের দিকে দৌড়াতে শুরু করেছে সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢং ঢং করে বাজতে শুরু করল আশপাশের প্রায় সবগুলো গির্জার ঘণ্টা। চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল বাজারের চারদিকে। এদিকে আমার নৌকা অথবা নৌকাভর্তি মাছের কথা একবারও না-ভেবে শহরের রাস্তা ধরে দৌড়াচ্ছি আমি; পিছু পিছু আসছে আমার দুই চাকর।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হলাম একটা পুরনো কাঠের-বাড়ির সামনে। বাড়িটা লম্বা, নিচু, পরিকল্পনাহীনভাবে বানানো। একপাশে উঠান, সেখানে স্তূপ হয়ে আছে পিপা, নোঙর, দড়ি ইত্যাদি। দৌড়াতে দৌড়াতে হাঁপিয়ে গেছি, তাই সদর-দরজার সামনে গজানো একটা দেবদারু গাছের সামনে থামলাম। এই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাছটার নীচের দিকের কয়েকটা ডাল কেটে ফেলতে হয়েছে, ওগুলোর কারণে ঠিকমতো আলো ঢুকতে পারে না আমাদের বাড়ির ভিতরে। আমার বিধবা মা থাকেন এই বাড়িতে। এখন আমার প্রথম চিন্তা, নিরাপদ কোনো জায়গায় তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। কাজটা সহজ নয়, কারণ বয়সের ভারে দুর্বল হয়ে গেছেন মা, হাঁটাচলা করতে খুব কষ্ট হয় তাঁর। ফরাসিদের আসন্ন হামলার খবর কীভাবে জানাবো মাকে, তা-ও ভাবছি, কারণ অতিমাত্রায় ঘাবড়ে যেতে পারেন তিনি। বাড়ির ভিতরে ঢুকলাম আমি।

প্রথমেই আমাদের সিটিং-রুম। এই ঘরের ছাদটা নিচু, প্লাস্টার করা, বরগাগুলো ওক কাঠের। সামনে একটা টেবিল, তাতে নাস্তা সাজিয়ে রাখা আছে—ভাজা হেরিং মাছ, ঠাণ্ডা মাংস এবং যব থেকে বানানো একজাতের মদ। টেবিলের পাশেই মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন মা, মনে হয় প্রার্থনা করছেন অথবা অনেকক্ষণ ধরে প্রার্থনা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁকে ডেকে তুলবো কি না সে-ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগতে লাগলাম, দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত তাকিয়ে থাকলাম তাঁর দিকে। বুড়ি হয়ে গেছেন মা, কিন্তু তার পরও যথেষ্ট সুন্দরী তিনি। অনেক আগে, তাঁর বয়স যখন বিশ অথবা তার কিছু বেশি হবে, বিয়ে করেছিলেন তিনি। সাদা চুল আর ধারালো চোখমুখ, দেখলেই বোঝা যায় তিনি উচ্চবংশীয়, অন্তত আমার বাবার চেয়ে; শুনেছি এই বিয়ে নিয়ে নাকি নিজের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে এমনকী ঝগড়াও করতে হয়েছিল তাঁকে।

কীভাবে যেন আমার উপস্থিতি টের পেয়ে গেলেন মা, চোখ খুললেন তিনি, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখলেন আমাকে। 'আশ্চর্য!' নিচু কণ্ঠে বললেন, 'গতরাতে ভালোমতো ঘুমাতে পারিনি, তাই আজ প্রার্থনা করতে করতেই ঘুম এসে গেছে। যে-সব রাতে মাছ ধরতে যাও তুমি, সে-সব রাতে আসলে আমি ঘুমাতে পারি না। জানো, ঘুমের মধ্যে কী স্বপ্ন দেখলাম? ঈশ্বর ক্ষমা করুন,

www.BanglaBook.org

দেখলাম, বিপদ হয়েছে আমাদের। শুনে আবার রাগারাগি কোরো না আমার সঙ্গে, তোমার বাবা আর দুই ভাইকে কিন্তু ওই সাগরই নিয়ে গেছে। তাই তোমাকে নিয়ে আমার চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক, তা-ই না? ...ধরো দেখি আমাকে, হুবার্ট, উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করো। আমার পায়ের পানি বোধহয় আরও বেড়েছে, আজকাল হাঁটাচলা করতে আরও কষ্ট হয়। ডাক্তার কী বলেছে জানো? একদিন নাকি আমার হৃৎপিণ্ডটাও বিকল হয়ে যাবে। ভালোই হবে—সব শেষ হয়ে যাবে সেদিন।'

অন্য কোনো সময় হলে হয়তো সত্যিই ধমক দিতাম মাকে, কিন্তু আজ কিছু বললাম না। এগিয়ে গিয়ে চুমু খেলাম তাঁর কপালে, তারপর ধরে তুললাম তাঁকে। টেবিলের পাশে রাখা নিজের আর্মচেয়ারে গিয়ে বসলেন তিনি।

বললাম, 'তেমন একটা ভুল স্বপ্ন দেখোনি তুমি, মা। সত্যিই বিপদ হয়েছে। ওই শোনো, সেইন্ট ক্লিমেন্টস-এর ঘণ্টাগুলো বাজছে, জানান দিচ্ছে আমাদের আসন্ন দুরবস্থার কথা। ফরাসির আসছে হ্যাস্টিংসে। ভোরের কিছুক্ষণ আগে, নেহাৎ কপালগুণে ওদের যুদ্ধজাহাজগুলো পাশ কাটিয়ে এসেছি আমি।'

'তা-ই নাকি?' আগের চেয়েও নিচু কণ্ঠে বললেন মা। 'আমি কিন্তু আরও খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, ডুবে গেছো তুমি, তোমার ভাইদের সঙ্গে সাগরের অতলে ঠাঁই হয়েছে তোমার। যা-হোক, ফরাসিরা আসার আগেই তুমি আসতে পেরেছ, সে-জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। ...কপালে যা-ই থাক, নাস্তা করে নাও আগে। কথায় আছে, আমরা ইংরেজরা নাকি ভরা পেটে ভালো যুদ্ধ করতে পারি।'

সারাটা রাত সাগরে কাটাতে হয়েছে, তাই খুব ক্ষুধা লেগেছে, দেরি না-করে বসে পড়লাম খেতে। বাইরে চিৎকার করতে করতে ছোটাছুটি করছে উত্তেজিত জনতা, মাছ-মাংস আর মদ গলাধঃকরণ করতে করতে শুনছি সে-সব আওয়াজ।

www.BanglaBook.org

'তুমি মনে হয় আর তর সহ্য করতে পারছ না, হুবার্ট? ছুটে গিয়ে সবার সঙ্গে যোগ দিতে মন চাইছে, তোমার বিশাল ধনুকটা কাজে লাগিয়ে দু'-একজন ফরাসিকে নরকে পাঠানোর জন্য নিশপিশ করছে হাত?'

'না। যুদ্ধ করার জন্য না, তোমাকে এই শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য এত তাড়াহুড়ো করছি আমি। আমার মনে হয় হামলা করার পর সারা শহরে আগুন লাগিয়ে দেবে ফরাসিরা। শহরের বাইরে, মিনস্ নামের পাহাড়ের পাশে, একটা গুহা আছে, সেখানে নিয়ে গেলে নিরাপদেই থাকতে পারবে তুমি, মা।'

মুচকি হাসলেন মা। 'আমাদের বংশের একটা নিয়ম কী জানো? কর্তব্যের ডাক যখন আসে, তখন আমাদের বংশের মেয়েরা নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে পুরুষদের আটকে রাখে না। ...আমার পা দুটো বলতে গেলে অচল হয়ে গেছে, পাহাড়ি ঢাল বেয়ে উঠে কোনো গুহায় গিয়ে হাজির হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব না। এই বাড়িতে পঁয়তাল্লিশটা বছর ধরে আছি, ঈশ্বরের ইচ্ছায় বাঁচি বা মরি, এখানেই থাকতে চাই। তুমি তোমার কাজে যাও। ...তবে তার আগে, কাজের মেয়েদেরকে ডাকো, যেখানে পারে পালিয়ে যেতে বলো ওদেরকে। ওদের বয়স কম, পায়ে জোর আছে, পালিয়ে গেলে ফরাসিরা ধরতে পারবে না ওদেরকে।'

বড় রকমের কোনো একটা ঘাপলা যে হয়েছে তা অনেক আগেই টের পেয়েছে কাজের মেয়েগুলো, চেহারায় নগ্ন আতঙ্ক নিয়ে এতক্ষণ উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল ওরা, ডেকে এনে ওদেরকে আমাদের বিপদের কথা জানালাম, পালিয়ে যেতে বললাম। মিনিট তিনেকের মধ্যেই উধাও হয়ে গেল সবাই। অবশ্য একজন, বলা ভালো যার সাহস তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি, আমার মা'র সঙ্গে থাকতে চাইল, কিন্তু মা ওর কোনো কথা শুনলেন না, চলে যেতে বললেন। আর দেরি না-করে সঙ্গিনীদের পিছু নিল সে।

জানালা দিয়ে দেখলাম, রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে ওই তিন

www.BanglaBook.org

জন, তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই শামিল হলো পলায়নরত হেস্টিংসবাসীদের মিছিলে। আবার তাকালাম মা'র দিকে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে থেকে শোনা গেল বিকট এক চিৎকার। বুঝলাম, এতক্ষণে ফরাসিদের যুদ্ধজাহাজগুলো দেখেছে হেস্টিংসের লোকেরা।

'হুবার্ট,' মা ডাকলেন আমাকে, 'এই চাবিটা নাও। আমার বেডরুমে যাও, ওক কাঠের যে-আলমারিটা আছে সেটা খুলবে। উপরের দিকের লিনিন সরালে নীচে কাপড়ে-জড়ানো কিছু একটা পাবে, সেটা নিয়ে এসো আমার কাছে।'

লম্বা আর সরু একটা বাণ্ডিল নিয়ে ফিরে এলাম মা'র কাছে। দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল বাণ্ডিলটা, ছুরি নিয়ে দড়ির বাঁধন কেটে ফেললেন মা। ভিতর থেকে বের হলো একটা থলে আর বেশ পুরনো একটা খাপে-ভরা একটা তরবারি। খাপটা যথেষ্ট অমসৃণ, আমার মনে হলো হাঙরের চামড়া দিয়ে বানানো সেটা। খেয়াল করলাম, জিনিসটার জায়গায় জায়গায় সোনার টুকরো বসানো আছে।

'তলোয়ারটা বের করো,' বললেন মা।

টান দিলাম হাতল ধরে। নীল ইস্পাতের, দুই দিকে ধারযুক্ত একটা তরবারি বেরিয়ে এল। এ-রকম তরবারি আগে কখনও দেখিনি। অস্ত্রটার এক পিঠে অদ্ভুত কয়েকটা অক্ষর খোদাই করা, চেষ্টা করেও সেগুলোর পাঠোদ্ধার করতে পারলাম না। মুষ্টিটা সোনায় মোড়ানো, সেটার মাথায় অ্যাম্বারের বেশ বড় একটা হাতল—দেখলেই বোঝা যায় বহুল ব্যবহৃত। এককথায় যদি বলি, একনজর দেখেই বুঝতে পারলাম, তরবারিটা যেমন সুন্দর তেমন কাজের।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম মা'র দিকে।

টেবিলের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা আমার কালো আর বড় ধনুকটা ইঙ্গিতে দেখিয়ে বললেন মা, 'এই ধনুক আর এই



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তলোয়ার, অনেক বছর ধরে আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। আমার বাবা আমাকে একবার বলেছিলেন, এই তলোয়ারটা থরগ্রিমার নামের এক লোকের, যিনি ছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষ, এদেশে এসেছিলেন নরওয়ে থেকে। ...জানো, এই তলোয়ারটার কিন্তু একটা নাম আছে—শিখা-তরঙ্গ। এই তলোয়ারটা দিয়ে থরগ্রিমার বলতে গেলে অসাধ্য সাধন করেন—জলে আর স্থলে অনেক লড়াই করেছেন তিনি এটা দিয়ে এবং সবগুলোতেই বিজয়ী হয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন পরিব্রাজক; তাঁর সম্পর্কে এ-রকম জনশ্রুতি আছে, একবার সমুদ্রযাত্রা করেন তিনি এবং অনেক দূরের অনাবিস্কৃত এক রাজ্য জয় করেন, তারপর অনেক বিচিত্র ঘটনার সম্মুখীন হয়ে শেষপর্যন্ত ফিরে আসেন এই ইংল্যাণ্ডে এবং এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ...তাঁর এই "শিখা-তরঙ্গের" গায়ে আসলে একটা অণুকাব্য খোদাই করা আছে, আমার দাদা বলেছিলেন আমার বাবাকে:

"শিখা-তরঙ্গ যে-বীর ধরবে উঁচু করে
যুদ্ধেই হবে মরণ তার, প্রেমময় জীবনের পরে;
দিয়ে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি
আজব এক দেশে হবে তার বাড়ি,
বিজেতা-বিজিত দুই-ই হবে সে একইসঙ্গে
শেষ ঘুম ঘুমাবে রেখে মাথা আমার অঙ্গে।"

ছন্দের কারণে কবিতাটা আজও মনে আছে আমার। মনে থাকার আরও একটা কারণ: যেমনটা বলা হয়েছে কবিতায় অনেকটা একই রকম ভাগ্য বরণ করে নিয়ে হয় মহান থরগ্রিমারকে, এবং তাঁর নাতিকে যে তাঁর কবর থেকে এই তলোয়ারটা বের করেছিল।'

অন্য কোনো সময় হলে এই "নাতি" আর থরগ্রিমারের কবরের ব্যাপারে কম করে হলেও হাজারটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতাম মাকে, কিন্তু এখন চুপ করে থাকলাম। কারণ হাতে সময় নেই।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'সারাজীবন ধরে এই তলোয়ার আগলে রেখেছি,' বলছেন মা, 'এমনকী তোমার বাবা বা ভাইদেরকেও দিইনি কোনোদিন। ভয় হতো, কবিতায় যে-রকম লেখা আছে সে-রকম কোনো পরিণতি না আবার এসে জোটে ওদের কপালে। এককালে নরওয়ের যাদুকরেরা নিজেদের দক্ষতা আর শ্রম দিয়ে এসব তলোয়ার বানাত, লোকে বলে ওরা নাকি ভবিষ্যৎ দেখতে পারত আর সেই ভবিষ্যৎই নাকি কবিতার ভাষায় খোদাই করে দিত ওই সব তলোয়ারের গায়ে। ভবিষ্যৎ আমিও দেখতে পাই, হয়তো উত্তরাধিকার সূত্রেই এই ক্ষমতা চলে এসেছে আমার রক্তে। ...হুবার্ট, সময় এসে গেছে, তলোয়ারটা নাও, আর অস্ত্রটার শিখা তোমাকে যেখানে নিয়ে যায় সেখানে যাও। প্রমাণ করো থরগ্রিমারের বংশধরদের মধ্যে বীর আছে আজও।'

একটা মুহূর্ত থামলেন তিনি, দম নিলেন, তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'হুবার্ট, সম্ভবত শেষবারের মতো আলাদা হয়ে যাবো আমরা, আর হয়তো কখনও দেখা হবে না, কারণ আমার মনে হয় আমারও সময় এসে গেছে। কিন্তু আমার কথা ভেবে মুষড়ে পড়লে কাজ হবে না তোমার। শোনো, হুবার্ট, আমার যা-ই ঘটুক না কেন, অথবা এই বাড়ির যা-ই হোক না কেন, এখানে থেকো না আর। লণ্ডনে চলে যেয়ো, আমার ভাই জন গ্রিমারকে খুঁজে বের কোরো। ধনী ব্যবসায়ী সে, স্বর্ণকার; "চিপ" নামের একটা জায়গায় থাকে। তোমাকে ছোটবেলায় দেখেছে সে, পছন্দও করে; ওর নিজের কোনো ছেলেমেয়ে নেই তাই আমার মনে হয় তুমি গেলে যথেষ্ট খাতিরযত্ন করবে তোমাকে। ...বাবা ইচ্ছা করেই জনকে এই তলোয়ারটা দেননি—আমার মতোই আশঙ্কা ছিল তাঁর, এই তলোয়ারের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়ে পাল্টে দিতে পারে জনের জীবন। তুমি আমাদের বংশের রক্ত, তোমার হাতে যখন এই তলোয়ার দেখবে সে তোমাকে স্বাগতম না-জানিয়ে পারবে না। নাও এটা, সোনাভর্তি থলেটাও নাও। তোমার

www.BanglaBook.org

কাজে লাগবে। ...আরেকটা কথা, এই আংটিটাও নাও। তলোয়ার আর ধনুকের মতো এই আংটিটাও এসেছিল আমার কাছে। এটার গায়েও কিছু খোদাই করা ছিল, কিন্তু অনেক পুরনো জিনিস, তাই ক্ষয়ে গেছে, স্পষ্টভাবে পড়া যায় না আর। পরো আংটিটা, আর যদি কোনোদিন সম্ভব হয় তা হলে আজ আমি যেমন তোমাকে দিলাম এটা তুমিও তেমন কাউকে দিয়ে দিয়ো।'

আংটিটা পরলাম যথাস্থানে।

'তোমার বাবার সঙ্গে যে-দিন বাগ্দান হয়েছিল আমার সেদিন তাঁকে এই আংটিটা দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু যে-দিন তাঁর মরদেহ পাওয়া গেল, সেদিন তাঁর লাশ থেকে খুলে নিই আমি এটা। ...আরেকটা কথা, মেয়েরা তোমাকে দেখে মুগ্ধ হয়, তোমার আচার-ব্যবহার ওদের কাছে ভালো লাগে, সহজেই তোমার প্রেমে পড়তে পারে ওরা। কিন্তু তুমি যেন আবার সহজেই প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে বোসো না। মেয়েদের ব্যাপারে সাবধান থেকো সবসময়। আর প্রেম যদি করতেই হয়, সতী মেয়ের সঙ্গে করবে, যার সৌন্দর্য যেমনই হোক না কেন, অন্তরটা একেবারে খাঁটি। ...তোমার চোখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারছি, অনেক অনেক দূরে যেতে হবে তোমাকে। যেতে হবেই, এটা তোমার ভাগ্যে লেখা আছে। তবে যেখানেই, যতদূরেই যাও না কেন, মনে রেখো তুমি একজন ইংরেজ। এখন আমাকে শেষবারের মতো চুমু খেয়ে চলে যাও। আর যাওয়ার আগে তোমার বাবার তীরগুলো আর ষাঁড়ের-চামড়া-দিয়ে-বানানো জারকিনটা নিয়ে যেয়ো। ...বিদায়, বিদায়। ঈশ্বর আর তাঁর যিশু তোমার সঙ্গে থাকুন, এই প্রার্থনাই করি। ...না, কেঁদো না, আমার চোখও তা হলে ঘোলা হয়ে যাবে, আমাকে আবার গিয়ে চিলেকুঠুরিতে উঠতে হবে। মাতৃভূমিকে বাঁচানোর জন্য আমার ছেলে লড়বে আর মা হয়ে সেই দৃশ্য আমি দেখবো না?'

www.BanglaBook.org

# দুই

বাড়ির বাইরে এসে দেখি, লোকে ভরে আছে রাস্তাটা। বাজারের দিকে যাচ্ছে কেউ কেউ, নারী আর শিশুদের বেশিরভাগই কাঁদছে, যুবতী মেয়েরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাচ্ছে শহর ছেড়ে। নৌকায় যে-দু'জন ভৃত্য ছিল আমার সঙ্গে, তাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার জন্য অপেক্ষা করছিল ওরা। দু'জনই বেশ শক্তিশালী; একজনের নাম জ্যাক গ্রিভস, আরেকজন উইলিয়াম বুল। অনেকদিন থেকেই আমাদের কাছে, বলা ভালো বাবার কাছে চাকরি করছে ওরা, বাবার মৃত্যুর পর যোগ দিয়েছে আমার সঙ্গে। মাছ কীভাবে ধরতে হয় তা বেশ ভালোই জানা আছে ওদের, লড়তেও পারে ভালো। উইলিয়াম বুল ফরাসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছে একবার।

'জানতাম আপনি আসবেন,' আমাকে দেখে বলল সে, 'তাই এখানে অপেক্ষা করছিলাম আপনার জন্য।' এককালে তীরন্দাজ ছিল সে; দেখলাম ধনুক আর খাটো একটা তরবারি আছে ওর কাছে। আর জ্যাকের কাছে আছে শুধু একটা কুড়াল, আর মাছ কাটার কাজে লাগে এ-রকম একটা ছুরি।

কিছু না-বলে শুধু মাথা ঝাঁকালাম আমি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজনে গিয়ে হাজির হলাম বাজারে। চারদিকে শত শত মানুষ। একটা মাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে জড়ো হয়েছে সবাই—ফরাসিদের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হবে হেস্টিংসকে, নিজেদের ঘরবাড়িকে।

www.BanglaBook.org

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি, তীরের খুব কাছে পৌঁছে গেছে ফরাসিদের যুদ্ধজাহাজগুলো; তীরের কাছে পানি অগভীর বলে কাছে আসতে পারছে না, তাই সশস্ত্র ফরাসি সৈন্যরা নেমে পড়ছে ছোট ছোট নৌকায়, কোনো কোনো নৌকা ইতোমধ্যেই রওয়ানা হয়ে গেছে বেলার উদ্দেশে।

ফরাসিদের প্রতিরোধ করার ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হেস্টিংসের শত শত সমর্থ পুরুষ, কিন্তু কেমন যেন হতবিহ্বল সবাই–কী করা উচিত, কীভাবে করা উচিত তা যেন বুঝেও বুঝতে পারছে না কেউ। অনেক আগে থেকেই আশঙ্কা ছিল আমাদের মধ্যে একদিন-না-একদিন হামলা করবেই ফরাসিরা, কিন্তু তার পরও কেন যেন উপযুক্ত প্রস্তুতি নেয়া হয়নি আমাদের, তাই আজ এই অবস্থা।

চিৎকার করে একেকজনকে একেক কাজ করার আদেশ দিতে দিতে এদিকে-সেদিকে ছোটাছুটি করছে নায়েব, একই কাজ করছে আরও অনেকে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না প্রকৃতপক্ষে, যার মাথায় যা আসছে তা-ই করছে সে। একদল লোক ছুটে গেল তীরের কাছে, ফরাসি সেনাদের লক্ষ্য করে তীর মারতে লাগল। কেউ কেউ আবার সাহস হারিয়ে ফেলে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিল যার যার বাড়ির ভিতরে। আর বেশিরভাগ লোকেই আগের মতো নেতৃত্বশূন্য অবস্থায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল—কোন্‌দিকে যাবে অথবা কী করবে বুঝতে পারছে না এদের কেউই। হামলা হলে ঠেকানোর চিন্তা নয়, বরং আগে আক্রমণ করার চিন্তা এল আমার মাথায়, তাই দুই ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেলাম সৈকতের কাছে, বিশাল ধনুকটা দিয়ে বেশ কয়েকটা তীর মারলাম ফরাসিদের দিকে। অনেক কাছে চলে এসেছিল একটা নৌকা, আমার নিক্ষিপ্ত একটা তীর গিয়ে বিঁধল এক ফরাসি সৈন্যের গায়ে, পানিতে পড়ে গেল লোকটা।

কিন্তু আসলে কিছুই করতে পারলাম না আমরা। এই ফরাসি

www.BanglaBook.org

সৈন্যরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, কীভাবে লড়তে হয় জানা আছে এদের, সবচেয়ে বড় কথা, সুচিন্তিতভাবে নেতৃত্ব দেয়া হচ্ছে এদেরকে। ছোট ছোট কতগুলো দলে ভাগ হয়ে গেল ওরা, তারপর এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে। সৈকত থেকে পিছু হটতে বাধ্য হলাম আমরা। যতক্ষণ পারলাম জায়গা ছেড়ে নড়লাম না আমি, ধনুক রেখে দিয়ে হাতে নিলাম শিখা-তরঙ্গ, এক ফরাসি সৈন্যের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হলো আমার। লোকটার মাথা লক্ষ্য করে সর্বশক্তিতে কোপ মারলাম, কিন্তু নিশানা ফসকে গেল, আঘাতটা গিয়ে লাগল ওর হাতে, সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে আলগা হয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ল হাতটা। তখন আরও কয়েকজন ফরাসি সৈন্য একসঙ্গে ছুটে এল আমার দিকে, জান বাঁচাতে দৌড় দিলাম আমি।

দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পালাচ্ছি, এমন সময় খেয়াল করলাম, বেশ কয়েকজন হেস্টিংসবাসীর সঙ্গে একটা পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে উঠছি, আমাদের পিছু ধাওয়া করে আসছে ফরাসিরা। পাহাড়ের মাথায় বেশ পুরনো একটা দুর্গ। দৌড়াতে দৌড়াতে একসময় দুর্গের ভিতরে ঢুকে পড়লাম আমরা। প্রবেশদ্বারে লোহার টানা গরাদে আছে, কিন্তু চেষ্টা করেও সেটা বন্ধ করতে পারলাম না আমরা, কারণ অনেক আগেই মরচে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে শিকল। শুধু তা-ই নয়, দুর্গের দেয়ালও জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়ে আছে। ভিতরে দেখলাম বেশ কয়েকজন মহিলা আশ্রয় নিয়েছে, বোধহয় ভেবেছে শহরের চেয়ে এই জায়গাটা নিরাপদ হবে। এদের মধ্যে বেশ সুন্দরী আর সম্ভ্রান্ত-বংশীয় একটা মেয়ে আছে; ওর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল বললে ভুল হবে, চেহারায় চিনি আর কী। ওর বাবার নাম স্যর রবার্ট অ্যালিস; যিনি, আমার বিশ্বাস, ক্যাসেল অভ পেভেন্সি'র ওয়ার্ডেন। আর ওই মেয়েটার নাম ব্ল্যান্‌শ, সম্ভ্রান্তবংশীয় বলে সম্মান করে সবাই ডাকে লেডি ব্ল্যান্‌শ। একবার, কোনো একটা উপলক্ষে ওর সঙ্গে টুকটাক

www.BanglaBook.org

কথাও হয়েছিল আমার। বড় বড় নীল চোখ মেয়েটার, আর সেই চোখ দুটো কীভাবে ব্যবহার করতে হয় তা বেশ ভালোই জানা আছে ওর, তাই ওর সঙ্গে ওই একবার কথা বলেই মাথা ঘুরে যায় আমার। আগেই বলেছি মেয়েটা দারুণ সুন্দরী, তার উপর চেহারাটা খুব মিষ্টি আর কমনীয়, আবার কণ্ঠও খুব কোমল; ওর জায়গায় অন্য কোনো মেয়ে হলে হয়তো দেমাগে মাটিতে পা-ই পড়ত না, কিন্তু এই মেয়ে আর যা-ই করুক অন্তত রূপের অহঙ্কার করে না বলেই জানি। যা-হোক, মনে আছে, ওর সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম, হঠাৎ করেই এসে হাজির হন ওর বাবা। দুর্ব্যবহারের জন্য এই বুড়ো নাইটের কুখ্যাতি আছে আমাদের এলাকায়; মেয়েকে আমার সামনে থেকে বলতে গেলে তাড়িয়ে দেন তিনি, বলেন আমার মতো এক ইতর জেলের সঙ্গে কথা বলার কোনো দরকার নেই। ফরাসিরা হেস্টিংস আক্রমণ করার কয়েক মাস আগের ঘটনা এটা।

যা-হোক, দুর্গের ভিতরে দেখা হয়ে গেল ব্ল্যান্শর সঙ্গে, আমাকে চিনতে পারল সে, হয়তো বিপদের একমাত্র ভরসা ভেবে সহজাত প্রবৃত্তিতেই দৌড়ে এল আমার দিকে—জানি না কেন ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত লাগল আমার। কাছে এসে ওকে রক্ষা করার জন্য মিনতি করতে লাগল সে। বেশিরভাগ মেয়ের যে-রকম অভ্যাস—কথা বলার সুযোগ পেলে ভাষণ দিতে শুরু করে, ব্ল্যান্শও শুরু করল সে-রকম বকবকানি। কিন্তু ওর এত কথা শোনার সময় আমার নেই, মনোযোগও দিতে পারছি না। যতটুকু বুঝলাম তার সারমর্ম হলো, বাবা সার রবার্ট এবং লর্ড ডেলেরয় নামের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়ের সঙ্গে হ্যাস্টিংসে এসেছিল সে, ফরাসিরা হামলা করেছে শুনে ওরা ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল পেভেনসিতে। কিন্তু ভীত-সন্ত্রস্ত জনতার ভিড়ে পড়ে হারিয়ে যায় সে, এত মানুষ দেখে ঘাবড়ে গিয়ে ওকে ফেলে রেখেই পালিয়ে গেছে ওর ঘোড়া এবং সবশেষে লোকজন ধরাধরি

www.BanglaBook.org

করে ওকে নিয়ে এসেছে এখানে, বলেছে এই জায়গাই নাকি ওর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ।

'তা হলে এখানে থাকাটাই ভালো হবে তোমার জন্য, লেডি ব্ল্যান্‌শ,' ওর বকবকানি থামানোর জন্য বললাম, 'আমার সঙ্গেই থাকো, পারলে তোমাকে বাঁচাবো, কথা দিলাম।'

দুর্গের ভাঙা পাঁচিলের আড়াল থেকে নীচের দিকে তাকালাম। ফরাসিরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে শহরের জায়গায় জায়গায়, দাউ দাউ করে জ্বলছে বাড়িঘর। বেশিরভাগ বাড়িই কাঠের, তাই আগুন ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুতগতিতে। শুরু হয়ে গেছে লুটপাট, অসহায়ের মতো দেখছি সে-ভয়ঙ্কর দৃশ্য, আর এত উঁচু থেকেও শুনতে পাচ্ছি অসহায় লোকজনের ভয়ার্ত কণ্ঠের চিৎকার। বাড়িঘরের ভিতরে আটকা-পড়া লোকেরা জ্যান্ত পুড়ে কয়লা হচ্ছে, রাস্তায় নৃশংসভাবে খুন করা হচ্ছে ওদেরকে, ধর্ষণের শিকার হচ্ছে যুবতী মেয়েরা, এমনকী বাচ্চারাও রেহাই পাচ্ছে না অত্যাচারীদের কবল থেকে।

কুণ্ডলী পাকানো কালো ধোঁয়া উঠে আসছে আমাদের দিকে, তার মধ্য দিয়েই চোখে পড়ল, প্রায় তিনশ' ফরাসি উঠে আসছে ঢাল বেয়ে, দুর্গ আক্রমণ করার জন্য। দুর্গের ভিতরে আমাদের পুরুষদের সংখ্যা বেশি হলে পঞ্চাশ, ফরাসিদের তুলনায় আমাদেরকে নিরস্ত্রই বলা যায়। তার উপর সঙ্গে আছে বৃদ্ধ-নারী-শিশু। ফরাসিদের আসতে দেখে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেছে আমাদের মধ্যে। আগের বারের মতোই এদিকে-সেদিকে ছোটাছুটি করছে অনেকে। কেউ কেউ পালিয়ে গেছে, কেউ কেউ অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর কোনো পরিণতির জন্য।

ঢাল বেয়ে উঠে এসে হাজির হলো ফরাসিরা, দুর্বল ফটকের উপর হামলা করল একযোগে। সঙ্গে করে গাছের গুঁড়ি নিয়ে এসেছে ওরা যাতে দরজা ভেঙে ঢুকতে পারে ভিতরে। আমাদের যাদের সঙ্গে ধনুক আছে তারা তীর মারছি ওদের দিকে। খুব

www.BanglaBook.org

একটা লাভ হচ্ছে না, কারণ বেশিরভাগ ফরাসিই বর্ম পরে আছে, আর সেগুলো বেশ উন্নতমানের—মনে হচ্ছে বর্মে লেগে যেন পিছলে পড়ে যাচ্ছে তীরগুলো। আমাদের দিকে পাল্টা তীর মারতে লাগল ওরা। ঘায়েল হলো আমাদের অনেকেই, গুরুতর আহত হয়ে পড়ে থাকল কেউ কেউ।

দুর্গের পুবদিকের ফটকটা সবচেয়ে দুর্বল, সেটা ভেঙে ফেলতে খুব একটা সময় লাগল না ফরাসিদের। সেখান দিয়ে স্রোতের মতো ঢুকে পড়ল বেশ কয়েকজন। সাধ্যমতো লড়াই করলাম আমরা। আমার কথা যদি বলি, শিখা-তরঙ্গ দিয়ে দু'জন ফরাসিকে টুকরো করে ফেললাম। কিন্তু আমার ঠিক পাশে থেকেই লড়তে লড়তে মারা গেল জন গ্রিভস। একটা বর্শা উড়ে এসে বিদ্ধ হলো ওর গায়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল বেচারা।

শেষপর্যন্ত, আমরা যে-ক'জন বেঁচে ছিলাম, তাদের প্রায় সবাই দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। বলা ভালো ফরাসিরা তাড়িয়ে দিল আমাদেরকে। যে-সব পুরুষ আহত হয়ে পড়ে ছিল, তাদেরকে যেখানে পেল সেখানে হত্যা করল ওরা। যে-সব মেয়েদেরকে দেখল যুবতী আর সুন্দরী, তাদেরকে ধরে বন্দী করার চেষ্টা করল। লেডি ব্ল্যান্শের উপরও চোখ পড়ল ওদের, ওকেও ধরার চেষ্টা করল ওরা, কিন্তু আমি বাঁচালাম ওকে।

একেবারে শেষে, অল্প কয়েকজন হেস্টিংসবাসীর সঙ্গে দুর্গ ছেড়ে বের হয়ে এলাম আমরা দু'জন। চলে আসার ইচ্ছা ছিল না আমার একটুও, মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছিল, হয় ফরাসিদের না-হয় আমার শেষ দেখার সংকল্প জেগে গিয়েছিল মনে, কিন্তু পারলাম না; আমার সঙ্গে আর যে-ক'জন লড়ছিল তাদের বেশিরভাগই যখন নিহত হলো তখন রণে ভঙ্গ দিতে হলো আমাকে। লেডি ব্ল্যান্শকে বললাম অন্য যে-মহিলারা পালাচ্ছে তাদের সঙ্গে চলে যেতে, কিন্তু মেয়েটা গেল না। বলল, আমাকে ছাড়া আর কাউকে

www.BanglaBook.org

নাকি বিশ্বাস করে না সে, দরকার হলে আমার পাশে থেকে মরবে তবুও ছেড়ে যাবে না আমাকে।

এদিকে, মেয়েটার উপর চোখ পড়েছে লম্বা এক ফরাসি নাইটের। ওর সঙ্গীরা যখন হত্যা আর ধর্ষণ নিয়ে ব্যস্ত, তখন ওদের সবাইকে ছাড়িয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসতে লাগল সে, দৌড়াতে দৌড়াতে একসময় ধরেই ফেলল লেডি ব্ল্যান্শকে। মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরল সে, জোরে টান মেরে ছিনিয়ে নিল আমার কাছ থেকে। ঘুরে মুখোমুখি হলাম শয়তানটার, শুরু হলো আমাদের দু'জনের লড়াই।

ফরাসিটার পরনে চমৎকার একটা বর্ম, তার উপর সঙ্গে একটা ঢালও আছে। আমার কাছে এসব কিছুই নেই, আছে শুধু তরবারিটা। লোকটার সঙ্গে ছোট একটা কুড়ালও আছে। ওই কুড়ালের একটামাত্র কোপ যদি ঠিকমতো লাগে আমার শরীরে, দু'টুকরো হয়ে যাবো নির্ঘাত, কারণ আমার পরনে ষাঁড়ের-চামড়ার যে-জারকিনটা আছে তা টিকবে না ভয়ঙ্কর ওই অস্ত্রটার বিরুদ্ধে। সুতরাং বাঁচতে হলে ফরাসিটার নাগালের বাইরে থাকতে হবে আমাকে।

লড়বার সময় খেয়াল করলাম, লম্বা লম্বা হাত-পায়ের কারণেই সম্ভবত, দ্রুত নড়াচড়া করতে পারছে না লোকটা; আর সেই সুযোগটাই নিলাম আমি। বেশ কয়েকবার চলে গেলাম ওর নাগালের মধ্যে, কিন্তু সে আঘাত করার আগেই ওকে আঘাত করে বেরিয়ে এলাম বাইরে। শেষপর্যন্ত গভীর একটা ক্ষত তৈরি হলো ওর এক বাহুতে, ক্রোধে অন্ধ হয়ে ফরাসি ভাষায় গাল দিতে দিতে আমার দিকে ছুটে এল সে।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করলাম, তারপর একেবারে মোক্ষম সময়ে সরে গেলাম লোকটার নাগাল থেকে। তাল সামলাতে পারল না সে, আমাকে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় আমার তরবারিটা দিয়ে পিছন থেকে

www.BanglaBook.org

সর্বশক্তিতে আঘাত করলাম ওর ঘাড় আর কাঁধের মাঝামাঝি জায়গায়। চামড়া-মাংস ভেদ করে লোকটার মেরুদণ্ডে গিয়ে ঠেকল তরবারিটা। থমকে গিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সে, তারপর কাটা গাছের মতো পড়ে গেল মাটিতে। জোরে বাড়ি খেয়ে ঝনঝন করে উঠল ওর বর্মটা। পড়ার পর স্থির হয়ে থাকল লোকটা, নড়ল না আর।

আমি ততক্ষণে লেডি ব্ল্যান্‌শকে সঙ্গে নিয়ে আবার নামতে শুরু করেছি ঢাল বেয়ে। এক হাতে ধরে আছি রক্তাক্ত তরবারিটা, আরেকহাতে মেয়েটার এক হাত। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে সে।

হত্যা, ধর্ষণ আর লুটতরাজে মত্ত ফরাসিদের দৃষ্টি এড়িয়ে শহরে গিয়ে হাজির হলাম আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই। মনে হচ্ছে, বহুকালের পরিচিত রাস্তায় ফিরে এসেছি বহুদিন পরে। আমাদের দু'পাশের প্রায় সব বাড়ি জ্বলছে, না-দেখতে পেলেও জানি আমাদের পিছু ধাওয়া করে আসছে দুর্গে-আক্রমণ-করা ফরাসিরা। ঘন ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে, চোখ জ্বালা করছে আমাদের, ঠিকমতো তাকাতে পারছি না। রাস্তার এখানে-সেখানে পড়ে থাকা মৃত বা মুমূর্ষু লোকদের গায়ে হোঁচট খাচ্ছি বার বার।

এগিয়ে চললাম আমরা। একসময় পৌঁছে গেলাম আমাদের বাড়ির কাছাকাছি। নজর পড়ল দেবদারু গাছটার উপর। সেটার পিছনেই আমাদের বাড়ি, আর সারা বাড়িতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে এখন। চিলেকুঠুরির দিকে তাকানোমাত্র যেন অবশ হয়ে গেলাম আমি।

জানালার একপাশে বসে আছেন আমার মা। আগুনের বাড়ন্ত লেলিহান শিখা ঘিরে ধরেছে তাঁকে, দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে আগুনের কোনো ধনুকাকৃতির খিলানের নীচে তিনি বসে আছেন যেন। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার, স্থির বসে থেকে গান গাইছেন মা। তাঁর সেই বেদনাময় সুর আর অদ্ভুত কথাগুলো আজও যেন

www.BanglaBook.org

প্রতিধ্বনিত হয় আমার কানে। অন্য কেউ হলে যেভাবে হোক পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করত, কিন্তু আমার মা কত সহজে মেনে নিয়েছেন ভাগ্যকে, মৃত্যুকে! যা-হোক, আমাকে দেখতে পেয়ে হাত নাড়লেন মা, যেন চিরবিদায় জানাচ্ছেন।

ঠিক করলাম জ্বলন্ত সদর দরজা দিয়েই ঢুকে পড়বো, যেভাবেই হোক বাঁচাবো মাকে। কিন্তু ঠিক ওই মুহূর্তেই ধসে পড়ল বাড়ির ছাদ, একলাফে যেন একশ' হাত উপরে উঠে গেল আগুনের শিখা, আর চারপাশে আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়ল আগুন। এই ঘটনার পর মাকে আর দেখতে পাইনি, পাওয়ার কথাও নয়; পরে অবশ্য তাঁর লাশ, বলা ভালো পুড়ে-কয়লা-হওয়া মৃতদেহ উদ্ধার করতে পারি আমরা, তারপর আরও কয়েকজন হতভাগ্য হেস্টিংসবাসীর সঙ্গে দাফন করা হয় তাঁকে।

জ্বলন্ত বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা অথবা হা-হুতাশ করার মতো সময় নেই, কারণ পিছু ধাওয়া করে আসছে ফরাসিরা; হেস্টিংসের জীবিত কোনো নাগরিককে দেখলেই তীর মারছে, কেউ বাধা দিতে গেলেই নৃশংসভাবে খুন করছে তাকে। লেডি ব্ল্যান্‌শকে সঙ্গে নিয়ে আরেকটা পাহাড়ের খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। খোলা সমতলভূমির দিকে চলে যেতে পারতাম, কিন্তু অনেকটা পথ দৌড়াতে হতো আমাদেরকে, মেয়েটা আমার সঙ্গে তাল রাখতে পারবে না ভেবে এই দিকে আসতে হয়েছে। ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে দু'বার মাটিতে পড়ে গেল সে, ভয়ে আর ক্লান্তিতে কাঁপছে রীতিমতো, দু'বারই কাতর কণ্ঠে মিনতি জানাল ওকে যেন ফেলে রেখে চলে না-যাই। সে-রকম কিছু করার ইচ্ছাও অবশ্য নেই আমার। আগে বলিনি বোধহয়, উইলিয়াম বুলও আছে আমাদের সঙ্গে, দুর্গ থেকে আমাদের সঙ্গেই পালিয়ে এসেছে। লেডি ব্ল্যান্‌শ দ্বিতীয়বার মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর ওকে দু'দিক থেকে ধরে তুললাম আমরা, দু'জনে মিলে যথেষ্ট কষ্ট করে প্রায় বয়ে নিয়ে এগোতে

www.BanglaBook.org

লাগলাম ওই গুহার দিকে যেটার কথা আগে বলেছিলাম আমি মাকে। গতি কমে গেছে আমাদের, কারণ পথ যেমন খাড়া তেমন পাথর আর গর্তে ভরা। আমাদেরকে পালাতে দেখে আমাদের পিছু নিয়েছে একদল ফরাসি। আমাদের সঙ্গের মেয়েটা কে অনুমান করতে পেরেছে ওরা, মেয়েটাকে ধরতে পারলে কী লাভ হবে তা অনুমান করতেও কষ্ট হয়নি ওদের।

কখন যেন, এত উত্তেজনার মধ্যে খেয়াল করতে পারিনি ঠিকমতো, বোধহয় আর কোনো সহায় না-পেয়ে, আমার আর উইলিয়াম বুলের পিছু নিয়েছে হেস্টিংসের কয়েকজন মহিলা, আমাদের পিছু পিছু ঢাল বেয়ে উঠছে। গুহার কাছে পৌঁছে লেডি ব্ল্যান্‌শসহ ওদের সবাইকে ঢুকে যেতে বললাম ভিতরে, উইলিয়ামকে সঙ্গে নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম গুহামুখের কাছে, অপেক্ষা করতে লাগলাম ফরাসিদের জন্য। উইলিয়ামের কাছে কোনো ধনুক নেই, আর আমার কাছে তীর আছে মাত্র তিনটা। তীর চালনায় সুখ্যাতি আছে আমার, তাই তূণ থেকে তিনটা তীরই বের করলাম, ঠিক করেছি কাজে লাগাবো ওগুলো। ধনুকে পরালাম একটা তীর, হাঁটু গেড়ে বসলাম মাটিতে, দম নিলাম লম্বা করে। কিছুক্ষণ পরই চেঁচাতে চেঁচাতে হাজির হলো ফরাসিরা, ওদের চিৎকারের সারমর্ম: আমার আর উইলিয়ামের গলা কেটে দু'ফাঁক করবে, লেডি ব্ল্যান্‌শকে ধরে নিয়ে গিয়ে যা খুশি তা-ই করবে।

'মেয়েটা আমার!' চওড়া মুখ আর চ্যাপ্টা নাকের এক বিশালকায় ফরাসি আছে সবার আগে, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে জানাল সে বাকিদেরকে।

আন্দাজ করলাম, আমাদের পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে গেছে শয়তানগুলো।

উঠে দাঁড়ালাম আমি, মনে মনে প্রার্থনা করলাম যাতে আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট না-হয়। ধনুকটা তুললাম, নিশানা করলাম, তারপর

www.BanglaBook.org

মারলাম প্রথম তীর। মুখ হাঁ করে ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিল বিশালদেহী ফরাসিটা, ওর সেই খোলা মুখ দিয়ে ঢুকল তীরটা, সারাজীবনের জন্য চিৎকার-চেঁচামেচি বন্ধ হয়ে গেল শয়তানটার। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে আসছিল সে, এবার পড়ে গিয়ে ওর মৃতদেহ গড়িয়ে নামতে শুরু করল নীচে। দেরি না-করে তুলে নিলাম দ্বিতীয় তীর, মারলাম নিশানা করে। এবার ঘায়েল হলো আরেক ফরাসি, সঙ্গীদের উপর গড়িয়ে পড়ল ওর লাশ।

তৃতীয় ও শেষ তীরটা পরালাম ধনুকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মারলাম না, অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ। যে দু'জন ফরাসি মরেছে তাদের ঠিক পিছন পিছন উঠে আসছিল বেঁটে কিন্তু চওড়া কাঁধের এক ফরাসি, সম্ভবত কোনো নাইট হবে কারণ বর্ম পরে আছে সে এবং ওর হাতে দেখা যাচ্ছে মোরগের ছবি-আঁকা একটা ঢাল; আগের দু'জনের পরিণতি দেখে ঘাবড়ে গেছে লোকটা, চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে বসে পড়েছে মাটিতে, ঢাল দিয়ে আড়াল করেছে শরীরটা যাতে আমি তীর মারলে না-লাগে ওর গায়ে। কিছুক্ষণ পর আবার এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

লোকটা আমার পঁচিশ গজের মধ্যে এসে হাজির হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। আশা করছি এবড়োখেবড়ো মাটিতে হোঁচট খাবে সে, তখন কিছুটা হলেও সরে যাবে ওর ঢাল, আর ওকে ঘায়েল করার সুযোগ পাবো আমি। কিন্তু আশাহত হতে হলো—সে-রকম কিছুই ঘটল না। আর দেরি করা উচিত হবে না বুঝতে পেরে আবার তুলে নিলাম ধনুক, আবার প্রার্থনা করলাম মনে মনে, এবং সবশেষে ওই ঢাল নিশানা করেই মারলাম খাঁটি-ইস্পাত-দিয়ে-বানানো তীর। ঢালের ঠিক মাঝখানে গিয়ে লাগল সেটা, এবং কেউ বিশ্বাস করুক বা না-করুক, ফুটো হয়ে গেল ঢালটা, এমনকী ওই নাইটের বর্মটাও; আগের দু'জনের মতো এ-লোকটাও মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে।

'দারুণ নিশানা!' উইলিয়ামের কণ্ঠে নিখাদ প্রশংসা,

www.BanglaBook.org

হেস্টিংসের আর কেউ এ-রকম করতে পারত কি না সন্দেহ।'

'কিন্তু ও-রকম নিশানা আর করা যাবে না, কারণ আমার তীর শেষ হয়ে গেছে। এবার তলোয়ার আর কুড়াল দিয়েই লড়াই করতে হবে আমাদেরকে এবং সম্ভবত মরতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল উইলিয়াম। ধনুকটা নামিয়ে রাখলাম আমি। কী ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে গুহার ভিতরের মহিলাগুলো আহাজারি করতে শুরু করেছে। আর ঠিক তখনই অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল।

বন্দরে নোঙর-করা ফরাসি জাহাজগুলো থেকে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে একটানা বাজতে লাগল ট্রাম্পেট। বোঝাই যাচ্ছে বিপদ জানান দিচ্ছে ওরা। ঢাল বেয়ে তখনও উঠে আসছিল ফরাসিরা, এখন থমকে দাঁড়িয়ে গেছে সবাই, কিছুক্ষণ পর ঘুরে পড়িমরি করে ছুট লাগাল বেলার দিকে। উইলিয়ামকে সঙ্গে নিয়ে গুহার কিছুটা বাইরে এসে সাগরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আসল ঘটনা কী।

কতগুলো জাহাজ এগিয়ে আসছে তীরের দিকে, এতদূর থেকেও ওগুলোর মাস্তুলের ব্রিটিশ নাইটের ত্রিকোণাকৃতির পতাকা দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট।

'আমাদের যুদ্ধজাহাজগুলো এসে গেছে, উইলিয়াম,' খুশিতে চিৎকার করে উঠলাম আমি, 'এবার উপযুক্ত জবাব দেবে ফরাসিদেরকে।'

'আরও আগে এলে কতই না ভালো হতো।' উইলিয়ামের কণ্ঠে আক্ষেপ, 'তারপরও, একেবারে না-আসার চেয়ে দেরিতে আসা অনেক ভালো।'

ফরাসি বাহিনীর সঙ্গে আমাদের ইংরেজ বাহিনীর যুদ্ধের বর্ণনা দেবো না আমার এই উপাখ্যানে। শুধু বলবো, আমরা যারা বেঁচে ছিলাম, তারা বেঁচে গেলাম ওই ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজগুলোর কারণে। আর ফরাসিরা পালিয়ে বাঁচল, অবশ্য ওদের কয়েকটা যুদ্ধজাহাজ ধ্বংস হলো এবং বেশ কয়েকজন ফরাসি মরল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে

www.BanglaBook.org

লড়তে গিয়ে। উন্মত্ত জনতাও পিটিয়ে মারল কয়েকজনকে।

এতক্ষণের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অসম লড়াই, মা'র মৃত্যু আর অবর্ণনীয় পরিশ্রম—সব যেন একসঙ্গে পেয়ে বসল আমাকে। প্রচণ্ড একটা ক্লান্তি যেন হঠাৎ করেই ভর করল আমার উপর, গুহার বাইরে মাটিতে বসে পড়লাম ধপ করে। কী ঘটেছে বা ঘটছে তা দেখতে না-পেলেও আঁচ করতে পেরেছে গুহার ভিতরের মহিলারা, বুঝতে পেরেছে এখন আর বিপদের ভয় নেই ওদের, তাই একজন-দু'জন করে বেরিয়ে আসছে গুহার ভিতর থেকে। এদের মধ্যে লেডি ব্ল্যান্‌শও আছে। শিখা-তরঙ্গ হাতে নিয়ে বসে আছি, আমার দিকে এগিয়ে এল মেয়েটা, নরম কণ্ঠে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে লাগল আমাকে।

ওর কোনো কথারই জবাব দিলাম না। আসলে সব কিছু মিলিয়ে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে গেছি আমি, ম্যাথা কাজ করছে বলে মনে হচ্ছে না। এতক্ষণ খেয়াল করিনি, হঠাৎ করেই টের পেলাম বুকের একপাশ ব্যথা করছে—তাকিয়ে দেখি, কুড়ালের আঘাত লেগেছে ওই জায়গায়। আঘাতটা নজরে পড়ল লেডি ব্ল্যান্‌শেরও, দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল সে আমাকে, চুমু খেল পর পর তিনবার—দু'গালে আর ঠোঁটে। সন্দেহ নেই অতিমাত্রায় আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছে মেয়েটা। নারীসুলভ লজ্জা বলতে যা থাকে সব মেয়ের মধ্যে তা যেন ভুলে গেছে সে এক লহমায়। ভুলে গেছে, ওর গায়ে যে ফুলের টোকাটাও পড়েনি তার জন্য শুধু আমিই নই উইলিয়াম বুলেরও কৃতিত্ব আছে। আমি একা হলে হয়তো কোনোভাবেই ওকে বহন করে নিয়ে আসতে পারতাম না এই খাড়া-পাহাড়ের গুহায়।

কামনা জেগে উঠল আমার, জেগে ওঠাটাই স্বাভাবিক, স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে আমিও চুমু খেতে লাগলাম লেডি ব্ল্যান্‌শকে। গুহার ভিতরে অন্য যে-মহিলারা ছিল, তারা হাসাহাসি শুরু করল, রসালো মন্তব্য করতে লাগল আমাদেরকে নিয়ে, কিন্তু

www.BanglaBook.org

শব্দ শুনেও যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছি না আমরা। কতক্ষণ পার হলো ওভাবে তা-ও জানি না, ঘোর কাটল আমাদের কারও চিৎকারে, 'ঈশ্বর! কে তুমি? দেখলে তো মনে হয় এইমাত্র বিয়ে করেছ আমার মেয়েকে! থামো, না হলে তলোয়ারের এক কোপে মুখ থেকে আলাদা করে দেবো তোমার ঠোঁট দুটো!'

আশ্চর্য হয়ে তাকালাম, আমার প্রণয় বন্ধ হয়ে গেছে আপনাথেকেই। আমাদের থেকে কিছুটা দূরে, ধূসর একটা ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন সার রবার্ট অ্যালিস। তাঁর সঙ্গে একদল সশস্ত্র লোক। কালো চোখের লম্বা চুলওয়ালা একজন ক্যাপ্টেনও আছে, দেখে মনে হলো ওই সশস্ত্র লোকগুলোর নেতৃত্বে আছে সে-ই। ক্যাপ্টেনের পরনে জমকালো পোশাক, আগে কখনও এত সুন্দর পোশাক পরতে দেখিনি কাউকে।

কাউকে কিছু বলতে হলো না সার রবার্টের, কয়েকজন সশস্ত্র লোক এগিয়ে এল আমার দিকে, একটানে আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল লেডি ব্ল্যান্শের কাছ থেকে। চুপ করে থাকলাম আমি, কিছু বললাম না, এমনকী সার রবার্টের প্রশ্নেরও জবাব দিলাম না। কিন্তু উইলিয়াম বুল কিছুটা উগ্র প্রকৃতির, ওর জিহ্বার ডগায় কাটা কাটা কথা বোধহয় প্রস্তুতই থাকে সবসময়, সাসেক্সের টানে আমার হয়ে সাফাই গাইল সে, 'তাঁর পরিচয়টা বরং আমিই আপনাকে জানিয়ে দিই, সার রবার্ট অ্যালিস। তিনি আমার মনিব, দেবতার মতো একজন মানুষ যাকে পূজা করা যায়, নাম হুবার্ট অভ হেস্টিংস। তাঁর মাছ ধরার বড় একটা নৌকা আছে, বাড়ি আছে, শহরে টুকটাক কিছু ব্যবসাও আছে, বলা ভালো, ছিল। কারণ আমার মনে হয় এতক্ষণে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি, এবং সম্ভবত তাঁর মা-ও পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ফরাসিদের লাগানো আগুনে।'

'কিন্তু সে আমার মেয়েকে চুমু খেল কেন?' জানতে চাইলেন সার রবার্ট অ্যালিস।

www.BanglaBook.org

'কারণ সম্ভবত পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরই ওই কাজ করার অধিকার আছে। তিনি না-থাকলে, তিনি না-বাঁচালে এতক্ষণে আপনার মেয়েকে হয়তো ফরাসিরা...কী বলবো...বুঝতেই পারছেন।'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এবার মুখ ঝামটা মেরে ধমকের সুরে বলে উঠল যুবক ক্যাপ্টেন, 'এই দেবতারূপী শয়তানটার আর যা-কিছুর অভাবই থাকুক না কেন, অন্তত খয়ের খাঁ'র যে অভাব নেই তা বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট!'

'ঠিক তা-ই, লর্ড ডেলেরয়,' উইলিয়ামের কণ্ঠে খাঁটি ব্যঙ্গ, 'আমার আবার দোষ কী জানেন? গান যদি ভালো হয় তা হলে সেটা গাইতে পছন্দ করি আমি। ...এই পাহাড়ের ঢালেই তীরবিদ্ধ হয়ে মরে পড়ে আছে তিন ফরাসি, আমার কথা বিশ্বাস না-হলে গিয়ে দেখে আসুন লাশগুলো। অন্ধ না-হলে আমার মনিবের তীরগুলো চিনতে অসুবিধা হবে না আপনার আশা করি। পরিত্যক্ত দুর্গটা যে-পাহাড়ে, দরকার হলে সেখানেও যান একবার। আরেক ফরাসি নাইটের লাশ পাবেন, ধড় থেকে ওর মুণ্ডুটা আলাদাই হয়ে গেছে বলা যায় আমার মনিবের তলোয়ারের কোপে। এ-রকম আরও অনেককে খুন করেছেন আজ তিনি, শুধু এই সুন্দরী মেয়েটাকে রক্ষা করার জন্য। যান, গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসুন সব; আপনারা তো আবার এত বড় বীর যে, আপনাদের তলোয়ারে না-আছে রক্তের দাগ, আর মাথা থেকে পা পর্যন্ত চকচক করছে কারণ লড়াই না-করে ঘোড়ায় চড়ে আদেশ দেয়াতেই অভ্যস্ত আপনারা। যান, গিয়ে দেখে আসুন, তারপর কে খয়ের খাঁ আর কে কী তা নিয়ে মন্তব্য করবেন।'

'ধেৎ!' বিরক্তিতে কাঁধ ঝাঁকালেন লর্ড ডেলেরয়, মানে ওই যুবক ক্যাপ্টেন, 'লেডি ব্ল্যান্শের সম্বন্ধে কী শুনেছিলাম আর এখন কী দেখছি! ইতর এক জেলের সঙ্গে সবার সামনে প্রেম শুরু করে দিয়েছেন তিনি, গেঁয়ো লোকেরা যেমন কাঠের মূর্তির পায়ে মাথা

www.BanglaBook.org

ঠেকিয়ে পূজা করে তিনিও তেমন এই বুনোটার ভক্তিতে গদগদ হয়ে গেছেন কারণ শয়তানটা নাকি ওকে ধর্ষিতা হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে! ছি!'

স্বপ্নে-পাওয়া লোকের মতো চুপ করে থেকে সব শুনছিলাম এতক্ষণ, কিন্তু লর্ড ডেলেরয়ের শেষের কথাগুলো শুনে যেন ঘুম ভাঙল আমার—আসলে অপমান সহ্য করতে পারছিলাম না আর। শুনেছি এই ডেলেরয় নাকি সার রবার্টের কোনো এক আত্মীয়ের জারজ সন্তান; কিন্তু ওর জন্মদাতা এতই সম্ভ্রান্ত-বংশীয় যে, ডেলেরয়কে স্থান-কাল-পাত্র বুঝে নিজের চাচাতো ভাই বলে পরিচয় দিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না সার রবার্ট।

'সার,' ডেলেরয়কে উদ্দেশ্য করে বললাম আমি, 'আমাদের দু'জনের মধ্যে কে বেশি ইতর তা বোধহয় ভালোমতোই জানা আছে আপনার। আমার হাতে একটা তলোয়ার আছে, এবং আমি জানি আজ থেকে কয়েকশ' বছর আগে থরগ্রিমার নামের আমার জনৈক বীর পূর্বপুরুষ এই অস্ত্রটা ব্যবহার করতেন। সে-রকম কোনো পরিচয় কি আছে আপনার? আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবেন কি না জানি না, তবে আপনাকে দেখে নির্দ্বিধায় এ-কথা বলতে পারি, আজ হেস্টিংসবাসীর এত বড় দুর্যোগের সময় একবারের জন্য হলেও হাতে তলোয়ার নেননি আপনি। আর আমাকে দেখুন, লড়তে লড়তে এত ক্লান্ত হয়ে গেছি যে, ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছি না। তারপরও আহ্বান করছি আপনাকে, সাহস থাকলে নামুন ঘোড়া থেকে, মুখোমুখি হন আমার, কে ইতর আর কে ভদ্র সে-ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে যাক এখনই, এখানেই।'

সত্যি সত্যিই ঘোড়া থেকে নামতে যাচ্ছিলেন লর্ড ডেলেরয়, কিন্তু বিমূঢ় সার রবার্টের দিকে একবার তাকিয়ে বলে উঠল লেডি ব্ল্যান্‌শ, 'আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন, লর্ড ডেলেরয়? আমি নিজে আপনাকে বলছি, এই ভদ্রলোক আমার জীবন আর সম্মান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রশংসা করেছেন আজ, কম করে হলেও দু'বার। হ্যাঁ, স্বীকার করছি, ওঁর উপকারের প্রতিদান দিতে গিয়ে খুব বেশি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলাম, যা মোটেও উচিত হয়নি আমার, কিন্তু তাই বলে তাঁকে যেভাবে খুশি সেভাবে অপমান করতে পারেন না আপনারা।'

মেয়েটার কথা শুনে ইতস্তত করতে লাগলেন লর্ড ডেলেরয়, ঘোড়া থেকে নামবেন কি নামবেন না সে-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না আর কী। এমন সময় উঁচু গলায় কথা বলে উঠলেন সার রবার্ট, 'হ্যাঁ, আমারও মনে হয় ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ না-করাটাই ভালো হবে তোমার জন্য, ডেলেরয়। তা ছাড়া ওর হাতের ওই তলোয়ারটা একটুও পছন্দ হচ্ছে না আমার। আর যদিও বলছে খুব ক্লান্ত সে, লড়তে গেলে দেখা যাবে তোমাকে মওকামতো পেয়ে খারাপ কিছু ঘটিয়ে দিয়েছে।' ঘুরে আমার দিকে তাকালেন তিনি। 'অস্বীকার করবো না আজ সত্যিই বীরের মতো লড়েছ তুমি। এ-রকম অনেক লোক আছে যারা তোমার চেয়ে অনেক কম বীরত্ব দেখিয়ে নাইট উপাধি পেয়ে গেছে। আমার মেয়ে তো বললই, ধন্যবাদ জানাতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিল সে, তাই তোমাকে আর দোষ দিই না। বরং আমিও ধন্যবাদ জানাই তোমাকে, এবং আশা করি আবার দেখা হওয়া পর্যন্ত ভাগ্য সহায় হবে তোমার। ...বিদায়।' এবার তাকালেন তিনি মেয়ের দিকে, 'আয়, আমার ঘোড়াতেই উঠে আয়, বাড়তি কোনো ঘোড়া নেই আমাদের সঙ্গে, তাই একটা ঘোড়াতে করেই যেতে হবে পেভেনসিতে। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরে আর থাকতে চাই না।'

মিনিটখানেক পর চলে গেল ওরা। চলে গেল লেডি ব্ল্যানশও। হতাশ হয়ে, বলা ভালো বেশ কিছুটা অনুশোচনা নিয়ে, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ওর চলে যাওয়া। হাত নেড়ে আমাকে বিদায় জানাল সে, তারপর ওই হাত বাড়িয়েই ধরল লর্ড ডেলেরয়ের

www.BanglaBook.org

হাত; ওর বাবার ঘোড়ার পাশে একই গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে ওর সঙ্গে হাত ধরাধরি করে একসময় আমাদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ছদ্মবেশধারী লোকটা।

# তিন

লেডি ব্ল্যান্‌শ এবং ওর সঙ্গে যে-মহিলারা গুহার ভিতরে আশ্রয় নিয়েছিল তারা চলে যাওয়ার পর আমি আর উইলিয়াম গিয়ে হাজির হলাম কাছের একটা ঝরনায়। পেট পুরে পানি খেলাম দু'জনে, ক্লান্তি কিছুটা হলেও কাটল, মনে হলো হারানো শক্তি ফিরে পাচ্ছি ধীরে ধীরে। তীর মেরে যে-তিন ফরাসিকে ঘায়েল করেছি, তাদের লাশের কাছে গেলাম এরপর; মনে আশা, ওই তিনটা তীর উদ্ধার করতে পারলে কাজে লাগবে পরে দরকারের সময়ে। কিন্তু যা ভাবলাম তা করতে পারলাম না, কারণ তৃতীয় তীরটা দেখলাম ভেঙে গেছে, আর বাকি দুটো তীর মৃত লোক দুটোর শরীরের এত গভীরে ঢুকে গেছে যে, মনে হয় না অস্ত্রোপচার ছাড়া বের করা যাবে।

কাজেই মৃত তিন ফরাসিকে আগের জায়গাতেই ফেলে রাখলাম আমরা। গুজব খুব দ্রুত ছড়ায়, হয়তো সে-রকম কোনো গুজব শুনে একজন-দু'জন করে বেশ কয়েকজন হেস্টিংসবাসী হাজির হলো পাহাড়ের ঢালে—একনজর দেখতে চায় তিন ফরাসিকে। পর পর তিনটা লোককে পর পর তিনটা তীর মেরে হত্যা করা—আগে এ-রকম কোনো ঘটনা চাক্ষুষ করা তো পরের

www.BanglaBook.org

কথা শোনেওনি ওরা, তাই ওদের জন্য ওই ফরাসি তিনজনের লাশ দেখার মতো জিনিসই বটে! আমার বিশাল ধনুকটাও দেখতে লাগল ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে—এই ধনুক থেকে নিক্ষিপ্ত তৃতীয় তীরটা আবার ঢাল আর বর্ম ভেদ করে এক ফরাসির জীবনাবসান ঘটিয়েছে কি না!

ওই বর্মটা খুলে নিজের জন্য নিয়ে নিল উইলিয়াম। সে ওটা পরার পর দেখি, ওর শরীরের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে। পরদিন, পরিত্যক্ত দুর্গের ঢালে গিয়ে হাজির হই, যে-ফরাসিকে হত্যা করেছিলাম শিখা-তরঙ্গ দিয়ে, তার মৃতদেহ থেকে নিজের জন্য বর্মটা খুলে নিই আমি। জিনিসটা এককথায় চমৎকার, ইটালির মিলানে বানানো। বুকের কাছে সোনার আস্তরণ দেয়া, জয়েন্টগুলো আটকানোর জন্য ছোট ছোট শিকলের মতো আছে। এ-রকম চমৎকার কোনো বর্মের দাম যে অনেক হবে তা একনজর দেখেই বলে দেয়া যায়।

যা-হোক, ইতোমধ্যে রাত হয়ে গেছে প্রায়, গুহার মুখের কাছে দাঁড়িয়ে নীচের শহরটার দিকে তাকালাম। বন্দর থেকে শুরু করে সেইন্ট লিওনার্ড নামের গ্রাম পর্যন্ত হেস্টিংস শহরের বিস্তার; দিনের আলোর চেয়ে অন্ধকারে ভালো বোঝা যাচ্ছে, ফরাসিদের লাগানো আগুন প্রায় নিভে গেছে এতক্ষণে। ঢাল বেয়ে নামলাম আমরা, প্রচণ্ড তাপ আর ঘরবাড়ি থেকে একটু পর পর খসে পড়া জ্বলন্ত কাঠ এড়ানোর জন্য সৈকত ধরে এগোতে লাগলাম। পথে দেখা হলো অনেকের সঙ্গেই। একেকজনের কাছ থেকে একেকরকম কাহিনি শুনতে পেলেও সারমর্মটা হলো মোটামুটি একরকম। জানতে পারলাম, আমাদের যত লোক মরেছে, তার চেয়ে বেশি মারা গেছে ফরাসিরা; কারণ ওদের প্রায় সবাই জাহাজ থেকে নেমে পড়েছিল, আর যারা নেমেছিল তাদের বেশিরভাগই আমাদের যুদ্ধজাহাজগুলো এসে পড়ার পর জাহাজে ফিরে যেতে পারেনি। কিন্তু হেস্টিংসের ক্ষতিও কম হয়নি; সন্দেহ নেই শহরটা

www.BanglaBook.org

নতুন করে গড়তে, আগের রূপ দিতে বেশ কয়েক বছর লেগে যাবে। বলতে গেলে এমন একটা বাড়িও বাকি নেই যেখানে আগুন লাগায়নি ফরাসিরা। আমার মা'র মতো অনেকেই জ্যান্ত পুড়ে মরেছে, অসুস্থতা বা বার্ধক্যের কারণে সময়মতো পালাতে পারেনি তারা বাড়ি ছেড়ে। আমাদের মতো আরও অনেকেই এসে হাজির হয়েছে সৈকতে, উদ্বাস্তুর মতো বসে আছে, এদের মধ্যে নারী আর শিশুর সংখ্যাই বেশি; আহাজারি করতে করতে কাঁদছে বেশিরভাগই, রাতের বাতাস যেন ভারী হয়ে গেছে তাদের ক্রন্দনে।

থামলাম না আমি, উইলিয়ামকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললাম। বৃদ্ধ এক যাজক থাকেন শহরে, তাঁর সঙ্গে এককালে ভালো বন্ধুত্ব ছিল বাবার; গিয়ে হাজির হলাম ওই যাজকের বাড়িতে। অলৌকিক হলেও সত্যি, ফরাসিরা আগুন দেয়নি অথবা দিলেও তেমন কোনো ক্ষতিই হয়নি তাঁর অতি পুরনো বাড়িটার। যা-হোক, আমাদেরকে খেতে দিলেন তিনি, তাঁর ওখানেই কাটিয়ে দিলাম রাতটা। আমি বেঁচে আছি এজন্য স্রষ্টাকে ধন্যবাদ জানালেন তিনি; মা এবং আমার সহায়-সম্পদ বলতে যা কিছু ছিল তার প্রায় সবই হারিয়েছি বলে আন্তরিকভাবে সান্ত্বনা দিলেন আমাকে।

তাঁর সঙ্গে কথা বলা শেষ করে শুয়ে পড়লাম একসময়। কিন্তু ঘুম আসছে না। অত্যধিক ক্লান্তির কারণেই হোক অথবা জীবনে প্রথমবারের মতো যুদ্ধের স্বাদ পাওয়ার কারণেই হোক, অদ্ভুত এক অস্বস্তি পেয়ে বসেছে আমাকে। চোখের সামনে যেন বার বার লুটিয়ে পড়তে দেখছি ওই ফরাসিদেরকে, যারা আমার নিক্ষিপ্ত তীরের আঘাতে অথবা তরবারির কোপে মারা গেছে। অস্বীকার করবো না, ওদেরকে মারতে পেরে খুব গর্ব হচ্ছে আমার, কারণ মৃত্যুই ছিল ওদের উপযুক্ত পাওনা। তার পরও, মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা ওই ফরাসিগুলোর স্মৃতি আমাকে যেন তাড়া করে

www.BanglaBook.org

ফিরছে। আবার একইসঙ্গে অদ্ভুত এক আনন্দও হচ্ছে—বেঁচে থাকার আনন্দ।

লেডি ব্ল্যান্‌শ অ্যালিস-এর কথাও মনে পড়ে যাচ্ছে একটু পর পর। আসলে আমাদের ভাগ্য কতই না অদ্ভুত, কতই না অনিশ্চিত—কখন কী ঘটবে তার কিছুই বলতে পারি না আমরা, কিছু টেরও পাই না। সেই নীল চোখ দুটো যেন তীরের মতো গেঁথে গেছে আমার হৃদয়ে, হাজার চেষ্টা করেও ওই মেয়েটার কথা ভুলতে পারছি না আমি। কানে বার বার যেন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সেই সুকোমল মিষ্টি কণ্ঠ। ঠোঁট দুটো এখনও যেন জ্বলছে আমার—জীবনের প্রথম চুম্বনের স্বাদ কখনও কি ভুলতে পারে কেউ? ওই মেয়েটার সঙ্গে সম্ভবত আর কোনোদিন দেখা হবে না, অথবা হলেও আর কখনও কথা বলতে পারবো না ভাবলেই কেমন যেন মোচড় দিচ্ছে বুকের ভিতরে। ওর বাবা সার রবার্ট পছন্দ করেন না আমাকে; আর লর্ড ডেলেরয়, যাকে নাকি আমাদের রাজা নিজের ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করেন, ঘৃণা করেন আমাকে, কারণ তাঁর সঙ্গে আরেকটু হলেই দ্বন্দ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল আমার! কী পরিণতি হতো সেই লড়াইয়ের? আমি নিশ্চিত আমার সঙ্গে পারতেন না লর্ড ডেলেরয়, আমার হাতে নির্ঘাত মরতে হতো তাঁকে, আর ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন বলেই সার রবার্ট কথার মারপ্যাচে শুরুই হতে দেননি লড়াইটা। তার পর? বাবা ডাক দেয়ামাত্র সুবোধ বালিকার মতো তাঁর ঘোড়ায় গিয়ে চড়ল লেডি ব্ল্যান্‌শ; আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়া পর্যন্তই, জীবনসঙ্গী হিসেবে কাকে গ্রহণ করে নেয়া যেতে পারে তা ভালোই জানা আছে বলে লর্ড ডেলেরয়ের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলে গেল সে খুশিমনে!

কী বলেছিলেন মা আমাকে? মেয়েদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে বলেছিলেন। মদ আর জুয়ার নেশায় সর্বস্বান্ত হয় অনেক পুরুষ, সেই ক্ষতি চাক্ষুষ করা যায়, কিন্তু নারীর মোহে পড়ে যারা

www.BanglaBook.org

ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাদের ক্ষতি সবসময় চোখে পড়ে না আমাদের। আজ যদি মরতাম আমি কোনো ফরাসির নিক্ষিপ্ত তীরে অথবা তরবারির আঘাতে, তা হলে তা-ও কিন্তু ঘটত লেডি ব্ল্যান্‌শের জন্য, কারণ বেলা থেকে হটে যাওয়ার পর পরাজয় নিশ্চিত জেনে ইচ্ছা করলেই উইলিয়ামকে সঙ্গে নিয়ে হেস্টিংস ছেড়ে অনেক দূরে নিরাপদ কোনো জায়গায় চলে যেতে পারতাম, কিন্তু পারিনি—ওই মেয়েটা ছিল আমার সঙ্গে, ওকে রক্ষা করবো বলে কথা দিয়েছিলাম। প্রাচীন সাধুরা তাই নারীকে তুলনা করেছেন সাপের সঙ্গে—ওই প্রাণীটা আমাদের কিছু উপকার করে বটে, কিন্তু ওটার থেকে যত দূরে থাকা যায় তত মঙ্গল, কাছে গেলেই বিপদ, এমনকী জীবনহানির সম্ভাবনা।

মা'র আরও একটা কথা মনে পড়ে গেল আমার—হেস্টিংস ছেড়ে লণ্ডনে, আমার মামা জন গ্রিমারের কাছে চলে যেতে বলেছেন তিনি আমাকে। মামা নাকি স্বর্ণকার, আর বড় ব্যবসায়ী, আবার আমার ধর্মপিতা। এখানে সব শেষ হয়ে গেছে আমার, মামা ইচ্ছা করলে তাঁর ব্যবসার কোনো কাজে লাগিয়ে দিতে পারেন আমাকে। তাঁর কথা মনে আছে আমার; আজ থেকে ছ'-সাত বছর আগে, লণ্ডনে তখন এক মহামারি দেখা দিয়েছিল, শহর ছেড়ে হেস্টিংস-এ চলে আসেন তিনি, মাত্র একটা সপ্তাহ কাটিয়ে যান আমাদের সঙ্গে। আমাদের বাড়িটা ছিল সমুদ্রের তীরে, আর সমুদ্রের বাতাসটা নাকি ঠিক সহ্য হচ্ছিল না তাঁর, তাই আর বেশিদিন থাকেননি। বলেন, পেট খারাপের যন্ত্রণার চেয়ে মহামারির যন্ত্রণা নাকি বহুগুণে ভালো। কিন্তু আমার মনে হয় আসলে কাজ ফেলে এতদিন ধরে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে ভালো লাগছিল না তাঁর।

মানুষটা অদ্ভুত, বয়স্ক, অনেকটা আমার মা'র মতোই। তবে নাকটা আরও বাঁকানো; দুই চোখ ছোট ছোট, কালো। পুরো মাথা জুড়ে টাক, আর তা ঢাকতে বেশিরভাগ সময় ভেলভেটের একটা

www.BanglaBook.org

ক্যাপ পরে থাকেন তিনি। গরমকালে লোকে যখন ঘেমেনেয়ে অস্থির, এমনকী তখনও দেখা যায় ফারের ক্ষয়ে-যাওয়া একটা আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ান। প্রথম দেখায় তাঁকে মনে হয় ইহুদি, অথচ তিনি মনেপ্রাণে খ্রিস্টান; আর এই ব্যাপারটা নিয়ে হাসিঠাট্টাও করেন মাঝেমধ্যে। রসিকতা করে বলেন, এই বেশভূষা প্রায়ই কাজে লাগে তাঁর—ব্যবসার কাজে। কে না জানে, মুখে যা-ই বলুক আসলে ইহুদিদেরকে ভয় পায় লোকে, কারণ ওদেরকে বুদ্ধিতে হারানো প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

মনে আছে, যে ক'দিন এখানে ছিলেন মামা, আমাকে দেখলেই কেন যেন বিরক্ত হতেন—সম্ভবত তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারিনি আমি। আমাদের সহায়—সম্পদ আর মাছ ধরার নৌকাগুলো নিয়ে প্রায়ই মন্তব্য করতেন, কীভাবে ঠকানো হচ্ছে আমাদেরকে তা বুঝিয়ে বলতেন মাকে। আমাদের সাংসারিক আয় কীভাবে আরও বাড়ানো যায় তা নিয়ে বুদ্ধি-পরামর্শ দিতেন। কিন্তু চলে যাওয়ার আগে অদ্ভুত একটা কাজ করেন তিনি—সোনার একটা টুকরো দিয়ে যান আমাকে। বলেন, মানুষের জীবন আসলে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেখানে কিছুই নেই সেখান থেকে যেমন কিছুই পেতে পারে না লোকে, মানুষও তেমন নিজের জীবন থেকে আসলে কিছুই পায় না—সে যত বছরই বাঁচুক না কেন, আর যত টাকা-পয়সা সহায়-সম্পত্তিই অর্জন করুক না কেন। ওই সোনার টুকরোটা উপযুক্ত কোনো কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন আমাকে মামা। কিন্তু আমি যা করি তা হলো, নরওয়ে থেকে একটা জাহাজে করে ভয়ঙ্কর একটা ম্যাস্টিফ কুকুর আনা হয়েছিল আমাদের হেস্টিংসের বন্দরে, দেখেই ভালো লেগে গিয়েছিল জন্তুটাকে তাই সোনার টুকরোটা বেচে ওই টাকা দিয়ে কিনে ফেলি সেটাকে। আমার কাছে যে ক'দিন ছিল সেটা, সুযোগ পেলেই কামড়ে দিত শহরের লোকজনকে, এবং একদিন তেড়ে গিয়েছিল মাকে কামড়াতে, এরপর শহরের নায়েবের আদেশে

www.BanglaBook.org

হত্যা করা হয় জন্তুটাকে। ওই দুঃখ ভুলতে অনেকদিন সময় লাগে আমার।

আমাকে পছন্দ করুন বা না-করুন, মামাকে কিন্তু ঠিকই পছন্দ করতাম আমি, কারণ তিনি ছিলেন একটু অন্য ধাঁচের মানুষ। তাঁর দ্বারস্থ হওয়ার ব্যাপারটা আরেকবার ভাবলাম, কিন্তু তাঁর কাছে না-যাওয়ার কোনো কারণ খুঁজে পেলাম না। লণ্ডনে কোনো দোকানে বসে মালপত্র বেচাবিক্রি করার তেমন কোনো ইচ্ছা ছিল না আমার কোনোকালে, খোলা সমুদ্র আর সমুদ্রের ঝোড়ো বাতাসই আমার চিরকালের প্রথম পছন্দ, তারপরও মামার কাছে যেতে ইচ্ছা করছে। অবশ্য খানিকটা শঙ্কাও হচ্ছে—আমাকে না আবার সোনার টুকরোটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে বসেন তিনি, ওটা বেচে কুকুর কিনেছি শুনলে আমাকে যে তীব্র ভর্ৎসনা করবেন তিনি তাতে আর সন্দেহ কী! তারপরও, মা যেতে বলেছেন আমাকে, আর আমার প্রতি সেটাই তাঁর শেষ আদেশ। উপরন্তু, আমাদের বাড়ি, নৌকা এবং বলতে গেলে সবই ধ্বংস হয়ে গেছে, নতুন করে আবার সব গড়তে চাইলে লম্বা সময় ধরে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে আমাকে, একটু একটু করে সঞ্চয় করতে হবে বড় একটা পুঁজি। আরেকটা কথা, লণ্ডনে চলে গেলে লেডি ব্ল্যান্‌শ অ্যালেসের থেকেও দূরে যাওয়া হবে, যে দুঃসহ স্মৃতি এখন তাড়া করে ফিরছে আমাকে তা থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাওয়া যাবে। কাজে ডুবে থাকতে পারলে আশা করি ওর সেই নীল দু'চোখের মায়াবী দৃষ্টির কথা ভেবে আর ক্ষতবিক্ষত হবে না আমার হৃদয়। সুতরাং ঠিক করলাম লণ্ডনে যাবো, এবং এই সিদ্ধান্তটা নেয়ার পরই আমার যাবতীয় অস্থিরতা অনেকখানি কমে গেল, ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে নাস্তার সময় বৃদ্ধ যাজককে জিজ্ঞেস করলাম কী করা উচিত আমার। তিনি বললেন, মায়ের ইচ্ছা পূরণ করা আমার দায়িত্ব। অনেক সময় নাকি বাবা-মা'র শেষ ইচ্ছা সন্তানের

www.BanglaBook.org

জন্য অবশ্য পালনীয় হয়ে যায়। লেডি ব্ল্যান্‌শ অ্যালেসের ব্যাপারে জানতে চাইলাম, তিনি বললেন, ওই মেয়েটার কথা নাকি ভুলে গেলেই আমার জন্য মঙ্গল। বংশে-মর্যাদায়-সম্পদে আমার চেয়ে অনেক অনেক উঁচুতে সে, ওর দিকে হাত বাড়ালে আমার কপালে দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছুই জুটবে না, এমনকী আমি বেশি বাড়াবাড়ি করলে করুণ মৃত্যুও হতে পারে আমার। অর্থসম্পদ মানুষকে ক্ষমতা এনে দেয়, আর ক্ষমতাবান লোকেরা নিজেদের স্বার্থেই ভালো-মন্দ সবার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে, কাজেই লেডি ব্ল্যান্‌শ অ্যালিস আমার জন্য প্রকৃতপক্ষে খুব বড় একটা বিপদ, তা সে যতই সুন্দরী বা যতই ভালো হোক না কেন। আমার ব্যাপারে মামাকে একটা চিঠি লিখবেন বলে জানালেন তিনি, বললেন চিঠিটা নাকি কাজে লাগতে পারে আমার।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেলাম না লণ্ডনের উদ্দেশে, কয়েকটা দিন রয়ে গেলাম হেস্টিংস-এ। প্রথম কারণ, আগুন পুরোপুরি নিভে গেলে আমাদের বাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করতে হবে মা'র লাশ, যথাযথভাবে কবর দিতে হবে তাঁকে; যারা তাঁর লাশ খুঁজে বের করল তারা আমাকে বলল যে, যতটা আশঙ্কা করেছিলাম ততটা নাকি পোড়েনি মা'র শরীর, কিন্তু ওই ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত নই আমি। হয়তো আমাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য কথাটা বলেছে ওরা। মা'র পোড়া মরদেহ দেখার মতো মানসিক দৃঢ়তা নেই আমার। যা-হোক, বাবার কবরের পাশেই কবর দেয়া হলো তাঁকে, সেইন্ট ক্লিমেন্ট গির্জার চত্বরে। দাফন শেষে মা'র কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলাম।

ওই দিনের বাকি সময়টা ব্যয় করলাম আমার লণ্ডনযাত্রার জন্য। আমাদের বাড়ি পুড়ে ছাই হলেও, উঠানের দূরবর্তী প্রান্তে অবস্থিত আউটবিল্ডিংগুলো বেঁচে গেছে আগুনের কবল থেকে, বেঁচে গেছে আস্তাবলে রাখা দুটো স্বাস্থ্যবান ঘোড়াও—একটা ধূসর রাইডিং গেল্ডিং, অন্যটা একটা ঘোটকী, ওটাকে দিয়ে জেটিতে

www.BanglaBook.org

জাল টানিয়ে মাছ নিয়ে আসতাম আমি। টুকটাক কিছু জিনিসও পাওয়া গেল—মাছ ধরার জাল, লবণ, কয়েক ব্যারেল শুকনো-মাছ, এবং আরও কিছু যা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আমার। ঘোড়া দুটো রেখে দিলাম আমি, কিন্তু আমাদের জমি আর উদ্ধারকৃত সব "সম্পদ" দিয়ে দিলাম উইলিয়ামকে; আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করল সে, খাটাখাটুনি করে যে-দিন সবকিছুর মূল্যের সমপরিমাণ টাকা জমাতে পারবে, টাকাটা সেদিনই দিয়ে দেবে আমাকে।

পরদিন সকালে, ধূসর ঘোড়াটার পিঠে চড়ে, লণ্ডনের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলাম। মাদি ঘোড়াটাও আছে সঙ্গে, একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে ওটাকে নিয়ে চলেছি, যে-নাইটকে হত্যা করেছিলাম তার বর্ম এবং টুকটাক আরও কিছু জিনিস চাপিয়েছি জন্তুটার পিঠে। হেস্টিংসে ঘটে-যাওয়া ঘটনার কারণে শহরবাসীদের প্রায় সবাই যার যার পুনঃনির্মাণ বা মেরামতের কাজ অথবা মৃত আত্মীয়স্বজনের জন্য শোক করা নিয়ে ব্যস্ত, তাই আমাকে বিদায় জানানোর জন্য উইলিয়াম ছাড়া আর কেউ নেই। যেখানে জন্মেছি এবং বলতে গেলে সারাটা জীবন কাটিয়েছি, সে-জায়গা ছেড়ে চলে যেতে আমারও খারাপ লাগছে খুব। ভীষণ একা একা লাগছে।

চলতে চলতে কিছুদূর গিয়েই থামলাম খোলা একটা মাঠে, পিছন ফিরে তাকালাম শহরের দিকে, বলা ভালো শহরের ধ্বংসস্তূপগুলোর দিকে। পাতলা ধোঁয়া, কালো আচ্ছাদনের মতো এখনও যেন লেপ্টে আছে শহরের জায়গায় জায়গায়। হঠাৎ করেই, জানি না কেন, বিশ্বাস হারিয়ে ফেললাম নিজের উপর, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে ভয় করতে লাগল। আমার ভাগ্যটা, মনে হলো, জন্মাবধি খারাপ—আজ পর্যন্ত এমন কিছু ঘটেনি আমার জীবনে যা নিয়ে কিছুটা হলেও গর্ব করতে পারি। বার বার মনে হচ্ছে, সাধারণ এক সৈনিক বা জেলে হিসেবে, অথবা কয়েদখানায় বা ফাঁসিকাঠে জীবন শেষ হবে আমার।

www.BanglaBook.org

**এতক্ষণ** মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে ছিল, এবার বের হয়ে **এল সূর্যটা**। সামান্য এই প্রাকৃতিক ঘটনা প্রভাব ফেলল আমার **মনের** উপর, হতাশা কিছুটা হলেও বিদায় নিল। ভাবলাম, বেঁচে যে আছি এটাই বা কম কী? ফরাসিদের আক্রমণে আমিও তো মরতে পারতাম অনেকের মতো, কিন্তু শারীরিক কোনো ক্ষতি হয়নি আমার। তা ছাড়া একেবারে নিঃস্ব নই আমি—একটা তরবারি, একটা ধনুক আর কিছু তীর এবং চমৎকার একটা বর্ম আছে আমার। আরও আছে বিশটার মতো স্বর্ণমুদ্রা। বিশটার মতো বললাম, কারণ মা আমাকে যে-থলেটা দিয়েছেন সেটা এখনও খুলে দেখিনি, কাজেই কতগুলো মুদ্রা আছে ভিতরে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত নই আসলে। আশা করছি, মামা আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না; আর যদি দেনও, সেনাবাহিনীতে কোনো-না-কোনো সুযোগ পেয়ে যাবো—অন্তত তীর নিক্ষেপ বা তরবারি চালনায় নিজের দৌড় জানা আছে আমার।

সেইন্ট হুবার্ট গির্জার কাছে অল্প কিছু সময়ের জন্য থামলাম, নিজস্ব কায়দায় প্রার্থনা সেরে নিলাম। তার পর অনেকখানি প্রফুল্লচিত্তে রওয়ানা হলাম আবার, দীর্ঘ একটা চড়াই বেয়ে উঠে হাজির হয়ে গেলাম সেটার মাথায়। এখানে একদল লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমার। এদের সঙ্গে আছে বাজপাখি আর হাউণ্ড—দেখে অনুমান করলাম পেভেনসির জলাভূমিতে শিকার করতে যাচ্ছে এরা। লোকগুলো আমার আরও কিছুটা কাছাকাছি আসার পর চিনতে কোনো অসুবিধাই হলো না—সার রবার্ট অ্যালিস, লেডি ব্ল্যান্শ, লর্ড ডেলেরয়, এবং তাঁদের কয়েকজন ভৃত্য।

প্রথমে ভাবলাম, রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়াটাই বোধহয় ভালো হবে আমার জন্য। কারণ এমনিতেই যথেষ্ট হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছে আমাকে, সে-রকম কোনো সমস্যায় পড়তে চাই না আর। তার পর, বোধহয় বয়সের দোষেই, অহংবোধ জাগ্রত হলো

www.BanglaBook.org

আমার—রাস্তাটা সরকারের এবং সরকারী রাস্তায় ওদের যেমন অধিকার আছে আমারও তেমন আছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত নিলাম, ওদেরকে দেখিনি এ-রকম একটা ভাব করে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবো। তা-ই যাচ্ছিলাম, কিন্তু আমাকে দেখে ফেলল ওরা এবং দেখামাত্র চিনতে পারল। স্বভাবসুলভ উচ্চকণ্ঠে বললেন সার রবার্ট, 'ওই যে, জেলেটা হাজির হয়েছে আবার! ব্ল্যান্শ, কোনো কথা বলবি না ওর সঙ্গে।'

'দেখে তো মনে হয় কোনো মৃত ফরাসির বর্ম হাতিয়ে নিয়েছে ব্যাটা,' ফোড়ন কাটলেন লর্ড ডেলেরয়, 'আর সেটা ভালো দামে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে গোপন কোনো জায়গায়।'

লেডি ব্ল্যান্শ চুপ করে আছে, কারও কোনো কথার জবাব দিচ্ছে না। স্থিরদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে এগোচ্ছে আগের মতোই, হাতে-বসা বাজপাখিটার সঙ্গে কথা বলছে একমনে। ওকে আগের চেয়েও বেশি সুন্দরী মনে হচ্ছে আমার, হৃদয়ের কাঁচা ক্ষতে আবার নতুন করে আঘাত পাচ্ছি আমি যেন।

তার পর একসময়, আমাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল ওরা। অলসদৃষ্টিতে একবার তাকালাম ওদের দিকে, দুটো ঘোড়া নিয়ে সরে গেলাম বেশ কিছুটা, চলে এলাম রাস্তার একপাশে। আমাকে ছাড়িয়ে দশ গজের মতো এগিয়ে গেছে ওরা, এমন সময় হঠাৎ করেই চিৎকার করে উঠল লেডি ব্ল্যান্শ, 'ওহ্, আমার বাজপাখি!'

থেমে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। যে-কোনোভাবেই হোক মেয়েটার হাতে-বসা বাজপাখিটার বাঁধন আলগা হয়ে গেছে, অথবা আলগা করে দেয়া হয়েছে, কিন্তু মাথার ঢাকনাটা রয়ে গেছে যথাস্থানেই, তাই উড়াল দিতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেছে পাখিটা, সুযোগ পেয়ে সেটার দিকে তেড়ে এসেছে একটা হাউণ্ড, কামড়ে মেরে ফেলতে চাইছে। শুরু হয়ে গেছে এলাহী কারবার, সবার দৃষ্টি এখন বাজপাখি আর হাউণ্ডের উপর। কেউ দেখছে না টের পেয়ে ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরিয়ে আমার দিকে তাকাল লেডি

www.BanglaBook.org

ব্ল্যান্‌শ, হাত উঁচু করল এমনভঙ্গিতে যে, দেখলে মনে হবে ওখান থেকে পাখিটা পড়ল কীভাবে তা-ই যেন বুঝতে চায় সে, তার পর ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে একটা উড়ন্ত-চুমু ছুঁড়ে দিল আমার দিকে।

হাতে আগুনের ছ্যাঁকা লাগলে যে-গতিতে হাত সরিয়ে নেয় লোকে, সে-গতিতে ঘাড় ঘুরিয়ে নিলাম আমি। তাড়াহুড়ো করে রওয়ানা হয়ে গেলাম আবার। বুকের খাঁচায় জোরে জোরে বাড়ি মারছে হৃদপিণ্ড। সব দুঃখ-কষ্ট-হতাশা ভুলে গেছি যেন মুহূর্তের মধ্যে, আনন্দে ভরে গেছে মন। ওই উড়ন্ত-চুমুর মানে বুঝতে ভুল হওয়ার কথা নয় আমার। কিন্তু তারপর, গ্রীষ্মের আকাশ যেমন হঠাৎ করেই মেঘে ঢেকে যায় তেমনিভাবে বেদনায় ছেয়ে গেল আমার মন, যে-ক্ষত শুকাতে শুরু করেছিল সেখানে যেন নতুন করে আঘাত পেলাম আমি। লেডি ব্ল্যান্‌শকে ভুলতে শুরু করেছিলাম মাত্র, বলা ভালো নিজের চিন্তাভাবনা থেকে জোর করে দূরে সরিয়ে রাখছিলাম—শহরে যে-বৃদ্ধ যাজকের বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলাম তিনি ওই কাজটাই করতে বলেছেন আমাকে, কিন্তু এইমাত্র ওই উড়ন্ত-চুমুর অদৃশ্য ডানায় ভর করে আবার আমার মনের ভিতরে যেন চলে এল মেয়েটা, স্পষ্ট বুঝতে পারছি হাজার জোরাজুরি করেও সহজে তাড়াতে পারবো না ওকে।

সে-রাতে, টনব্রিজের কাছে একটা সরাইখানায় গিয়ে উঠলাম। জায়গাটা আরামদায়ক; কিন্তু একরাতের থাকা-খাওয়া বাবদ আমার থলে থেকে বের করে যখন একটা স্বর্ণমুদ্রা দিলাম মালিককে, প্রথমে নিতে চাইল না সে। কারণ ওই মুদ্রাটা পুরনো আমলের, সেটার একপিঠে প্রাচীন এক রাজার চেহারা খোদাই করা। সকালের নাস্তা সারার জন্য ওই সরাইখানায় এসেছে স্থানীয় এক ব্যবসায়ী, লোকটাকে ওই মুদ্রাটা দেখাল মালিক; ব্যবসায়ী লোকটা বলল মুদ্রাটা আসল, তখন সমাধান হলো আমার সমস্যার।

দুপুর দুটোর দিকে উপস্থিত হলাম হেস্টিংসের মতোই বড়

www.BanglaBook.org

একটা শহর সাউথওয়ার্কে। ঘোড়া দুটোকে বিশ্রাম আর দানাপানি এবং নিজের পেটে কিছু দেয়ার জন্য গিয়ে উঠলাম ট্যাবার্ড নামের আরেকটা চমৎকার সরাইখানায়। এরপর পাড়ি দিতে হলো থেমস নদী। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, সারি সারি জাহাজ আর নৌকা চলছে বিশাল সেই নদীর বুক চিরে। তারপর, প্রথমবারের মতো লণ্ডন ব্রিজ দেখার পর তো বলতে গেলে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মানুষের দ্বারা যে এত বিশাল কোনো কিছু বানানো সম্ভব বিশ্বাসই হয় না। নদীর দু'তীরেই বড় বড় দোকান, দেখে মনে হয় এমন কিছু নেই যা পাওয়া যায় না সে-সব দোকানে। নদী পার হওয়ার পর, ও-রকম একটা দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম চীপসাইডে যাবো কোন্ পথে।

চারদিকে বাজার এলাকা, রাস্তায় স্রোতের মতো শুধু মানুষ আর মানুষ, জনতার ভিড় ঠেলে পথ করে নিয়ে এগোতে হলো আমাকে। কারও মুখ বন্ধ নেই—চলতি পথে কথা বলছে সবাই; একসঙ্গে এত নারী-পুরুষের সমাগম দেখে আর সম্মিলিত কোলাহল শুনে আমার মনে হলো সবাই যেন গর্জন করছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, এত ভিড়, এত মানুষ, কিন্তু তারপরও বিচিত্র কোনো কারণে অন্য কারও দিকে ভালোমতো তাকানোরও অবসর নেই কারও, যার যার মতো শুধু ছুটছে সবাই।

চওড়া আর দীর্ঘ একটা রাস্তায় গিয়ে উঠলাম আমি। নদীর দু'তীরের মতো, এই জায়গাটাও লোকে লোকারণ্য। পথের দু'পাশে চাঁদওয়ারিবিশিষ্ট বাড়িঘর। খেয়াল করলাম, বিভিন্ন রকমের জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে মজুদ করা হচ্ছে সে-সব বাড়িতে।

ছোট্ট একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল এই জায়গায়। এত লোকজন দেখে আর হট্টগোল শুনে ঘাবড়ে গেল আমার ঘোটকীটা। আমার হাতে-ধরা লাগাম একটানে আলগা করে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে জন্তুটা। কিন্তু এত লোকজনের মধ্যে যাবে কোথায়? ঘোড়ায়-টানা দু'-একটা গাড়িকে থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হয় ওটার

www.BanglaBook.org

কারণে, গাড়ির চালকরা অভিশাপ আর গাল দিতে শুরু করে আমাকে। থেমে দাঁড়াতে হলো আমাকেও, অনেক কষ্ট করে উদ্ধার করে আনলাম আমার অবাধ্য ঘোড়াটাকে। কিন্তু এরপর আরও দু'বার একই কাণ্ড করল বেচারী, আবারও গাল শুনতে হলো আমাকে। শেষে বাধ্য হয়ে, খালি ব্যারেল স্তূপ করে রাখা আছে এ-রকম একটা বাড়ির আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিতে হলো আমাকে। করার কিছু নেই, তাই হতভম্বের মতো তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম চারপাশ।

আমার বাঁ দিকে একটা বাড়ি, অন্য বাড়িগুলোর চেয়ে কিছুটা বিচ্ছিন্নই বলা যায়। বাড়িটার সামনে একচিলতে বাগান। অযত্নে-অবহেলায় লতাগুল্মের জঙ্গল বেড়ে উঠেছে সেখানে। দেখে মনে হয় ব্যবসায়িক কাজেই ব্যবহৃত হয় বাড়িটা, কারণ সদর-দরজার সামনে একটা লৌহদণ্ডের সঙ্গে আটকানো কাঠের বোর্ডে রঙ করে আঁকা আছে একটা নৌকা—উন্মত্ত ঢেউ-এর বিরুদ্ধে যুঝছে সে-নৌকা, গলুই আর স্টার্ন বেশ উঁচু, সামনের দিকটা বেঁকে উপরের দিকে উঠে গিয়ে একটা ড্রাগনের মাথার আকৃতি ধারণ করেছে, রেলিং-এর জায়গায় জায়গায় গোলাকার ঢাল।

শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ওই সাইনবোর্ডের দিকে, চিহ্নটার মানে বোঝার চেষ্টা করছি, সেই সঙ্গে ভাবছি কোন্ দেশের লোকেরা ও-রকম অদ্ভুত একটা নৌকায় চড়তে পারে; এমন সময় বাগান পার হয়ে সদর-দরজার কাছে হাজির হলো একটা লোক, ঘাড় উঁচু করে সরাসরি তাকাল আমার দিকে। লোকটা বুড়ো, অদ্ভুত; হুডওয়ালা রঙচটা একটা গাউন পরে আছে, হুডটা আবার তুলে দিয়েছে মাথায়। দূর থেকে ওর কয়েক গোছা সাদা দাড়ি আর জ্বলজ্বলে একজোড়া কালো চোখ ছাড়া আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমি। আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এমনভাবে দেখছে লোকটা, মনে হচ্ছে ওর তীক্ষ্ণদৃষ্টি যেন বিদ্ধ হচ্ছে আমার দেহে—মুচির আরা যেভাবে জুতোর চামড়ায় বেঁধে সেভাবে।

www.BanglaBook.org

খনখনে উঁচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বুড়ো, 'কী হে, তোমার মতলবটা কী বলো তো? আমার বাড়ির দরজার কাছে এভাবে দুটো ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে করছটা কী? প্যাকহর্সের পিঠে যে মালসামান দেখতে পাচ্ছি সেগুলো বেচতে চাও নাকি? যদি তা-ই হয়, সাফ জানিয়ে দিই, ওসব জিনিস নিয়ে কারবার করি না আমি। ...যাও, এখানে অযথা দাঁড়িয়ে না-থেকে অন্য কোথাও যাও।'

'না, সার,' বললাম, 'কিছু বেচতে আসিনি আমি। আসলে...ব্যবসায়ীদের এই মৌচাকে একজন মৌমাছিকে খুঁজছি আমি, কিন্তু পাচ্ছি না।'

'ব্যবসায়ীদের মৌচাক! সত্যিই, তোমার কথা শুনলে চীপের ব্যবসায়ীরা যে সম্মানিত বোধ করবে তাতে আর সন্দেহ কী! গেঁয়ো যুবক, দেখলে তো মনে হয় ইতোমধ্যেই সে-রকম কোনো মৌমাছির কামড় খেয়েছ তুমি। তা, কোন্ মৌমাছিটাকে খুঁজছ, জানতে পারি?'

মামার নাম বললাম তখন।

'তোমার মামা আমার একজন ভালো বন্ধু,' বলল বুড়ো।

'মামাকে কোথায় পাবো বলতে পারেন?'

'বলছি। তার আগে বলো তো, অত সুন্দর একটা বর্ম তুমি পেলে কোত্থেকে? চুরি করেছ নাকি? যদি তা-ই হয় তা হলে বোকার মতো সবাইকে না-দেখিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারো লুকিয়ে ফেলো।'

'চুরি করেছি!' মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আমার। 'আমাকে দেখে কি চোর বলে মনে হয় আপনার?'

'না, মনে হয় না। কিন্তু কথা হচ্ছে, যদি চুরি না করে থাকো, তার মানে এই বর্ম যার ছিল তাকে খুন করেছ তুমি। দেখো, লোকটার রক্ত এখনও লেগে আছে বর্মের গায়ে।'

'তার মানে আমাকে খুনী বলছেন আপনি?'

www.BanglaBook.org

'কেউ যদি কোনো ফরাসি নাইটকে যে-কোনো কারণেই হোক হত্যা করে তা হলে তাকে খুনী না-বলে আর কী বলা যায়, বলো তো? তবে, সম্ভবত, উপযুক্ত কোনো কারণেই হত্যা করেছ তুমি ওই ফরাসি নাইটকে। কারণটা...সম্ভবত আত্মরক্ষা?'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকলাম বুড়োর দিকে। এসব কথা সে জানল কীভাবে?

'মুখ বন্ধ করো, যুবক। তা না হলে তোমার দাঁতগুলো খুলে বাইরে পড়ে যেতে পারে। ভাবছ, এসব কথা জানলাম কীভাবে, তা-ই না? তোমার মামা, আর আমার বন্ধু জন গ্রিমারের কাছে একটা যাদুর স্ফটিক আছে, ওই স্ফটিকে সব দেখেছি আমি। পুব থেকে আসা এক লোকের কাছ থেকে ওই জিনিসটা কিনেছিল সে, কাজে দিয়েছে জিনিসটা।' কথা শেষ করে মাথার হুড ফেলে দিল বুড়ো। বয়সের ভারে কুঁচকানো চামড়ার একটা চেহারা দেখতে পেলাম আমি। সেই মুখের এককোনায় ঝুলে আছে উপহাসের হাসি।

অনেক আগে, আমি তখন নিতান্ত এক কিশোর মাত্র, এই চেহারাটা দেখেছিলাম; কিন্তু ওই বুড়ো হুড ফেলে দেয়ামাত্র তাঁকে চিনতে ভুল হলো না আমার।

'মামা!' কথা ঠিকমতো ফুটল না আমার মুখে।

'হ্যাঁ, হুবার্ট অভ হেস্টিংস, আমিই জন গ্রিমার, তোমার মামা। এখন বলো, বারো বছর আগে যে সোনার-টুকরোটা দিয়েছিলাম তোমাকে, সেটা দিয়ে কী করেছ তুমি?'

একবার ভাবলাম মিথ্যা বলি, কিন্তু ভয় হলো, মামা হয়তো ধরে ফেলবেন। তাই সত্যি কথাটাই বলে দিলাম। শুনে আবারও উপহাসের হাসি হাসলেন মামা, বললেন, 'ইচ্ছা করলে মিথ্যা বলতে পারতে তুমি, কিন্তু সত্যি বলেছ দেখে ভালো লাগল।' তার পর মেকি বিনয়ের সুরে বললেন, 'আপনি কি এবার দয়া করে আপনার দাসানুদাস জন গ্রিমারের বাড়িতে পদধূলি দেবেন?

www.BanglaBook.org

আপনাকে আরও কাছ থেকে দেখার জন্য যে আমার মন ছটফট করছে!'

'আপনি শুরু থেকেই উপহাস করছেন আমাকে, মামা, আমিও মেকি অভিযোগের সুরে বললাম।

'হতে পারে। কিন্তু আমরা অনেক সময় ঠাট্টা করে এমন কিছু কথা বলি যা মিথ্যা নয়, বরং নির্জলা সত্যি। আজ হয়তো কথাটা জানা নেই তোমার, কিন্তু একদিন না একদিন ঠিকই জানবে। আরেকটা কথা, বাইরে থেকে আমাদের যে-চেহারা দেখা যায় তা আসলে প্রতারণামাত্র, ভিতরে আসলে আমরা সবাই ভণ্ড—কেউ কম কেউ বেশি। বুঝে অথবা না-বুঝে, নিজের সঙ্গে অথবা অন্যদের সঙ্গে ভণ্ডামি করছি আমরা—প্রতিদিন, সারা জীবন।'

তারপর, আমার প্রত্যুত্তরের কোনো অপেক্ষা না-করেই, রঙচটা ওই গাউনের ভিতর থেকে রুপার হুইসেল বের করে বাজালেন মামা। আওয়াজ শেষ হতে না হতেই, কোত্থেকে বলতে পারবো না, হাজির হলো পেটা শরীরের এক চাকর, গিয়ে দাঁড়াল মামার সামনে, এই দৃশ্য দেখে আরেকদফা আশ্চর্য হতে হলো আমাকে।

লোকটাকে বললেন মামা, 'ওই ঘোড়া দুটোকে আস্তাবলে নিয়ে যাও। এমনভাবে খাতিরযত্ন করো যেন সেগুলো আমার নিজেরই ঘোড়া। প্যাকহর্সের পিঠ থেকে মালসামান নামাও। ওই যে যুবক দাঁড়িয়ে আছে, হুবার্ট অভ হেস্টিংস, আমার বোনের ছেলে; ওর জন্য একটা কামরা প্রস্তুত করো।'

একটা কথাও বলল না লোকটা, আমার ঘোড়া দুটোকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

'ভয় পেয়ো না,' আমার চেহারায় অস্বস্তির ছাপ দেখতে পেয়ে নরম গলায় বললেন মামা, 'তোমার কোনো কিছু হারানো যাবে না। এবার এসো, ভিতরে এসো।'

সদর-দরজা পার হয়ে ঢুকলাম ভিতরে, মামার পিছন পিছন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গিয়ে দাঁড়ালাম বাড়ির মূল দরজায়, পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলে আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন তিনি। এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে আমার কাছে মনে হলো কোনো গুদামে হাজির হয়েছি যেন—চারদিকে মালপত্রের স্তূপ, বেশিরভাগই দামি ফার আর সোনার অলঙ্কার।

ওগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন মামা, 'ঘুঘু ধরার ফাঁদ, বিশেষ করে মেয়ে-ঘুঘু।' হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর ভঙ্গি করলেন তিনি, আমাকে নিয়ে দোকান ছাড়িয়ে এগোলেন একটা প্যাসেজের দিকে। তারপর বাঁক নিলেন ডান দিকে, ঢুকলেন একটা ঘরে।

ঘরটা তেমন বড় নয়, কিন্তু এত সুন্দর-করে-সাজানো কোনো ঘর এর আগে দেখিনি আমি। মাঝখানে ওক-কাঠের কালো একটা টেবিল, চার পায়া আকর্ষণীয়ভাবে বাঁকানো। টেবিলের উপর কয়েকটা রূপার-কাপ, আর সম্ভবত সোনার একটা চমৎকার সেন্টার-পিস। ছাদ থেকেও ঝুলছে রূপার লণ্ঠন, ইতোমধ্যেই আগুন দেয়া হয়েছে সেগুলোতে, কারণ দিনের আলো কমতে শুরু করেছে। অদ্ভুত এক সুঘ্রাণ ঘরের বাতাসে। এককোনায় ফায়ারপ্লেস, তাতে আদ্যিকালের চিমনি, এ-রকম চিমনি তেমন একটা চোখে পড়ে না আজকাল। ছোট করে আগুন জ্বালানো হয়েছে ফায়ারপ্লেসে। চারদিকের দেয়ালে ঝুলছে চিত্রিত কাপড়খণ্ড আর নকশা-করা রেশম।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি এসব, এমন সময় পরনের গাউনটা খুললেন মামা। দামি কিন্তু বলতে গেলে মামুলি একটা জামা পরে আছেন তিনি, অবশ্য মাথার ভেলভেটের স্কালক্যাপটার কথা বাদ দিয়ে বললে। তারপর, আমাকেও আমার বর্মটা খুলে ফেলার ইঙ্গিত দিলেন তিনি। তাঁর ইশারামতো কাজ করার পর আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি লণ্ঠনের আলোয়।

'একজন যথার্থ যুবক,' যেন বিড়বিড় করে নিজেকেই বললেন তিনি একসময়, 'ওর বয়সে ফিরে যেতে এবং ঠিক ওর মতো

www.BanglaBook.org

হতে, যদি দরকার হয় আমার সব কিছু অনায়াসে দিয়ে দিতে পারি আমি। ঠিক বাবার মতোই বলিষ্ঠ শরীর পেয়েছে সে, আর আমি পেয়েছি আমার বাবার মতো দুর্বল একটা দেহ। ...ভাগ্নে হুবার্ট, হ্যাস্টিংসে যা ঘটেছে তা আমার কানেও এসেছে, আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ফরাসিদেরকে হত্যা করে ঠিক কাজটাই করেছ। ঈশ্বরের অভিশাপ নামুক ওদের উপর! ...তোমাকে নিয়ে গর্ব হয় আমার। এদিকে এসো।'

এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। হাত বাড়িয়ে আমার একগোছা কোঁকড়া চুল ধরলেন তিনি, তারপর মাথাটা টেনে নামিয়ে চুমু খেলেন আমার কপালে। বললেন, 'তুমি আমার সন্তান না, কিন্তু সন্তানের মতোই; কারণ আমাদের বংশের রক্ত হিসেবে একমাত্র তুমিই জীবিত আছো। কোনোদিন এমন কিছু কোরো না যাতে এই রক্ত কলঙ্কিত হয়।'

আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন তিনি। টেবিলের উপর ঘণ্টা রাখা আছে, সেটা বাজালেন। ঘণ্টার প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই খুলে গেল একদিকের দরজা, সরে গেল দরজায় ঝোলানো সুদৃশ্য পর্দা, ঘরে খাবার নিয়ে ঢুকল সুন্দরী দুই চাকরানি।

'সুন্দরী মেয়েছেলে, ভাগ্নে,' ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে ছিলাম দেখে, ওরা চলে যাওয়ার পর বললেন মামা, 'তুমি যে ওদের দিকে তাকাবে তাতে আর আশ্চর্যের কী? আমারও, এই বুড়ো বয়সেও, ইচ্ছা হয় ওদের মতো সুন্দরীদের নিয়ে থাকি। কিন্তু ভাগ্নে, সুন্দরীদের ব্যাপারে সাবধান! ওদেরকে সবসময় ঘিরে থাকে বিপদ-আপদ, ওদের দিকে যাবে তো সেই বিপদে তুমিও পড়বে। আর আমার এই দুই চাকরানিকে আবার লেডি ব্ল্যান্শ অ্যালেসের মতো চুমু খেতে যেয়ো না দয়া করে। কলঙ্ক রটে যাবে সারা শহরে, বাড়ির চাকরানিরা হয়ে যাবে ঘরের বউ।'

কিছুই বললাম না ওই ব্যাপারে, মুখ বন্ধ রাখলাম একেবারে। মামা এত খবর জানলেন কীভাবে তা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি

www.BanglaBook.org

আবারও। পরে অবশ্য জানতে পারি, আমি যে যাজকের কাছে গিয়েছিলাম, তিনি আমার ব্যাপারে সব জানিয়ে একটা চিঠি লেখেন মামাকে। ওই চিঠিটা আমার হাতে দেননি তিনি, বরং একজন দূত মারফত সোজা পাঠিয়ে দেন মামার হাতে। আমি হেস্টিংস ছাড়ার দু'দিন আগেই রওয়ানা হয়ে যায় লোকটা, এবং পথে কোথাও থামেনি, তাই আমার অনেক আগেই পৌঁছে যায় মামার কাছে। তার পর মামার হাতে তুলে দেয় ওই চিঠি।

চাকরানি দু'জন খাবার দিয়ে যাওয়ার পর বেশিক্ষণ দেরি করলেন না মামা, সোজা গিয়ে বসে পড়লেন টেবিলে। আমাকেও বললেন তাঁর সঙ্গে বসতে, যতটুকু খাওয়া সম্ভব আমার পক্ষে তারচেয়েও বেশি খাবার খেতে বার বার তাগাদা দিলেন। খাওয়া শেষে এগিয়ে গেলেন ঘরের এককোনায় রাখা কাপবোর্ডের দিকে, সেটা খুলে কাচের ফ্ল্যাস্কে রাখা মদ বের করে নিয়ে এসে পাত্রে ঢেলে বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। পান করলাম আয়েশ করে। বলাই বাহুল্য, এত চমৎকার মদ আগে কখনও খাইনি। আমার কথা শুনে হয়তো মনে হতে পারে মামা বোধহয় খুব ভোজনরসিক, আসলে কিন্তু তা নয়। আমি ক্ষুধার্ত ভেবে আমাকে বার বার উৎসাহ দিচ্ছেন তিনি খাওয়ার ব্যাপারে, কিন্তু নিজে খেলেন শুধু একটা মুরগির বুকের একটুকরো মাংস, এবং মদ খেলেন একটা রূপার পানপাত্রের অর্ধেক পরিমাণ।

তাকিয়ে তাকিয়ে আমার খাওয়া দেখলেন তিনি কিছুক্ষণ, তার পর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে মন্তব্য করলেন, 'খাওয়ার জন্য যদি বাঁচার স্বভাব তোমার গড়ে ওঠে, হুবার্ট, তা হলে আমার মতো এমন একটা দিন আসবে তোমার জীবনে, যে-দিন বাঁচার জন্যও খেতে পারবে না। অনেক আগে একজন যাজক একটা কথা বলেছিলেন আমাকে, কথাটার প্রতিটা বর্ণ সত্যি বলে বিশ্বাস করি আমি—মানুষের জীবন আসলে শূন্যতা ছাড়া আর কিছুই না। পুরো পৃথিবীটা করায়ত্ত করার পর একজন মানুষ যদি মরেই যায়

www.BanglaBook.org

তা হলে আসলে কী পেল সে?'

কোনো জবাব দিলাম না তাঁর সেই প্রশ্নের।

খাওয়া শেষ আমাদের, রূপার ঘণ্টাটা আবার বাজালেন মামা। সুন্দরী চাকরানি দু'জন এল ঘরে, এঁটো থালাবাসন সরিয়ে নিয়ে গেল, পরিষ্কার করল টেবিলটা। ওরা চলে যাওয়ার পর ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে গেলেন মামা, আগুনের কাছে দু'হাত মেলে ধরে উষ্ণতা পাওয়ার চেষ্টা করলেন, তারপর হঠাৎ করেই বললেন, 'এবার বলো আমার বোন কীভাবে মারা গেল। বলো আসলে কী ঘটেছিল হ্যাস্টিংসে।'

বললাম সব।

শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি। অনুমান করছি, দার্শনিক চিন্তাভাবনা আবার পেয়ে বসেছে তাঁকে, অথবা হয়তো বোনকে হারানোর শোক সামলে নেয়ার চেষ্টা করছেন নীরব থেকে। তার পর একসময়, অন্য দিকে তাকিয়ে, ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করবে তুমি এখন? লণ্ডনে করার মতো কী কাজ আছে তোমার?'

'জানি না। মা আমাকে বলে গেছে আপনার কাছে আসতে, তাই এসেছি। কে জানে, আপনার সঙ্গে থাকলে আমার কপাল হয়তো খুলেও যেতে পারে।'

'কপাল?' তিক্ত হাসি হাসলেন মামা, তাঁর দু'চোখের কোনা চিকচিক করে উঠল। 'কপাল কাকে বলে? যাদের যৌবন আছে, স্বাস্থ্য আছে এবং যারা জানে কীভাবে সেগুলো কাজে লাগাতে হয় তাদেরই কপাল আছে। ভাগ্নে, অনেককিছুই সুন্দর লাগে আমাদের দৃষ্টিতে, অনেক কষ্ট করে সেগুলো যোগাড় করে সাজিয়ে রাখি আমরা আমাদের ঘরে। কিন্তু আসলে কি কোনো লাভ হয়? মনে রেখো, ন্যাংটা হয়ে এই পৃথিবীতে এসেছি আমরা, ন্যাংটা হয়েই ফিরে যেতে হবে আবার; সুতরাং কপাল কী সে-প্রশ্নের জবাব, আমার মনে হয় জানা নেই কারোরই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

## চার

পেশায় যদিও মামা স্বর্ণকার, কিন্তু আসলে আরও কিছু ব্যবসা আছে তাঁর। যেমন, সুদে টাকা ধার দেয়া। রাজা রিচার্ডের দরবারের সদস্যসহ আরও অনেক নামীদামি লোককে দেখেছি আমি মামার কাছে এসে টাকা ধার নিয়ে যায়। কয়েকটা জাহাজও আছে মামার, মাল আনা-নেয়ার কাজে ব্যবহৃত হয় সেগুলো। হল্যাণ্ড, স্পেন, ইটালি, এবং এমনকী ফ্রান্সের বন্দরেও গিয়ে ভিড়ে তাঁর জাহাজ। মা বলেছিলেন মামা একজন বড় ব্যবসায়ী, কিন্তু এখানে এসে চাক্ষুষ করছি আসলে কত বড় ব্যবসা তাঁর। বুঝতে পারছি, তাঁর বড় ব্যবসা দিনে দিনে আরও বড় হচ্ছে—তুষারাবৃত পর্বতের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামতে থাকা স্নো-বলের মতো, যতই নীচের দিকে নামে আকৃতিতে তত বাড়ে। মামার মুখে সবসময় দার্শনিক কথাবার্তা, চালচলনও বলতে গেলে সাদাসিধা, কিন্তু আসলে সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন তিনি হয়তো সবার অজান্তেই। আরও একটা জিনিস জানতে পেরেছি—লণ্ডনের আশপাশের বেশ কয়েকটা গ্রাম্য এলাকায় অনেক জমি কিনে রেখেছেন তিনি, দিন দিন সে-সব জমির দাম শুধু বাড়ছেই।

'টাকা থাকে না রে, ভাগ্নে,' আক্ষেপ করে আমাকে মাঝেমধ্যে বলেন তিনি, 'টাকা থাকে না। সময় গেলে পোকায় খায় এত সুন্দর সুন্দর ফারের পোশাকগুলোকে, আর সুযোগ পেলেই চোর এসে ঢুকে পড়ে বাড়িতে, পারলে খালি করে ফেলে পুরো বাড়ি।

www.BanglaBook.org

কিন্তু জমি, নিষ্কণ্টক হলে, কিছুই হয় না। কাজেই পারলে কিছু জমিজমা কিনে ফেলো। কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। আর কিনতে হবে কোথায় জানো? শহরের বাইরে কোনো বাজার এলাকায়, অথবা এমন কোনো জায়গায় যেখানে একটা শহর গড়ে উঠছে। তারপর বছর দু'বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে-জমি, যদি ইচ্ছে করো, বেচে ফেলতে পারো কোনো হাবার কাছে যে কিনা জমি কিনে ফার্মিং করতে চায়। অথবা এমন কোনো মহামূর্খের কাছে যে ওই জমি কিনে নিয়ে সেখানে বড় বড় বাড়ি বানাতে চায়।'

প্রায়ই এ-রকম উপদেশ দেন তিনি আমাকে, কখনও মনোযোগ দিয়ে শুনি তাঁর কথা, আবার কখনও শুনি না। কিন্তু তাঁর বাড়িতে আমার থাকা-খাওয়া নিয়ে কোনোদিন কোনো কথা বলেন না তিনি। বরং যে-দিন থেকে তাঁর বাড়িতে থাকতে শুরু করেছি তার পরদিনই একজন দর্জিকে ডেকে পাঠালেন, যে-সব পোশাক পরলে আমাকে ভালো দেখাতে পারে বলে মনে হলো তাঁর কাছে, সে-রকম কিছু পোশাক বানানোর আদেশ দিলেন। থাকার জন্য যে-ঘরটা দেয়া হয়েছে আমাকে, সেটা নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে বললেন আমাকে। মূল বাড়ির পিছন দিকে, আপাতদৃষ্টিতে ছোট বলে মনে হয় কিন্তু আসলে বেশ বড় আরও একটা ঘর বরাদ্দ করা হলো আমার জন্য; মামা বললেন ওখানে বসেই কাজকর্ম করতে হবে আমাকে, কিন্তু কী কাজ করতে হবে তা আর খোলাসা করে বললেন না।

কাজেই প্রথম দু'-একটা দিন, একরকম শুয়ে-বসেই কাটাতে হলো আমাকে। ঘুরে বেড়ালাম লণ্ডনের বিভিন্ন জায়গায়, শহরটা দেখলাম আরও ভালোমতো। ওই কয়েকটা দিন, মামার সঙ্গে আমার দেখা হলো শুধু খাওয়ার সময়ে; কখনও কখনও শুধু আমরা দু'জনে এটা-সেটা নিয়ে কথা বলতে বলতে খাবার খাই, আবার কখনও কখনও আমাদের সঙ্গে থাকেন বিভিন্ন জাহাজের

www.BanglaBook.org

ক্যাপ্টেনরা। তাঁদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনি, আর ওই কাজটা করি বলেই বেশ কয়েকজন নামীদামি ব্যবসায়ী সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানা হয়ে গেছে আমার। খেয়াল করে দেখেছি, এই ক্যাপ্টেনরা খুব শ্রদ্ধা করেন মামাকে; পরে অবশ্য জানতে পারি এঁরা সবাই তাঁর চাকরি করে আসলে। আর সাপারটা, বেশিরভাগ সময়, শুধু আমরা মামা-ভাগ্নে মিলে সেরে নিই; তখন সুযোগ পেয়ে নিজের জ্ঞানভাণ্ডার, সোজা কথায় বললে উপদেশের ঝুড়ি আমার উপর উপুড় করে ঢালতে থাকেন মামা। তাঁর সব কথা যে সবসময় আমার ভালো লাগে তা নয়, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, দার্শনিক যে-সব কথা বলেন তিনি, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে যে-সব উপদেশ দেন আমাকে তা আসলেই অভ্রান্ত, অমূল্য। কান খুলে শুনি তাঁর সব কথা, বলি খুব কম।

যা-হোক, লণ্ডনে পা রাখার ষষ্ঠ দিনে, নিজের কুঁড়েমিতে যার-পর-নাই বিরক্ত হয়ে, সাহস করে বলেই ফেললাম মামাকে, 'আমাকে কি কোনো কাজ দেয়া যায় না?'

'অবশ্যই যায়। তোমার যদি করার ইচ্ছা থাকে তা হলে অনেক কাজই দেয়া যায় তোমাকে। এখনই দিচ্ছি। কাগজ-কলম নিয়ে এসে আমার সামনে বসো। কয়েকটা কথা বলবো তোমাকে, সেগুলো আগে লেখো।'

মামা বলতে শুরু করলেন, আর এদিকে শ্রুতলিপি শুরু হলো আমার। স্পেন থেকে মদ আনানো হবে—তা নিয়ে ছোট্ট একটা দলিল লিখে ফেললাম আমি মামার বক্তব্য-অনুযায়ী। আমার লেখা শেষ হলে কাগজটা হাতে নিলেন তিনি, আগাগোড়া ভালোমতো পড়লেন। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, 'হুঁ, দেখা যাচ্ছে ঠিকমতোই লিখেছ। হাতের লেখা যদিও বাচ্চাদের মতো, কিন্তু লেখা পরিষ্কার, পড়তে কোনো অসুবিধা হয় না। আমি তো ভেবেছিলাম ঠিকমতো লেখাপড়াই শেখোনি তুমি, শুধু শিখেছ কীভাবে মাছ ধরতে হয় আর তীর মারতে হয়। ...কাজ? হ্যাঁ,

www.BanglaBook.org

কাজ আমার কাছে আছে বটে, কিন্তু সবাইকে আবার সবরকমের কাজ দিই না আমি, কারণ তাতে আমার ব্যক্তিগত কিছু ব্যাপার-স্যাপার জড়িত, আর সেগুলো জানাজানি হলে আমার গোপনীয়তা নষ্ট হবে। তুমি জানো কি না জানি না, আমি আবার সব ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা নয়।'

কথা শেষ করে ঘরের এককোনায় রাখা লোহার একটা সিন্দুকের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। তালা খুলে ভিতর থেকে বের করলেন একটা পার্চমেন্ট, তারপর সেটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন আমার "ওয়ার্করুমে" যেতে, হুবহু একটা নকল বানিয়ে নিয়ে আসতে।

পার্চমেন্ট হাতে গিয়ে বসলাম আমি আমার ওয়ার্করুমে। দেখতে লাগলাম ওই জিনিসটা আসলে কী।

পার্চমেন্টটা আসলে মামার মালপত্র আর সহায়-সম্পত্তির একটা তালিকা। সেই তালিকার উপর চোখ বুলিয়ে মুখটা স্রেফ হাঁ হয়ে গেল আমার। কাজ শুরু করার পর মনে মনে বললাম, এই তালিকাটা আরও ছোট হলে ভালো হতো, কারণ তা হলে অন্তত হুবহু নকল করার মতো বিরক্তিকর একটা কাজ করতে গিয়ে এতটা কষ্ট করতে হতো না আমাকে। যা-হোক, ওই কাজেই সারাটা দিন লেগে গেল আমার। দুপুরের দিকে বিরতি দিলাম কিছু সময়ের জন্য, কারণ মাথা ঝিমঝিম করছে, লিখতে লিখতে ব্যথা হয়ে গেছে আঙুল।

নিজের কাজ দেখে, সত্যি বললে, নিজের উপর গর্বই হলো আমার। ভাবলাম, দুটো কারণে এই কাজটা আমাকে করতে দিয়েছেন মামা—এক, আমাকে তিনি বিশ্বাস করেন তা বোঝানোর জন্য, আর দুই, সোজা কথায় যদি বলি, আমাকে তাঁর "সাম্রাজ্যের" সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। যা-হোক, রাত নেমে আসার পর কাজ শেষ হলো আমার। তখন আসল দলিলের সঙ্গে আমার নকল-করা দলিলটা ভালোমতো মিলিয়ে দেখলাম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কোথাও কোনো ভুল করেছি কি না। সে-রকম কোনো ভুল চোখে পড়ল না। কাজ প্রায় শেষ, তখন এক চাকরানি এসে জানাল, রাতের খাবার দেয়া হয়েছে; দুটো দলিলই পরনের কাপড়ের ভিতরে ভরে নিয়ে উঠলাম আমি, গিয়ে হাজির হলাম মামার সামনে। তাঁর হাতে দিলাম দলিল দুটো। আমার লেখা দলিলটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন তিনি অনেক সময় নিয়ে, তারপর বললেন, 'হুঁ, আমাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছ তুমি, তোমার উপর আমি খুশি। একটা মাত্র ভুল আছে, কিন্তু সেটা তোমার না, মূল দলিলেই ভুল ছিল আসলে। আরও একটা কথা, এই কাজ করতে অন্য কারও কম করে হলেও দুই দিন সময় লাগত, কিন্তু তুমি একদিনেই করে দেখিয়েছ। সত্যি কথা বলতে কী, আমি ধরেই নিয়েছিলাম কাজটা করতে পারবে না তুমি, কারণ খোলা সমুদ্রে মাছ ধরা ছাড়া আর কোনো কাজ করতে পারো বলে ধারণাই ছিল না আমার। যা-হোক, আগামীকাল তোমাকে আরেকটা কাজ দেবো, তোমার মতো তোমার ঘোড়াও শুয়ে-বসে দিন কাটাচ্ছে, ওটারও পরিশ্রমের দরকার আছে।'

পরদিন সকালে, মামার দু'জন খাস চাকরকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলাম আমি। আগেই বলেছি লণ্ডনের বাইরে কয়েক জায়গায় মামার কিছু জায়গা-জমি আছে, সে-রকম একটা ভূসম্পত্তিই পরিদর্শন করতে যাচ্ছি আসলে। মামার দুই চাকর যাচ্ছে আমার পথপ্রদর্শক হিসেবে।

মামার এই জমি লণ্ডন থেকে খুব বেশি দূরে নয়—থেমস নদীর তীর ঘেঁষেই বলা যায়। কয়েকজন চাষি মামার কাছ থেকে বর্গা নিয়েছে ওই জায়গা, ওদের চাষবাস দেখাই আমার মূল উদ্দেশ্য। আরও একটা কারণ আছে—ওই জমি-সংলগ্ন জঙ্গলে জাহাজ বানানোর কাজ শুরু করতে চান মামা, আদৌ তা সম্ভব কি না গিয়ে জেনে আসতে হবে। যা-হোক, ঘোড়ার পিঠে চেপে বলতে গেলে সারাটা দিন ছুটে বেড়াতে হলো আমাকে, চাষিদের কাজ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দেখলাম, বিভিন্নভাবে বিভিন্ন তথ্য যোগাড় করলাম। তারপর রাতে ফিরে গেলাম লণ্ডনে। মামার সঙ্গে দেখা হলো সাপারের সময়, তখন যা যা জেনেছি সব বললাম তাঁকে। এবারও সন্তুষ্টির ছাপ দেখতে পেলাম মামার চেহারায়, গত পাঁচ বছরেও যে-জায়গায় যেতে পারেননি তিনি সে-জায়গার খবর এত প্রাঞ্জলভাবে আমার কাছ থেকে পেয়ে, সত্যি বলতে কী, বাড়াবাড়িরকমের খুশিই হয়ে গেলেন তিনি।

আরেকদিন তিনি আমাকে পাঠালেন তাঁর মালবাহী জাহাজগুলো দেখার জন্য। তারপর আরেকদিন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন বাজারে, দূরদূরান্ত থেকে আসা ফারের দামি দামি পোশাকগুলো কীভাবে বেচাকেনা করেন তিনি তা চাক্ষুষ করলাম তাঁর পাশে থেকে।

যে-সব ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবসা করেন মামা, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমাকে। পরিচয় করিয়ে দিলেন তাঁর অনেক এজেন্টের সঙ্গে, এবং বড় বড় আরও কয়েকজন স্বর্ণকারের সঙ্গে যাঁরা কি না প্রকৃতপক্ষে মামার ব্যবসায়িক অংশীদার, অংশীদারিত্বের চুক্তিতে তাঁর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ধার নিয়ে রেখেছে ওরা। এই টাকা ধার দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটা অহরহই চলে এই ব্যবসায়, কারণ প্রায়ই দেখা যায় হঠাৎ করেই কারও না কারও বড় অঙ্কের টাকা দরকার হয়ে পড়েছে।

মামা তাঁর সব কেরানি আর অধীনস্থকে ডাকলেন একদিন, তাঁদের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে বললেন আমি যদি কোনো আদেশ দিই ওদেরকে তা হলে ওরা যেন সে-আদেশ মামার আদেশ বলেই মনে করে, অক্ষরে অক্ষরে পালন করে।

এভাবে এক বছরের মাথায় মামার বিশাল ব্যবসার প্রায় সবকিছু জানা হয়ে গেল আমার। আর দু'বছরের মধ্যে সবকিছু বলতে গেলে আমার দখলে চলে এল। একেবারের শেষের দিকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মামা আমাকে শেখালেন তাঁর টাকা-ধার-দেয়ার-ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপার। আগেই বলেছি, সমাজের নামীদামি লোকজন, এমনকী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ লোকেরাও মাঝেমধ্যে তাঁর কাছে এসে টাকা ধার নিয়ে যায়। কিন্তু এই ব্যাপারটায় একটা রাখঢাক আছে। এসব লোকদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন মামা, তাঁদের অনেকের ব্যাপারেই অনেক কথা জানালেন। এঁদের কারও সঙ্গে যদি দেখা হয় রাস্তায়, মামার উদ্দেশ্যে ছোট করে একবার নড করেন তাঁরা, কিন্তু তার বেশি কিছু নয়। ওদিকে মামার মাথা ঝুঁকে যায় অনেকখানি, দৃষ্টি স্থির থাকে মাটির দিকে। ওই লোকগুলো দূরে চলে গেলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মৃদু হাসেন মামা, বলেন, 'আমার জালের মাছ। শুধু মাছ বললে ভুল হবে, ভাগ্নে, বলতে হবে গোল্ডফিশ। দেখো কেমন চকচক করছে একেকজন। এই চাকচিক্যই একদিন পরিণতি ডেকে আনবে ওদের, আর সেদিনই আমার জালে ধরা পড়বে ওরা। ঋণের যে-জাল জড়িয়েছে ওরা নিজেদের গায়ে, তার ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না কোনোদিন।'

দার্শনিকতা অত ভালো বুঝি না আমি, বুঝবার কথাও নয়। তাই সময় যত যায়, কাজে তত ব্যস্ত হয়ে পড়ি। স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য ব্যায়াম করি নিয়মিত, সেই সঙ্গে চলে আমার বিশাল ধনুক দিয়ে তীর মারার চর্চা। বাজি ধরে বলতে পারি, এই এলাকায় এমন কেউ নেই যে তীরনিক্ষেপে আমাকে পরাজিত করতে পারে। একটা স্কুল-অভ-আর্মসেও ভর্তি হয়ে গেলাম, তরবারি চালনায় আরও দক্ষ হয়ে উঠবার জন্য নিয়মিত চর্চা করি সেখানে। এক সুদক্ষ ইটালিয়ান গুরু চালান ওই স্কুল, তরবারি চালনার এমন কোনো কৌশল নেই যা জানা নেই তাঁর। আরও একটা কাজ করি—ছুটির দিনে, বিশেষ করে রোববারে, বেরিয়ে পড়ি আমার ঘোড়াটাকে নিয়ে, চলে যাই লণ্ডনের বাইরে, দেখে আসি মামার জমিদারি। কখনও কখনও রাত কাটাই ওসব

www.BanglaBook.org

জায়গায়। আবার কখনও কখনও মামার জাহাজে চেপে চলে যাই হল্যাণ্ড বা উত্তর-ফ্র্যান্সের ক্যালাইসে।

একদিন, আমার লণ্ডনে আসার পর ততদিনে সম্ভবত আঠারো মাস পার হয়ে গেছে, স্বভাবসুলভ দার্শনিক ভাষায় আমাকে বললেন মামা, 'তুমি অন্যের জমি চাষ করো, কিন্তু সেখান থেকে কোনো ফসল নাও না। মালিক তোমাকে যা দেয়, তুমি তাতেই সন্তুষ্ট থাকো। আজ থেকে তুমি তোমার ইচ্ছামতো নেবে, ইচ্ছামতো খরচ করবে। আমাকে কোনো হিসাব দিতে হবে না।'

তার মানে, আমার হাতে ব্যবসার দায়িত্ব তুলে দিয়ে সবকিছু থেকে আস্তে আস্তে নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাচ্ছেন মামা। বয়স আর শারীরিক দুর্বলতার কারণে আর পারছেন না তিনি আসলে। তবে মাঝেমধ্যে আমাকে ডেকে অথবা নিজেই হাজির হয়ে গিয়ে খোঁজখবর নেন ব্যবসার, দরকার মনে করলে পরামর্শ দেন এটা-সেটা নিয়ে। কিন্তু সারা দিন তো আর শুয়ে-বসে থাকা যায় না, কিছু-না-কিছু করতেই হয়—মামা তাই বলতে গেলে ডুবে গেলেন তাঁর সেই অদ্ভুত দোকানে, তাঁর কথা-অনুযায়ী, "ফাঁদ পাতায়"।

একদিন দোকানে গেছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, অদ্ভুত এক কথা বললেন তিনি আমাকে, 'যেখান থেকে শুরু করি আমরা, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে সেখানেই থামতে হয় আমাদের, কে জানে কেন! কত বছর বয়স থেকে এই ব্যবসা শুরু করেছিলাম আমি, মনেও নেই আর। শুরু করেছিলাম এক স্বর্ণকারের সহকারী হিসেবে, তারপর নিজেই হলাম স্বর্ণকার, আর মনে হচ্ছে স্বর্ণকার হিসেবেই শেষ নিঃশ্বাস ছাড়তে হবে আমাকে। ভাগ্য আর কাকে বলে! আমাদের পূর্বপুরুষ মহান থরগ্রিমার কী ছিলেন, আর আমরা কী হলাম! ...তাঁর মতো হতে পারতে তুমি, তোমার জীবনের শুরুটা অন্তত সে-রকমই হয়েছিল। কিন্তু দেখো, আজ কীভাবে আটকা পড়ে গেছ আমার ব্যবসার জালে, যা থেকে মনে হয় না মুক্তির কোনো উপায় আছে তোমার। কিন্তু ওই যে বললাম,

www.BanglaBook.org

ভাগ্য—আমরা ভাবি একরকম, আর বিধাতা ঘটান আরেকেররকম।'

এই জীবনে অদ্ভুত অনেকগুলো ব্যাপার লক্ষ করেছি আমি, যার মধ্যে একটা হলো মানুষের বার্ধক্য। বড় ব্যবসায়ী ছিল, বয়সের কারণে সে-পেশা থেকে অবসর নিতে হয়েছে–এ-রকম লোকদের কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে জীবন থেকেও অবসর নিতে হয়। প্রথমে আস্তে আস্তে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে তারা, তারপর একসময় বয়সের কাছে এত কাবু হয়ে যায় যে, হাঁটাচলা করার মতোও শক্তি থাকে না শরীরে, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছুই করতে পারে না, ধুঁকতে ধুঁকতে অপেক্ষা করতে থাকে মৃত্যুর। মামার বেলায়ও ঘটল অনেকটা সে-রকমই। শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে হলো তাঁকে, প্রতিদিন একটু একটু করে তাঁর কাছে এগিয়ে আসতে লাগল মৃত্যু এবং আমি লণ্ডনে যাওয়ার তৃতীয় বছরের মাথায়, নববর্ষের ঠিক আগের রাতে মারা গেলেন তিনি।

সেই বিশেষ রাতটার কথা আজও মনে আছে আমার। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জ্ঞান ছিল মামার। সন্ধ্যায়, খাওয়ার পর, তাঁর ঘরে যাই আমি, দেখি বিছানায় শুয়ে "একলেসিয়াসটেস" নামের দর্শনের একটা বই পড়ছেন তিনি। আমাকে দেখতে পেয়ে বন্ধ করলেন তিনি বইটা, ডেকে তাঁর কাছে বসালেন আমাকে। তারপর হঠাৎ করেই বললেন, 'কেমন যেন লাগছে আমার, হুবার্ট।'

কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, হাত তুলে আমাকে থামিয়ে দিলেন তিনি, বলতে লাগলেন, 'আমার মনে হয় সময় হয়ে গেছে। আজ কিছু কথা বলবো তোমাকে, যা আগে কখনোই বলিনি। জানো কি না জানি না, বিয়ে করেছিলাম আমি, একটা ছেলেও ছিল আমার। কী সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চা! ওই ছেলে আর ওর মা—দু'জনকেই খুব ভালোবাসতাম আমি। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা—প্লেগ নিয়ে গেল দু'জনকেই। তারপর থেকে, জীবনের উপর আর কোনো মায়াই নেই আমার। দুঃখ ভুলবার জন্য টাকার নেশায় বুঁদ হয়ে ছিলাম এতগুলো বছর। আমার কাজ দেখে যদি ভেবে থাকো, আমরা

www.BanglaBook.org

যাদেরকে সমাজপতি বলে জানি-মানি তাদেরকে সম্মান করি আমি তা হলে খুব বড় ভুল করবে। তাদেরকে মন থেকে ঘৃণা করি আমি। ওদের চেয়ে খারাপ, ওদের চেয়ে জঘন্য চরিত্রের মানুষ আর হয় না। ইচ্ছা করেই ওদেরকে চুষে চুষে খেয়েছি আমি, যাতে ওদের কাছ থেকে কামাই করা টাকা গরীব-দুঃখীর উপকারে খরচ করতে পারি। হয়তো জানো না, আমার লাভের টাকার অর্ধেক কিন্তু আর্তমানবতার সেবায় খরচ করা হয়। কারা কারা আমার কাছ থেকে নিয়মিত সাহায্য-সহযোগিতা পায় তার একটা তালিকা আছে, আমার মৃত্যুর পর সেটা দেয়া হবে তোমাকে; মরার আগে অনুরোধ করছি, সেই ভালো কাজটা তুমি বন্ধ করে দিয়ো না। তোমাকে বাধ্য করতে চাই না আমি, চাই খুশি মনেই কাজটা চালিয়ে যাও তুমি।

'আমার যা কিছু আছে সব রেখে যাচ্ছি শুধু তোমার জন্য। সোনাদানা, জাহাজ, মালপত্র, বাড়িঘর, জমিজমা, টাকাপয়সা—আমি মরার পর সব তোমার। হয়তো বিয়ে করবে তুমি, বাচ্চাকাচ্চা হবে তোমার; আর যদি না-হয় তা হলে কোনো হাসপাতালে দান করে দিয়ো এসব, অসুস্থ লোকের উপকার হবে।'

আবারও কিছু বলতে চাইলাম, কিন্তু হাত নেড়ে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে চললেন তিনি, 'অনেক বড়লোক হয়ে যাবে তুমি আমার মৃত্যুর পর পরই, দেখে নিয়ো। লণ্ডনের সবচেয়ে ধনীদের মধ্যে তোমার নাম থাকবে, আমি বলে রাখলাম। কিন্তু যদি ভালো থাকতে চাও, আমি যেভাবে জীবন কাটিয়ে গেছি সেভাবে থেকো, যারা বাইরে ধনী ভিতরে গরীব তাদের মতো হতে যেয়ো না। তাদেরকে তোষামোদ করবে, তাদের সঙ্গে খাতির রাখবে, তাদের কাছ থেকে যত পারো আদায় করবে, কিন্তু তাদের মতো সুগন্ধী রেশমী পোশাক পরে অহঙ্কার নিয়ে চলাফেরা করবে না। তোমার প্রতি এ-ই আমার শেষ উপদেশ।' থামলেন

www.BanglaBook.org

তিনি কিছু সময়ের জন্য, তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'তুমি একবার বলেছিলে তোমার মা নাকি ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, ভবঘুরেমিই হবে তোমার নিয়তি। ভাবতে আশ্চর্য লাগছে আমার, এত কিছু রেখে যাচ্ছি তোমার জন্য, তারপরও কীভাবে তোমার ভাগ্য বদলে যাবে অতখানি। আমারও মনে হয় ভুল বলেনি আমার বোন, নিশ্চিন্ত নিরাপত্তায় জীবন কাটানোর মতো লোক নও তুমি, কিছু না কিছু ঘটবেই তোমার জীবনে। মনে হচ্ছে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এখান থেকে অনেক অনেক দূরে চলে গেছ তুমি, যুদ্ধ করছ, মত্ত হয়ে আছো নারীর প্রেমে, মহান থরগ্রিমারের মতো উঁচু করে ধরে আছো শিখা-তরঙ্গ। ভাগ্য আসলেই তোমাকে কোথায় নিয়ে যাবে জানি না, তবে আমি তোমাকে বলবো বিয়ে করে ফেলতে। কেন জানো? বিয়ে এমন এক নোঙর, যাতে একবার আটকা পড়লে বেশিরভাগ জাহাজই সেটা ছিঁড়ে অন্য কোথাও যেতে পারে না। আরেকটা কথা, আজ তুমি যুবক আর শক্তিশালী, কিন্তু এমন একটা দিন তোমার জীবনে আসবে যে-দিন আমার মতোই অবস্থা হবে তোমার। মনে রেখো, কখনও ভালো কখনও খারাপ সময় আসবেই তোমার জীবনে।

'হুবার্ট, জীবনের মানে কী জানা নেই আমার। এত কষ্ট করার জন্য, তিলে তিলে ভুগবার জন্য কেন জন্মাই আমরা তা-ও জানি না। তবে এটুকু জানি, আজ থেকে অনেক অনেক বছর পর এমন একটা দেশে আবার দেখা হবে আমাদের যেখানে পাপ নেই, দুঃখ নেই, মৃত্যুর ভয় নেই। সেদিন, আজ যে-সম্পদ রেখে যাচ্ছি তোমার জন্য, তার ব্যাপারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করবো, হিসেব দিতে হবে তোমাকে। অনেক বছর আগে একটুকরো সোনা দিয়েছিলাম তোমাকে, আর সেটা বেচে একটা কুকুর কিনেছিলে তুমি, মনে আছে? দেখা যাক এবার কী করো।

'আমাকে ভুলে যেয়ো না, হুবার্ট। সময় পেলে মনে কোরো আমার কথা। তোমাকে ভালোবাসি আমি, একই বংশের রক্ত

www.BanglaBook.org

বইছে তোমার আর আমার শরীরে। মানুষ যাদেরকে ভালোবাসে, তাদের মনে যদি বেঁচে থাকতে পারে, তা হলে কোনোদিন মরণ হয় না তার। কাছে এসো, তোমাকে শেষবারের মতো আশীর্বাদ করে যাই।'

তাঁর আরও কাছে গেলাম, আমাকে আশীর্বাদ করলেন তিনি, চুমু খেলেন আমার কপালে। বললেন, 'এবার যাও। বাইরে গিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো আমার দুই চাকরাণীকে। ঘুম পাচ্ছে আমার।'

ঠিক মধ্যরাতে, নববর্ষের ঘণ্টার আওয়াজ যখন মুখরিত করে তুলেছে চারদিক, খবর এল আমার কাছে, মারা গেছেন মামা।

তাঁকে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী কবর দেয়া হলো তাঁর স্ত্রী আর ছেলের কবরের পাশেই, তাঁর বাসা থেকে অনতিদূরে, গির্জার চ্যানসেল-সংলগ্ন কবরস্থানে। তাঁর শেষকৃত্যানুষ্ঠানটাও হলো আড়ম্বরহীন, তবে অনেক লোক এসেছিল ওই অনুষ্ঠানে। সমাজের মান্যগণ্য আর প্রভাবশালী অনেকেও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। মনে আছে, দিনটা ছিল ঠাণ্ডা; আর তুষারপাত হচ্ছিল।

মামার উইলটা যখন পড়ে শোনানো হলো আমাকে, তখন বুঝতে পারলাম প্রকৃতপক্ষে কত অর্থসম্পত্তির মালিক হয়ে গেছি। বিভিন্নরকম ইচ্ছা পেয়ে বসল আমাকে। একবার মনে হলো, ব্যবসা-বাণিজ্য সব বাদ দিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে সুখেশান্তিতে থাকতে শুরু করি। কিন্তু করলাম না কাজটা। কারণ অনেক নতুন মুখ আর নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হলো আমাকে, তা ছাড়া মনে পড়ল, সব বাদ দিয়ে বিবাগীর মতো থাকাটা মোটেও পছন্দ করতেন না মামা।

উদ্ভট উদ্ভট চিন্তাগুলো একে একে দূর করলাম মাথা থেকে, মন দিলাম কাজে। যে-খেলা খেলতেন মামা, সেই খেলায় নিয়োজিত হয়ে গেলাম আগের মতোই। মরার সময় অনেক সহায়-সম্পত্তি আর টাকাপয়সা রেখে গেছেন তিনি, ঠিক করলাম তাঁর চেয়েও পাঁচ বা দশগুণ বেশি অর্থসম্পদ রেখে মারা যাবো

www.BanglaBook.org

আমি। পারলে ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড়লোক হবো। এমন না যে, অনেক কিছু দরকার আমার, আর সে-প্রয়োজন মেটানোর জন্য অনেক টাকা চাই; বরং টাকা কামানোর নেশায় টাকা কামাবো আমি, তা ছাড়া টাকা মানে ক্ষমতা—যার যত টাকা তার তত ক্ষমতা। অর্থ উপার্জন করা আসলেই একটা খেলা, যদি সে-দৃষ্টিতে কেউ দেখে।

খেলা শুরু হলো আমার। ভাগ্য দারুণভাবে সাহায্য করল আমাকে। আমার পরিশ্রমের পুরস্কার পেলাম—কয়েক বছরের মধ্যেই মামার অর্থসম্পদ বেড়ে গিয়ে দ্বিগুণ কি তিনগুণ হয়ে গেল। সত্যি বলতে কী, অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গেলাম আমি; যে-সব কাজে সফল হবো না বলে ধরেই নিয়েছিলাম সে-সব ক্ষেত্রে এমন সাফল্য পেলাম যা নিঃসন্দেহে আশাতীত। ভাগ্য যেমন দেয়, ঠিক একইভাবে আবার ছিনিয়েও নেয়—পরে আমার অবস্থা কী হতে পারে ভাবতে গিয়ে আসলেই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। লোকচক্ষুর আড়ালে বিশাল ঐশ্বর্য গড়ে তুলেছিলেন মামা, কিন্তু আমি গোপন রাখতে পারলাম না—জানাজানি হয়ে গেল। শেষপর্যন্ত, বিশ্বাস করা যায় এ-রকম কিছু লোকের নামে, আমার বিশাল সম্পত্তির অনেককিছুই নিবন্ধন করে রাখতে হলো। মামার সেই পুরনো বাসাতেই থাকতে শুরু করলাম, খুব সাধারণভাবে জীবন যাপন করতে লাগলাম।

মামা মারা যাওয়ার পর, গ্রীষ্মের এক সকালে গেলাম বন্দরে—ভেনিস থেকে এসেছে আমার একটা জাহাজ, মাল খালাসের কাজ তদারকি করতে হবে। পুবদেশ থেকে অনেক মাল নিয়ে আসা হয়েছে ওই জাহাজে, যেমন, হাতির দাঁত, রেশম, মসলা, কাচ, কার্পেট এবং আরও অনেক কিছু যা আমি নিজেও ঠিকমতো জানি না। মাল খালাসের কাজ শেষ হলো, গুদামে নিয়ে যাওয়া হলো সব মাল, হাতে-ধরা তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে সেটা হস্তান্তর করলাম আমার এক কর্মচারীর কাছে, তারপর

www.BanglaBook.org

বাসার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম।

অদ্ভুত একটা দৃশ্য চোখে পড়ল তখন। একটা লোককে ঘিরে ধরেছে অল্পবয়সী কয়েকটা ছেলে আর ভবঘুরে কিছু লোক। ভেড়ার চামড়া দিয়ে বানানো আলখাল্লা জাতীয় কিছু একটা পরানো হয়েছে ওই লোকের মাথায়, আলখাল্লার ছেঁড়া প্রান্ত আর লম্বা সুতার কারণে লোকটার চেহারা দেখা যাচ্ছে না। অনেক আগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিকে পুড়িয়ে মারার আগে লম্বা একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হতো, এই লোকও সে-রকম একজন আসামির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ওকে ঘিরে ধরা কিশোর আর ভবঘুরের দল, মাছের মাথা, পচা ফল ইত্যাদি যা পাচ্ছে তা-ই কুড়িয়ে নিয়ে সজোরে নিক্ষেপ করছে ওর গায়ে। একইসঙ্গে লোকটাকে বিদ্রূপ করে নানা কথা বলছে ওরা, যার মধ্যে "নিগ্রো" শব্দটা বেশ কয়েকবার আমার কানে এল।

ওই এলাকায় এ-রকম দৃশ্য সাধারণ একটা ঘটনা। কিন্তু জানি না কেন, অসহায় লোকটার জন্য খারাপ লাগল আমার, বিচলিত না-হয়ে পারলাম না। এগিয়ে গেলাম সামনে, ছেড়ে দিতে বললাম লোকটাকে। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল লোকগুলো পাত্তাই দিল না আমাকে, বরং গেঁয়োমতো একজন আমার মুখের উপর বলল, 'নিজের চরকায় তেল দিন গিয়ে, যান।'

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। আমার গায়ে অসুরের মতো শক্তি, লোকটার দু'চোখের মাঝখানে প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মেরে বসলাম। কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়ল সে, নড়ল না আর। ওর সঙ্গীরা তখন নিগ্রো লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে ঘিরে ধরল আমাকে, জঘন্য ভাষায় শাসাতে লাগল। পকেট থেকে হুইসেল বের করতে বাধ্য হলাম আমি, বাজালাম জোরে। কাছেই, আমার গুদামের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল আমার দুই চাকর, আমার দেহরক্ষীই বলা যায় এদেরকে, খাটো তরবারি নিয়ে ছুটে এল আওয়াজ শোনামাত্র। ওদেরকে দেখে আর দেরি করল না শয়তানের দল,

www.BanglaBook.org

উর্ধ্বশ্বাসে পালাল।

ঘুরে তাকালাম আমি আগন্তুকের দিকে। আলখাল্লা দিয়ে মাথা ঢাকা ছিল ওর, নড়াচড়ায় সরে গেছে সেটা, এখন চেহারাটা দেখা যাচ্ছে ভালোমতো। বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে, চেহারা আমাদের ইংরেজদের তুলনায় কালো কিন্তু কুৎসিত নয়, দাড়ি-গোঁফ নেই। কালো চুল, কালো জ্বলজ্বলে চোখ, ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক। একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলাম—লোকটার কানের লতি দ্বিখণ্ডিত, এবং উপরের কোমলাস্থি এত বেশি বিস্তৃত যে, ছোট একটা আপেল সেখানে বসানো যেতে পারে। ওর হাত-পা সরু আর দুর্বল, সম্ভবত অনাহারের কারণে; চামড়ার জায়গায় জায়গায় ক্ষতচিহ্ন আর আঁচড়ের দাগ, কপালে বড় একটা কালশিরে। দেখে মনে হয় হতভম্ব হয়ে গেছে বেচারা, তবে আমি যে ওর কোনো ক্ষতি করতে চাই না তা বুঝতে পেরেছে সম্ভবত। যথেষ্ট বিনয়ী ভঙ্গিতে, কেতাদুরস্ত উপায়ে বাউ করল সে আমাকে উদ্দেশ্য করে, তারপর বাতাসে চুমু খেল তিনবার; এই কাজের মানে কী বুঝতে পারলাম না।

ইংরেজিতে কথা বললাম ওর সঙ্গে, কিন্তু মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল সে আমার কথা বুঝতে পারেনি। তারপর, কিছুক্ষণ চিন্তা করে, বুকে হাত রাখল সে, আশ্চর্য কোমল কণ্ঠে বলল, 'আরি'। এই কাজ পর পর কয়েকবার করল। বুঝলাম, নিজের নামটা জানাচ্ছে সে আমাকে।

ওকে নিয়ে কী করা যায় ভাবছি। এখানে ফেলে রেখে গেলে অকর্মার দল আবার পেয়ে বসবে ওকে, হয়তো মারতে মারতে মেরেই ফেলবে শেষপর্যন্ত। আবার কারও কাছে পাঠানোও যায় না অদ্ভুত এই লোকটাকে। সুতরাং করার মতো একটাই কাজ আছে—সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে যেতে পারি। হাত বাড়িয়ে ওর একটা হাত ধরলাম আলতো করে, নিয়ে এলাম জেটির বাইরে।

আমার সঙ্গে আমার কয়েকজন চাকরও এসেছে, যার যার

www.BanglaBook.org

ঘোড়ায় চেপে এখানে এসেছি আমরা। একটা ঘোড়ায় উঠতে ইঙ্গিত করলাম কারিকে, যে-চাকর ওই ঘোড়ায় চড়ে এসেছে ওকে বললাম লাগাম ধরে হাঁটতে। কিন্তু ঘোড়াগুলো দেখে ভীষণ ঘাবড়ে গেল কারি, রীতিমতো কাঁপতে শুরু করল, ঘাম দেখা দিল ওর চেহারায়। তারপর যেন বাঁচার তাগিদে আঁকড়ে ধরল আমাকে। বোঝা গেল, এর আগে কখনও ঘোড়া দেখেনি সে। বিভিন্নভাবে ইশারা-ইঙ্গিত করেও ওকে ওই জন্তুগুলোর কাছে নেয়া গেল না। বার বার মাথা নাড়তে লাগল সে, ইশারায় নিজের পা দুটো দেখাল; তার মানে যত দুর্বলই হোক, আমাদের সঙ্গে হেঁটে যেতে রাজি আছে, কিন্তু ঘোড়ায় চড়বে না।

শেষপর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতেই রওয়ানা হলাম আমরা। ওকে একা ছেড়ে দিতে সায় পাচ্ছি না মন থেকে, পালিয়ে যেতে পারে। জেটি থেকে আমার বাড়ি বেশ দূর; অদ্ভুত এক দৃশ্যের অবতারণা হলো পথে। ভাগ্য ভালো—আঁধার ঘনিয়ে এসেছে ইতোমধ্যে, রাস্তায় যে-ক'জন দেখল আমাদেরকে বোধহয় ভাবল ভিনদেশী কোনো ছিঁচকে চোরকে পুলিশে সোপর্দ করার জন্য নিয়ে যাচ্ছি আমি।

"বোট হাউস", মানে যে-বাড়িতে থাকি—সদর দরজার উপরে ঝুলানো কাঠের বোর্ডে রং দিয়ে আঁকা ভাইকিং নৌকার ছবিওয়ালা সেই বাড়ির কথাই বলছি, সেখানে হাজির হলাম কারিকে নিয়ে। ভিতরে নিয়ে এলাম ওকে, সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম উপরতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় অদ্ভুত এক কাণ্ড করছে সে—প্রতিটা ধাপ অতিক্রম করার সময় অনেক উপরে তুলছে পা, এবার বোঝা গেল এই প্রথম সিঁড়ি বেয়ে উঠছে সে। যা-হোক, একটা অতিথিকক্ষ ফাঁকা পড়ে আছে, সেখানে থাকতে দিলাম ওকে।

ঘরের ভিতরে বড় একটা খাট আর অন্যান্য আসবাবের পাশে রূপার একটা বেসিন, সঙ্গে চমৎকার একটা জগ। মামা নিয়ে এসেছিলেন এই জগটা, কোত্থেকে জানি না। আমার জ্বালানো মোমবাতির আলোয় ওই জগের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে

www.BanglaBook.org

কারি, দেখে মনে হচ্ছে জিনিসটা ওর পূর্বপরিচিত। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে আমার দিকে তাকাল সে—যেন অনুমতি চাইছে, তারপর এগিয়ে গেল জগটার দিকে।

ব্যবসার কাজে মাঝেমধ্যে দু'-একজন অতিথি আসেন আমার বাসায়, তখন তাঁদেরকে এই ঘরে থাকতে দিই আমি। তাঁদের হাত-মুখ ধোওয়ার জন্য ওই জগ তাই সবসময় ভরে রাখা হয়। যা-হোক, কাছে গিয়ে জগটা হাতে নিল কারি, বাঁকা করে কিছুটা পানি ফেলল মেঝেতে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মেঝের পানির দিকে, তারপর জগটা মুখে ঠেকিয়ে ঢকঢক করে পানি খেতে শুরু করল। বুঝলাম, প্রচণ্ড পিপাসা পেয়েছে বেচারার।

জগের বাকি পানিটুকু ঢালল সে বেসিনে। ছেঁড়া আলখাল্লাটা, ন্যাতাকানি বললেই মানায় বেশি, খুলল; অঞ্জলিভরে পানি নিয়ে নিয়ে কোমর পর্যন্ত ধুতে শুরু করল। দেখলাম, মেয়েদের পেটিকোটের মতো একজাতের নোংরা অন্তর্বাস পরে আছে সে। দুটো ব্যাপার লক্ষ করলাম তখন—এক, ওর সারা শরীরে, এমনকী চেহারা আর দু'হাতেও, ক্ষতচিহ্ন; কোনো কোনোটা দেখে মনে হয় কাঁটার আঘাত, আবার কোনোটা কোনোটা মনে হয় ঘুসি বা লাথির দাগ। দুই, ওর গলায় ঝুলছে চার ইঞ্চির মতো লম্বা অদ্ভুত এক সোনালী মূর্তি। যে-কারিগর বানিয়েছে ওই মূর্তি সে তত পটু নয় এই কাজে কারণ একনজর দেখেই বলে দেয়া যায় ঠিকমতো বানাতে পারেনি সে, তবে মূর্তির চেহারায় একটা সৌম্য ভাব আনতে পেরেছে লোকটা, এবং দুই চোখের জায়গায় কায়দা করে বসিয়ে দিয়েছে ছোট্ট একজোড়া পান্না।

নিজেকে পরিষ্কার করার আগে, গলা থেকে খুলে নিয়ে ওই মূর্তিটা ভালোমতো ধুলো কারি, তারপর মূর্তিটা দু'হাতে ধরে মাথা নত করে স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ওটার সামনে। একসময় বোধহয় খেয়াল হলো, ওকে দেখছি আমি, তখন ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে, ঘরের ছাদের দিকে, মানে আকাশের

www.BanglaBook.org

দিকে কিছু একটা ইশারা করে অদ্ভুত একটা শব্দ উচ্চারণ করল—"প্যাচাকামাক"। তার মানে ওই মূর্তি, কারির কোনো দেবতার প্রতিমা, আর ওই দেবতাকে পুজো করে সে। দৃষ্টি সরিয়ে নেবো ওর উপর থেকে, তখন হঠাৎ করেই চোখ পড়ল ওর কোমরের দিকে। চামড়ার একটা থলে বেঁধে রেখেছে সে কায়দা করে, ভিতরে কী আছে বোঝা যাচ্ছে না।

জলপাইয়ের তেল আর বীচ গাছের ছাই মিশিয়ে বানানো একটা সাবান খুঁজে পেলাম আমি ঘরের ভিতরে, সেটা কীভাবে ব্যবহার করতে হয় দেখিয়ে দিলাম কারিকে। সাবান জিনিসটা নতুন ওর কাছে, তাই প্রথমে কুঁকড়ে গেল সে; কিন্তু কেন দেয়া হচ্ছে ওকে সাবানটা তা বোঝার পর খুশিমনেই ব্যবহার করতে শুরু করল। ওর গা থেকে ময়লা সরে যাচ্ছে দেখে আরও বাড়ল ওর খুশি, হেসে ফেলল সে। মামার একটা রেশমী শার্ট, একজোড়া জুতো আর একটা আলখাল্লা বের করলাম আমি আলমারি থেকে, কীভাবে পরতে হয় সেগুলো দেখিয়ে দিলাম কারিকে। বুঝতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না ওর। এককোনায় একটা টেবিলের উপর একটা চিরুনি ছিল, নিজে থেকেই এগিয়ে গিয়ে জিনিসটা হাতে তুলে নিল সে, তার মানে এটার ব্যবহার জানা আছে ওর। উসুখুসু চুল যথাসম্ভব পরিপাটি করার চেষ্টা করল ওই চিরুনি দিয়ে।

কারির গোসল শেষে, সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম আমরা, গিয়ে ঢুকলাম ডাইনিং রুমে। টেবিলে ইতোমধ্যে সাপার দেয়া হয়েছে। কারিকে খেতে বললাম আমি। আমার কথা বুঝল কি না জানি না, কিন্তু খাবার দেখামাত্র ওর চোখ চকচক করছে, বুঝলাম বেচারা খুব ক্ষুধার্ত। একটা চেয়ার বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে, কিন্তু আমাকে সম্মান করেই হোক অথবা আগে কখনও চেয়ারে না-বসার কারণেই হোক, বসল না সে। টেবিলের পাশেই নিচু একটা টুল ছিল, আরাম করার জন্য সেটার উপর মাঝেমধ্যে পা রেখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বসতেন মামা, গিয়ে সেটার উপর বসল। যা যা খেতে দিলাম ওকে, ক্ষুধার্ত হওয়া সত্ত্বেও ধীরেসুস্থে সুন্দরভাবে খেল সব। তারপর একটা বোতল থেকে একটা পানপাত্রে খানিকটা মদ ঢাললাম, ক্ষতিকর কিছু নয় বোঝানোর জন্য নিজে পান করলাম কিছুটা, তারপর পাত্রটা বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। মদের শেষ ফোঁটাটুকুও গলার ভিতরে চালান করে দিল সে।

খাওয়া শেষ করে চোখ তুলে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল কারি। তারপর, ওর ভাষায় ধন্যবাদ দিলে আমি হয়তো বুঝতে পারবো না ভেবে, হাঁটু গেড়ে বসল আমার সামনে, আমার দু'হাত ওর দু'হাতে তুলে নিয়ে কপালের সঙ্গে চেপে ধরল। নিজের দেশীয় কায়দায় আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে সে আসলে। যা-হোক, বেচারা যার-পর-নাই ক্লান্ত টের পেয়ে ওকে আবার ওর ঘরে নিয়ে গেলাম আমি, খাটটা দেখিয়ে দিয়ে নিজের দু'চোখ বন্ধ করে ইঙ্গিত করলাম, ওখানে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে সে। কিন্তু খাটে শুলো না সে, বরং তোষকটা টেনে নামাল মেঝেতে।

ফিরে এলাম নিজের ঘরে, কারির চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মনে। কে এই লোক? কোত্থেকে এসেছে সে? ওর মতো কোনো মানুষ এর আগে কখনও দেখিনি। তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত—কারি সম্ভ্রান্ত কেউ, এত ভদ্র আর বিনয়ী ব্যবহার করা সম্ভব নয় অন্য কারও পক্ষে। কালো লোক এর আগেও আমি দেখেছি, যাদেরকে নিগ্রো বলা হয়, কিন্তু কারি ওদের মতো নয়, অন্তত ওর আচার-ব্যবহার একেবারেই আলাদা। তা হলে কে সে?

দিন যেতে লাগল। ধীরে ধীরে, একটু একটু করে ইংরেজি শিখছে কারি। ইংরেজি মানে একটা-দুটো শব্দ, মনের ভাব প্রকাশ করার মতো অনর্গল দক্ষতা নয়। বেশ কয়েক মাস পর, মোটামুটি কাজ চালানোর মতো ইংরেজি ততদিনে শিখে ফেলেছে সে,

www.BanglaBook.org

একদিন ওকে বললাম ওর কাহিনি বলতে। বিকৃত উচ্চারণে, মাঝেমধ্যে ভুল শব্দ চয়ন করে যা বলল সে, তার সারমর্ম এ-রকম:

ওর বাবা নাকি ইংল্যাণ্ড থেকে অনেক অনেক দূরের এক দেশের রাজা। হাজার হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যেতে হয় সে-দেশে। ওর বাবা বিয়ে করেছেন অনেকগুলো, তাই তাঁর ছেলেমেয়ের সংখ্যা অনেক, কিন্তু কারি নাকি বয়সে ওর সব ভাইবোনের চেয়ে বড়।

কারির এক সৎ ভাই আছে, যাকে ওর বাবা ওর চেয়ে বেশি পছন্দ করেন। ওর সেই ভাইয়ের নাম আরকো। রাজার মৃত্যুর পর যেহেতু তাঁর বড় ছেলেই সিংহাসনে বসে সাধারণত, তাই কারিকে দু'চোখে দেখতে পারে না আরকো, ঈর্ষা করে। তা ছাড়া এই ব্যাপারটায় একজন নারীও জড়িত—কারির স্ত্রী। মেয়েটা নাকি ওর দেশের সেরা সুন্দরী, আর আরকো এই মেয়ের প্রেমে পড়েছে। আরকোর নিজের অনেকগুলো রক্ষিতা আছে, তারপরও কারির স্ত্রীকে হাসিল করার জন্য মাথা খারাপ হয়ে গেছে ওর; সুতরাং কারিকে সরিয়ে দেয়ার জন্য জঘন্য এক ষড়যন্ত্র করেছে সে।

কারি দেশের প্রধান সেনাপতি; বাবার সঙ্গে শলাপরামর্শ করে বেশ দূরের এক বর্বর জাতির বিরুদ্ধে সেনা-অভিযান চালানোর জন্য ওকে পাঠিয়ে দেয় আরকো। ওর মনে আশা ছিল, যুদ্ধে মারা যাবে কারি। কিন্তু মারা যায়নি কারি, বরং টানা দু'বছর ধরে যুদ্ধ করার পর জয়ী হয়ে বীরের মতো ফিরে যায় রাজার দরবারে। কিন্তু গিয়ে দেখে, ফুসলিয়ে ওর সুন্দরী বউকে কব্জা করে ফেলেছে আরকো। রেগে আগুন হয়ে যায় কারি তখন, রাজার কাছে নালিশ দেয়, এবং তাঁর আদেশেই বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় মেয়েটাকে।

এদিকে প্রেমিকার মৃত্যুতে মাথা খারাপ হয়ে যায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরকোরও। বাবাকে বলে সে, দেশের প্রচলিত আইন ভঙ্গ করেছে কারি—ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ নিয়েছে একজন অসহায় নারীর উপর। আরকোর কথা ফেলতে পারেননি রাজা, কারিকে নির্বাসনে পাঠাতে বাধ্য হন তিনি। সে চলে আসার আগে ওর খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে ওকে হত্যা করার চেষ্টা করে আরকোর লোকজন, কিন্তু পুরোপুরি সফল হতে পারেনি ওরা। মরেনি ঠিকই, কিন্তু সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে কারি; কোথায় কীভাবে নিয়ে যাওয়া হলো ওকে কিছুই মনে রাখতে পারে না ঠিকমতো। ওর শুধু মনে আছে, কখনও নৌকায় করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওকে, আবার কখনও জঙ্গল পার হতে হয়েছে; তারপর একটা ভেলায় একা চড়িয়ে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। ওর সঙ্গে ছিল এক কলসি পানি আর কিছু শুকনো মাংস, প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম কম করে খেয়ে কাটিয়ে দেয় সে অনেকগুলো দিন।

একদিন সমুদ্র থেকে ওকে তুলে নেয় বিশাল একটা জাহাজ। এত বড় জাহাজ আগে কখনও দেখেনি সে, না-দেখাটাই স্বাভাবিক। ওই জাহাজের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে পারল না সে, পারবে বলে আশাও করিনি আমি। কখন, কীভাবে কোথায় নামিয়ে দেয়া হলো ওকে বলতে পারল না; শুধু মনে করতে পারল যে-জেটিতে আমি পেয়েছি ওকে সেখানে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে ছিল সে, আর ছেলে-ছোকরার দল ঘিরে ধরেছিল ওকে।

ওর শরীরে আঘাতের এত চিহ্ন এল কীভাবে জানতে চাইলাম। সে বলল, আবছাভাবে মনে পড়ে ওর, জাহাজ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছিল ওকে নৌকায়, তখন কপালে এবং শরীরের অন্যান্য জায়গায় খুব জোরে ব্যথা পায় সে। ওই নৌকাই নাকি ওকে তীরে নিয়ে আসে। যা-হোক, ওর দেশের নাম বলল সে তাভানতিনসুয়ু; আরও বলল দেশটা নাকি খুব সুন্দর। সেখানে বড় বড় শহর আছে, সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে, আছে তুষারাবৃত উঁচু উঁচু পর্বত, উর্বর জমি, বিস্তৃত সমতলভূমি আর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জঙ্গল যেখান দিয়ে বড় বড় নদী প্রবাহিত হচ্ছে।

কারির এই কাহিনি শোনার পর, দেশে-বিদেশে প্রচুর ঘুরে বেড়িয়েছে এ-রকম কয়েকজন পণ্ডিত লোকের সঙ্গে দেখা করলাম আমি। তাভানতিনসুয়ুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম সবাইকে। কেউ কেউ বলল ও-রকম কোনো দেশের নামই নাকি শোনেনি, কেউ কেউ আবার বলল নাম শুনেছে কিন্তু দেশটা আসলে কেমন তা জানে না। কেউ কেউ আবার সাফ জানিয়ে দিল, কারি নাকি আসলে আফ্রিকান, তবে ওর গায়ের রঙ অন্য নিগ্রোদের চেয়ে কিছুটা আলাদা, আর ওর নাকি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই এমন এক দেশের গল্প বানিয়ে বলছে যে-দেশের আসলে কোনো অস্তিত্বই নেই। ইংল্যাণ্ড থেকে এত দূরে, এত পশ্চিমে এমন কোনো দেশ থাকতে পারে না যেখানে সূর্য অস্ত যায়।

সুতরাং লোকজনকে জিজ্ঞেসাবাদের কাজটা বাদ দিতে হলো আমাকে। আমি নিশ্চিত, বেশিরভাগ "পণ্ডিত" যা বলছে—কারি পাগল, কথাটা সত্যি নয়, ওর অতীত যা-ই হোক না কেন। আবার এই কথাও সত্যি, কারি নিজেও স্বীকার করেছে, বিষ প্রয়োগ করা হয়েছিল ওর উপর; ফলে চেতনার একরকম বিলুপ্তি ঘটেছিল ওর। সে দাবি করে, ওই বিষের প্রভাবে আজও এমন কিছু জিনিস দেখতে পায় সে, এমন কিছু শব্দ শুনতে পায় যা আর দশজন পায় না। ওর কথা শুনে হাসি আমি, ঠাট্টা করে বলি ওর সেই অদ্ভুত বিষের কিছুটা তা হলে আমারও দরকার, যাতে লোকজনের অন্তরে লুক্কায়িত ইচ্ছার কিছুটা হলেও জানতে পারি। আরও একটা কথা প্রায়ই বলে কারি—একদিন নাকি আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাবে ওর সেই তাভানতিনসুয়ুতে। ওর এই কথা শুনেও হাসি, বলি শুধু আমাদের মৃত্যুর পরই ব্যাপারটা সম্ভব, অন্যথায় নয়।

যা-হোক, দিন যত যাচ্ছে, ইংরেজি ভাষায় কারির দক্ষতা তত বাড়ছে। বইপত্র পড়তে শিখে গেছে সে, এমনকী ইংরেজিতে

www.BanglaBook.org

টুকটাক লেখালেখির কাজও করতে পারে। প্রতিদানে, আমাকে ওর মাতৃভাষা, "ক্যাছুয়া" শেখাতে শুরু করেছে।

শিখতে গিয়ে খেয়াল করলাম, ভাষাটা বেশ সুন্দর। কারি অবশ্য বলেছে ওর দেশে নাকি আরও কয়েকটা ভাষা প্রচলিত; যেমন রাজা আর তাঁর পরিবারের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে নাকি সম্পূর্ণ আলাদা একটা ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষার ব্যাপারে কিছু বলতে নাকি নিষেধ আছে ওর উপর। যা-হোক, কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাছুয়া ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠলাম, এবং যখন চাই আমি যা বলছি কারিকে তা সে ছাড়া অন্য কেউ না-বুঝুক তখন ছোট ছোট বাক্য ব্যবহার করে ওই ভাষায় কথা বলি ওর সঙ্গে।

সত্যি বলতে কী, কারির মুখ থেকে তাভানতিনসুয়ুর ব্যাপারে শুনে শুনে দেশটার উপর আশ্চর্য এক মোহ জন্মে গেছে আমার। আমাদের ইংল্যাণ্ডে লোহা যে-পরিমাণ পাওয়া যায়, ওই দেশে নাকি তার চেয়েও বেশি সোনা পাওয়া যায়। ভাবছি, যদি কোনোভাবে পৌঁছানো যায় এই দেশে তা হলে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বাণিজ্য করা যাবে, তখন অনেক অনেক সোনা হাসিল করতে পারবো। ইংল্যাণ্ড থেকে পশ্চিমদিকে সমুদ্রপথে অভিযান চালানোর পরিকল্পনাও এল আমার মাথায়। ব্যাপারটা নিয়ে কথা বললাম কয়েকজন জাহাজের-ক্যাপ্টেনের সঙ্গে। কিন্তু আমার কথা শুনে হাসাহাসি শুরু করল সবাই, বলল ইংল্যাণ্ড থেকে পশ্চিমদিকে যাওয়ার শুধু একটাই উপায় আছে, আর তা হলো মৃত্যু।

এদিকে আমার কাজকর্মের সঙ্গেও একটু একটু করে জড়িত হতে শুরু করেছে কারি। আমার সোনারুরা যখন গহনা তৈরি করে, খুব আগ্রহ নিয়ে দেখে সে; তারপর একদিন আমার কাছে এসে বলল ওকেও ওই কাজ করার সুযোগ দিতে পারি কি না যাতে নিজের জীবিকা নিজেই নির্বাহ করতে পারে সে। বললাম,

www.BanglaBook.org

হ্যাঁ, পারি; কারণ কারির আত্মসম্মানবোধ আছে, কিছুই না-করে আমার বাসায় বলতে গেলে শুয়ে-বসে খাচ্ছে এটা ওর নিজের কাছেই খারাপ লেগেছে। কিছু সোনা, রূপা এবং হাপরসহ ছোট একটা কামরা বরাদ্দ করা হলো ওর জন্য যাতে ওখানে বসে কাজ করতে পারে সে।

সবচেয়ে প্রথমে, দু'ইঞ্চি লম্বা অদ্ভুত একটা গোলাকার জিনিস বানাল সে। জিনিসটার পিছন দিকে একটা খাঁজ, আর সামনের দিকে মানুষের চেহারার আদলে গড়া একটা সূর্যের ছবি। সূর্যের কিরণগুলো ওই চেহারা থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। ওর এই "সৃষ্টিকর্মের" মানে কী জানতে চাইলাম ওর কাছে। কিছু না-বলে ওই জিনিসটা ওর কানের লতিতে, কৃত্রিমভাবে বর্ধিত কোমলাস্থির ভিতরে ঢুকিয়ে দিল সে। দেখলাম, একটুও কম-বেশি হয়নি—জিনিসটা ওর কানের ভিতরে খাপে খাপে বসে গেছে যেন। তখন আমাকে বলল কারি, ওর দেশের সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরা নাকি কানের লতির ভিতরে এ-রকম জিনিস ঢুকিয়ে রাখে, এটা নাকি ওদের আভিজাত্যের প্রতীক। যাদের কানে এ-রকম জিনিস ঢুকানো থাকে তাদেরকে ওর দেশে "কর্ণমানব" বলে ডাকা হয়। আর এই কর্ণমানবদের দেখলেই বোঝা যায় এরা সাধারণ লোকদের চেয়ে আলাদা, এদের মান-সম্মান অনেক বেশি। আরও অনেক অনেক কথা বলল সে, শুনে ওর দেশটা নিজের চোখে দেখার আগ্রহ আরও বাড়ল আমার।

এ-রকম কতগুলো গহনা আমাকে বানিয়ে দিল কারি। আমি আবার আমার সোনারুদের দিয়ে সেগুলোর খাঁজযুক্ত পিছনের দিকে বিশেষ কায়দায় পিন আটকিয়ে নিলাম—নতুন একজাতের বোচ তৈরি হয়ে গেল। ওই বোচগুলো যথেষ্ট কদর পেল মেয়েদের কাছে।

দিন যত যেতে লাগল, স্বর্ণকার হিসেবে নিজের দক্ষতার নতুন নতুন প্রমাণ দিতে লাগল কারি। সোনার সুন্দর সুন্দর কাপ বানায়

www.BanglaBook.org

সে, বানায় অদ্ভুত নকশার হরেকরকমের বারকোশ আর জমকালো সব গহনা। ওই জিনিসগুলো বাজারে চড়া দামে বিক্রি করতে পারি আমি। খেয়াল করলাম, কারি যা-ই বানায়, মানুষের চেহারার আদলে বানানো সেই সূর্যের নকশাটাও খোদাই করা থাকে প্রত্যেকটা জিনিসে। কারণটা জিজ্ঞেস করলাম ওকে একদিন। বলল, সূর্য হচ্ছে ওর দেবতা, আর ওর দেশের লোকেরা সূর্যের পূজারী।

আমি বললাম, 'কিন্তু তোমাকে তো দেখি গলায় আরেকটা দেবতার মূর্তি ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়াও—প্যাচাকামাক না কী যেন নাম?'

'হ্যাঁ, প্যাচাকামাক হলেন দেবতাদের দেবতা। তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, পৃথিবীর নিরাকার সত্তা। সবার থাকার জন্য বাড়ি চাই, প্যাচাকামাক থাকেন সূর্যের ভিতরে। তাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু তাঁর বাড়িটা দেখা যায়। আমাদের কর্তব্য তাঁর এই বাড়িটাকে পূজা করা।'

আমি তখন খ্রিস্টান ধর্মের কিছু কথা বললাম ওকে, ওই ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করলাম ওকে। কিন্তু লাভ হলো না। আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল কারি, কিন্তু সোজা বলে দিল আমার ধর্ম কোনোদিনও গ্রহণ করবে না সে। ওর মতে, ওর দেশের সূর্যপূজারী লোকদের সঙ্গে নাকি লণ্ডনের তথাকথিত সভ্য খ্রিস্টানদের মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই; তাই শুধু শুধু ধর্মান্তরিত হওয়ার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া, মানুষ যে-ধর্ম নিয়ে জন্মে সে-ধর্ম নিয়েই নাকি তার মৃত্যুবরণ করা উচিত, তাতে তার আত্মা শান্তি পায়।

এ-রকম দু'-একবার চেষ্টা করে বিফল হওয়ার পর ধর্মের ব্যাপারে আর কখনো কোনো কথা বলিনি আমি ওকে।

কারির আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করলাম। মেয়েদের দেখলেই কেমন যেন কুঁকড়ে যায় সে। আমার মনে হয় অন্তর

www.BanglaBook.org

থেকে ঘৃণা করে সে মেয়েদেরকে। মামা মারা যাওয়ার পর তাঁর চাকরাণী দু'জন আমার বাড়িতেই ছিল; কারির এই মনোভাব টের পেতে বেশিদিন সময় লাগল না ওদের, এবং প্রতিশোধ হিসেবে কারির যে-কোনো কাজ করা বন্ধ করে দিল ওরা। মেয়েরা যখন প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয় তখন তার ফল হয় খুব খারাপ; কাজেই খারাপ কিছু যাতে ঘটতে না-পারে তাই আগেভাগেই ওই দুই চাকরাণীকে পাঠিয়ে দিলাম অন্য জায়গায়, আর ওদের জায়গায় পুরুষ ভৃত্য নিযুক্ত করলাম কারির জন্য।

সুন্দরী কিন্তু বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রীর কাছ থেকে যে-দুঃখ পেয়েছে কারি, তা কোনোদিনও ভুলতে পারবে না সে; আর এজন্যই মেয়েদের সঙ্গে এ-রকম ব্যবহার করে বেচারা, ভাবলাম আমি।

## পাঁচ

একদিন, আমার মনে আছে দিনটা ছিল ওই বছরের শেষ দিন কারণ সেদিন মামার মৃত্যুবার্ষিকী ছিল, দোকানে কাজ করছি, ভিতরে ঢুকল চমৎকার এক ভদ্রমহিলা আর এক ভদ্রলোক। দু'জনেরই পরনে এরমিনের লোম দিয়ে বোনানো আলখাল্লা, মাথা হুড দিয়ে ঢাকা; তাই প্রথমে বুঝতে পারলাম না কে পুরুষ আর কে নারী। আমার কাছাকাছি এসে আলখাল্লার হুড ফেলে দিল দু'জনই। আমার মনে হলো, হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে যেন বন্ধ হয়ে গেল আমার হৃদপিণ্ডটা, কারণ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লেডি ব্ল্যান্‌শ অ্যালিস এবং লর্ড ডেলেরয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যে-দিন ফরাসিরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল হ্যাস্টিংসে সেদিনটার কথা মনে পড়ে গেল আমার। ব্ল্যান্‌শ অ্যালিস তখন ছিল পদ্মফুলের কুঁড়ির মতো, আর এখন যেন পূর্ণাঙ্গ একটা ফুল—পূর্ণ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। অবাক বিস্ময়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছি অনেকক্ষণ ধরে, এত সুন্দর কোনো মেয়ে এর আগে কখনও দেখিনি আমি। আগের চেয়ে আরও লম্বা হয়েছে সে, ওর সৌন্দর্য নজর কাড়বে যে-কারও। পদ্মফুলের মতোই সাদা ওর গায়ের রঙ, চোখের মণি দুটো আগের মতোই অপূর্ব নীল, ঘন কালো পাঁপড়ির কারণে সেই নীল যেন আরও পূর্ণতা পেয়েছে। আর শরীরটা এককথায় নিখুঁত। স্তন দুটো সুডৌল, কিন্তু খুব বেশি বড় নয়; কোমর সরু, দেহ কমনীয়। একবার এক জাহাজে করে মার্বেল-পাথর-দিয়ে-বানানো দেবী ভেনাসের একটা মূর্তি আনা হয়েছিল আমাদের জেটিতে, ব্ল্যান্‌শ অ্যালিসকে দেখে ওই মূর্তির কথা মনে পড়ে গেল আমার।

লর্ড ডেলেরয়ও আগের চেয়ে সুন্দর হয়েছেন। পুরুষালি গঠন তাঁর, পরনে বাহারি রঙের পোষাক, পায়ে চোখা আর উঁচু মাথার জুতো, সেই জুতোর সঙ্গে আবার হাঁটু থেকে সোনার সরু চেইন লাগানো আছে। চঞ্চল কালো চোখ, ঢিলেঢালা গড়নের চোয়াল আর সুচালো দাড়ি থাকার পরও তাঁকে সুন্দর দেখাচ্ছে। তাঁর চুল আর দাড়ি থেকে সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসছে, তার মানে সুগন্ধী ব্যবহার করেছেন তিনি। দেশের রাজা-বাদশারা সামান্য একজন দোকান মালিকের সঙ্গে যে-সুরে কথা বলেন, আমাকে দেখে ঠিক সেই সুরেই বললেন তিনি, 'এই ভদ্রমহিলাকে নতুন বছরে কিছু একটা উপহার দিতে চাই আমি। লোকমুখে শুনেছি, তোমার এখানে নাকি দুর্লভ ডিজাইনের খুবই সুন্দর সুন্দর সোনার কাপ আর গহনা পাওয়া যায়। সেগুলোর গায়ে সূর্যের প্রতিকৃতি খোদাই করা থাকে। ...থাক, তোমার সঙ্গে আর কোনো কথা বলতে চাই না, জন গ্রিমারকে ডেকে নিয়ে এসো, অথবা আমাকে নিয়ে চলো

www.BanglaBook.org

ওর কাছে, যা বলার ওকেই বলবো আমি।'

মামা যেভাবে শিখিয়েছিলেন, ঠিক সেভাবে লর্ড ডেলেরয়কে বাউ করলাম আমি। অনুগত ভৃত্যের মতো কিছুক্ষণ কচলালাম দু'হাত। তারপর তোষামুদি ভঙ্গিতে বললাম, 'তা হলে তো মাননীয় লর্ডকে অনেক অনেক দূরে কোথাও নিয়ে যেতে হবে আমার। কিন্তু আমার মনে হয় না সে-জায়গায় যেতে আদৌ ভালো লাগবে তাঁর।'

আমার কণ্ঠ শুনে লেডি ব্ল্যান্শ স্থিরদৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে, আমার চেহারাটা দেখার চেষ্টা করছে সে। কিন্তু শীতের দিন বলে আমিও একটা হুডওয়ালা আলখাল্লা পরে আছি, তাই আমার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না সে।

'তোমার কথার মানে বুঝতে পারলাম না,' আগের চেয়েও গম্ভীর কণ্ঠে বললেন লর্ড ডেলেরয়।

'মানেটা খুব সহজ, মাই লর্ড। জন গ্রিমার মারা গেছেন। এবং আমি জানি না এখন কোথায় থাকেন তিনি, কারণ মারা যাওয়ার সময় ওই গোপন তথ্যটা সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর ব্যবসা এখন আমিই চালাই, আপনার যা যা দরকার আমাকে বলতে পারেন।' ঘুরে আমার এক সহকারীর দিকে তাকালাম। 'ভিতরে গিয়ে কারিকে বলো ওর যত সোনার কাপ আর গহনা আছে সব নিয়ে এখানে আসতে।'

চলে গেল লোকটা। টুল নিয়ে এলাম আমার খদ্দেরদের জন্য, ফায়ারপ্লেসের পাশে রাখলাম সেগুলো যাতে এই শীতের মধ্যে আরাম পান তাঁরা। বসতে গিয়ে, ঘটনাক্রমে, আমার হাতে হাত লাগল লেডি ব্ল্যান্শের; আমার হুডে-ঢাকা চেহারাটা দেখার জন্য আবারও উঁকি দিল সে। ঝট করে মাথা সরিয়ে নিলাম, হুডটা ভালোমতো টেনে দিলাম চেহারার উপর।

এমন সময় হাজির হলো কারি, সঙ্গে দামি দামি জিনিসপত্র। উল দিয়ে বানানো একটা আলখাল্লা পরে আছে সে, চমৎকার

www.BanglaBook.org

চেহারা আর জ্বলজ্বলে চোখের কারণে ওই পোশাকে ওকে দেখতে লাগছে প্রাচ্যের কোনো রাজকুমারের মতো। ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন লর্ড ডেলেরয় আর লেডি ব্ল্যান্‌শ, বোঝাই যাচ্ছে ওর মতো কাউকে এর আগে দেখেননি তাঁরা। তাঁদের এই মনোযোগ দেখেও না-দেখার ভান করল কারি, বেশ কয়েকবার বাউ করল দু'জনকেই, তারপর সঙ্গে করে আনা জিনিসগুলো দেখাতে শুরু করল।

সে-সবের মধ্যে একটা পদ্মরাগমণি আছে, মানুষের হৃৎপিণ্ডের আদলে বানানো। ছোবলোদ্যত দুটো সোনার-সাপ জড়িয়ে ধরে আছে সেই রত্নপাথরটা, কারিই বানিয়েছে সেভাবে; দুই সাপের চোখের জায়গায় কৌশলে বসিয়ে দিয়েছে হীরার ছোট ছোট টুকরো, তাই জ্বলজ্বল করছে। এই চুনিপাথরটা পছন্দ হলো লেডি ব্ল্যান্‌শের, হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকল সে ওটার দিকে, বাকি সবকিছু একরকম সরিয়ে দিয়ে ওই গহনাটাই দেখছে বার বার। ওর মনোভাব বুঝতে পেরে জিনিসটার দাম জানতে চাইলেন লর্ড ডেলেরয়। জবাব দেয়ার আগে তাভানতিনসুয়ুর ভাষায় কিছুক্ষণ শলা-পরামর্শ করলাম কারির সঙ্গে। বুঝিয়ে বললাম ওকে, এ-রকম গহনা বানিয়ে বিক্রি করার ব্যবসাটা আসলে আমার নয়, তাই দাম যা পাওয়া যায় তার পুরোটাই ওর পাওয়া উচিত। ওর সঙ্গে কথা শেষ করে, অনেকটা মুখ ফসকেই, অসম্ভব বেশি একটা মূল্য হেঁকে বসলাম লর্ড ডেলেরয়ের কাছে।

'ঈশ্বর!' আর্তনাদ করে উঠে লেডি ব্ল্যান্‌শের দিকে তাকালেন তিনি, 'এই লোকটা বোধহয় ধরেই নিয়েছে আমি সোনা দিয়ে বানানো, চাইলেই যা খুশি দাম পেতে পারে আমার কাছ থেকে। নতুন বছরের উপহার হিসেবে আরও সস্তা কিছু বাছাই করতে হবে তোমাকে। আর যদি ওই দামে বিক্রি করতে চায় সে এই জিনিস আমাদের কাছে তা হলে বাকিতে বেচতে হবে।'

'রাজি আছি,' বলে তাঁকে বাউ করলাম আমি।

www.BanglaBook.org

আমার দিকে তাকালেন লর্ড ডেলেরয়। 'তোমার সঙ্গে কি একটু কথা বলতে পারি, আড়ালে?'

আবারও তাঁকে বাউ করলাম, তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলাম ডাইনিংরুমে। ঘরের দামি দামি আসবাবগুলো কিছুক্ষণ দেখলেন তিনি আশ্চর্য হয়ে, তার পর বাঁকা-পিঠের একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তাঁর পাশে বিনীত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছি আমি, কী বলেন তিনি তা শোনার জন্য অপেক্ষা করছি।

'শুনেছি,' মুখ খুললেন তিনি একসময়, 'রত্নপাথর বিক্রি করা ছাড়াও নাকি আরও কিছু ব্যবসা ছিল জন গ্রিমারের।'

'জী, টুকটাক কিছু বিদেশি ব্যবসা বলতে পারেন।'

'দেশি ব্যবসার কথা বলছি আসলে। ভেঙেই বলি, সুদে টাকা ধার দেয়া।'

'মাঝেমধ্যে করতেন তিনি ওই ব্যবসা, মাই লর্ড, কিন্তু যাকে-তাকে টাকা ধার দিতেন না। এবং তাঁর সুদের হারও ছিল বেশি।'

'আমাদের মতো লোক, জানো হয়তো, রাজদরবারে যাঁদের নিয়মিত যাতায়াত করতে হয়, তাঁদের জন্য টাকা খুবই জরুরি একটা জিনিস। টাকা ছাড়া আমাদের চলে না। যেভাবেই হোক টাকা আমাদের চাই। আমি কী বলতে চাচ্ছি তা কি তুমি বুঝতে পেরেছ?'

'জী, পেরেছি। আপনার কত টাকা দরকার এবং আপনার হয়ে সিকিউরিটি দেবেন কে তা কি জানাবেন?'

জানালেন তিনি। কিন্তু টাকার পরিমাণের তুলনায় তাঁর সেই সিকিউরিটি নগণ্য বলে মনে হলো আমার কাছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার টাকার নিরাপত্তা দিতে এ-রকম আর কেউ আছে, মাই লর্ড?'

'আছে। সাসেক্সে বলতে গেলে জমিদারি আছে সেই লোকের। সার রবার্ট অ্যালিস। নাম শুনেছ?'

'জী, শুনেছি। তা হলে আপনার উকিলদের বলুন, কাগজপত্র

www.BanglaBook.org

যা যা লাগে সব আমাকে দিতে। বন্ধক দেয়া জমির দাম নির্ধারণ করাতে হবে আমার, তাই এসব কাজে দেরি না-করাটাই ভালো।'

'হুঁ,' আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন লর্ড ডেলেরয়, 'বয়স তোমার কম হলেও ব্যবসায়িক বুদ্ধি তোমার কম না। যা-হোক, বুঝতেই পারছ বোধহয়, আমার দরকারটা জরুরি। উকিলদের কাগজপত্র কোন্ ঠিকানায় পাঠাবো?'

'জন গ্রিমার, বোট হাউস, চিপসাইড।'

'একটু আগে না বললে জন গ্রিমার মারা গেছে?'

'জী, তিনি মারা গেছেন, কিন্তু তাঁর নামটা রয়ে গেছে।'

কাজের কথা শেষ, তাই ফিরে চললাম দোকানে। চলতি পথে বললাম লর্ড ডেলেরয়কে, 'আপনার সঙ্গের ভদ্রমহিলার যদি ওই চুনিপাথরটা পছন্দ হয়ে থাকে তা হলে আবারও বলছি বাকিতে দিতে রাজি আছি আমি। কারণ আমি জানি, স্ত্রী যদি কোনো কিছু চায় আর স্বামী যদি তা দিতে না-পারে তা হলে স্ত্রীর মন ছোট হয়ে যায়।'

আবারও মুচকি হাসলেন লর্ড ডেলেরয়। 'সে আমার স্ত্রী নয়, দূর সম্পর্কের বোন। তবে স্ত্রী হলে ভালোই হতো। কিন্তু আমরা হলাম গিয়ে...খোলামনে বলছি তোমাকে...সম্ভ্রান্তবংশের দুই কপর্দকশূন্য মানুষ, তাই...'

'মাই লর্ড কি তা হলে বিয়ে করার জন্যই টাকাটা ধার নিতে চাচ্ছেন?'

আমার প্রশ্নটার কোনো জবাব না-দিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন লর্ড ডেলেরয়।

দোকানে ঢুকে আলখাল্লার হুডটা ফেলে দিলাম মাথা থেকে। আমার দিকে তাকাল লেডি ব্লানশ, তাকিয়েই থাকল বেশ কিছুক্ষণ, শুনলাম বিড়বিড় করে বলছে, 'তুমিই সেই লোক যে হ্যাস্টিংসে তীর মেরে তিন ফরাসিকে...'

'জী, মাই লেডি। আপনার সেই বাজপাখিটার শেষপর্যন্ত কী

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়েছিল? বাঁচতে পেরেছিল কুকুরটার কবল থেকে?'

'না, পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল আমার পাখিটা, এবং তার কিছুদিন পরই মরে যায়। আর আমার ভাগ্যটাও ওই ঘটনার পর পরই পাল্টে যায় অনেক। একদিক দিয়ে তুমিও চলে গেলে, আর আমার দুরবস্থাও শুরু হলো, হুবার্ট অভ হেস্টিংস।'

ওকে বাউ করলাম আমি। 'ভাগ্যের খেলা খুবই অদ্ভুত, মাই লেডি। ভাগ্য কখন বিরূপ হয়, কখন প্রসন্ন হয় কিছুই বলা যায় না। আপনার হাতের ওই চুনিপাথরটার কথাই ধরুন না। এমনও তো হতে পারে ওই অলঙ্কারটা কিনলেন আর আপনার ভাগ্য খুলে গেল?'

খুশিতে চকচক করে উঠল লেডি ব্ল্যান্‌শের নীল চোখ, একজন স্বর্ণসন্ধানী যেভাবে তাকায় সদ্য-খুঁজে-পাওয়া কোনো সোনার খনির দিকে ঠিক সেভাবে পদ্মরাগমণিটার দিকে আরও একবার তাকাল সে। 'জিনিসটা...কী বলবো...খুবই সুন্দর, কিন্তু যে দাম বললে, এটা কেনার মতো টাকা পাবো কোথায়?'

'আমি তো বলেইছি, বাকিতে দিতে রাজি আছি।'

এতক্ষণ পর হঠাৎ করেই কথা বলে উঠলেন লর্ড ডেলেরয়, 'তুমিই তা হলে সেই যুবক যে কিনা একটা পুরনো তলোয়ার দিয়ে খুন করেছিল এক ফরাসি নাইটকে? তারপর তীর মেরে ঘায়েল করেছিল আরও তিন ফরাসিকে? লোকমুখে ছড়াতে ছড়াতে তোমার সেই কাহিনি এসে হাজির হয় এমনকী এই লণ্ডনেও। ...ঈশ্বর! তোমার তো রাজার সেনাবাহিনীতে চাকরি করা উচিত, এই দোকানে কী করছ তুমি?'

'চাকরি করার অনেক উপায় আছে, মাই লর্ড,' বললাম আমি। 'কেউ চাকরি করে ঢাল-তলোয়ার নিয়ে, আবার কেউ কলম আর দোকানের মালসামান নিয়ে। আপাতত এই দোকান আর মালসামান নিয়েই আছি আমি, জানি না, সময় এলে হয়তো ওই পুরনো তলোয়ার আর বিশাল সেই ঢাল আবার হাতে তুলে নিতে

www.BanglaBook.org

হবে আমাকে।'

আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন লর্ড ডেলেরয়, তারপর বললেন, 'তুমি একটা অদ্ভুত লোক। তোমার চোখের দিকে তাকালে, জানি না কেন, আমার শিরদাঁড়া ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মনে হয় আমি যেন একটা মৃত মানুষ, আর তুমি আমার কবরের উপর দিয়ে হাঁটছ। ...ব্ল্যান্শ, চলো। আমার মতোই আমাদের ঘোড়াগুলো ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার আগে ফিরে যাই। ...মাস্টার গ্রিমার, বা হুবার্ট অভ হেস্টিংস যা-ই বলি না কেন, আমার যা লাগবে তা অন্য কোনো জায়গা থেকে না-নিলে লোক মারফত তোমার কাছে খবর পাঠাবো আমি। আর ওই অলঙ্কারটার জন্য, তোমার সুবিধামতো সময়ে একটা নোট পাঠিয়ে দিয়ো আমার কাছে।'

চলে যাওয়ার আগে, আমার দিকে আগের সেই প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণের জন্য তাকাল লেডি ব্ল্যান্শ।

ওদের পিছন পিছন দরজা পর্যন্ত গেল কারি। ঘোড়ায় চড়ল ওরা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে। ওরা চলে যাওয়ার পর ঘুরে তাকাল আমার দিকে।

'কী বুঝলে?' জানতে চাইলাম।

'বুঝলাম, ওই অলঙ্কারের দাম কোনোদিনও পাবেন না আপনি।'

'আর?'

'আর আমার মনে হয় ওই ভদ্রমহিলা খুবই সুন্দরী ও ছলনাময়ী। এবং ওই ভদ্রলোকটার মন, তাঁর চোখের মতোই কালো। আমার আরও মনে হয়, তাঁরা একজন আরেকজনকে ভালোমতোই চেনেন এবং তাঁদের একজনের পাশে আরেকজনকে ভালোই মানায়। আরও একটা কথা, এঁদের সঙ্গে বোধহয় আগেও দেখা হয়েছে আপনার, কথা হয়েছে।'

'হ্যাঁ, হয়েছে,' চোখা কণ্ঠে বললাম, আসলে লেডি ব্ল্যান্শকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় রেগে গেছি কারির উপর। 'একটা ব্যাপার খেয়াল করেছি আমি, কারি, যাদেরকেই আমি পছন্দ করি তাদের ব্যাপারেই কোনো-না-কোনো আপত্তি আছে তোমার। তুমি আসলে হিংসা করো ওদেরকে, বিশেষ করে মেয়েদেরকে।'

'আপনি জানতে চাইলেন, তাই বললাম। আর মেয়েদের কথা বলছেন? হ্যাঁ, ওদেরকে সত্যিই পছন্দ করি না আমি, এবং সেটার যথোপযুক্ত কারণও আছে। ...যাই, আমার কাজে যাই। আপনি যে-অলঙ্কারটা দিয়ে দিলেন ওই ভদ্রমহিলাকে, সে-রকম আরেকটা বানাবো এবার। তবে একটা পার্থক্য থাকবে—শুধু সাপ বানাবো, মানুষের হৃদপিণ্ডের আদলে কিছুই দেবো না।'

রত্নপাথরের ট্রে-টা সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেল সে। ধীর পায়ে হেঁটে ডাইনিংরুমে ঢুকলাম আমি, ডুবে আছি নিজের চিন্তায়।

কী অদ্ভুত ব্যাপার, আবার দেখা হয়ে গেল লেডি ব্ল্যান্‌শের সঙ্গে! প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ওর কথা, নিয়তি আবার সাক্ষাৎ ঘটিয়ে দিল আমাদের, তা-ও আবার এই লণ্ডনে, আমার বাড়িতে। ওর নীল চোখের সেই প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টি আমর নিভু নিভু কামনার আগুনকে উস্কে দিয়েছে আবারও। স্পষ্ট টের পাচ্ছি, ওকে ভালোবাসি আমি, ঠিক আগের মতোই। হয়তো কর্মব্যস্ততার কারণে আমার এই আবেগ ভুলে ছিলাম, কিন্তু আমার প্রথম প্রেম মুছে যায়নি আমার মন থেকে। টের পাচ্ছি, আমার যত সম্পদ আছে, সে-সবের চেয়েও লেডি ব্ল্যান্‌শ বেশি দামি আমার কাছে, এমনকী হয়তো আমার নিজের চেয়েও! আফসোস, এতগুলো দিন চলে গেছে, তার পরও, সেই আগের মতোই, ওই অপ্সরার মতো সুন্দরী মেয়ে আর আমার মাঝখানে আজও বাধা হয়ে আছে লর্ড ডেলেরয়!

বিয়ে হয়নি লেডি ব্ল্যান্‌শের, শুনে খুব খুশি লাগছে আমার, আবার একইসঙ্গে দমে যাচ্ছি এই কথা ভেবে যে, যত টাকার মালিকই হই না কেন, আমার বংশ ওর মতো সম্ভ্রান্ত নয়, এমনকী

www.BanglaBook.org

ওই দিক দিয়ে ওর ধারেকাছেও নেই আমি।

যতই ভাবছি ব্যাপারটা নিয়ে, অদ্ভুত এক অস্থিরতা তত পেয়ে বসছে আমাকে। শেষে প্রচণ্ড আবেগের বশবর্তী হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম, যেভাবেই হোক হাসিল করবোই লেডি ব্ল্যান্‌শকে। দরকার হলে যোগ দেবো রাজার সেনাবাহিনীতে, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব যুদ্ধে যাবো, মরণপণ লড়াই করে জিতে নেবো নাইট উপাধি অথবা তারচেয়েও বেশি কিছু, লোকে তখন আমার বংশমর্যাদা নিয়ে মাথাও ঘামাবে না।

কিন্তু এই কাজে সময় লাগবে অনেক, আর অনেক সময় লাগা মানেই দেরি হয়ে যাওয়া। প্রেমের প্রতিযোগিতায় যে দেরি করে সে হেরে যায়। লেডি ব্ল্যান্‌শের ব্যাপারে হারতে চাই না আমি। যতই রাগ করি না কেন কারির উপর, একটা কথা কিন্তু ঠিকই বলেছে সে—লর্ড ডেলেরয়ের পাশে ভালোই মানায় লেডি ব্ল্যান্‌শকে। সুতরাং আমি দেরি করলে আমার প্রেমের সুন্দরী পাখি উড়ে গিয়ে ঢুকে পড়বে আরেকজনের খাঁচায়। এই মুহূর্তে কাজ শুরু করতে হবে আমাকে, এবং কাজে লাগতে হবে আমার সব সম্পদ আর টাকাপয়সা। এখন আমি বেপয়োরা এক জুয়ারি এবং লেডি ব্ল্যান্‌শ আমার সবচেয়ে বড় দান, ওর জন্য যে-কোনো বাজি ধরতে রাজি আছি আমি।

যা-হোক, নতুন বছরের তৃতীয় দিনে, টাকা ধার দেয়ার আগে সিকিউরিটি হিসেবে যে-সব কাগজ চেয়েছিলাম লর্ড ডেলেরয়ের কাছে তার বেশিরভাগই এসে পৌঁছাল আমার হাতে। "বন্ধু" ও "আত্মীয়" লর্ড ডেলেরয়ের জন্য বন্ধক রাখতে রাজি আছেন, সার রবার্ট অ্যালেসের এ-রকম জমি আর সম্পত্তির একটা তালিকাও পাঠানো হলো আমার কাছে। সার রবার্ট অ্যালিস এ-রকম একটা কাজ করছেন কেন? জবাব একটাই—কাগজে-কলমে, এবং অবশ্যই অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে টাকাটা ধার নিচ্ছেন লর্ড ডেলেরয়, কিন্তু আসলে পুরো টাকা অথবা তার সিংহভাগ চলে যাবে সার

www.BanglaBook.org

অ্যালেসের কাছে।

আরও একটা কারণ থাকতে পারে। লর্ড ডেলেরয়কে নিজের উত্তরাধিকারীর মতোই লালন-পালন করেছেন সার রবার্ট অ্যালিস, তিনি চান লর্ডের সঙ্গে বিয়ে হোক তাঁর মেয়ে লেডি ব্ল্যান্শ অ্যালেসের। আর হবু মেয়েজামাই-এর জন্য নিজের সম্পত্তি বন্ধক রাখাটা বিচিত্র কিছু না। যদি সত্যিই সে-রকম কিছু হয় তা হলে আর দেরি করা যাবে না, যত জলদি সম্ভব কাজ শুরু করতে হবে আমাকে। কিন্তু কী করবো সে-ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই আমার।

সার রবার্ট অ্যালেসের জমিজমার তালিকাটা দেখলাম ভালোমতো। বেশিরভাগই চেনা আছে আমার, কারণ পেভেনসি আর হেস্টিংসের আশপাশেই সার রবার্ট অ্যালেসের জমিদারি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ওই সব জমির দাম, আমার কাছে যে-পরিমাণ টাকা চাওয়া হচ্ছে তার ধারেকাছেও নয়। কিন্তু ঝুঁকিটা নেবো বলে মনস্থির করলাম, কারণ এর ফলে ব্ল্যান্শকে জিতে নেয়ার একটা সুযোগ আসতে পারে।

কাজেই দেরি না-করে, এবং এমনকী ওই সব জমির প্রকৃত মূল্য বিচার না-করে একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিলাম, কাগজপত্র যা যা লাগবে তার সবই হাতে পেয়েছি, সব ঠিক আছে, এবার ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে মনোনীত ব্যক্তিকে পুরো টাকাটা স্বর্ণের মাধ্যমে ধার দিতে প্রস্তুত আমি।

পরদিন আমাকে ডেকে পাঠানো হলো সার রবার্ট অ্যালেসের বাসায়। তাঁর বাড়িটা ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবের কাছেই। গিয়ে দেখি, যতখানি ভেবেছিলাম তার চেয়েও বুড়ো দেখাচ্ছে সার রবার্ট অ্যালিসকে। লর্ড ডেলেরয় এবং ধূর্ত চেহারার দুই উকিল বসে আছেন তাঁর সঙ্গে। ওই দুই উকিলের ভাবভঙ্গিই এ-রকম যে, দেখামাত্র ওদেরকে অপছন্দ করে ফেললাম আমি। আমার মনে হচ্ছে আমার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনো চালবাজি করার মতলবে

www.BanglaBook.org

আছেন এঁরা। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে যদি লেডি ব্ল্যান্‌শ জড়িত না-থাকত তা হলে তৎক্ষণাৎ চুক্তি বাতিল করে দিতাম, একটা টাকাও ধার দিতাম না। যা-হোক, ও-রকম কিছু না-করে কাজের কথায় চলে গেলাম সরাসরি। আমার শর্ত, সুদের হার, কত তারিখ থেকে সুদ প্রযোজ্য হবে ইত্যাদি ঠিকমতো জানিয়ে দিলাম। আমাকে বসিয়ে রেখে তখন দুই উকিল আর লর্ড ডেলেরয়ের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করলেন সার রবার্ট অ্যালিস। আলোচনা না-বলে বোধহয় তর্ক বলাই ভালো, কারণ দেখলাম ছোট ছোট বিষয় নিয়েও একমত হতে পারছেন না তাঁরা, একেকজন একেকরকম কথা বলছেন। শেষপর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন লর্ড ডেলেরয়। ডিনারের সময় হলো, আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো ডাইনিংরুমে। চেয়ারে বসে বার বার উস্‌খুস করছি—কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারছি না আবার লেডি ব্ল্যান্‌শকে না-দেখে থাকতেও পারছি না।

পথ দেখিয়ে আমাকে ডাইনিং হলে নিয়ে এসেছে এক বাটলার। হলটা রাজকীয়, উঁচু একটা বেদির মতো আছে একধারে, তার নীচে ছোট ছোট কয়েকটা টেবিল, সে-রকমই একটা টেবিলে দুই উকিলের সঙ্গে বসেছি আমি। কিছুক্ষণ পর লেডি ব্ল্যান্‌শ, লর্ড ডেলেরয় এবং আরও আট-দশজন হোমরাচোমরা লোককে সঙ্গে নিয়ে ওই বেদিতে উপস্থিত হলেন সার রবার্ট অ্যালিস। এদিকে-সেদিকে তাকিয়ে ব্ল্যান্‌শ দেখল বেদির নীচে বসে আছি আমি, তখন ওর বাবাকে কী যেন বলল সে। কিন্তু সার অ্যালিস কিছু বলার আগেই প্রতিবাদ করে উঠে কিছু বললেন লর্ড ডেলেরয়। রেগে গেল ব্ল্যান্‌শ, কড়া কয়েকটা কথা শুনিয়ে দিল লর্ড ডেলেরয়কে, দু'-একটা কথা কানে এল আমার, 'ওর টাকা ধার নিতে যদি তোমার লজ্জা না-করে তা হলে ওর পাশে বসে খেতে তোমার অসুবিধাটা কোথায়?'

রাগে মেঝেতে পা ঠুকলেন লর্ড ডেলেরয়, কিন্তু কোনো লাভ

www.BanglaBook.org

হলো না। বেদির উপরে সাজানো টেবিলে গিয়ে বসতে বলা হলো আমাকে। আমার জন্য নিজের পাশে জায়গা করে দিল লেডি ব্ল্যান্‌শ। লর্ড ডেলেরয় বসলেন দুই হোমরাচোমরার মাঝখানে, টেবিলের আরেকপ্রান্তে।

খেয়াল করলাম, আমার দোকান থেকে বাকিতে কেনা ওই অলঙ্কারটা পরে আছে লেডি ব্ল্যান্‌শ। ওই জিনিসটা নিয়েই কথাবার্তা শুরু হলো আমাদের মধ্যে, আমাকে বলল সে, 'সুন্দর লাগছে না? আমার আলখাল্লার সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। ধন্যবাদ, মাস্টার হুবার্ট। কেন ধন্যবাদ দিলাম জানো? কারণ এটা ডেলেরয়ের দেয়া উপহার না, বরং এটা তুমি আমাকে দিয়েছ। এখন পর্যন্ত এই জিনিসের জন্য টাকা নাওনি তুমি, এবং কোনো টাকা পাবেও না আমার কাছ থেকে।'

কিছু বলার আগে সামনের সুদৃশ্য সব প্লেট, আশপাশের সুন্দর সুন্দর আর দামি দামি তৈজসপত্র, খাবারের বিশাল আয়োজন, এবং আদেশ পালনে ব্যস্ত ডজন ডজন ভৃত্যের দিকে তাকালাম। আমার মনের কথাটা পড়ে নিয়ে মুচকি হাসল লেডি ব্ল্যান্‌শ, তারপর বলল, 'এসব দেখে তুমি কী ভাবছ জানি না, তবে একটা সত্যি কথা বলি, সবই আসলে ধারের টাকায় কেনা—সবই আসলে খেটে-খাওয়া মানুষদের টাকা। আর আমরা তথাকথিত ধনীরা হলাম প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধার্ত হাউণ্ড। সোনার গরাদে দিয়ে বানানো কুকুরের-ঘরে বাস করি আমরা। সে-রকমই একাধিক ঘর তোমার কাছে বন্ধক রাখতে যাচ্ছেন আমার বাবা।'

আবারও, আমি কোনো মন্তব্য করার আগেই, অতীতের কাহিনি নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিল লেডি ব্ল্যান্‌শ। আমাদের দু'জনের মধ্যে ঘটা ছোট ছোট ঘটনা, বিভিন্ন সময়ে ওকে বলা আমার বিভিন্নরকম কথা—কোনোকিছুই বাদ যাচ্ছে না। ওসব কথার কোনো কোনোটা এমনকী আমারও মনে নেই। কিন্তু আমাদের সেই চুম্বনের ব্যাপারে একটা কথাও বলল না সে।

www.BanglaBook.org

"শিখা-তরঙ্গের" ব্যাপারে জানতে চাইল, সংক্ষেপে বললাম, থরগ্রিমার দ্য ভাইকিং নামের আমার এক পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছি তরবারিটা; অস্ত্রটার ফলায় খোদাইকৃত কথাগুলোও বললাম ওকে। মনোযোগ দিয়ে শুনল সে, তার পর বলল, 'অথচ দেখো, তোমাকে আমাদের পাশে বসতে দিতে চায়নি ওরা। তোমার বংশ হয়তো সে-রকম সম্ভ্রান্ত না, কিন্তু প্রাচীন; আর তুমি একজন বীর যোদ্ধা। সবচেয়ে বড় কথা, আমার জীবনের জন্য আমি কিন্তু তোমার কাছে চিরঋণী, ওদের কারও কাছে না।'

কথা বলতে বলতে বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে সে, আর ওর সেই প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টি বার বার বিদ্ধ হচ্ছে আমার প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে। টেবিলের নীচ দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার হাতটা চেপে ধরল সে একবার, তবে মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের জন্য।

এরপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলাম আমি। আসলে কথা খুঁজে পাচ্ছি না। আমার পাশে তখন কেউ নেই, আর ব্ল্যান্‌শের ডান পাশে বসে আছেন মোটা আর বুড়ো এক লর্ড। দেখে মনে হচ্ছে কানে কম শোনেন ভদ্রলোক; আর প্রথম থেকেই সমানে মদ গিলছেন তিনি তাই আমাদের দিকে তেমন একটা লক্ষ করছেন না।

তখন সুযোগ পেয়ে আমার ব্যাপারে অনেক কথাই বললাম ব্ল্যান্‌শকে। ফরাসিরা যে-দিন আগুন লাগিয়ে দিল হ্যাস্টিংসে, সেদিন আমার মা যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেগুলোও বললাম। এমনকী এই কথাও বললাম, একদিন ভবঘুরে হয়ে যাবো আমি। শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মেয়েটা বলল, 'অথচ দেখলে মনে হয় থিতু হয়ে গেছ তুমি লণ্ডনে, নিজের অর্থসম্পদ আর ব্যবসা-বাণিজ্যে ডুবে আছ।'

'কিন্তু সত্যি কথা কী জানেন? লণ্ডন আমার কাছে তেমন একটা ভালো লাগে না, কারণ আমি জন্মাইনি এখানে। আর সবচেয়ে বড় কথা, ভাগ্য আমাদেরকে যেখানে নিয়ে যায় আমরা

www.BanglaBook.org

সেখানেই যাই, যেতে হয়।'

এটা-সেটা নিয়ে কথা বলছি আমরা, হঠাৎ করেই লেডি ব্ল্যান্‌শ বলল, 'তোমার ওই লোকটাকে, কারি না কী যেন নাম, ভালো লাগেনি আমার। ওকে...দেখলেই কেমন ভয় হয় আমার।'

'সে আমাকে কী বলেছে জানেন? ওর সঙ্গে নাকি একদিন ইংল্যাণ্ড থেকে অনেক দূরের এক দেশে যেতে হবে আমাকে, এটাই নাকি আমার নিয়তি। সে আবার ওই দেশের রাজকুমার।'

'তা-ই নাকি? ঘটনাটা কী আসলে?'

নিজের ব্যাপারে যা যা বলেছে আমাকে কারি, সবই বললাম লেডি ব্ল্যান্‌শকে। শুনতে শুনতে চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর, আমার কথা শেষ হলে বলল, 'তা হলে এই লোকটারও জীবন বাঁচিয়েছ তুমি। নিশ্চয়ই তোমাকে খুব পছন্দ করে সে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিয়ে লেডি ব্ল্যান্‌শের চেহারা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়েই দেখি, লর্ড ডেলেরয় আর তাঁর সঙ্গের চমৎকার দুই ভদ্রমহিলা তাকিয়ে আছেন আমার আর ব্ল্যান্‌শের দিকে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মদ খেয়ে ফেলেছেন তাঁরা সবাই, প্রত্যেকের চোখে কেমন তন্দ্রালু দৃষ্টি। আমাকে তাকাতে দেখে ওই দুই মহিলার একজন কী যেন বললেন লর্ড ডেলেরয়কে, কয়েকটা কথা কানে এল আমার, 'আমার মনে হয় এই ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত আপনার, মাই লর্ড। তা না হলে আপনার এত সাধের সুন্দরী ঘুঘু আপনার হাত ফস্কে উড়ে গিয়ে ধরা দেবে অন্য কারও ফাঁদে, প্রেমের গান গেয়ে শোনাতে শুরু করবে ওই লোককে।'

শুনে নিচু কণ্ঠে কী যেন বললেন লর্ড ডেলেরয়, ঠিকমতো শুনতে পেলাম না। ওই মহিলার কথা ব্ল্যান্‌শের কানেও গেছে, শোনার পর আর দেরি করল না সে, উঠে গেল টেবিল ছেড়ে, বেদির একপাশের দরজা দিয়ে চলে গেল বাইরে। ওর পিছন পিছন গেলেন লর্ড ডেলেরয়। রাগে অথবা অতিরিক্ত মদের

www.BanglaBook.org

প্রভাবে লাল হয়ে আছে তাঁর চেহারা।

সার রবার্ট অ্যালেসের বাসায় নিয়মিত যাতায়াত শুরু হলো আমার। ফলে, সমাজে যাঁরা মুক্তহস্ত বলে পরিচিত তাঁদের প্রকৃত জীবনযাপন-পদ্ধতি সম্পর্কে স্বচ্ছ একটা ধারণা পেয়ে গেলাম। রাজদরবারে তাঁরা যতই মান্যগণ্য হোন না কেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যেমন মিথ্যুক তেমন বল্গাহীন তাঁদের জীবন। আমি নিজে সাধুপুরুষ নই, তারপরও এঁদেরকে, বিশেষ করে এঁদের চালচলন মোটেও পছন্দ করি না। চুলে সুগন্ধী লাগিয়ে, উঁচু হিলের জুতো এবং বাহারি রঙের পোশাক পরে যে-সব পুরুষ হাঁটাচলা করেন আমার সামনে দিয়ে তাঁদেরকে তো বলতে গেলে দু'চোখে দেখতে পারি না। সার রবার্ট অ্যালেসের কথা যদি বলি, তিনি প্রকৃতপক্ষে ধাপ্পাবাজ। আজও ভেবে পাই না, এই লোক নাইট উপাধি পেলেন কী করে! ফরাসিদের বিরুদ্ধে বীরের মতো লড়াই করার তাঁর যে-সব কাহিনি প্রচলিত আছে সেগুলো আদৌ সত্যি কি না তা নিয়ে সন্দেহ জাগে আমার মনে। তিনি আসলে, লর্ড ডেলেরয় আর তাঁর মতো চাটুকারদের, যাঁরা রাজার নেকনজরে থাকেন সবসময়, তাঁদের হাতের পুতুল। দেখলেই আমার মনে হয়, সার রবার্ট অ্যালিস আর তাঁর মেয়েকে করায়ত্ত করে রেখেছেন হাসিখুশি আর সুদর্শন ওই যুবক লর্ড।

যা-হোক, মূল কাহিনিতে ফিরে যাই। সব কাগজ তৈরি হয়ে গেল, যথাযথভাবে সেগুলো স্বাক্ষর করা হলো এবং পৌঁছে দেয়া হলো আমার কাছে, এদিকে আমার পক্ষ থেকে ঋণের টাকাটা দিয়ে আসা হলো ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে-সংলগ্ন ওই বাড়িতে। বিলাসিতা আরও বেড়ে গেল তাঁদের। কিন্তু সুদের টাকা পরিশোধের সময় যখন হলো, তখন দেখি আর কোনো খবর নেই আমার ঋণগ্রহীতার। কয়েকবার যোগাযোগ করলাম তাঁদের সঙ্গে, কিন্তু কোনো সদুত্তর পেলাম না। শেষে বাধ্য হয়ে বন্ধক রাখা জমিগুলোর ব্যাপারে আইনের আশ্রয় নিতে হলো আমাকে। এর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আগে, শুধু লেডি ব্ল্যান্‌শের কারণে, কোনো খোঁজখবরই করিনি ওগুলোর ব্যাপারে; এবার জেনে হতভম্ব হলাম, কমদামের ওই জমিগুলো ইতোমধ্যেই বন্ধক দিয়ে রাখা হয়েছে আরেক জায়গায়, সুতরাং সার রবার্ট অ্যালিস ইচ্ছা করলেও আমার হাতে তুলে দিতে পারবেন না ওগুলো।

এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার উপস্থিতিই একদিন ভয়াবহ কথা কাটাকাটি হয়ে গেল সার রবার্ট অ্যালিস আর লর্ড ডেলেরয়ের মধ্যে। সার রবার্ট সরাসরি অভিযোগ করলেন, কয়েক মাস আগে তিনি যখন ফ্রান্সে গিয়েছিলেন তখন তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজের প্রভাব খাটিয়ে জঘন্য ওই কাজটা করেছেন লর্ড ডেলেরয়। অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করে লর্ড ডেলেরয় বললেন, তিনি যা করেছেন সে-ব্যাপারে শতভাগ অনুমোদন ছিল সার রবার্টের। এই বাকযুদ্ধ এ-রকম এক অবস্থায় গিয়ে পৌঁছাল যে, আরেকটু হলে ডুয়েল শুরু হয়ে যেত দু'জনের মধ্যে। সার রবার্টের চেয়ে অনেক ধূর্ত লর্ড ডেলেরয়, শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি; আমার সামনে থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন সার রবার্টকে, তারপর সময় নিয়ে অত্যন্ত নিচু কণ্ঠে কীসব যেন বললেন তাঁকে। শুনে একটা টুলের উপর ধপ করে বসে পড়লেন সার রবার্ট, চিৎকার করে বললেন, 'বের হয়ে যাও! এই মুহূর্তে বের হয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে, শয়তান কোথাকার! আর শুধু আমার বাড়ি থেকেই না, ইংল্যাণ্ড থেকে চলে যাও অন্য কোথাও। ঈশ্বরের শপথ, রাজার যত প্রিয়পাত্রই হও না কেন তুমি, আরেকবার যদি দেখি তোমাকে চোখের সামনে, শুয়োরকে যেভাবে জবাই করে লোকে সেভাবে তোমার গলা কেটে ফেলবো আমি।'

উপহাস-তরল কণ্ঠে জবাব দিলেন লর্ড ডেলেরয়, 'ভালো। যাচ্ছি আমি। যে-রকম বলেছেন—ইংল্যাণ্ড থেকেই চলে যাবো, তবে নিজের কাজে নয়, রাজার কাজে, ফ্রান্সে। থাকুন আপনি

www.BanglaBook.org

এখানে, এই ধুরন্ধর ব্যবসায়ীর সঙ্গে আপনার বিরোধের মীমাংসো করতে থাকুন, ওকে বুঝিয়ে বলুন আসলে কত বড় প্রতারণা করেছেন আপনি ওর সঙ্গে। মনে রাখবেন, একদিন না একদিন ফিরে আসবোই আমি আর সেদিনটা হয়তো ভালো হবে না আপনাদের কারও জন্যই।'

ওই কথাটা শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেল আমার। তারপরও নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখে যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে বললাম, 'যে-দিন আপনি ফিরবেন, মাই লর্ড, সেদিন না আবার আমাকে আপনার জন্য ঢাল-তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়!'

কিছু না-বলে বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন লর্ড ডেলেরয়, তার পর বাঁকা হাসি হেসে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

## ছয়

রাগে কাঁপছি আমি। সার রবার্টেরও একই অবস্থা। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দু'জনই অনেকক্ষণ থেকে। একসময় ভাঙা-গলায় বললেন তিনি, 'দুঃখিত, মাস্টার হেস্টিংস। তুমি সৎ লোক, তার পরও বেজন্মাটা তোমাকে মুখের উপর অপমান করে গেল। বদমাশটার চরিত্র বলে কিছু নেই, ওর সব ঘটনা জানলে তুমিও একমত হতে আমার সঙ্গে। সে আসলে একটা কালসাপ যাকে নিজের দুর্বলতার কারণে দুধ-কলা দিয়ে পুষতে হয়েছে আমার। কত বড় ধুরন্ধর সে ভেবে দেখো! আমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্পত্তি নিজের প্রভাব খাটিয়ে বন্ধক দিয়ে ফেলেছে অথচ আমাকে কিছুই জানায়নি। আর এখন কিনা বলছে আমি তোমাকে জেনেবুঝে ঠকিয়েছি! আমার এই বাড়ি এতদিন এমনভাবে ব্যবহার করেছে সে যেন এটা ওর নিজেরই বাড়ি। ওর যত দুশ্চরিত্র বন্ধু আর বান্ধবী আছে তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসে ফুর্তি করেছে এখানে।'

'ওর সবকিছু জানার পরও ওকে লাই দিলেন কেন?' জানতে চাইলাম আমি।

'দিতে হয়েছে আসলে। আমাকে একরকম কব্জা করে রেখেছিল সে এতদিন। সমাজের উঁচুমহলে, এমনকী রাজদরবারে ওর নিয়মিত যাতায়াত, আর সে-সুবাদে ওর ক্ষমতা অনেক। ইচ্ছা হলেই তোমার বা আমার বিরুদ্ধে রাজার কানভারী করতে পারে সে, আর যদি সত্যিই সে-রকম কিছু করে তা হলে তার ফল কী হবে জানো? রাজনৈতিক প্রতারণার অভিযোগে তোমাকে বা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করা হবে এমন কোনো কারাগারে যেখান থেকে আর কোনোদিন বের হয়ে আসা সম্ভব হবে না।' বলে চুপ হয়ে গেলেন সার রবার্ট, বুঝলাম তাঁর নাম ভাঙিয়ে আমার সঙ্গে যে-প্রতারণা করেছেন লর্ড ডেলেরয় তার জন্য অনুতপ্ত তিনি। একসময় নিচু কণ্ঠে বললেন, 'হয়তো আমাকেও ঠগবাজ ভাবছ তুমি। কিন্তু বিশ্বাস করবে কি না জানি না, আমি আসলে সে-রকম না, যদিও সব জেনেবুঝে এতদিন প্রশ্রয় দিয়েছি ডেলেরয়কে। স্বীকার করতে খুব লজ্জা হচ্ছে, তার পরও না-বলে উপায় নেই, তোমার টাকা শোধ দেয়ার সামর্থ্য নেই আমার। কারণ জমি বেচে যে তোমার ঋণ শোধ করবো সে-উপায়ও নেই এখন...'

তখন, অনেকটা বিদ্যুচ্চমকের মতো, একটা চিন্তা খেলে গেল আমার মাথায়। দেরি না-করে বললাম, 'সার, একটা উপায় জানা আছে আমার। ওই কাজটা যদি করা যায় তা হলে সব ঋণ

www.BanglaBook.org

মওকুফ করে দেবো এবং সবসময় নিজেকে বলবো, লর্ড ডেলেরয়ের এই ঠগবাজির কারণে একদিক দিয়ে লাভবানই হয়েছি আমি।'

'কী উপায়?'

'আজ থেকে অনেক বছর আগে ফরাসিরা যে-দিন হামলা চালায় হ্যাস্টিংসে সেদিন আপনার মেয়ের জীবন বাঁচাই আমি। সত্যি বলছি, সেদিন থেকে আমার হৃদয় দখল করে রেখেছে সে।'

একদৃষ্টিতে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন সার রবার্ট। তারপর হাত নেড়ে বলে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন আমাকে।

'সার, আমি সত্যিই ওকে ভালোবাসি। এবং যে-কোনো কিছুর বিনিময়ে ওকে বিয়ে করতে চাই। আমি জানি, বংশমর্যাদায় সে আমার অনেক উপরে, কিন্তু আমার বংশও একেবারে সাধারণ না, আর আমি সারা লণ্ডনে একনামে পরিচিত ধনী একজন ব্যবসায়ী। যে-টাকা লর্ড ডেলেরয়কে ধার দিয়ে প্রকৃতপক্ষে খুইয়েছি, তা আসলে আমার মোট সম্পদের সামান্য একটা অংশ মাত্র। সার, আমার যা বলার বললাম, বাকিটা আপনার সিদ্ধান্তের উপর।'

মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে নিজের লাল দাড়িতে হাত বুলাচ্ছেন সার রবার্ট অ্যালিস। তারপর একসময় মুখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। তাঁর চেহারায় সিদ্ধান্তহীনতার স্পষ্ট ছাপ। নিজের বিরুদ্ধে যুঝছেন তিনি আসলে, বলা ভালো নিজের আত্মসম্মানবোধের বিরুদ্ধে।

'তোমার প্রস্তাবটা খারাপ না, এবং যথেষ্ট ভদ্রভাবেই বলেছ কথাটা। কিন্ত ওই যে বললে, বাকিটা আমার সিদ্ধান্তের উপর, এই কথাটা ঠিক না। বাকিটা আসলে ব্ল্যান্শের সিদ্ধান্তের উপর।'

'আমি জানি আমার আগে আরও অনেকেই প্রস্তাব দিয়েছেন লেডি ব্ল্যান্শকে। এবং তাঁদের সবাইকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি। আমার ব্যাপারে তিনি কী সিদ্ধান্ত নেবেন জানি না, তবে

www.BanglaBook.org

এটুকু বলতে পারি হেস্টিংসের ওই ঘটনাটার পর থেকে আমার সঙ্গে সবসময় খুব ভালো ব্যবহার করেছেন তিনি।'

'তা-ই? ঠিক আছে, অনুমতি দিলাম—যাও, গিয়ে কথা বলো ব্ল্যান্শের সঙ্গে। আশা করি ভাগ্য তোমার সহায় হবে। একটা কথা ঠিকই বলেছ তুমি—তোমার অনেক টাকা। আর আমাদের সমাজটাই এমন যে, একজন ভিখিরিও যদি সৎপথে পরিশ্রম করে লাখপতি হতে পারে তা হলে তার বংশ নিয়ে মাথা ঘামায় না লোকে। রঙ মেখে সঙ সেজে থাকা চরিত্রহীন মেয়েদেরকে নিয়ে ডেলেরয়ের মতো যে-সব লম্পট ঘুরে বেড়ায় তাদের চেয়ে অনেক ভালো তুমি। ...ব্ল্যান্শের ভালো ব্যবহার দেখে হয়তো অন্য কিছু মনে করেছ তুমি, তবে আমি বলবো সেই "অন্য কিছু"টা সত্যি কি না তা নিশ্চিতভাবে জানার সুযোগ এখনই। ওর সঙ্গে কথা বলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব; আমার মেয়ে যদি তোমাকে বিয়ে করতে রাজি থাকে তা হলে আমার কোনো আপত্তি নেই।'

কথা শেষ করে উঠলেন তিনি, চলে গেলেন ভিতরে। ব্ল্যান্শকে ডাকতে গেছেন সম্ভবত। দেখা হলে কী কী কথা বলবো মেয়েটাকে, একা বসে থেকে সে-সব ভাবছি।

অপেক্ষা করছি তো করছিই, ব্ল্যান্শ আর আসে না! মেয়েটা বোধহয় বাসায় নেই। অথবা হয়তো সার রবার্টের কাছ থেকে আমার প্রস্তাব শুনে মানা করে দিয়েছে, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে আসতে পারছে না আমার সামনে। যা-হোক, শেষপর্যন্ত মেয়েটা ঢুকল ঘরে। আমি তখন জানালা দিয়ে বাইরের ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এত নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল মেয়েটা এবং এত আস্তে দরজা লাগাল যে, আমি টেরই পেলাম না। তার পরও, জানি না কীভাবে যেন, বুঝতে পারলাম এসেছে সে।

ঘুরে তাকালাম, দেখি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। ওর পরনে ধবধবে সাদা পোশাক, মাথায় একটা লাল ক্যাপ। সেই ক্যাপের নীচ থেকে বের হয়ে আছে ওর বিনুনি-করা উজ্জ্বল সুন্দর

www.BanglaBook.org

চুল। পোশাকের উপর খাটো একটা কোট পরে আছে সে, সেই কোটের একপ্রান্তে আটকে রেখেছে বিশেষ ওই অলঙ্কারটা যা ওকে দিয়েছি আমি। কেন যেন খুব কমনীয় মনে হলো ওকে আমার, ওকে পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে উঠল হৃদয়।

বড় বড় চোখের প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে সেই নিচু আকর্ষণীয় কণ্ঠে বলল সে, 'বাবা বললেন তুমি নাকি কথা বলতে চাও আমার সঙ্গে?'

মাথা ঝাঁকালাম, কিন্তু কিছু বললাম না। আসলে কীভাবে শুরু করবো বুঝতে পারছি না।

আমার জড়তা দেখে মুচকি হাসল ব্ল্যান্‌শ। 'তোমার সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে ঠকানো হয়েছে তোমাকে। বলো, আমি কী করলে আমাদের সেই অপরাধ ক্ষমা করে দেবে তুমি?'

'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই,' যতটা সম্ভব সংক্ষেপে এবং সহজভাবে বলার চেষ্টা করলাম।

শুনে ওর সুন্দর চেহারাটা হঠাৎ করেই লাল হয়ে গেল, দৃষ্টি নামিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, দেখে আমার মনে হলো কী যেন খুঁজছে সেখানে।

'হ্যাঁ বা না কিছু একটা বলার আগে আমার কয়েকটা কথা শোনো, ব্ল্যান্‌শ,' বলে চললাম আমি। 'হেস্টিংসের সেই বিশেষ দিনটার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে তোমার? ফরাসিরা হামলা করল, তোমাকে নিয়ে পালাতে গিয়ে আশ্রয় নিলাম এক পর্বতের ঢালে? তোমাকে বাঁচানোর জন্য খুন করলাম তিন ফরাসিকে? অনেকদিন আগের কথা, তখন যৌবন সবেমাত্র স্পর্শ করেছে তোমাকে। কিন্তু তখন থেকেই তোমাকে ভালোবাসি আমি। জানো, সেদিন আমি মনে মনে শপথ করেছিলাম, তোমাকে বাঁচানোর জন্য দরকার হলে মরবো। ভেবে দেখো, ইচ্ছা হলেই হেস্টিংস ছেড়ে, তোমাকে একা রেখে চলে যেতে পারতাম অন্য কোথাও, কিন্তু

www.BanglaBook.org

যাইনি। তোমাকে রক্ষা করলাম আমি, তার পর আমরা চুমু খেলাম একজন আরেকজনকে, তার পর আলাদা হয়ে গেলাম। কিন্তু সেই আলাদা হওয়াটা আসলে শারীরিক, কোনোদিন ভুলতে পারিনি তোমাকে। ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, কারণ আমি জানি তোমার সামাজিক অবস্থান আমার চেয়ে অনেক উঁচুতে, কিন্তু ভুলতে পারিনি, বরং আরও বেশি করে মনে পড়েছে তোমার কথা। দেখো, এই ক'বছরের মধ্যে কিন্তু ইচ্ছা করলেই অন্য কোনো মেয়েকে বিয়ে করে সংসার শুরু করতে পারতাম, কিন্তু করিনি শুধু তোমার কথা ভেবে। হেস্টিংসের সেই ঘটনার পর অনেকদিন চলে গেছে, ভাগ্য আবার মিলন ঘটিয়ে দিয়েছে আমাদের, আবার কাছাকাছি এনেছে আমাদেরকে। তুমি যে-দিন আমার দোকানে গেলে, তার পর থেকে প্রতিদিন টের পাচ্ছি, আমার সেই পুরনো ভালোবাসা আগের চেয়ে আরও বেড়েছে, আমি তোমার প্রতি আরও দুর্বল হয়ে পড়েছি। তুমি সম্ভ্রান্ত বংশের ভালো আর চরিত্রবতী একটা মেয়ে, আমি হয়তো তোমার যোগ্য নই...' কথা আর খুঁজে না-পেয়ে থেমে গেলাম।

আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে কথাগুলো শুনছিল ব্ল্যান্‌শ। আমি থেমে যাওয়ার পর হঠাৎ করেই সরে গেল ওর চেহারার লালিমা, কেন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। তার পর, কিছুটা কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'আমাদের সমাজে যারা মাথা বলে পরিচিত, যাদের সহায়সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা করে লোকে, যাদের লাম্পট্য আর নৈতিক স্খলন সবার মুখরোচক গল্প হয়, এতগুলো বছর ধরে তাদের সঙ্গে উঠবস করতে হয়েছে আমাকে। এখন ঠাণ্ডামাথায় ভেবে বলো তো, যতটা পবিত্র বলে মনে করছ আমাকে আসলেই কি ততটা নিষ্কলুষ আমি? লণ্ডনের মতো শহরে, ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে-সংলগ্ন এই প্রাচীন দালানগুলোতে নিটোল নিখুঁত কোনো পদ্ম যদি পেতে চাও তা হলে কি কোনো লাভ হবে? পদ্মফুল ফোটে গ্রামের পুকুরে, এ-রকম দূষিত কোনো জায়গায়

www.BanglaBook.org

না।'

'পদ্মফুল কোথায় ফোটে তা আমি জানি না, জানার দরকারও নেই। আমি শুধু জানি আমি তোমাকে চাই।'

'আবারও ভেবে দেখো। চাঁদেরও কলঙ্ক থাকে, আর আমি সামান্য একটা মেয়েমানুষ মাত্র।'

'যদি সত্যিই সে-রকম কোনো কলঙ্ক থেকে থাকে তোমার, তার পরও তোমাকে গ্রহণ করতে রাজি আছি আমি।'

'তুমি দেখছি আমার কোনো কথাই মানবে না। ঠিক আছে, আরেকটা কথা শোনো তা হলে। তুমি আমাকে পাগলের মতো ভালোবাসো, কিন্তু যদি বলি আমি তোমাকে ভালোবাসি না? এ-রকম কোনো মেয়েকে কি তুমি বিয়ে করবে যার কাছ থেকে কোনোদিন হয়তো মনের ভালোবাসা পাবে না?'

'এ-রকমও তো হতে পারে বিয়ের পর আমার প্রেমে পড়ে গেলে তুমি?'

'একটা কথা ভুলে যাচ্ছ বার বার। বাবা কিন্তু এই বিয়েতে মত দিতেন না কোনোদিনই। তাঁর নাম ভাঙিয়ে লর্ড ডেলেরয় প্রতারণা করেছেন তোমার সঙ্গে, নিজের মানসম্মান বাঁচানোর জন্য আর ঋণের বোঝা কিছুটা, অথবা হয়তো পুরোটাই হালকা করার জন্য আমাকে তুলে দিতে রাজি হয়েছেন তোমার হাতে। আমাদের এই বিয়ে কি তাঁর জন্য প্রকৃতপক্ষে দায়মুক্তি নয়?'

'যদি বিয়ে হয় আমাদের তা হলে এই ঘটনা তাঁর জন্য কী আমি জানি না। যথেষ্ট শালীনভাবে প্রস্তাব দিয়েছি আমি তাঁকে, দেখে মনে হয়নি আমার কথায় কোনো দুঃখ পেয়েছেন তিনি। আরেকটা কথা, আমি ব্যবসায়ী, ঝুঁকি নেয়া আমার অভ্যাস। যা যা বললে এতক্ষণ, তোমাকে বিয়ে করার মধ্যে যদি সত্যিই সে-সব ঝুঁকি থেকে থাকে, তা হলে সব ঝুঁকি নিতে রাজি আছি। আমি তোমাকে চাই, মনেপ্রাণে চাই, আর সেটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা।'

www.BanglaBook.org

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল ব্ল্যান্‌শ, মুখ ঢাকল দু'হাতে। থেকে থেকে শরীর কাঁপছে ওর, তার মানে ফোঁপাচ্ছে আসলে। কী করবো বুঝতে পারছি না, এ-রকম কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়নি আমাকে কখনও। কিছুক্ষণ পর চেহারার উপর থেকে হাত সরাল মেয়েটা, তখন দেখি অশ্রু গড়িয়ে নামছে ওর দু'গাল বেয়ে।

'আমি কি আমার কয়েকটা কথা তোমাকে বলতে পারি?' কাতর কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'তার আগে আমার দুটো প্রশ্নের জবাব দাও। তুমি কি অন্য কারও স্ত্রী?'

'ঠিক সে-রকম না, তবে ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল আরেকটু হলেই। অন্য প্রশ্নটা কী?'

'তুমি কি অন্য কাউকে ভালোবাসো যে-কারণে বলছ আমাকে হয়তো কোনোদিনও ভালোবাসতে পারবে না?'

'না, আমি কাউকে ভালোবাসি না, বরং আমি একজনকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি।'

'সেটা তোমার ব্যাপার, আমার কিছু করার নেই। যে-কথাগুলো বলতে চেয়েছিলে আমাকে সেগুলো বরং তোমার মনের মধ্যেই থাক। আমাদের জীবন আসলে কাঁটাগাছে ভরা একটা জঙ্গল, এখান দিয়ে চলতে গেলে হাত-পা কাটবেই—কারও বেশি, কারও কম। কোনো কোনো ক্ষত যদি দগদগে ঘা হয়ে যায় তা হলে সেটা লুকিয়ে রাখাই বরং ভালো।'

কথাটা শুনে একদৃষ্টিতে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মেয়েটা আমার দিকে, তার পর একসময় কান্না ভুলে গিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল।

বলে চললাম, 'যা ঘটে গেছে চেষ্টা করলেও তা আর শোধরানো যাবে না। কাজেই অতীতকে অতীত বলে মেনে নিয়ে আমাদের উচিত ভবিষ্যতের দিকে তাকানো। আমি শুধু তোমার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাছ থেকে একটা জিনিস চাইবো।'

'কী?'

'একটা ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করতে হবে আমার কাছে।'

'কী প্রতিজ্ঞা?'

'লর্ড ডেলেরয়ের সঙ্গে আর কখনও কোনো যোগাযোগ রাখতে পারবে না তুমি। যদি কখনও দেখা হয়ে যায়, তা হলে নিভৃতে থাকবে না তাঁর সঙ্গে। যে মানুষ সামান্য ক'টা টাকার লোভে এত বড় প্রতারণা করতে পারে, তোমাকে একা পেয়ে গেলে সে তার চেয়েও জঘন্য কিছু করে ফেলতে পারে।'

'ঈশ্বরের শপথ! মনেপ্রাণে যে-ব্যাপারটা আমি চাই না তা হলো লর্ড ডেলেরয়ের সঙ্গে এমনকী স্বর্গেও একা থাকা।' বলে উঠে দাঁড়াল সে চেয়ার ছেড়ে। একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা চুপ করে। তারপর, আস্তে আস্তে ওর হাত দুটো আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সে, আমার আরও কাছে সরে এল।

এরপর, সংক্ষেপে বললে, একদিন বাগ্‌দান হয়ে গেল আমাদের। মাঝেমধ্যে আশ্চর্য হয়ে ভাবি, আমাকে বিয়ে করবে কি না সে-প্রশ্নের জবাবে কিন্তু কোনোদিনই হ্যাঁ বলেনি ব্ল্যান্শ; অথচ তারপরও ওকে অন্ধের মতো ভালোবেসে গেছি আমি। দিন দিন আমার সেই ভালোবাসা আরও বেড়েছে, সে-ও আমার সঙ্গে যথেষ্ট ভালো ব্যবহার করেছে, যদিও আমি কোনোদিন টের পাইনি ওর সেই আন্তরিক ব্যবহার ওর অভিনয় ছিল কি না।

অক্টোবর মাসের কোনো এক দিন, তারিখটা ঠিক মনে নেই, ওয়েস্টমিনিস্টারের সেইন্ট মার্গারেট গির্জায় লেডি ব্ল্যান্শ [illegible] র সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল আমার। বিয়ের পর সার রবার্ট [illegible] একদিন বললেন, রাজদরবার আর সমাজের হোমরাচোমরা মানুষদের দেখতে দেখতে তিনি ক্লান্ত, এবার লণ্ডন ছেড়ে সাসেক্সে চলে যাবেন, নিজের জমিদারি দেখাশোনা করবেন,

www.BanglaBook.org

এবং আর যে-ক'দিন বেঁচে আছেন শান্তিতে কাটিয়ে দেবেন সেখানেই। তাঁর সব ঋণ মওকুফ করে দিলাম আমি, ঋণমুক্তির একটা চুক্তিনামা তৈরি করিয়ে তাতে স্বাক্ষর করে দিলাম। তবে, নিঃশর্ত ক্ষমা করে দিলে আবার খারাপ দেখায়, তাই ছোট্ট একটা শর্ত জুড়ে দিলাম—হবু স্ত্রীর জন্য আমার বাসাটা সাজিয়ে দিতে হবে। বলা বাহুল্য, ওই কাজে যে-টাকাটা খরচ হলো তা স্যার রবার্টের জন্য মামুলি।

বলতে গেলে অনাড়ম্বরভাবেই হয়ে গেল আমাদের বিয়েটা। স্যার রবার্ট চাননি লোক জানাজানি হোক। সাধারণ একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে, যে কিনা প্রকৃতপ্রস্তাবে গেঁয়ো, বিয়ে হচ্ছে তাঁর একমাত্র সন্তানের, তা-ও আবার ঋণের দায় এড়ানোর জন্য বিয়েটা দিতে হচ্ছে তাঁকে—এসব কথা তাই খুব বেশি ছড়াল না। কনেপক্ষের সে-রকম উৎসাহ নেই দেখে আমিও তেমন ঢাকঢোল পেটালাম না।

বেশি মানুষকে দাওয়াত দিইনি আমরা, যাঁদেরকে আমন্ত্রণ করেছি তাঁদের বেশিরভাগই আবার আসতে পারেননি। কারণ অক্টোবর মাস হলেও, বিয়ের দিন সকাল থেকেই শুরু হয়েছে তুমুল ঝড়বৃষ্টি; এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার জীবনে এত বড় তুফান কখনও দেখিনি।

বলতে গেলে অতিথিশূন্য গির্জায় বিয়ে হচ্ছে আমাদের। গির্জার জানালায় ক্রমাগত বাড়ি মারছে ঝোড়ো বাতাস, শোঁ শোঁ আওয়াজের কারণে বুড়ো যাজকের বেশিরভাগ কথাই আসছে না আমার কানে, তাঁকে দেখে মূকাভিনয়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বার বার। তুমুল বৃষ্টির কারণে বাইরে নেমে এসেছে রাতের আঁধার, আমার হবু স্ত্রীর সুন্দর চেহারাটাও ঠিকমতো দেখতে পারছি না, যে-আঙুলে আংটি পরাবো যথাসময়ে সেটা খুঁজে পাবো কি না সন্দেহ!

যা-হোক, বিয়ে পড়ানো শেষ হলো, নববধূকে নিয়ে গির্জার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আইল ধরে হেঁটে বেরিয়ে এলাম বাইরে। এবার ঘোড়ার গাড়িতে করে ফিরে যাবো চিপসাইডে, আমার বাড়িতে। অতিথি আর আমার অল্প কয়েকজন বন্ধুর জন্য বিবাহোত্তর ভোজের আয়োজন করা হয়েছে সেখানে। গির্জার দরজার কাছে পৌঁছে গেছি, এমন সময় দেখি, যে-রাতে সার রবার্টের বাসায় ডাইনিংরুমের বেদিতে ব্ল্যান্‌শের পাশে বসে ডিনার করেছিলাম সে-রাতে যে-দু'জন মহিলা বসে ছিল লর্ড ডেলেরয়ের দু'পাশে, তারা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদেরকে দেখে একজন বলল, 'ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে ডেলেরয় যখন দেখবে ওর এতদিনের প্রেমিকাকে বিয়ে করে ফেলেছে আরেকজন তখন কী করবে?'

শুনে হাসতে হাসতে আরেকজন জবাব দিল, 'কী আর করবে? নতুন আরেকটা প্রেমিকা যোগাড় করে নেবে। অথবা,' আমাকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এই বোকা লোকটার কাছ থেকে কৌশলে আরও কিছু টাকা হাতিয়ে নেবে। তারপর...' জোরালো বাতাসের কারণে পরের কথাগুলো আর কানে এল না আমার।

গির্জার পোর্চে দাঁড়িয়ে আছেন সার রবার্ট অ্যালিস। আমাদেরকে দেখে বললেন, 'প্রার্থনা করি, সুখী হও তোমরা। এত ঝড়বৃষ্টির মধ্যে চিপসাইডে আর যাবো না আমি। বিদায়, হুবার্ট। বিদায়, ব্ল্যান্‌শ। একটাই পরামর্শ দেবো তোমাকে—কখনও স্বামীর অবাধ্য হয়ো না, আর তার ভালোমন্দের দিকে খেয়াল রেখো। সাসেক্সের পথে রওনা হবো আমি আগামীকাল, আশা করি ক্রিসমাসে আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। বিদায়।'

সেদিন কল্পনাও করতে পারিনি, চিরদিনের জন্য বিদায় নিচ্ছেন তিনি আসলে, কারণ আর কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি আমাদের কারও।

যা-হোক, তুমুল ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম আমরা চিপসাইডে, আমার বাড়িতে। শারদীয় ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে পুরো বাড়ি; ব্ল্যান্‌শকে নিয়ে গোবরাট ডিঙিয়ে ভিতরে

www.BanglaBook.org

ঢুকলাম আমি, মিষ্টি মিষ্টি কিছু কথা বললাম ওকে, শুনে শুধু হাসল সে। তারপর নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করলাম ওকে, চুমু খেলাম কয়েকবার। আমার চাকরাণীরা ওর ঘরে নিয়ে গেল ওকে, পোশাক পাল্টে নীচে নেমে এল সে। জাঁকালো ভোজের আয়োজন করা হয়েছে, শুরু হলো সে-ভোজ।

আমন্ত্রিত অতিথিরা খেতে শুরু করেছেন কেবল, তখন বিশাল ডাইনিংরুমে ঢুকল কারি। আমার এই বিয়ে নিয়ে মোটেও খুশি নয় সে, ওর চেহারাই বলে দিচ্ছে সে-কথা। এমনকী আমাদের সঙ্গে খেতেও বসেনি। যা-হোক, ঘরে ঢুকে সোজা আমার দিকে এগিয়ে এল সে, আমার কানে ফিসফিস করে বলল, আমার এক কার্গো-মাস্টার এসেছে, কী নাকি জরুরি কথা আছে, এই মুহূর্তে দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে। এই অবস্থায় টেবিল ছেড়ে যাওয়াটা অভদ্রতা, তাই ব্ল্যান্‌শ আর আমন্ত্রিত অতিথিদের কাছে বিনীতভাবে ক্ষমা চেয়ে উঠলাম, রওয়ানা হলাম কারির পিছন পিছন। গেলাম আমার দোকানে।

যে-কোনো কারণেই হোক খুব উদ্বিগ্ন হয়ে আছে আমার কার্গো-মাস্টার। আমাকে যা বলল সে তার সারমর্ম হলো, আমার চমৎকার একটা জাহাজ, নবপরিণীতা স্ত্রীর সম্মানে যার নাম আমি রেখেছি ব্ল্যান্‌শ, মাল নিয়ে রওয়ানা দেয়ার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় ছিল জেটিতে, কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির কারণে বিরাট এক সমস্যা হয়ে গেছে। মাত্র একটা নোঙর ফেলা হয়েছিল, কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে না কোনো, ঝোড়ো বাতাসের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অসহায় হয়ে ভীষণ দুলছে জাহাজটা, যে-কোনো সময় এসে আছড়ে পড়তে পারে জেটিতে অথবা অন্য কোনো জায়গায়। আরও এক বা একাধিক নোঙর নামাতেই হবে এখন, কিন্তু মুশকিল হলো অন্য খালাসিরা ভয়ে যেতে চাইছে না উত্তাল সাগরে, ওরা বলছে নৌকা নিয়ে এত বড় বড় বড় ঢেউ-এর মধ্যে নামলে বেঁচে ফেরার কোনো সম্ভাবনা নাকি নেই।

www.BanglaBook.org

জাহাজটা বলতে গেলে নতুন: খুব বেশি বড় নয় কিন্তু আমার যে-ক'টা জাহাজ আছে সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো। আরও বড় কথা, জাহাজে যে-সব মাল আছে সেগুলো অনেক দামি, ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী কয়েকটা দেশে চালান করার জন্য বোঝাই করা হয়েছে। কাজেই জাহাজটার কোনো ক্ষতি হয়ে গেলে আমার আসলে অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে। জাহাজ আর সব মাল বাঁচাতে হলে এখন আমাকেই যেতে হবে জেটিতে, আর কোনো উপায় নেই—অন্য খালাসি বা নাবিকরা এই কার্গো-মাস্টারের কথা শুনবে না।

ফিরে গেলাম ডাইনিংরুমে। ব্ল্যান্‌শ আর উপস্থিত অতিথিদের সংক্ষেপে বুঝিয়ে বললাম পরিস্থিতিটা। অতিথিদের মধ্যে যাঁর বয়স সবচেয়ে বেশি তাঁকে বললাম ব্ল্যান্‌শের পাশে এসে বসতে, অন্য অতিথিদের একটু দেখাশোনা করতে। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেয়ার ছেড়ে উঠলেন তিনি, শুনলাম নিচু গলায় বলছেন, 'কী অলক্ষণে বিয়ে রে বাবা!'

তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ব্ল্যান্‌শও, কাঁদ কাঁদ গলায় মিনতি করল যাতে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই জেটিতে। হাসলাম আমি, হাসল বাকিরাও। কিন্তু বার বার একই কথা বলতে লাগল সে, আসলে হয়তো কোনোকিছু নিয়ে দারুণ ঘাবড়ে গেছে বেচারী।

ব্ল্যান্‌শের অবস্থা দেখে বাধ্য হয়ে দেরি করতে হলো আমাকে। বসলাম আবার, এক কাপ মদ হাতে নিলাম খাওয়ার জন্য। ব্ল্যান্‌শও নিল এক কাপ। কিন্তু ওর হাত এত বেশি কাঁপছে যে, ওই দামি লাল মদের বেশিরভাগই গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে ওর ঠোঁটের দু'কোনা বেয়ে, গলা বেয়ে নেমে ভিজিয়ে দিচ্ছে ওর জামার বুকের কাছটা। দেখে আবারও অলক্ষণে বলে মন্তব্য করতে লাগল অতিথিদের কেউ কেউ। যা-হোক, শেষপর্যন্ত ওকে একবার চুমু খেয়ে বলতে গেলে জোর করে বিদায় নিলাম ওর

www.BanglaBook.org

কাছ থেকে। তার পর রওয়ানা হয়ে গেলাম জেটির উদ্দেশে।

প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে ছুটছি ঘোড়ায় চড়ে। আমার সঙ্গে আছে শুধু ওই কার্গো-মাস্টার আর আমার এক চাকর। কারি আসতে চেয়েছিল, কিন্তু মানা করে দিয়েছি, বাসায় থাকতে বলেছি ওকে। কারণ আমার অনুচরদের মধ্যে ওর মতো বিশ্বস্ত আর কেউ নেই, প্রয়োজনের সময় তাই সে-ই সবচেয়ে বড় ভরসা।

যা-হোক, নিরাপদেই হাজির হলাম জেটিতে। কার্গো-মাস্টার যা বলেছে তা পুরোপুরি ঠিক। প্রচণ্ড ঝোড়ো বাতাস আর বিশাল বিশাল সব ঢেউ-এর ধাক্কায়, নোঙরের শাসন অগ্রাহ্য করে বিরাট এক পিয়ারহেডের দিকে একটু একটু করে এগোচ্ছে আমার জাহাজ; যে-কোনো সময় গিয়ে আছড়ে পড়বে সেটার উপর, তার পর তলা ফুটো হয়ে গিয়ে নির্ঘাত ডুবে যাবে। এদিকে আমার বিয়ে উপলক্ষে আমার সব খালাসি আর নাবিকদের জন্য "শাহীখানার" ব্যবস্থা করা হয়েছিল জেটি-সংলগ্ন এক সরাইখানায়; আমার জাহাজ নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই সেই নাবিকদের কারও, পেট ভরে খাওয়ার পর গলা পর্যন্ত মদ গিলে তাদের বেশিরভাগই এখন হাঁটাচলাও করতে পারছে না। এমনকী জাহাজঘাটে যে-সব বেশ্যার দেখা পাওয়া যায় সে-রকম কয়েকজনকে নিয়ে ঢলাঢলিও করছে কেউ কেউ। আবার কাউকে কাউকে পেয়ে বসেছে মাতলামি। আমাকে দেখেও যেন চিনতে পারছে না ওরা, আমার কথা শুনেও যেন বুঝতে পারছে না। যা-হোক, শেষপর্যন্ত হুঁশ কিছুটা হলেও ফিরল সবার, আমার সঙ্গে গিয়ে "ব্ল্যান্‌শকে" রক্ষা করতে রাজি হলো।

বড় বড় ঢেউ-এর বিরুদ্ধে যুঝে, অনেক কষ্ট করে জাহাজে গিয়ে উঠতে পারলাম আমরা, আহতও হলো দু'-একজন। শেষপর্যন্ত জাহাজের হাল ধরল ক্যাপ্টেন, নোঙর নামানো হলো আরও দুটো, টুকিটাকি আরও কিছু কাজ সারা হলো। তারপর আমার চাকর আর চারজন খালাসিকে সঙ্গে নিয়ে জেটির উদ্দেশে

www.BanglaBook.org

রওয়ানা হলাম, কার্গো-মাস্টারকে বললাম জাহাজের অবস্থা দেখার জন্য আগামীকাল সকালে আবার আসবো আমি। ঢেউ-এর বিরুদ্ধে আরেকদফা লড়াই করে নিরাপদেই জেটিতে ফিরতে পারলাম আমরা; তারপর একটা মুহূর্ত নষ্ট না-করে চিপসাইডে ফিরে এলাম আমি।

রাত ন'টা কি দশটার দিকে বাড়ির সদর-দরজায় ঘোড়া থেকে নামলাম। চাকরকে বললাম ঘোড়া দুটো আস্তাবলে নিয়ে যেতে। ভিতরে ঢুকতে গিয়ে কিছুটা আশ্চর্য হয়ে তখন দেখি, দরজাটা খোলা। দরজার এককোনায়, অনুজ্জ্বল আলোয় দাঁড়িয়ে আছে কারি। ওকে দেখে স্রেফ হাঁ হয়ে গেছি, কারণ আমার সেই বিখ্যাত তরবারি শিখা-তরঙ্গ ওর হাতে! অবশ্য খাপ থেকে বের করেনি সে তরবারিটা, খাপসহই ধরে আছে।

ঠোঁটের উপর আঙুল রেখে আমাকে কথা বলতে নিষেধ করল কারি। নিচু কণ্ঠে, যাতে শুধু আমি শুনতে পাই এমনভাবে বলল, 'উপরের ঘরে আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একজন ভদ্রলোক আছেন।'

'কোন্ ভদ্রলোক?' ওর মতোই নিচু কণ্ঠে জানতে চাইলাম।

'সেই ভদ্রলোক যিনি একদিন আপনার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গহনা কিনতে এসেছিলেন।'

'ঘটনা কী?'

'অতিথিদের খাওয়া শেষ হয়ে গেল, রাত নামল, তখন সবাই বিদায় নিলেন। আপনার স্ত্রীও তখন চলে গেলেন উপরতলায়, রাস্তার দিকে মুখ করে যে-ঘরটা আছে সে-ঘরে। ঘণ্টাখানেক পর শুনি দরজায় টোকা দিচ্ছে কে যেন। জেগেই ছিলাম, ভাবলাম ফিরে এসেছেন আপনি, তাই নীচে নেমে এসে খুলে দিলাম দরজাটা। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখি, সেই লর্ড দাঁড়িয়ে আছেন।

'আমাকে বললেন তিনি, "নিগ্রোর বাচ্চা নিগ্রো! আমি জানি তোর মনিব এখন বাসায় নেই। কিন্তু ওর বউ আছে। যা, গিয়ে বল্ তোমার মনিবানীকে, ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।"

www.BanglaBook.org

'তাঁর মুখের উপরই দরজা বন্ধ করে দিতাম, কিন্তু তখন আপনার স্ত্রী উঁকি দিলেন উপরতলা থেকে। আমার মনে হয় জানালা দিয়ে সব দেখছিলেন তিনি। আমাকে দরজা বন্ধ করতে না-দিয়ে নীচে নেমে এলেন তিনি সিঁড়ি বেয়ে, আমার কাছে এসে বললেন, "কারি, লর্ড ডেলেরয়কে ভিতরে আসতে দাও। তোমার মনিবের সঙ্গে কিছু ব্যবসায়িক লেনদেন আছে তাঁর, সে-সব নিয়েই আমার সঙ্গে কথা বলতে চান তিনি।"

'শুনলাম, কিন্তু তাঁর কথাগুলো ঠিক বিশ্বাস হলো না আমার। কারণ ভয়ে বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, সাদা হয়ে গিয়েছিল তাঁর চেহারা। যা-হোক, আমি জানি আপনার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়েছেন ওই লর্ড, তাই সরে দাঁড়ালাম দরজা ছেড়ে। কিন্তু এত রাতে এ-রকম একটা ব্যাপার একটুও ভালো লাগেনি আমার, তাই আপনার এই তলোয়ারটা নিয়ে এসে আপনার ফেরার অপেক্ষায় এতক্ষণ ধরে এখানেই দাঁড়িয়ে আছি, হয়তো কাজে লাগতে পারে অস্ত্রটা।'

'ঠিক আছে, দাও আমাকে তলোয়ারটা। এবং আমার সঙ্গে এসো, দেখি ঘটনা কী।'

কারিকে সঙ্গে নিয়ে উঠতে লাগলাম সিঁড়ি বেয়ে। ওর হাতে মোমদানি, তাতে ইটালিয়ান মোমের দুটো জ্বলন্ত মোমবাতি, আর আমার হাতে শিখা-তরঙ্গ। যে-ঘরে ব্ল্যান্শ আছে সে-ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, বাইরে থেকে খোলার চেষ্টা করলাম দরজাটা, কিন্তু পারলাম না। তার মানে ভিতর থেকে আটকে রাখা হয়েছে!

স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশেই, সজোরে কয়েকবার কিল মারলাম দরজায়। ভিতর থেকে দরজাটা খুলে দিল কেউ। সন্দেহ হলো আমার—কেউ কোনো চালাকি করছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে না-ঢুকে বাইরে থেকে দেখে নিলাম ভিতরের পরিস্থিতিটা।

একটা ঝুলন্ত লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে ঘরটা।

www.BanglaBook.org

বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তাই ফায়ারপ্লেসে জ্বলছে আগুন। সেটার পাশে একটা ওক-চেয়ারে মূর্তির মতো বসে আছে ব্ল্যান্‌শ, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত আগুনের দিকে। দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে, কারির হাতে-ধরা মোমবাতির আলোয় দেখল আমাকে। ওর এবং দরজার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন লর্ড ডেলেরয়। তাঁর পরনে বরাবরের মতো চমৎকার পোশাক। তবে আলখাল্লাটা খুলে আগুনের কাছে, একটা টুলের উপর রাখা—সম্ভবত শুকাতে দেয়া হয়েছে। তাঁর কোমরে একটা তরবারি আর একটা খঞ্জর।

ঘরে ঢুকলাম আমি, কারিও ঢুকল আমার পিছন পিছন। বন্ধ করে দিলাম দরজাটা, আটকে দিলাম হুড়কো। তার পর তাকালাম লর্ড ডেলেরয়ের দিকে। 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে এতরাতে এখানে কী করছেন আপনি, লর্ড ডেলেরয়?'

'আশ্চর্য ব্যাপার! আমিও এতক্ষণ ভাবছিলাম তুমি ফিরলে প্রথমেই ওই একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো তোমাকে। তোমার বাড়িতে কী করছে আমার স্ত্রী?'

লর্ড ডেলেরয়ের প্রশ্নটা শুনল ব্ল্যান্‌শ, কিন্তু একটুও বিচলিত হলো না। ঘাড় না-ঘুরিয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'মিথ্যা কথা বলছেন তিনি, হুবার্ট। আমি ওকে বিয়ে করিনি।'

'আপনি কেন এসেছেন এখানে?' আবারও জিজ্ঞেস করলাম লর্ড ডেলেরয়কে।

'সত্যি বলবো? সহ্য করতে পারবে তো? যদি জ্ঞান হারাও তা হলে কিন্তু আমি আবার কোনো সাহায্য করতে পারবো না,' লর্ড ডেলেরয়ের কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ, হাতে-ধরা একটা কাগজ দেখালেন তিনি। 'তোমার জন্য একটা পরোয়ানা নিয়ে এসেছি আমি। বলা ভালো ওই পরোয়ানার একটা অনুলিপি আছে আমার কাছে। আসলটা পেয়ে যাবে আগামীকাল, রাজার অফিসাররা যখন তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে আসবে তখন। সুস্পষ্ট প্রমাণসহ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অভিযোগ আছে, রাজার শত্রু, তার মানে দেশের শত্রুদের সঙ্গে মোটা অঙ্কের লেনদেন আছে তোমার; সুতরাং দেশদ্রোহিতার অভিযোগে আজ বাদে কাল কারাগারে যেতে হবে তোমাকে, এবং অচিরেই ঝুলতে হবে ফাঁসির দড়িতে।' কথা শেষ করে পরোয়ানাটা ছুঁড়ে মারলেন তিনি আমার দিকে।

'এতক্ষণে বুঝতে পারলাম কত বড় শয়তান আপনি,' শীতল কণ্ঠে বললাম। 'রাজার দুই নয়নের মণি, আর আসলে প্রতারক ও চোর; নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো ঘটনা ঘটলেই যে নিজের প্রভাব খাটিয়ে রাজার ক্ষমতা ব্যবহার করে মিথ্যা প্রমাণসহ এত জঘন্য অভিযোগ করতে দ্বিধা করে না যে-কারও বিরুদ্ধে। এসব নতুন কোনো ঘটনা নয়, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এসব ঘটেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে। যা-হোক, আমার অপরাধের মীমাংসা পরে হবে, আগে বলুন, তৃতীয়বারের মতো জিজ্ঞেস করছি, এত রাতে এখানে আমার সদ্যবিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে কী করছেন?'

'তুমি যাকে তোমার স্ত্রী বলছ, বলতে বাধ্য হচ্ছি, সে যৌবনে পা দেয়ার কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে করেছিল আমাকে। এমনকী একটা বাচ্চাও হয়েছিল আমাদের। অবশ্য জন্ম নেয়ার কিছুদিন পরই মারা যায় বাচ্চাটা।'

'ব্ল্যান্‌শ, এসব কি সত্যি?'

'হ্যাঁ, সত্যি,' আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত শীতল কণ্ঠে জবাব দিল সে, 'তবে বিয়ের ব্যাপারটা বাদে। তাঁকে বিয়ে করার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না, তিনিই প্রতারণা করেছেন আমার সঙ্গে। এমনকী যে-যাজক আমাদের বিয়ে পড়িয়েছেন তাঁকেও হাত করেছিলেন তিনি।'

হা হা করে হাসলেন লর্ড ডেলের। 'মাস্টার হুবার্ট, তুমি বড় ব্যবসায়ী, ব্যবসার খাতিরে তোমাকে অনেক জায়গায় যেতে হয়েছে, অনেকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। নিশ্চয়ই জানো, মেয়েরা যখন ফাঁদে পড়ে যায়, মানে কুকর্ম করে ধরা পড়ে, তখন

www.BanglaBook.org

নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণিত করার মতো কোনো যুক্তিই থাকে না ওদের কাছে। আমি যদি স্বীকারও করি যে, সব নিয়মকানুন মেনে আমাদের বিয়ে হয়নি, তা হলে ব্ল্যান্‌শের স্বীকারোক্তিটাও কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ না—একটা বাচ্চা হয়েছিল আমাদের। এখন কথা হচ্ছে, বাচ্চা তো আর এমনি এমনি হয় না, তা-ই না? যা-হোক, এখানে আসার পর চমৎকার একটা কথা জানতে পারলাম ব্ল্যান্‌শের কাছ থেকে—বিয়ের আগেই নাকি দলিল করে তোমার সব সম্পত্তি আর টাকাপয়সা দিয়ে দিয়েছ ওকে। কাল তোমাকে ধরতে আসবে রাজার সৈন্যরা, দু'দিন পর তুমি ঝুলবে ফাঁসিতে, তখন নতুন দলিল করিয়ে নেবো আমি যাতে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে আমাকে সব সম্পত্তি দিয়ে দেবে ব্ল্যান্‌শ। ...তোমার জন্য আসলে খারাপই লাগছে আমার। এত ভালোবেসে যাকে বিয়ে করলে সে কিনা তোমার সব সম্পত্তি দিয়ে দেবে আমাকে এবং যাকে এত বিশ্বাস করলে সে আগেই নিজের সতীত্ব বিকিয়ে দিয়েছে আমার কাছে!'

রাগে মাথা খারাপ হয়ে গেল আমার। চিৎকার করে বললাম, 'ড্র করো!' একটানে খাপ থেকে বের করেছি শিখা-তরঙ্গ।

'কার সঙ্গে লড়াই করবো আমি?' লর্ড ডেলেরয়ের কণ্ঠের উপহাস যায়নি, 'একটা নীচ সুদখোরের সঙ্গে? কী দায় পড়েছে আমার তাকে হত্যা করার? আজ বাদে কাল এমনিতেই মরবে সে।'

'চোর, পারলে হাতে নে তোর তলোয়ার, আর না-পারলে মর্ আমার হাতে। আর একটা কথা জেনে রাখ্, যত বড় যোদ্ধাই হোস্ না কেন তুই, যদি দেবদূতও আসে, আমি না-মরা পর্যন্ত এই ঘর থেকে তোকে বের করতে পারবে না কেউ।'

'এবং আমি না-মরা পর্যন্তও,' নিজের দেশীয় কায়দায় বাউ করে শান্ত কণ্ঠে বলল কারি। তারপর এক ঝটকায় সরিয়ে দিল পোশাকের উপর পড়ে থাকা আলখাল্লাটা। তখন প্রথমবারের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মতো দেখলাম, বুকের কাছে চামড়ার একটা বেল্ট দিয়ে, অর্ধেক তরবারি আর অর্ধেক খঞ্জরের মতো লম্বা একটা অস্ত্র বেঁধে রেখেছে সে। মোমবাতির আলোতেই বোঝা গেল জিনিসটা খাঁটি ইস্পাতের; নিয়মিত শান দেয়ার কারণে একদিকের প্রান্ত প্রচণ্ড ধারালো।

'ওহ!' আর্তনাদ করে উঠলেন লর্ড ডেলেরয়, 'এতক্ষণে বুঝতে পারলাম আসলে ফাঁদে ফেলা হয়েছে আমাকে। ব্ল্যান্‌শ আমাকে বলল রাত পোহানোর আগে হুবার্টের ফিরে আসার কোনো সম্ভাবনাই নাকি নেই; অথচ এখন দেখি মাঝরাতের আগেই হাজির হয়ে গেছে সে, সঙ্গে আবার এক ভিনদেশী ডাকাতকেও নিয়ে এসেছে! ...এই চালাকির জন্য উপযুক্ত শাস্তি হবে তোর, কুত্তী!'

কথা বলতে বলতে এদিকে-সেদিকে তাকাচ্ছিলেন লর্ড ডেলেরয়, পালানোর উপায় খুঁজছিলেন আসলে। আমাকে দরজায় হুড়কো আটকাতে দেখেছেন তিনি, তাই একছুটে গিয়ে হাজির হলেন জানালার কাছে—বোধহয় ইচ্ছা ছিল পাল্লা টপকে বাইরে বের হয়ে লাফ দেবেন নীচে, অথবা সাহায্যের জন্য চিৎকার করবেন। কিন্তু এ-রকম কিছু ঘটতে পারে আগেই অনুমান করে নিয়ে হাতের মোমদানি একটা টেবিলের উপর রেখে প্রস্তুত হয়ে ছিল কারি; খাটাশ যেভাবে তার শিকারের পিছু ধাওয়া করে তার চেয়েও দ্রুতগতিতে গিয়ে হাজির হলো সে জানালা আর লর্ড ডেলেরয়ের মাঝখানে, দৌড়াতে দৌড়াতেই বের করে ফেলেছে ওর ভয়ঙ্কর সেই অস্ত্রটা। থমকে দাঁড়িয়ে যেতে বাধ্য হলেন লর্ড ডেলেরয়, ওর গলায় সেই অস্ত্রটা দিয়ে সামান্য একটু খোঁচা দিল কারি, আত্মরক্ষার তাগিদে তখন কোমরে-ঝোলানো চোখা মাথার আর দুই দিকে ধারওয়ালা তরবারিটা একটানে খাপমুক্ত করলেন লর্ড। আবারও চিৎকার করে বললেন, 'এই কালো কুত্তাটাকে সবার আগে মারতে হবে আমার, বুঝেছি।' জানালার কাছ থেকে

www.BanglaBook.org

কিছুটা সরে এসে পজিশন নিলেন ঘরের এককোনায়।

'কারি,' আদেশ করলাম আমি, 'সরে এসো জানালার কাছ থেকে। আর ওই লোকটাকে ছেড়ে দাও আমার হাতে।'

আদেশ মান্য করল কারি। লর্ড ডেলেরয়ের মুখোমুখি, ফায়ারপ্লেস আর দরজার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ালাম আমি। চেয়ারের উপর ঘুরে বসল ব্ল্যান্‌শ, তাকাল আমাদের দিকে, একটা কথাও নেই ওর মুখে। লর্ড ডেলেরয়কে আপাদমস্তক দেখলাম, তারপর জানি না কেন, হয়তো প্রচণ্ড ক্রোধ বা মাত্রাতিরিক্ত বিরক্তির কারণে, হেসে ফেললাম হা হা করে। অসিচালনায় আমার যে-দক্ষতা, একজন কেন, দশজন ডেলেরয় এলেও একটা খোঁচাও দিতে পারবে না আমার শরীরে, বরং দশজনকেই হত্যা করতে পারবো অবলীলায়। কিন্তু কোনোরকম কৌশল খাটাতে গেলাম না আমি, সরাসরি এগিয়ে গেলাম লর্ড ডেলেরয়ের দিকে, মাথার উপর শিখা-তরঙ্গ উঁচু করে ধরে সর্বশক্তিকে কোপ মারলাম তাঁর মাথা লক্ষ্য করে। ডান হাতে ধরা তরবারি আর বাঁ হাতটা উঁচু করে আমার আঘাত ঠেকাতে গেলেন তিনি। তাঁর হাতের কব্জিতে গিয়ে আঘাত করল আমার তরবারি, পাঁচ আঙুলের কমপক্ষে দশটা ঝকঝকে আংটিসহ সেই কব্জি হাত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পড়ল মেঝেতে।

আবারও মাথার উপর তুললাম আমি তরবারিটা, আবারও কোপ মারলাম লর্ড ডেলেরয়ের মাথায়। এবার আর ঠেকাতে পারলেন না তিনি। তাঁর খুলি দু'ভাগ হয়ে গেল, বেরিয়ে পড়ল ঘিলু, ওই অবস্থাতেই মারা গেলেন তিনি, তারপর কাটাগাছের মতো আছড়ে পড়লেন মেঝের উপর।

তাকালাম কারির দিকে, দেখলাম মুচকি মুচকি হাসছে সে। যে-টুলের উপর লর্ড ডেলেরয়ের আলখাল্লাটা ছিল সে-টুলের দিকে এগিয়ে গেল সে, নিয়ে এল আলখাল্লাটা। তারপর ঢেকে দিল লর্ড ডেলেরয়ের মৃতদেহ। এমন সময় কে যেন অস্ফুটকণ্ঠে আর্তনাদ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে উঠল ফায়ারপ্লেসের কাছে থেকে, চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি, কিছু একটা হয়েছে ব্ল্যান্‌শের। একছুটে গেলাম ওর কাছে। কিন্তু লণ্ঠনের আলোয় যা দেখলাম, তাতে থমকে দাঁড়িয়ে যেতে হলো আমাকে।

ব্ল্যান্‌শের পরনের সাদা পোশাকের বুকের বাঁ দিকটা লাল হয়ে গেছে, কারণ সেখানে আমূল বিঁধে আছে একটা খঞ্জর! ওর ক্ষতের ঠিক উপরেই আটকানো আছে আমার সেই অলঙ্কার।

হাত বাড়িয়ে ধরতে চাইলাম আমি খঞ্জরটা, কিন্তু মাথা নেড়ে আমাকে থামিয়ে দিল ব্ল্যান্‌শ। দূরে সরে যেতে ইশারা করল।

'ছুঁয়ো না আমাকে,' ফিসফিস করে বলল সে। 'এখন পৃথিবীর আর কোনো ডাক্তারের ক্ষমতা নেই আমাকে বাঁচায়। তুমি যদি খঞ্জরটা টেনে বের করো তা হলে আরও বেশি রক্তপাত হবে, ফলে আরও তাড়াতাড়ি মরবো আমি। আমার এখন সময়ের খুব দরকার, কারণ মরার আগে কয়েকটা কথা বলে যেতে চাই তোমাকে।

'হুবার্ট, বিশ্বাস করো বা না-করো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে অনেক খারাপ কাজ করেছি, কিন্তু ভেবেছিলাম বিয়ের পর সব ছেড়ে দেবো, সতী আর পতিব্রতা স্ত্রী হিসেবে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবো তোমার সঙ্গে। আফসোস, পারলাম না। আমি তখন শৈশব কাটিয়ে যৌবনের সন্ধিক্ষণে, প্রতারণা করে আমাকে বিয়ে করলেন লর্ড ডেলেরয়, কিছু বুঝে উঠার আগেই দেখি আমি তাঁর বউ হয়ে গেছি। মেনে নিতে হলো আমাকে। বিয়ের পর দেখলাম, আমার শরীরটাই তাঁর কাছে মুখ্য, ভালোবাসা-টালোবাসা সব বাজে কথা। আবারও মেনে নিলাম। আরও পরে দেখলাম, অন্য একাধিক নারীর প্রতিও তাঁর আসক্তি আছে—হয়তো আমারই মতো তাদেরকেও বিয়ে করেছিলেন কখনও-না-কখনও, অথবা মেয়েদের শরীর নিয়ে খেলা করাটা তাঁর স্বভাব। এটাও মেনে

www.BanglaBook.org

নিলাম। তিনি আসলে গভীর জলের মাছ, তাঁকে কোনোদিনও ঠিকমতো বুঝতে পারিনি আমি। বাবা টের পেয়েছিলেন কিছু কিছু, কিন্তু তাঁরও কিছু করার ছিল না। সৎ মানুষ, খাঁটি মনের মানুষ হিসেবে এক তোমার দেখা পেয়েছিলাম, তাই তুমি যখন আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তখন সব কথা বলতে চেয়েছিলাম তোমাকে। কিন্তু তুমি সব দেখেও কিছুই দেখলে না, আমি বলতে চাইলাম তারপরও শুনলে না। হাল ছেড়ে দিলাম, মেনে নিলাম ভাগ্যে যা আছে তা-ই হবে; তাকিয়ে দেখো আমার দিকে কী ছিল আমার ভাগ্যে!

'হুবার্ট, তোমার জায়গায় যদি অন্য কেউ থাকত তা হলে কোনোদিনও বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হতাম না, কারণ আমি কলঙ্কিনী। তা হলে তোমার প্রস্তাবে রাজি হলাম কেন? ওই যে বললাম, তোমাকে ভালোবাসি; তোমার কথা শুনে এত ভালো লেগেছিল যে, আমার অবুঝ মনকে মানাতে পারিনি। তা ছাড়া ভেবেছিলাম, তোমার কাছে নিরাপত্তা পাবো—তোমার সঙ্গে জঘন্য প্রতারণা করেছেন লর্ড ডেলেরয়, চক্ষুলজ্জার খাতিরে হলেও আর কোনোদিন এসে দাঁড়াবেন না তিনি আমাদের সামনে। আমাদের বিয়ের রাতেই যে তিনি খবর পেয়ে তিনি চলে আসবেন ফ্রান্স থেকে কল্পনাও করতে পারিনি।

'ঘরে ঢুকেই আমার উপর চড়াও হলেন তিনি, বার বার জানতে চাইলেন তোমাকে বিয়ে করে কত টাকা পেয়েছি। যে যে-রকম তার চিন্তাভাবনাও সে-রকম—তিনি ভেবেছিলেন টাকার জন্য তোমাকে বিয়ে করেছি আমি। ক্রমাগত জেরায় অতিষ্ঠ হয়ে শেষপর্যন্ত তাঁকে বলি দিই, বিয়ের আগে দলিল করে আমাকে তোমার সব সম্পত্তি দিয়ে দিয়েছ তুমি। তখন আমার মন ভোলানোর চেষ্টা করেন তিনি। বলেন, আগে যা হয়ে গেছে তা ভুলে যাওয়াই ভালো, সব নাকি নতুন করে শুরু করতে পারবো আমরা। তুমি নাকি দেশদ্রোহী, আজ বাদে কাল ফাঁসি হবে

www.BanglaBook.org

তোমার, তাই আমার ভালোর জন্যই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে রাজি আছেন তিনি। এরপর কী ঘটল তা তো নিজের চোখেই দেখলে।

'আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমার, এবং তা-ই করেছি আমি। পরোয়ানা জারি করা হয়েছে তোমার নামে, বাকি জীবন পালিয়ে বাঁচতে হবে তোমাকে, আমার সব অপকর্মও ফাঁস হয়ে গেছে, তাই তোমার সঙ্গে থাকতেও পারতাম না মনে হয়। ভালোই হলো—আমার মতো এক কলঙ্কিনীকে বোঝা হিসেবে কাঁধে করে বয়ে বেড়াতে হবে না তোমাকে। এখনও সময় আছে হুবার্ট, পালাও, নিরাপদ কোনো জায়গায় চলে যাও, আমার চেয়ে অনেক ভালো কোনো মেয়েকে বিয়ে করে সুখী হও। মনে রেখো, লর্ড ডেলেরয়ের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা কিন্তু কম না, তা ছাড়া তাঁকে আপন ভাইয়ের মতো দেখেন আমাদের রাজা। সুতরাং তাঁর মৃত্যুটা সহজভাবে নেবেন না তাঁরা। পালাও, হুবার্ট, পালাও! আর যদি সম্ভব হয় ক্ষমা করে দিয়ো আমাকে। ...বিদায়!'

এমনিতেই ক্ষীণ কণ্ঠে কথা বলছিল ব্ল্যান্‌শ, এবং যত কথা বলছিল ওর কণ্ঠ আরও ক্ষীণ হচ্ছিল, শেষ শব্দটা উচ্চারণ করামাত্র মারা গেল সে।

ব্ল্যান্‌শ অ্যালেসের সঙ্গে আমার বিবাহিত জীবনের সমাপ্তি ঘটল এভাবেই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

## দ্বিতীয় খণ্ড

### এক

একেবারে নিথর হয়ে গেছে ওরা দু'জন। কয়েক মুহূর্ত আগেও হাসছিল, কথা বলছিল, এখন জীবনের কোনো চিহ্নই নেই কারও শরীরে। মেঝেতে উপুড় হয়ে পড়ে আছেন লর্ড ডেলেরয়, আর ওক কাঠের চেয়ারটাতে ব্ল্যান্শের নিষ্প্রাণ দেহ। বেঁচে আছি আমরা দু'জন—আমি আর কারি; ঘটনার আকস্মিকতায় আমরাও নিথর হয়ে গেছি যেন। কারির দিকে তাকালাম। কবরের উপরে বানানো পাথরের মূর্তির মতো হয়ে গেছে ওর চেহারা, বড় বড় চোখ দুটো শুধু ঝকঝক করছে—যেন আগেই জানত এ-রকম কিছু ঘটবে, আর সত্যিই সে-রকম ঘটে যাওয়ায় কিছুটা হলেও আনন্দিত।

আমার কথা যদি বলি, বিভিন্ন রকমের আবেগে আমার ভিতরটা আন্দোলিত হচ্ছে থেকে থেকে। এতদিন ধরে ভালোবেসেছি যে-মেয়েকে, নিছক এক দুর্ঘটনার মাধ্যমে তাকে বিয়ে করতে পারলাম, আর বাসররাতেই আমার কাছ থেকে চিরবিদায় নিল সে। একক প্রচেষ্টায় হয়তো কোনোদিনই এত সহায়-সম্পত্তির মালিক হতে পারতাম না, কপালগুণে এসব পেয়ে আবার কপালদোষেই সব হারাতে হচ্ছে আমাকে, এক লহমায়। ভবঘুরেমি আর বিদ্রোহ ছিল আমার রক্তে, অনেক অনেকদিন পর সে-সব টের পাচ্ছি আবার, কারণ আমারই তরবারির আঘাতে

www.BanglaBook.org

মরে পড়ে আছেন লর্ড ডেলেরয়ের মতো শয়তান একটা মানুষ। চোখের সামনে আত্মহত্যা করেছে আমার প্রিয়তমা, কাদামাটির মূর্তির মতো নিষ্প্রাণ সে এখন, আর কোনোদিন আমাদের দেখা হবে কি না জানি না। সব ছিল আমার, সব কিছু, অন্তত থাকার কথা ছিল, অথচ এখন কিছুই নেই–আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। যে-ঝড় চলছে বাইরে, টের পাচ্ছি সেই ঝড়ের চেয়েও ভয়াবহ কোনো ঝড় এসে এলোমেলো করে দিয়ে গেছে আমার জীবনটাকে, মরে গেছি আমি ভিতরে ভিতরে, রক্তমাংস নিয়ে বেঁচে আছে শুধু বাইরের শরীরটা। মনের ভিতরে বার বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে মামা জন গ্রিমারের সেই কথাটা, 'শূন্যতা, সব কিছুই আসলে শূন্যতা!'

কারিই মুখ খুলল প্রথমে; অদ্ভুত শান্ত গলায়, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, 'যা হয়েছে ভালোই হয়েছে, যদিও আপনি কোনোদিনই হয়তো মেনে নিতে পারবেন না এই ঘটনা। এই দেশটা, আসলে পুরো পৃথিবীটাই সম্ভবত, বর্বরদের কব্জায় চলে গেছে; ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা করাটা ভুল একটা কাজ।' আমার নামে জারি করা পরোয়ানাটা দেখাল সে ইঙ্গিতে। 'আপনার মৃত্যু-পরোয়ানা। কী করবেন এখন? পালানো ছাড়া তো আর উপায় দেখি না।'

কথায় আছে, অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। যা ঘটল তা ভালো না মন্দ জানি না, শুধু জানি আমার মাথা কাজ করছে না। শূন্যদৃষ্টিতে তাকালাম কারির দিকে। 'পালিয়ে কোথায় যাবো? আর পালাবোই বা কেন? আমি তো কোনো অপরাধ করিনি? আরও বড় কথা, বেঁচে থাকার কোনো ইচ্ছা আমার আর নেই, যত তাড়াতাড়ি মরতে পারি ততই ভালো।'

'আপনাকে পালাতেই হবে। কারণ আপনি এখনও বেঁচে আছেন, এবং কেউ কয়েদ করেনি আপনাকে। আজ আপনার জীবনে অনেক দুঃখ, কিন্তু আগামীকাল তো এরচেয়েও বেশি সুখ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসতে পারে? আমি মেয়েদেরকে ঘৃণা করি, কারণ আমি জানি মেয়েদের পিছনে গেলে কত খারাপ অবস্থা হয় পুরুষদের। আজ যে-তিক্ত অভিজ্ঞতা হলো আপনার তা অনেক আগেই আমার হয়েছে। আমি অনেক ভেবেছি এই ব্যাপারটা নিয়ে, এবং এ-রকম কিছু হলে কী করতে হবে তা-ও ঠিক করে রেখেছি। আমার পরামর্শ শুনবেন?'

'বলো।'

'সমুদ্রযাত্রার জন্য একেবারে প্রস্তুত অবস্থায় আছে আপনার ব্ল্যান্‌শ জাহাজটা। চলুন, আপনি আর আমি গিয়ে উঠে পড়ি ওই জাহাজে, সকাল হওয়ার আগেই চলে যাই এই দেশ ছেড়ে। যা কিছু আছে আপনার এই দেশে, আজ বাদে কাল সব দখল হয়ে যাবে; তাই সবকিছু ছেড়েছুড়ে চলে যেতে অসুবিধাটা কী? বেঁচে থাকলে এসব আবারও জুটতে পারে আপনার ভাগ্যে। চলুন। ...না, না, এক মিনিট, একটু দাঁড়ান।'

মেঝেতে পড়ে-থাকা লর্ড ডেলেরয়ের মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল সে। দ্রুতহাতে খুলে ফেলল তাঁর টিউনিক, তারপর পরল নিজে। লর্ড ডেলেরয়ের তরবারিটাও নিয়ে নিল, ঝুলাল কোমরে। মেঝে থেকে তুলে নিল আমার "মৃত্যু-পরোয়ানা", ফায়ারপ্লেসের আগুনে ফেলে দিল সেটা। নিভিয়ে দিল জ্বলন্ত লণ্ঠনটা, তারপর মোমদানি থেকে খুলে নিয়ে একটা মোমবাতি দিল আমার হাতে, আরেকটা রাখল নিজে।

দরজা দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার আগে উঁচু করে ধরলাম মোমবাতিটা, শেষবারের মতো তাকালাম ব্ল্যান্‌শের পাংশু চেহারার দিকে। জানি, আর যে-ক'দিন বেঁচে আছি, ভুলতে পারবো না ওই চেহারাটা।

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তালা মেরে দিল কারি। তারপর আমাকে নিয়ে গেল আমার ঘরে। হেস্টিংসের পাহাড়ে যে-ফরাসি নাইটকে হত্যা করেছিলাম আমি তার বর্মটা রাখা আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই ঘরে। তাড়াহুড়ো করে বর্মটা আমাকে পরিয়ে দিল কারি। এরপর, লণ্ডনের ব্যবসায়ীরা প্রায়ই পরে এ-রকম একটা আলখাল্লা বের করল সে আলমারি থেকে, বর্মের উপর দিয়ে পরিয়ে দিল সেটা। কাপবোর্ড থেকে নিয়ে এল আমার বিশাল কালো ধনুক আর তূণ এবং এক থলে ভর্তি সোনার বেশ কিছু টুকরো। ওর সেই চামড়ার থলেটাও নিল—ওকে যখন জেটিতে পেয়েছিলাম তখন এই থলেটা ছিল ওর সঙ্গে।

তারপর ডাইনিংরুমে গিয়ে হাজির হলাম আমরা দু'জনে। একটা কাপে কিছু মদ ঢেলে আমার দিকে বাড়িয়ে দিল কারি, ছোট ছোট চুমুকে খেতে লাগলাম। সে নিজেও নিল এক কাপ। কিছু খাবো কি না জানতে চাইল, কিন্তু এখন কোনো খাবার গলাধঃকরণ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

বাড়ি থেকে বের হলাম আমরা, গিয়ে ঢুকলাম আস্তাবলে। বেশ শক্তিশালী দেখে দুটো ঘোড়া বাছাই করলাম, জিন চড়ালাম সেগুলোর পিঠে। তারপর পিছনের উঠান ধরে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। রাত তখন গভীর, ঘুমিয়ে আছে সবাই, তাই আমাদেরকে দেখতে পেল না কেউ। তা ছাড়া আবহাওয়াও সুবিধার নয়, তাই রাস্তা পুরোপুরি ফাঁকা।

আমার মনে হাজারটা চিন্তা, তাই বলতে পারবো না কতক্ষণ পর গিয়ে হাজির হলাম জেটিতে। আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে একবার মনে হলো মা যেন বলছেন আমাকে, 'সাহস হারিয়ো না। যতক্ষণ ওই ধনুক আর তলোয়ার আছে তোমার সঙ্গে ততক্ষণ কোনো ক্ষতি হবে না তোমার। ভবঘুরেমি লেখা ছিল তোমার নিয়তিতে, তুমি এড়াবে কীভাবে? আর মনে রেখো, কেউ একজন মারা গেলেই কিন্তু পৃথিবী থেকে সব ভালোবাসা মুছে যায় না। যদি প্রেম চাও, ধৈর্য ধরো; আবার কেউ হয়তো আসতে পারে তোমার জীবনে।'

ওই কথাগুলো শুনে, বলা ভালো নিজেকে কথাগুলো শুনিয়ে

www.BanglaBook.org

কিছুটা হলেও স্বস্তি পেলাম, কিছুটা হলেও আশা জাগল মনে। কিছুক্ষণ আগেও মনে হচ্ছিল মরে যাওয়াটাই বোধহয় সবচেয়ে ভালো আমার জন্য, আর এখন মনে হচ্ছে বাঁচতে চাই আমি আর দশজন মানুষের মতো, কারণ আমি কোনো অপরাধ করিনি। নিশ্চয়ই এই পৃথিবী, অন্ধকার কবরের চেয়ে অনেক সুন্দর; এবং নিশ্চয়ই সময়, মনের ঘা'র সবচেয়ে কার্যকরী মলম। সময় যত যাবে তত নতুন নতুন ঘটনা ঘটবে আমার জীবনে এবং আজ যে-দুঃখ আমি পেয়েছি, তা কিছুটা হলেও ভুলতে পারবো একদিন।

যা-হোক, জেটিতে পৌঁছে একটা ছাউনির দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। আস্তাবল হিসেবে ব্যবহৃত হয় ওই ছাউনি। বিট আর জিন খুলে নিলাম ঘোড়া দুটোর পিঠ থেকে যাতে খড়-বোঝাই একটা তাক থেকে খড় খেতে পারে ওগুলো। বোবা জন্তু দুটোর প্রতি আমার এই মায়া দেখে নিজের কাছেই মনে হলো, আমার স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি আবার ফিরে আসছে।

কয়েক ঘণ্টা আগে যে-নৌকায় করে ব্ল্যান্‌শ থেকে ফিরে এসেছিলাম জেটিতে, সেটা যেদিকে বাঁধা আছে সেদিকে গেলাম আমরা দু'জন। আকাশে মেঘ আর চাঁদের লুকোচুরি খেলা চলছে। খোলা সাগরে, তীর থেকে অনতিদূরে, নিরাপদেই ভাসছে আমার ব্ল্যান্‌শ।

ঝড়ের সময় প্রচণ্ড জোরে বাতাস বইছিল, এখন আর সে-রকম নেই। জেটিতে বেঁধে-রাখা নৌকাটা মাত্র দু'জন লোকের জন্য অনেক বড় হয়ে যায় আসলে; তার পরও যথেষ্ট সময় নিয়ে, ধীরেসুস্থে, শরীরের অনেকখানি শক্তি খরচ করে গিয়ে হাজির হলাম আমরা জাহাজটার কাছে। ঝুলন্ত দড়ির-মই বেয়ে উঠে পড়লাম উপরে।

জাহাজে একজন মাত্র নাবিক ছিল পাহারায়, আমাদেরকে দেখে বলতে গেলে হাঁ হয়ে গেল সে। কিন্তু যেহেতু মালিক নিজেই এসে হাজির হয়েছে, তাই এত রাতে কী করতে গিয়েছি

www.BanglaBook.org

আমি সে-ব্যাপারে কিছুই জিজ্ঞেস করল না। ওঁর সাহায্যে, গুণ টানার দড়ি দিয়ে, নৌকাটা বেঁধে ফেলা হলো জাহাজের স্টার্নের সঙ্গে।

নিজের কেবিনেই ঘুমিয়ে ছিলেন ক্যাপ্টেন, গিয়ে জাগালাম তাঁকে। সংক্ষেপে বললাম, 'ঝড় নেই এখন আর, বাতাসের গতি স্বাভাবিক, সমুদ্রও শান্ত হয়ে গেছে প্রায়। সুতরাং এই মুহূর্তে রওনা দিতে চাই আমি।'

আমার কথা শুনে একদৃষ্টিতে আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি। বোধহয় ভাবছেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার, কারণ বাসররাতে বউকে একলা ফেলে জাহাজ নিয়ে উত্তাল সাগর পাড়ি দিতে চায় কেউ—এ-রকম কথা সম্ভবত শোনেননি আগে কখনও।

'আপনার জাহাজ, সার,' আমার কথার জবাবে বললেন তিনি, 'আপনি যখন খুশি যেখানে খুশি যাবেন। কিন্তু আমার মনে হয় ভোরের আলো ফোটার অপেক্ষা করলে ভালো হয়। তা ছাড়া নাবিকরা প্রায় সবাই জেটির সরাইখানায় আছে।'

'এক মুহূর্তও অপেক্ষা করার সময় নেই আমার।'

'কেন, সার?' যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইলেন ক্যাপ্টেন।

'দেশের খুব জরুরি একটা কাজে, রাজার আদেশে এখনই রওনা দিতে হবে আমাকে। দক্ষিণ সাগরে অবস্থান করছে তাঁর কয়েকজন দূত, তাঁদের কাছে খুবই জরুরি কিছু চিঠি পৌঁছে দিতে হবে। আমার এই কাজের উপর নির্ভর করছে ইউরোপের দুই দেশের মধ্যে শান্তি অথবা যুদ্ধ। এর বেশি কিছু বলা যাবে না আপনাকে। এখন যান, গিয়ে আপনার লোকদেরকে খবর দিয়ে নিয়ে আসুন। আর মনে রাখবেন, রাজার আদেশ অমান্য করার শাস্তি একটাই—ফাঁসি।'

আমার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন, ডেকে

www.BanglaBook.org

পাঠালেন জাহাজের সব নাবিককে। ইতোমধ্যে মাতলামি কেটে গেছে অনেকেরই; ওরা হাজির হওয়ার পর আমি কী করতে চাই তা সংক্ষেপে জানালেন তিনি। শুনে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করে বিড়বিড় করতে লাগল ওরা। তখন বললাম, যা বেতন দিই ওদেরকে, এখনই রওনা করলে তার দ্বিগুণ দেবো; শুনে আর দেরি করল না কেউ, নোঙর তুলে নিয়ে পাল খাটিয়ে দিল।

বার বার মনে হচ্ছে আমার, দেরি করে ফেলেছি। কারণ রাতের অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে, কয়েকজন লোক লণ্ঠন হাতে হাজির হয়ে গেছে জেটিতে, কাকে যেন খুঁজছে, নাবিকরা যে-সরাইখানায় ছিল তল্লাশি চালাচ্ছে সেখানে।

এই এলাকার সাগর সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন ক্যাপ্টেন; অগভীর সমুদ্র থেকে গভীর সমুদ্রে নিরাপদেই বের করে নিয়ে এলেন তিনি ব্ল্যান্শকে। সকাল হওয়ার আগেই টিলবারি ছাড়িয়ে চলে এলাম আমরা। কিন্তু ওই সময় নাগাদ বাতাসের বেগ গেল বেড়ে, ঢেউ বাড়তে শুরু করল, দেখে আবারও ঘাবড়ে গেল নাবিকরা। ক্যাপ্টেনসহ ওরা এসে হাজির হলো আমার কাছে, বলল এই আবহাওয়ায় খোলা সাগরে থাকার মানে আত্মহত্যা করা। এই মুহূর্তে নোঙর ফেলা উচিত আমাদের, অথবা ফিরে যাওয়া উচিত জেটিতে।

বলা বাহুল্য, এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক কান দিয়ে বের করে দিলাম ওদের প্রস্তাব। তখন কিছু একটা বলার জন্য আমাকে জাহাজের সামনের দিকে ডেকে নিয়ে গেল কারি। কথা বলছি ওর সঙ্গে, হঠাৎ টের পেলাম, দুলছে জাহাজটা, ঢেউ-এর দুলুনির সঙ্গে তাল রেখে এঁকেবেঁকে এগোচ্ছে সামনের দিকে, বোঝা গেল হাল ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে দৌড় দিলাম। জাহাজের পিছনের দিকে গিয়ে দেখি, যে-নৌকায় চড়ে এসেছিলাম আমি আর কারি, সে-নৌকা খুলে নিয়ে সাগরে নেমে পড়েছেন ক্যাপ্টেন, সঙ্গে সব নাবিক,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঢেউ আরও বাড়ার আগেই তীরে ফিরে যাচ্ছে সবাই। এই ঘটনা দেখে হেসে ফেলল কারি, যেন একটুও আশ্চর্য হয়নি; আর রাগে ফেটে পড়লাম আমি। চিৎকার করছি, অভদ্র আর কাপুরুষ বলে গাল দিচ্ছি নাবিকদেরকে। ক্যাপ্টেন মনে হয় আমার কথা শুনতে পেয়েছেন, কারণ লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন তিনি। কিন্তু বাকিদের মধ্যে কোনো বিকারই নেই, সমানে দাঁড় টানছে সবাই–আবহাওয়া আরও খারাপ হওয়ার আগেই তীরের যত কাছে পারে পৌঁছাতে চায়। একসময় দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল ওরা–বিশাল বিশাল ঢেউ-এর কারণে আর দেখতে পেলাম না ওদেরকে।

ঘুরে তাকালাম কারির দিকে। 'কী করবো আমরা এখন? ফিরে যাবো জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে? নাকি এগিয়ে যাবো সামনের দিকে?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল কারি। তারপর বলল, 'ফিরে গেলে রাজার লোকদের হাতে একদিন না একদিন ধরা পড়তেই হবে আপনাকে। অর্থাৎ আপনার জন্য ফিরে যাওয়া মানে নিশ্চিত মরণ। আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, আমিও ঈশ্বরে বিশ্বাস করি; দু'জনের ঈশ্বরের নাম আলাদা কিন্তু তিনি আসলে একজন। আমি বলবো, ভরসা রাখুন তাঁর উপর; আমাদেরকে বাঁচিয়েও দিতে পারেন তিনি। আর যদি না-দেন, যদি পানিতে ডুবে মরি আমরা, তা হলে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে মরার চেয়ে অনেক ভালো হবে।'

ভেবে দেখলাম, ভালো কথা বলেছে কারি।

জাহাজ চালানোর তেমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই আমার, তার পরও এগিয়ে গেলাম হালের দিকে, হাত রাখলাম হাতলে। একবার ডানে পরেরবার বাঁয়ে যাচ্ছিল জাহাজটা; শক্ত করে ধরলাম হাতল, এবার নাক বরাবর সোজা এগোচ্ছে। জোরালো বাতাসের কারণে আমাদের গতি বেশ ভালোই বলা যায়; যত এগোচ্ছি তত যেন চওড়া হচ্ছে সমুদ্র, দূর থেকে আরও দূরে সরে

www.BanglaBook.org

যাচ্ছে তীর। আরও গভীর সমুদ্রে চলে এলাম আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই।

জাহাজে, হাল থেকে কয়েক ফুট দূরেই একটা ডেকহাউস–নিরেট ওক কাঠ দিয়ে বানানো, জায়গায় জায়গায় পুরু লোহার বেড় দেয়া। নাবিকরা সাধারণত খাওয়াদাওয়া করে এখানে। পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার আর মদ আছে সেখানে, আমি আর কারি পালাক্রমে গিয়ে খেয়ে নিলাম। যখন আমি খেতে গেলাম তখন হাল ধরল কারি। খাওয়া সেরে ভারী বর্ম আর আলখাল্লাটা খুলে ফেললাম, সমুদ্রে ভ্রমণের উপযোগী যে-সব পোশাক পরে নাবিকরা সেগুলো খুঁজে বের করে পরলাম, পায়ে দিলাম গ্রিজ লাগানো লম্বা লম্বা বুট। কাজ শেষে ফিরে এসে হাল ধরলাম আবার, কারিকে পাঠালাম পোশাক পাল্টানোর জন্য।

একসময় ভূখণ্ড বলতে আর কিছু বাকি থাকল না চোখের সামনে। যেদিকে তাকাই শুধু পানি আর পানি, বিশাল বিশাল সব ঢেউ। কোন্‌দিকে যাবো জানি না–সমুদ্র সম্পর্কে গভীর জ্ঞান নেই আমার; বাতাস আর ঢেউয়ের ধাক্কায় জাহাজ যেদিকে যাচ্ছে যাক, আমি শুধু হাল ধরে আছি। তবে ব্ল্যান্‌শের উপর ভরসা আছে আমার; জাহাজটা নতুন আর শক্তিশালী, আমার যতগুলো জাহাজ আছে, (আছে না-বলে বোধহয় ছিল বললে ঠিক হয়) সেগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো। উপরন্তু, নৌকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার আগে জাহাজের হ্যাচ বন্ধ করে দিয়ে গেছে নাবিকরা; তাই বড় রকমের ঝড় না-উঠলে ক্ষতির তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। আপাতত গতি ভালো আমাদের, পানি কেটে হাঁসের মতো এগোচ্ছি তরতর করে।

আমাদের সমুদ্রযাত্রার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে আমার এই কাহিনি অকারণে দীর্ঘ করার মানে হয় না। তাই ওই বর্ণনা আমি দেবো না। তা ছাড়া সব কথা ঠিকমতো মনেও নেই আমার। শুধু মনে আছে, দিনের পর দিন সাগরে ভাসতে হয়েছে আমাদেরকে;

www.BanglaBook.org

কখনও হাল ধরেছি আমি, কখনও কারি। আবহাওয়া অথবা আশপাশের দৃশ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি—জোরালো বাতাস, কখনও কখনও ঝড় আর বৃষ্টি, চারদিকে পানি আর পানি এবং বিশাল বিশাল ফেনিল ঢেউ। এত কিছু সত্ত্বেও ঠিকমতোই এগিয়েছে ব্ল্যান্‌শ; কৃতিত্ব যতটা না আমাদের তার চেয়ে বেশি জাহাজটারই—মজবুত আর চমৎকার কাঠামোর কারণে ওসব প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকতে পেরেছি আমরা।

মনে পড়ে, হাল ধরে থাকতে থাকতে অনভ্যাসের কারণে একবার এত কাহিল হয়ে পড়ি যে, বাধ্য হয়ে আমাকে হালের হাতলটা বেঁধে ফেলতে হয় ডেকের-সঙ্গে-স্ক্রু-দিয়ে-আটকানো বীমের সঙ্গে। তার পর বসে পড়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি সামনের দিকে। নাক বরাবর সোজা এগোতে অবশ্য অসুবিধা হয়নি ব্ল্যান্‌শের, যথেষ্ট শক্ত করেই বেঁধেছিলাম হাতলটা।

কখনও কখনও আবার ডেকহাউসে গিয়ে মড়ার মতো শুয়ে থাকতাম, তখন আমার জন্য খাবার আর পানি নিয়ে আসত কারি। কখনও কখনও খাওয়ার শক্তিটুকুও থাকত না আমার, তখন সে খাইয়ে দিত আমাকে। কখনও আবার, যদি বেশি অসুস্থ হয়ে পড়তাম, নিজের সেই চামড়ার থলে থেকে বিশেষ একজাতের বড়ি বের করে পানিতে গুলে খাইয়ে দিত। কোত্থেকে যোগাড় করল সে ওই বড়ি জানি না, ওর দেশের কোনো কবিরাজের বানানো হবে হয়তো, কিন্তু অদ্ভুত গুণ ছিল জিনিসটার মানতেই হবে। খাওয়ামাত্র সব ক্লান্তি কেটে যেত আমার, তার পরই তলিয়ে যেতাম গভীর ঘুমে; ঘুম ভাঙার পর এত সতেজ লাগত যে, মনে হতো কাজ করতে পারবো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল এভাবে। কারির বড়ি খেয়ে সাময়িক একটা চাঙা ভাব শরীরে জেগে ওঠে ঠিকই, কিন্তু শরীর বলে কথা—ভেঙে পড়তে লাগলাম আমি। তারপর একদিন আধা ঘুম আধা জাগরণের মধ্যে টের পেলাম, ডেকহাউসটা স্থায়ী

www.BanglaBook.org

ঠিকানা হয়ে গেছে আমার। কখনও চেতনা ফিরে পাই কখনও পাই না, কখনও আবার কারা যেন অদ্ভুত কণ্ঠে কথা বলে আমার সঙ্গে—অবচেতন মনে শুনতে পাই সে-সব। একদিন শুনতে পেলাম মা'র কণ্ঠ। আরেকদিন দেখতে পেলাম ব্ল্যান্‌শকে—আমার পাশে বসে আছে, কেন এ-রকম হলো আমাদের জীবনে তা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছে আমাকে। আরেকদিন হাজির হলেন মামা জন গ্রিমার, আমার দুরবস্থা দেখে মাথা নাড়তে নাড়তে বলতে লাগলেন, 'শূন্যতা, সবই আসলে শূন্যতা। তোমাকে আগেই বলেছিলাম, তুমি শুনলে না।' জানি না কেন, মামাকেই দেখতাম সবার চেয়ে বেশি; আমাকে বিভিন্নরকম উপদেশ দিতেন তিনি আর আমার অবস্থা নিয়ে আক্ষেপ করতেন, শেষে একদিন বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'যান আপনি, দূর হন চোখের সামনে থেকে!' www.boiRboi.net

সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠল আমার চারপাশ, অবচেতন অবস্থায়ও টের পেলাম কিছু একটার সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা খেয়েছে আমার এত সাধের ব্ল্যান্‌শ, কিন্তু কিছুই করার নেই, কারণ আমি তখন আবারও জ্ঞান হারাচ্ছি। মামার কথামতো "শূন্যতা" গ্রাস করে নিল আমাকে।

সেই চেতনা আবার, কত ঘণ্টা বা কতদিন বা কত সপ্তাহ পর ফিরে পেলাম জানি না। জেগে উঠে দেখি, উজ্জ্বল আলো চারদিকে এবং এই ব্যাপারটা টের পেয়েই চোখ খুলেছি আমি। চোখ ধাঁধানো আলো থেকে বাঁচার তাগিদে সহজাত প্রবৃত্তির বশে হাত তুললাম চোখের সামনে। তখন আশ্চর্য হয়ে দেখি, আমার হাত এত শীর্ণ হয়ে গেছে যে, পার্চমেন্ট ভেদ করে যেভাবে আলো আসে, চামড়া ভেদ করে সেভাবেই যেন আলো আসছে। আমার মনে হচ্ছে চামড়ার নীচের হাড়গুলোও দেখা যাচ্ছে। শারীরিক দুর্বলতার কারণে বেশিক্ষণ তুলে রাখতে পারলাম না হাতটা চোখের সামনে, আপনাথেকেই পড়ে গেল বুকের উপর। বড় বড়



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চুলের স্পর্শ পেলাম তখন। আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, আমার চুল তো এত বড় হতে পারে না! তার মানে কি বড় বড় দাড়ি গজিয়ে গেছে আমার গালে? সবসময় ক্লিনশেভড থাকা যার অভ্যাস, তার গালে যখন এত বড় বড় দাড়ি, তার মানে বাসররাতে পালানোর পর থেকে কতগুলো দিন কেটে গেছে? বলাই বাহুল্য, কোনো জবাব পেলাম না আমার মনের প্রশ্নগুলোর।

বুঝতে পারছি, একটা জাহাজের ডেকে শুয়ে আছি। স্টার্নের দিকে চোখ পড়ামাত্র চিনতে পারলাম জাহাজটা—ব্ল্যান্‌শ। এককালে যেখানে ডেকহাউসটা ছিল সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ, নির্ভুলভাবে বললে জংলীদের মতো দেখতে কেউ একজন। উধাও হয়ে গেছে ডেকহাউসের ওক কাঠের দেয়াল, দুই কোনায় দুটো স্তম্ভ বাকি আছে শুধু। ওই দুই স্তম্ভের সঙ্গে ক্যানভাস জাতীয় কিছু একটা কায়দা করে আটকে দেয়া হয়েছে যাতে রোদ-বৃষ্টি থেকে বাঁচানো যায় আমাকে।

কষ্ট করে মাথাটা তুললাম একটুখানি, তাকালাম চারদিকে। উধাও হয়ে গেছে জাহাজের পরিকূটগুলো, তবে কোনো কোনো জায়গার তক্তা বাকি আছে এখনও। উধাও-হওয়া পরিকূটগুলোর জায়গায় গজিয়েছে লম্বা কাণ্ডের কতগুলো গাছ। প্রতিটা গাছের মাথায় বড় বড় গুচ্ছাকার পাতা, আমার থেকে কয়েক গজ দূরে আছে গাছগুলো। ওসব গাছের চারপাশে উড়ে বেড়াচ্ছে ঝকঝকে ডানাওয়ালা কিছু পাখি। গাছের মাথায় দাপাদাপি করছে বানরের দল, উত্তর আফ্রিকা বা জিব্রাল্টার থেকে ওই রকম বানর ধরে ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে দেখেছি আমি নাবিকদের। মনে হচ্ছে কোনো একটা বড় নদীর তীরে এসে ভিড়েছে ব্ল্যান্‌শ। (আসলে জায়গাটা ছিল ছোট্ট একটা উপসাগর, যার তীরে জন্মেছিল ওই বিশেষ ধরনের গাছগুলো।)

কোনো কোনো গাছের শাখায় ফুটে আছে সুন্দর সুন্দর ফুল। এ-রকম ফুল আগে কখনও দেখিনি। বাতাসে ফুলের মিষ্টি ঘ্রাণ।

www.BanglaBook.org

উজ্জ্বল আলোয় ঝকঝক করছে চারদিক। আমি নিশ্চিত, মরার পর স্বর্গে পৌঁছে গেছি। তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, ব্র্যান্‌শের ডেকের উপর শুয়ে আছি কেন। জাহাজও স্বর্গে যায় এ-রকম কোনো কথা শুনিনি কখনও। তার মানে স্বপ্ন দেখছি আসলে। ইস্‌স্‌ কতই না ভালো হতো যদি আমার এই স্বপ্ন সত্যি হতো! ওই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগরের বিশাল বিশাল ঢেউ আর প্রচণ্ড জোরালো বাতাসের চেয়ে এই শান্ত সমাহিত পরিবেশ কতই না মনোরম! যা দেখছি চোখের সামনে তা যদি আমার স্বপ্ন না-হয় তা হলে একটাই ব্যাখ্যা আছে এসবের–যেভাবেই হোক পৌঁছে গেছি নতুন এক পৃথিবীতে।

শুয়ে শুয়ে ভাবছি এসব, হঠাৎ শুনি মৃদু পদশব্দ—ওই জংলীটা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কাছে এসে আমার উপর ঝুঁকল সে, বোধহয় জানতে চায় আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি। চিনতে পারলাম ওকে তখন—কারি। শুকিয়ে গেছে সে-ও, দুই চোখ বসে গেছে গর্তে; লণ্ডনে, জেটিতে ওকে যে-দিন পেয়েছিলাম সেদিন যে-অবস্থা ছিল ওর ঠিক যেন সে-রকম হয়ে গেছে আবার। কিন্তু সে যে কারি সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আমার। চিরাচরিত রাশভারি ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল সে, তার পর মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'ঘুম ভেঙেছে আপনার?'

'হ্যাঁ। এটা কোন্‌ জায়গা?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না কারি। কোথায় যেন চলে গেল। কিছুক্ষণ পর হাতে করে একটা ছোট গামলা নিয়ে ফিরে এল। এক হাতে উঁচু করে ধরল আমার ঘাড়, আরেক হাতে গামলাটা ধরল আমার ঠোঁটের কাছে যাতে ভিতরের তরল পদার্থটুকু পান করতে পারি। খেলাম, ভেজিটেবল স্যুপের মতো লাগল স্বাদটা। কিছুটা শক্তি পেলাম শরীরে।

আমার খাওয়া শেষ হলে আমাকে শুইয়ে দিল কারি, গামলাটা নামিয়ে রেখে বসল আমার পাশে। ওর সেই অদ্ভুত ইংরেজিতে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলল, 'এটা কোন্ জায়গা আমি নিজেও জানি না। জাহাজ চালাতে চালাতে আপনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন, আমার কাঁধে তখন দুটো দায়িত্ব—নিয়মিত ওষুধ আর খাবার খাইয়ে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা এবং জাহাজটা ঠিকমতো চালানো। ঝড়ের মধ্যে দিনের পর দিন ধরে ওই কাজ করতে করতে আমিও জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম তিন দিন আগে। তারপর জাহাজটা কোথায় গেল, এখানেই বা এল কী করে বলতে পারবো না। তখন নিজের ওষুধ নিজেই খেলাম, শক্তি পেলাম অনেকখানি, গিয়ে নামলাম তীরে। স্থানীয় লোকজন ভাবল আমরা বোধহয় দেবতা। খাবার আর পানি নিয়ে এলাম ওদের কাছ থেকে। ...বলেছিলাম না, ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখুন? দেখলেন তো, আপনিও বেঁচে আছেন, আমিও বেঁচে আছি, আমাদেরকে নিরাপদেই এখানে নিয়ে এসেছেন তিনি।'

'কিন্তু আমরা কোথায় হাজির হয়েছি?'

'আমার মনে হয় আমার দেশ যে-অঞ্চলে সে-অঞ্চলের কাছাকাছি কোথাও এসে পড়েছি আমরা। যদিও এখান থেকে আমার দেশ এখনও অনেক দূরে আছে। ...বলেছিলাম না,' বলতে বলতে ওর কালো দুই চোখ যেন জ্বলে উঠল, 'একদিন আপনাকে নিয়ে আসবো আমার দেশে?'

'কিন্তু তোমার দেশটাই বা কোথায় আর এটাই বা কোন্ অঞ্চল?'

'এই অঞ্চলের নাম জানি না। কিন্তু এটা জানি—আপনিই প্রথম শ্বেতাঙ্গ পুরুষ যিনি পা রাখলেন এখানে। এজন্যই এখানকার লোকেরা আপনাকে দেবতা বলে মনে করছে। ...আপনার শরীর অনেক দুর্বল, এখন আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন।'

চোখ বন্ধ করলাম, আসলেই খুব কাহিল লাগছে।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল আমার। বেশ ভালো লাগছে, এবং আরও বড় কথা, খুব ক্ষুধা লেগেছে। আমার জন্য পানি নিয়ে এসেছে কারি, দেরি না-করে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। জাহাজে, বলা

www.BanglaBook.org

ভালো জাহাজের ধ্বংসস্তূপের ভিতরে কিছু পরিষ্কার জামাকাপড় খুঁজে পেয়েছে সে, সেগুলোও নিয়ে এসেছে আমার জন্য। পরলাম, একটু ঢিলেঢালা হলেও মানিয়ে গেল। অনেক খাবার নিয়ে এসেছে সে আমার জন্য, কোত্থেকে পেয়েছে ইত্যাদি জিজ্ঞেস না-করে সব খেয়ে নিলাম পেট ভরে।

বেশ সুস্থ বোধ করছি—ওয়েস্টমিনিস্টারের সেইন্ট মার্গারেট চার্চে যে-দিন ব্ল্যান্শ অ্যালেসের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার সেদিন যতটা সুস্থ বোধ করছিলাম ঠিক ততটা। তবে সব হারানোর সেই বেদনা পুরোপুরি বিদায় নেয়নি মন থেকে। কী মনে হতে চেহারায় হাত দিলাম, দাড়ির স্পর্শ পেলাম আবার। বেশ বড় হয়ে গেছে আমার দাড়ি, তার মানে ইংল্যাণ্ড থেকে রওয়ানা দেয়ার পর অনেকদিন কেটে গেছে।

কোথায় এসে হাজির হয়েছি আমরা? কারির কথা যদি ঠিক হয়, তা হলে এই জায়গা যে ইংল্যাণ্ড থেকে অনেক দূরে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আশপাশে যা-ই দেখছি তার সঙ্গে কোনো মিলই নেই আমার মাতৃভূমির কোনো কিছুর। ছোটবেলায় মাছ ধরার নৌকায় কাজ করতাম, কাজের সুবিধার্থেই আকাশের তারা চেনানো হয়েছিল আমাকে তখন; একদিন রাতে খেয়াল করে দেখি, নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান পাল্টে গেছে। এমনকী, খুব পরিচিত দু'-একটা তারা দেখাই যাচ্ছে না। সেগুলোর বদলে দেখতে পাচ্ছি এমন কিছু তারা যেগুলো আগে দেখা তো দূরের কথা, আছে বলেও শুনিনি কখনও। তা ছাড়া, এখানে তাপ অনেক বেশি এবং আবহাওয়া বলতে গেলে সবসময়ই গরম থাকে। এমনকী এই জায়গার রাতের তাপমাত্রা, ইংল্যাণ্ডের গরমকালের দিনের তাপমাত্রার চেয়েও বেশি। বাতাসে উড়ে বেড়ায় বিষাক্ত হুলযুক্ত কিছু পতঙ্গ, দিনের বেলায় আমাকে জ্বালিয়ে মারে ওগুলো।

প্রকৃতি, পরিবেশ, আবহাওয়া, প্রাণী, উদ্ভিদ—সবকিছু বদলে গেছে এখানে। তার মানে আসলেই নতুন একটা পৃথিবীতে হাজির

www.BanglaBook.org

হয়েছি আমরা। কিন্তু এই "নতুন পৃথিবী" তো আর আসল পৃথিবীর বাইরে নয়, কারণ সমুদ্রপথে এখানে হাজির হতে পেরেছি। আর হাজির যে হতে পেরেছি তার প্রমাণ আমার জাহাজ ব্ল্যান্‌শ।

শরীরে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি পাওয়ার পর একদিন নামলাম জাহাজ, বলা ভালো জাহাজের ধ্বংসস্তূপ থেকে। প্রথমেই তাকালাম জাহাজটার দিকে। কাঠামোটা বলতে গেলে ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে। এই অবস্থায় এতদূর এল কী করে সেটা, ভেবে আশ্চর্য লাগছে। মনে হয় জাহাজের তলদেশে প্রচুর পরিমাণে যে-চমৎকার উল বোঝাই করা হয়েছিল চালানের জন্য, সেগুলোর কারণেই বেঁচে গেছি। পানি শুষে নিয়েছে ওই উল, ফলে তলা ছিদ্র হয়ে যাওয়ার পরও ডুবে যায়নি ব্ল্যান্‌শ। আগেরদিনে যে-সব জাহাজ গুদামজাহাজ বা জেলজাহাজ হিসেবে ব্যবহৃত হতো, আমার জাহাজটাকে দেখতে অনেকটা সে-রকম লাগছে। দুটো মাস্তুলই উধাও, ডেকের অনেকখানি খসে পড়ে পানিতে ভেসে চলে গেছে জানি না কোথায়।

মাঝেমধ্যে আশ্চর্য হয়ে ভাবি, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সাগর পাড়ি দিয়ে কীভাবে এতদূর এলাম। উত্তরটা তখন অনুমান করে নিতে হয় আমাকেই—খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম আমরা, তখন নিজের সঙ্গে যে-ওষুধ ছিল তা খেয়ে আর আমাকে খাইয়ে আমাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখে কারি। ভূমধ্যসাগরের আশপাশের কিছু দেশ, বিশেষ করে ইটালিতে নিয়ে বিক্রি করার জন্য মাল বোঝাই করা হয়েছিল জাহাজে, সুতরাং প্রচুর পরিমাণ খাবার আর পানিও ছিল, তাই সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাত্র দু'জন লোকের টিকে থাকতে অসুবিধা হয়নি। তা ছাড়া যতদূর অনুমান করতে পারি, প্রথম কয়েক সপ্তাহের পর পরিষ্কার হতে শুরু করে আবহাওয়া, ঝড়-বৃষ্টি থেমে যায়, ঠাণ্ডা কেটে গিয়ে আস্তে আস্তে উষ্ণতা ফিরে আসে। তখন একা জাহাজ চালাতে তেমন কোনো অসুবিধা হয়নি কারির।

www.BanglaBook.org

ওর সেই কষ্ট শেষ হয়নি এখনও। যে-উপসাগর, বলা ভালো মোহনার প্রান্তে এসে ঠেকেছে ব্ল্যান্‌শ, তার বেলায় জমে আছে বালিভরা থকথকে কাদা; জাহাজের ভাঙা তক্তা সেই কাদার উপর বিছিয়ে চলাচলের রাস্তা বানিয়ে নিয়েছে সে। প্রতিদিন সকালে ওই "পথ" ধরে তীরে চলে যায় সে, ফিরে আসে কিছু মাছ বা একটা-দুটো বনমোরগ নিয়ে। নাম জানি না, কিন্তু গমের দানার চেয়ে আকারে দশ-বারো গুণ বড়, দুই প্রান্ত চ্যাপ্টা, আর পাকলে হলুদ হয়ে যায় এ-রকম কিছু শস্যও নিয়ে আসে মাঝেমধ্যে। কোত্থেকে পায় সে এসব জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন, জবাবে বলল, তীরে যে-সব আদিবাসী থাকে তাদের কাছ থেকে নাকি "কেনে"। যা-হোক, জাহাজের স্টোররুমে পিপাভর্তি মদ আছে; কারির নিয়ে আসা খাবার পেট ভরে খাই আমি আর পর্যাপ্ত পরিমাণে মদ পান করি, তাই তাড়াতাড়িই সুস্থ হয়ে উঠছি।

একদিন সকালে আমার সেই বর্মটা নিয়ে এল কারি, পীড়াপীড়ি করে পরতে বাধ্য করল আমাকে। এখানে আসার পর, দিনের পর দিন ধরে, ঘষেমেজে ঝকঝকে করে তুলেছে সে বর্মটাকে। জাহাজের স্টোররুম থেকে আধ-ভাঙা একটা চেয়ার নিয়ে এসে বসাল ধ্বংসপ্রাপ্ত ডেকের উপর, তারপর আমাকে বসতে বলল সে-চেয়ারে। কারণটা কী, জানতে চাইলাম। বলল, তীরে গিয়ে কয়েকজন আদিবাসীকে নিয়ে আসবে, দেখাবে আমাকে। আমার বাঁ হাতে ঢাল আর ডান হাতে তরবারিটা ধরিয়ে দিল, যতক্ষণ সে ফিরে না-আসে ততক্ষণ এভাবেই বসে থাকতে বলে গেল বার বার করে।

কারণ ছাড়া কোনো কাজ করে না কারি। তা ছাড়া নতুন এই দেশে ওর সাহায্য না-নিয়ে অথবা ওর অনুপস্থিতিতে আমার জন্য বেঁচে থাকা এককথায় অসম্ভব। তাই ওই চেয়ারেই বসে থাকলাম চুপ করে। সে বলে গেছে মূর্তির মতো বসে থাকতে, কথা না-বলতে (বলে না-গেলেও কথা বলতাম না, কারণ কে আছে যার

www.BanglaBook.org

সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারি?), না-হাসতে, এবং ফিরে এসে ইঙ্গিত না-করা পর্যন্ত উঠে না-দাঁড়াতে। মাথার উপর ঝকঝকে সকালের তেজোদ্দীপ্ত সূর্য, প্রখর রোদে মনে হচ্ছে পুড়ে যাচ্ছে আমার চামড়া, আমার গায়ের এই বর্ম দূর থেকে কতখানি উজ্জ্বল দেখাবে তা-ই ভাবছি নিশ্চল বসে থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর, তীরে ঘন হয়ে জন্মে থাকা গাছপালা আর লতাগুল্মের পিছন থেকে গুঞ্জন ভেসে এল—ভিনদেশী ভাষায় কথা বলছে কারা যেন। তারপর একজন একজন করে একদল লোক এসে দাঁড়াল তীরে। সবার চোখেমুখে কৌতূহল। বাদামি চামড়া; লম্বা লম্বা কালো চুল, দেখলে মনে হয় চাঁদির সঙ্গে লেপ্টে আছে যেন। টানা টানা চোখ। খুব বেশি লম্বা নয় কেউই। নারী, পুরুষ, শিশু সবই আছে।

অল্প কয়েকজনের পরনে আলখাল্লা জাতীয় সাদা রঙের পোশাক। এরা হয়তো গোত্রপতি বা ওই ধরনের কিছু একটা হবে। বাকিদের কোমরে কোনোরকমে ঝুলছে একটুকরো কাপড় বা ঘাঘরা। সবার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কারি, আমার উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে সে; চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত করছে বোধহয়। উঠে দাঁড়ালাম—গায়ে চকচমে বর্ম, বাঁ হাতে বিশাল ঢাল আর ডান হাতে উঁচু করে ধরা শিখা তরঙ্গ।

অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল তীরের আদিবাসীরা। তারপর আশ্চর্য হয়ে বিড়বিড় করে কী যেন বলতে লাগল সবাই। একটু পর দেখি, একে একে সবাই হাঁটু গেড়ে বসে পড়ছে, কাদামাটিতে কপাল ঠেকিয়ে ঘষছে সমানে। ওরা যখন অদ্ভুত ওই কায়দায় সম্মান জানাচ্ছে আমাকে, তখন বার বার হাত নেড়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করে কী যেন দেখাতে লাগল কারি; পরে ওর কাছ থেকে জানতে পারি ওই লোকগুলোকে বলছিল সে, আমিই নাকি ঈশ্বর, মানুষের রূপ ধরে বিশাল এক নৌকায় চড়ে আকাশ থেকে নেমে এসেছি পানিতে। (এত জঘন্য একটা মিথ্যা

www.BanglaBook.org

বলার জন্য নিজের ঈশ্বরের কাছে অবশ্য বার বার ক্ষমা চেয়েছিল সে।)

যা-হোক, আদিবাসীদেরকে উঠে দাঁড়াতে বলল কারি, তারপর সাদা আলখাল্লা পরা লোকগুলোকে সঙ্গে নিয়ে তক্তা পার হয়ে চলে এল জাহাজের কাছে। নীচে দাঁড়িয়ে থাকল ওই লোকগুলো, আর বার বার বাউ করতে করতে এবং বাতাসে চুমু দিতে দিতে কারি উঠে এল ডেকে, আমার কাছে। জামার ভিতর থেকে বের করল একগুচ্ছ ফুল, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল আমার পায়ের কাছে, শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে ফুলগুলো রাখল সেখানে। ফিসফিস করে বলল, 'আপনার তলোয়ারটা নাড়তে থাকুন আর চিৎকার করে যা খুশি তা-ই বলতে থাকুন, যাতে ওই লোকগুলো বুঝতে পারে আপনি কোনো মূর্তি নন, জীবিত একটা মানুষ।'

যা বলল সে, তা-ই করলাম। ফল হলো অভিনব। উজ্জ্বল রোদে শিখা-তরঙ্গের দ্যুতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল আদিবাসীরা, কে কার আগে ছুটে পালাবে তা নিয়ে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেল। এমনকী সাদা আলখাল্লা পরা যে-লোকগুলো এসেছে কারির সঙ্গে, তারাও দেরি করল না, ছুট লাগাল দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। তক্তা থেকে কাদার উপর পড়ল একজন, এবং থকে কাদায় ওর পা গেল আটকে, কিন্তু ওর দিকে তাকানোর মতো অবসর নেই ওর সঙ্গীদের—দৌড়ে পালাচ্ছে সবাই। তখন জাহাজ থেকে নেমে গিয়ে ওই লোকটাকে বাঁচাল কারি। কাদা থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর জামাকাপড় সামলে নিয়ে আবার ছুট লাগাল লোকটা।

চেয়ারে বসে পড়লাম আমি, হাসছি আপনমনেই। ফিরে এল কারি। বলল, 'সব কিছু ঠিক আছে। আজ থেকে ওই লোকগুলোর কাছে আপনি "সমুদ্রের আত্মা", অবতার বা সমুদ্র-দেবতা হয়ে যিনি এসেছেন এখানে। এ-রকম কোনো দেবতা আগে কখনও দেখেনি ওরা, কোনোদিন দেখবে বলে কল্পনাও করতে পারেনি।'

www.BanglaBook.org

তীরের ওই ঘন জঙ্গলটার দিকে তাকালাম। আমাকে আর কত বিচিত্রতা দেখাবে ভাগ্য তা-ই ভাবছি। থাকতাম হ্যাস্টিংসে, সাগরে মাছ ধরে আর সেই মাছ বাজারে বিক্রি করে পেট চালাতাম, ফরাসিদের আগুন আমাকে উদ্বাস্তু বানিয়ে দিল। কপালগুণে ঠাঁই হলো লণ্ডনে, নিঃসন্তান মামার বিশাল ব্যবসা দেখাশোনা করতে করতে একদিন সবকিছু আমার হয়ে গেল। তারপর, প্রচণ্ড ঝড়ের মতো আমার সবকিছু উড়িয়ে নিয়ে গেল প্রেম, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নেমে পড়লাম সাগরে, এবার যেখানে ঠাঁই পেলাম সেখানে আমি একজন দেবতা—সমুদ্র-দেবতা!

হায় নিয়তি!

## দুই

আরও প্রায় এক সপ্তাহ কেটে গেছে। আমার শরীরে আগের সেই শক্তি ফিরে এসেছে। কারি বলেছে আমার নাকি আপাতত জাহাজেই থাকা উচিত। কারণ জিজ্ঞেস করায় বলল, 'আপনার আসার খবরটা দূরদূরান্তে, এক গোত্র থেকে আরেক গোত্রে ছড়িয়ে পড়া দরকার।' ওর কথামতো, প্রতিদিন সকালে ঘণ্টাখানেক বসে থাকি জাহাজের ডেকে, আদিবাসীরা দলে দলে এসে দেখে যায় আমাকে। আর এত উপহার নিয়ে আসে যে, ভেবে পাই না কী করবো ওগুলো দিয়ে। মজার ব্যাপার, আমার জন্য একটা বেদি বানানো হয়েছে তীরে, সেখানে বিভিন্ন বন্য পশু বলি দেয়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আদিবাসীরা; কখনও কখনও বনমোরগ বা ওই জাতীয় কিছু পাখি আগুনে সেঁকে "ভোগ" হিসেবে কারিকে দিয়ে পাঠায় আমার কাছে।

একদিন রাতে, খাওয়ার পর, কারিকে সঙ্গে নিয়ে বসে আছি জাহাজের ডেকে, কিছুক্ষণ পর ঘুমাতে যাবো। মাথার উপর পূর্ণিমার চাঁদ, আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম ওকে, 'তোমার পরিকল্পনাটা কী, বলো তো? আদিবাসীদের এই পূজাঅর্চনা দেখতে আর ভাল্লাগছে না আমার।'

'আসলে আপনি কবে জিজ্ঞেস করবেন প্রশ্নটা সে-অপেক্ষাতেই ছিলাম এতদিন,' মৃদু হেসে বলল কারি। 'আমার দিকটা ভেবে দেখুন আগে। করার মতো কিছু নেই আমার আপাতত, জানি নিজের দেশে ফিরতে না-পারলেও কাছাকাছি আসতে পেরেছি। আর আপনার কথা যদি বলি, করার মতো দুটো কাজ আছে আপনার।'

'যেমন?'

'এক, এখানেই কাটিয়ে দিতে পারেন বাকি জীবন। আপনাকে দেবতা বলে মেনে নিয়েছে আদিবাসীরা, পূজা করছে; এখন আপনি যা চাইবেন তা-ই আপনাকে দেবে ওরা। গণ্ডা গণ্ডা বউ যদি চান, পাবেন। দামি দামি জিনিস যদি চান, পাবেন। শুয়ে-বসে খেয়ে যদি কাটিয়ে দিতে চান বাকি জীবন, পারবেন। ...নিজের দেশে ফেরার আর কোনো উপায় আপনার আছে বলে মনে হয় না।'

'এবং ফেরার কোনো ইচ্ছাও নেই।'

'দুই, আমার দেশ পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু সেই দেশ এখান থেকে অনেক অনেক দূরে। আমার দেশ থেকে যখন বের করে দেয়া হলো আমাকে, তখন আমি বলতে গেলে পাগল হয়ে গেছি, তাই সব ঠিকমতো মনেও নেই; কিন্তু যতদূর অনুমান করতে পারি, অনেক অনেক দিন পর জাহাজের দেখা



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পেয়েছিলাম। ...এ-অঞ্চলে আগে কখনও আসিনি, তারপরও মনে হয়, আমার দেশে যেতে হলে পর্বত পার হতে হবে, সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। কয়েক মাস, এমনকী কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে। অভিযানটা যে খুব একটা আরামদায়ক হবে না তাতে আর সন্দেহ কী! আমি নিশ্চিত নই, তবে হয়তো জঙ্গল আর মরুভূমি পারি দিতে হতে পারে আমাদেরকে; বর্বর জংলী, বড় বড় সাপ আর বন্য পশুর মুখোমুখি হতে হবে হয়তো। খাবারের অভাব দেখা দেবে, আবার আমরা অসুস্থও হয়ে পড়তে পারি। তাই আমার পরামর্শ, সেই চেষ্টা না-করে বরং এখানেই থাকুন।'

'ধরো এখানেই থাকলাম আমি, কাটিয়ে দিলাম বাকি জীবন। তুমি কী করবে?'

'অপেক্ষা করবো।'

'অপেক্ষা! কীসের জন্য?'

'অপেক্ষা করবো কবে আপনাকে নিজেদের রাজা বানাবে এই আদিবাসীরা, কবে আপনার রাজত্ব কায়েম হবে এই এলাকায়। তারপর, যে-অভিযানের কথা বললাম একটু আগে, তা শুরু করবো একাই। আশা করছি, আমার মাথা যখন খারাপ ছিল তখন যে-যাত্রা করতে পেরেছিলাম, মাথা যখন ভালো আছে তখন সেই একই যাত্রা করতে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না।'

'জানতাম এই কথা বলবে। ...আচ্ছা, ধরো দু'জনে মিলে গেলাম তোমার দেশে, তখন তোমার লোকেরা কেমন আচরণ করবে আমাদের সঙ্গে?'

'জানি না। তবে এখানকার আদিবাসীরা আপনাকে যেমন দেবতা বলে মেনে নিয়েছে, ওরাও তা-ই করবে বলে মনে হয়। আবার খুনও করতে পারে আপনাকে, কারণ ওরা মনে করে, দেবতাকে হত্যা করতে পারলে তাঁর শক্তি আর সৌন্দর্য হত্যাকারীর দেহে চলে যায়। আর আমার কথা যদি বলি, আমাকে

www.BanglaBook.org

দেখামাত্র শেষ করে দিতে চাইবে কেউ কেউ, কেউ কেউ আবার মাথায় নিয়ে নাচতে চাইবে। যে যা-ই করুক, দেশে যাবোই আমি, যে-অন্যায় করা হয়েছে আমার সঙ্গে তার প্রতিশোধ নেবো। যদি তা করতে গিয়ে মরণও হয় আমার, হোক—বীরের মতো মৃত্যুতে কোনো অসম্মান নেই।'

'বুঝলাম। এখন আমার কথা শোনো। এই গাছপালা, ফুল-ফল, বড় বড় চোখের আদিবাসী আর তাদের পূজাঅর্চনা দেখতে দেখতে আমার মাথা খারাপ হওয়ার দশা। পাগল রাজা হওয়ার কোনো ইচ্ছা নেই আমার। ...চলো, দু'জনে মিলে বেরিয়ে পড়ি তোমার সেই দেশের খোঁজে। খুঁজে পাই বা না-পাই, সেখানে গিয়ে বাঁচি বা মরি, এমন একটা অভিযানের মধ্য দিয়ে কেটে যাক আমাদের জীবন যে-অভিযান আগে কখনও করেনি কেউ।'

'খাঁটি কথা বলেছেন,' নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে কারি, কিন্তু কণ্ঠের উত্তেজনা চাপা দিতে পারছে না; খুশিতে ওর দুই চোখ যেন জ্বলছে, 'সব কিছু বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্তটাই নিয়েছেন। তবে একটা কথা, যদি আমরা যেতে পারি আমার দেশে এবং যদি রাজত্ব ফিরে পাই আমি, আজ যে-রকম সেবক আছি আপনার সেদিন সে-রকমই থাকবো, কারণ আমার জীবন বাঁচিয়েছেন আপনি।'

'বলা সহজ, কারি, কিন্তু করা কঠিন। আজ তোমার কিছুই নেই তাই ওই কথা বলতে পারলে, কিন্তু যে-দিন সব তোমার হবে সেদিন কি বলতে পারবে?' হাসলাম। 'যা-হোক, যাত্রা শুরু করবে কীভাবে?'

'কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।'

'কেন?'

'কীভাবে কী করবো তার পরিকল্পনা করতে হবে আমাকে। এই সময়ের মধ্যে আপনি একটু হাঁটাচলা করে বেড়ান তীরে। ব্যায়াম হবে আপনার, শক্তি বাড়বে। আদিবাসীরা ইতোমধ্যে চিনে

www.BanglaBook.org

ফেলেছে আপনাকে, তাই কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না।'

এরপর থেকে, প্রতিদিন ভোরে আর সূর্যাস্তের কিছু আগে হাঁটাচলা করে বেড়াতে লাগলাম আমি; কারণ সারাটা দিন নির্দয়ভাবে আগুন ঢালতে থাকে সূর্য, গরমে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যায়। ওই সময়ে নিতান্ত বাধ্য না-হলে জাহাজের বাইরে থাকি না। যা-হোক, যত দূরেই যাই, জাহাজটা যেন দৃষ্টির আড়ালে চলে না-যায় সে-ব্যাপারে লক্ষ রাখি সবসময়। বর্ম পরে, ঢাল-তরবারি-ধনুক-তূণ নিয়ে যাই, তবে আমার উপর হামলা করতে পারে কাউকে নজরে পড়ে না। কারি আগেই সতর্ক করে দিয়েছে স্থানীয় লোকদেরকে, হেঁটেচলে বেড়াবেন "দেবতা", তাঁকে বিরক্ত করা যাবে না।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হলাম আদিবাসীদের একটা গ্রামে, কিন্তু যেভাবেই হোক জেনে গেল ওরা যাচ্ছি আমি, তাই গিয়ে দেখি পুরো গ্রাম খালি, মাটি দিয়ে বানানো ঘরগুলো খাঁ খাঁ করছে।

আরেকদিন বিকেলে এ-রকম হাঁটাহাঁটি করছি, বেশ বড় একটা গাছের নীচ দিয়ে যাওয়ার সময় বিড়ালের ঘড়ঘড়ানির মতো একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম মাথার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখি, বাঘের মতো দেখতে বেশ বড় একটা প্রাণী বসে আছে গাছের চওড়া মোটা ডালে, একদৃষ্টিতে দেখছে আমাকে, আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। থামলাম আমি, দেরি না-করে তীর মারলাম ওই প্রাণীটাকে লক্ষ্য করে। সোজা বুকে গিয়ে বিঁধল তীর, ডাল থেকে ধপাস করে মাটিতে পড়ল জন্তুটা, অক্ষম আক্রোশে বাতাসে থাবা মারতে মারতে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

জাহাজে ফিরে গিয়ে ঘটনাটা জানালাম কারিকে। সে বলল, 'আপনার ভাগ্য ভালো—জন্তুটা আপনাকে মারার আগেই আপনি জন্তুটাকে মেরে ফেলেছেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

জাহাজ থেকে নেমে ঘটনাস্থলে গেল সে, তারপর ডেকে জড়ো করল আদিবাসীদের। মৃত জন্তুটার চামড়া ছাড়িয়ে নিতে বলল। বলা বাহুল্য, আমার বিশাল সেই ধনুকের বিশাল তীরের ক্ষমতা দেখে যার-পর-নাই আশ্চর্য হয়ে গেল আদিবাসীরা, আগের চেয়েও বেশি সম্মান আর ভক্তি প্রদর্শন করতে লাগল আমাকে।

জন্তুটাকে মারার তিন দিন পর, কারির সেই অজানা দেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম আমরা। অবশ্য তার আগে, জাহাজের ধ্বংসস্তূপের ভিতরে লোহার যত জিনিস ছিল সব খুঁজে বের করলাম। পাওয়া গেল বেশ কিছু ছুরি, তীর, পেরেক, কুড়াল, ছুতারগিরিতে লাগে এমন কিছু জিনিস, জামাকাপড়, এবং হাবিজাবি আরও কিছু যা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। পালের ছেঁড়া কাপড় দিয়ে বানানো আলাদা আলাদা বাণ্ডিলে জড়ো করলাম সব; প্রতিটা বাণ্ডিলের ওজন হলো ত্রিশ থেকে চল্লিশ পাউণ্ডের মতো। আমাদের ইচ্ছা, এই বাণ্ডিলগুলোর বিনিময়ে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস যোগাড় করে নেবো আদিবাসীদের কাছ থেকে, না-পারলে উপহার হিসেবে এগুলো দিয়ে দেবো ওদেরকে।

কারিকে বললাম, 'বাণ্ডিলের সংখ্যা তো কম না, ওজনও কম না। এগুলো বহন করবে কে?'

জবাবে মুচকি হেসে বলল সে, 'একটু অপেক্ষা করুন, আগামীকালই দেখতে পাবেন।'

পরদিন ভোরে তীরে এসে উপস্থিত হলো কয়েকশ' লোক। পাতলা কাঠ দিয়ে বানানো দুটো পালকি সঙ্গে নিয়ে এসেছে ওরা। এই লোকগুলোর কয়েকজনের মাথায় আমাদের বাণ্ডিলগুলো চাপিয়ে দিল কারি, তারপর আমাকে বলল, 'যাওয়ার সময় হয়েছে। চলুন, গিয়ে পালকিতে উঠি।'

জাহাজ থেকে নামার আগে শেষবারের মতো গেলাম আমি নিজের কেবিনে, হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম মেঝেতে। আমাকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিরাপদে এত দূর নিয়ে আসার জন্য মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম ঈশ্বরকে; যে-অভিযান শুরু করতে যাচ্ছি তাতে যেন নিরাপদে থাকতে পারি, অথবা যদি মৃত্যু হয় আমার তা হলে আমাকে যেন স্বর্গে ঠাঁই দেন তিনি সে-জন্য প্রার্থনা করলাম। তারপর বাইরে এসে নামলাম জাহাজ থেকে। আমাকে দেখে মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল আদিবাসীরা। দেরি না-করে ঢুকে পড়লাম পালকিতে।

পালকির ভিতরটা যথেষ্ট আরামদায়ক। ঘাস দিয়ে একরকম মাদুর বানিয়ে সেটা বিছিয়ে রাখা হয়েছে মেঝেতে। পর্দা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে চমৎকার বুনোটের আরেক রকমের মাদুর। মুষলধারে বৃষ্টি হলেও ভিতরে পানি ঢুকতে পারবে না।

রওয়ানা হয়ে গেলাম। চারজন চারজন করে আটজন লোক কাঁধে করে বহন করছে পালকি দুটো। সঙ্গে আরও কয়েকজন আছে, ওদের মাথায় আমাদের সেই বাণ্ডিলগুলো। একটা পাহাড়ি রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা, রাস্তাটা একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে গেছে উপরের দিকে। প্রথম পাহাড়টার চূড়ায় পৌঁছে পালকি থেকে নামলাম আমি, তাকালাম পিছন দিকে।

নীচের সেই খাঁড়ির তীরে (অথবা উপসাগরের বেলায়) পড়ে আছে ব্ল্যান্‌শের ধ্বংসাবশেষ। পানির পটভূমিতে, এত উপর থেকে, কাগজের উপর কালির দাগের মতো দেখাচ্ছে জাহাজটাকে। পিছনে, যতদূর চোখ যায়, সাগরের বিস্তৃত জলরাশি। হাজার হাজার মাইল দূরে আমার মাতৃভূমি, আর ওই জাহাজটাই ছিল দেশের সঙ্গে আমার শেষ যোগসূত্র, এখন তা-ও ছেড়ে যেতে হচ্ছে। মন বলছে আর কোনোদিন দেশে ফেরা হবে না আমার। পৃথিবীর যে-প্রান্তে কোনোদিন কোনো সাদামানুষের পা পড়েনি সেখান থেকে ফেরার কোনো উপায় কি আছে আদৌ?

ওই সেই জাহাজ, যে-জাহাজে একদিন ব্ল্যান্‌শকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি। হাসতে হাসতে কত কথাই না বলেছিলাম

www.BanglaBook.org

সেদিন দু'জনে! মনে পড়ে, আমাদের বিয়ের অল্প কিছু দিন আগে জেটিতে যাই ওকে নিয়ে, জাহাজটা দেখাই, তারপর দু'জনে চড়ে বসি। পরে কেবিনে গিয়ে ঢুকি, পাগলের মতো চুমু খেতে থাকি ওর ঠোঁটে, সে-ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দেয়। আর এখন? এখন আমার প্রাণপ্রিয় ব্ল্যান্‌শ মৃত—আত্মহত্যা করেছে সে আমারই চোখের সামনে। আর আমি, লণ্ডনের এককালের বিখ্যাত এক ব্যবসায়ী, বলতে গেলে সমাজতাড়িত হয়ে এমন এক দেশের কিছু জংলী লোকের সঙ্গে আছি যে-দেশের নামটা পর্যন্ত জানি না। এদেশের সবকিছুই আমার কাছে নতুন, সবকি্ছুই আমার দৃষ্টিতে আলাদা। দূরে, সাগরের বেলায় নিথর পড়ে আছে আমার সবচেয়ে চমৎকার জাহাজটা, যার ভিতরে লক্ষ লক্ষ টাকা দামের মালপত্র। রোদ-বৃষ্টির অত্যাচার সহ্য করতে না-পেরে এই জাহাজ আরও ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকবে, সামুদ্রিক আগাছায় ঢেকে যাবে পুরোপুরি, আজ থেকে এক বছর পরে ঠিক এই জায়গায় যদি ফিরে আসি তা হলে জাহাজটার চিহ্নও খুঁজে পাবো না হয়তো। আমার দুরবস্থা আর একাকিত্ব পেয়ে বসল আমাকে, লর্ড ডেলেরয়কে হত্যা করে যে-রাতে লণ্ডন ছেড়ে পালিয়েছিলাম সে-রাতের চেয়েও বেশি; কেন এলাম এই ভয়ঙ্কর পৃথিবীতে, কেন মরণ হয় না আমার এসব চিন্তা কুড়ে কুড়ে খেতে লাগল আমাকে।

ফিরে গেলাম পালকির ভিতরে, বাচ্চাদের মতো দু'হাতে চেহারা ঢেকে ভেঙে পড়লাম কান্নায়। আজ যা ঘটছে আমার সঙ্গে তা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তা হলে বলার কিছুই নেই—ভাগ্যবিধাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যায় না, করা সম্ভব নয়।

সে-রাতে, দূরের আরেক পাহাড়ের চূড়ায় ক্যাম্প করলাম আমরা। পাশেই একটা উপত্যকা, তার ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে একটা নদী। প্রচণ্ড গরম এই জায়গায়, আর পোকামাকড়ের উৎপাত তো আছেই। যা-হোক, সঙ্গে করে আনা শুকনো মাছ আর শস্যজাতীয় কিছু খাবার দিয়ে ডিনার সেরে নিলাম।

www.BanglaBook.org

পরদিন ভোরে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে রওয়ানা হলাম আবার। আমাদের সামনে একের পর এক পাহাড় আর জঙ্গল। কখনও নদীর তীর ধরে, আবার কখনও বিশাল এক হ্রদের প্রান্ত বরাবর এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। এভাবে চলতে চলতে তৃতীয়দিন সন্ধ্যায় হাজির হলাম এক পার্বত্য এলাকায়। আমাদের সামনে, অনেক নীচে, বিশাল ফেনিল সাগর। খেয়াল করলাম, যে-উপসাগর ছেড়ে এসেছি তার চেয়ে এই সাগর আলাদা। চারদিকে তাকিয়ে মনে হলো, দুই দিকের দুই সাগরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে এই পাহাড়ি এলাকা, যদি ঠিকমতো খাল কাটা যায় তা হলে সংযুক্ত করা যাবে ওই সাগর দুটোকে।

আমাদের আসল অভিযানটা শুরু হলো ঠিক এখান থেকেই। আকাশের নির্দিষ্ট কিছু তারার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল কারি, গভীরভাবে কী যেন ভাবল সময় নিয়ে, তারপর দক্ষিণে মোড় নিয়ে এগোতে শুরু করল। সে কোন্‌দিকে যায় না-যায় তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই আমার, তাই ডেকে কিছু জিজ্ঞেসও করছি না। সে-ও চুপ করে আছে; তবে একবার আমার পালকির কাছে এসে মাটিতে আরাম করে বসে বিশ্রাম নেয়ার সময় অনেকটা স্বগতোক্তির ভঙ্গিতেই বলল, 'আমার স্মৃতিশক্তি যদি ঠিক থেকে থাকে, যখন মাথা খারাপ ছিল আমার তখন মনে হয় এই জায়গা দিয়েই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমাকে। বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবো না, আমার যতদূর মনে পড়ছে, এই জায়গা দিয়ে আমি গিয়েছি। তবে আমার দেশ এখনও অনেক অনেক দূরে আছে।'

'কোন্ দিকে?' জানতে চাইলাম।

'দক্ষিণ।'

সুতরাং শুরু হলো আমাদের "দক্ষিণযাত্রা"। পথ এগিয়ে গেছে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, হাতের ডান পাশে সমুদ্রের অসীম জলরাশি। টানা এক সপ্তাহ চলার পর দেখা পেলাম আরেক দল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আদিবাসীর। আমাদের সঙ্গে যে-সব আদিবাসী আছে তাদের চেয়ে এদের ভাষা আলাদা, কিন্তু কিছু মিল আছে। তাই আমাদের কাহিনিটা বুঝতে বেশি সময় লাগল না নতুন এই আদিবাসীদের। আগেই বলেছি, দূরদূরান্তে গুজব ছড়িয়ে গেছে, একজন সাদা দেবতা এসেছেন এই অঞ্চলে, সুতরাং আমাকে পূজা করার জন্য সবাই মুখিয়ে আছে দেখলাম। আমাদের সঙ্গে যারা এসেছিল তারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল; বলল আর এগোনোর সাহস নেই ওদের, কারণ সামনে আর কিছুই চেনে না ওরা।

খুবই অদ্ভুত কায়দায় বিদায় নিল লোকগুলো। আমার সামনে এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল একেকজন, কয়েকবার করে কপাল ঘষল মাটিতে, তারপর উঠে আমাকে বার বার বাউ করতে করতে এবং পিছন দিকে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূরে চলে গেল একসময়।

ওরা চলে যাওয়ায় খুব যে অসুবিধায় পড়েছি আমরা তা নয়, কারণ নতুন যে-আদিবাসীদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, আমাদের পালকি আর বাণ্ডিলগুলো বহন করছে তারা। তবে পুরনো লোকগুলোর সঙ্গে এই নতুন লোকগুলোর অন্তত একটা পার্থক্য চোখে পড়ল আমার—এদের পোশাক আরও সংক্ষিপ্ত এবং এরা আরও নোংরা। তার মানে, যত এগোচ্ছি তত অসভ্য অঞ্চলের দিকে যাচ্ছি? আসলে আমাদের যাত্রা শেষ না-হলে উত্তরটা পাওয়া যাবে না।

নতুন গোত্রের লোকেরাও বিনা বাক্যে দেবতা বলে মেনে নিল আমাকে, যতরকমের খাবার দেয়া সম্ভব দিল, এবং পালকি আর বাণ্ডিল বহন করার জন্য বেশ কয়েকজন লোক দিয়ে দিল সঙ্গে।

এভাবে, একটার পর একটা গোত্র পার হয়ে দক্ষিণ থেকে আরও দক্ষিণে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। যেখানেই যাই, গিয়েই বুঝতে পারি, আমার আসার আগেই "সাদা দেবতা"র আসার খবর পৌঁছে গেছে। যতগুলো জায়গায় যাচ্ছি, নতুন নতুন গোত্রের

www.BanglaBook.org

সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, একটা ব্যাপার খেয়াল করছি তখন—সবাই নিরীহ, আমাদের কোনো ক্ষতি করার অথবা আমাদের কোনো জিনিস চুরি করার ইচ্ছা নেই কারোরই। এমনকী কোনো গোত্রের কাছে ভালো কিছু আছে, অথচ আমাদেরকে, বলা ভালো আমাকে সেটা দিল না—এ-রকমও হচ্ছে না কখনও। কখনও আবার কোনো জায়গায় হাজির হয়ে দেখি, ওই গোত্রের লোকেরা পাশের গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে; আমি যাওয়াতে লড়াই বন্ধ হয়ে গেল, যথোপযুক্ত মর্যাদায় আমাদের কাফেলাকে সামনে এগিয়ে দিল ওরা, তারপর আবার লড়াই শুরু করল কি না জানি না।

আবার কখনও কখনও এ-রকম গোত্রের দেখা পাই যারা মোটেও নিরীহ নয়, বরং বাড়াবাড়ি রকমের হিংস্র। এদের বেশিরভাগই নরখাদক, এমনকী স্বজাতীয়দের মাংসেও অরুচি নেই এদের। এ-রকম এক গোত্রের এক লোককে হত্যা করলাম আমি, করতে বাধ্য হলাম আসলে, কারণ ছোট্ট এক মেয়ের পিছু ধাওয়া করে মেয়েটাকে আরেকটু হলেই মেরে ফেলে তার মাংস খেয়ে ফেলত শয়তানটা। শিখা-তরঙ্গের এককোপে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দিলাম ওর। ভাবলাম, প্রতিশোধ নেয়ার জন্য এবার হয়তো সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের উপর, কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না। শুধু কাঁধ ঝাঁকাল, বলল, দেবতা যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন; তারপর মৃত লোকটাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে গেল দূরে, টুকরো টুকরো করে ওর মাংস খেতে শুরু করল।

কখনও কখনও আমাদের রাস্তা এগিয়ে যায় ভীষণ সব জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। বিশাল বিশাল সব গাছ গজিয়ে আছে সে-সব জঙ্গলে। গাছগুলো এত বড় আর সেগুলোর পাতা এত ঘন যে, এমনকী দিনের আলোও ঠিকমতো প্রবেশ করতে পারে না। কখনও কখনও দেখা পাই বাঘ অথবা গেছো-সিংহের, আগেও যে-রকম বলেছি; আর বেশিরভাগ সময়ই সে-সব হিংস্র জন্তুর

www.BanglaBook.org

মোকাবেলা করতে হয় আমাকেই। বিপদের সম্ভাবনা দেখলে তীর ছুঁড়ে মেরে ফেলি, প্রায় প্রতি রাতেই আগুন জ্বালিয়ে রাখি ক্যাম্পের কাছে একাধিক জায়গায়। কখনও ভেলায় চড়ে পার হই বিশাল বিশাল সব নদী, কখনও আবার নদীর উপর প্যাঁচানো শক্ত আগাছা দিয়ে বানানো সেতু পার হই পেণ্ডুলামের মতো দুলতে দুলতে। মাথা ঘুরতে থাকে আমার, তারপরও আদিবাসীদের সামনে এমন ভাব দেখাই যেন এসব কাজ আমার কাছে ডাল-ভাত, কারণ "দেবতা" কোনো কাজ পারে না অথবা কোনো কাজ করতে ভয় পায় টের পেলেই সব ভক্তি-শ্রদ্ধা চলে যাবে ওদের। কখনও আবার এমন সব জলাভূমি পাড়ি দিতে হয় যেগুলো ভয়ঙ্কর বিষাক্ত সাপে ভরা। পালকিতে থাকার কারণে আমি আর কারি বেঁচে গেলাম, আমাদের সঙ্গের দু'-তিনজন লোক মারা গেল ও-রকম কিছু সাপের কামড়ে, দংশিত হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যে।

বিশেষ জাতের আরেক রকমের সাপ চোখে পড়ল, লম্বায় চার-পাঁচ গজের মতো হবে, আর চওড়ায় পূর্ণবয়স্ক মানুষের প্রস্থের সমান। গাছে থাকে এরা, শিকারকে পেঁচিয়ে ধরে, প্রচণ্ড চাপ দিয়ে মেরে ফেলে। আমাদের সঙ্গের আদিবাসীরা বলল, এসব সাপ নাকি ওই কায়দায় মানুষও মেরে ফেলে। তবে সে-রকম কোনো ঘটনা ঘটতে দেখিনি আমি কখনও।

একবার, বিশাল এক নদীর তীরে, এ-রকম বিরাট এক সাপের দেখা পেলাম এবং দেখামাত্র আমার সব সাহস উবে গেল। সাপটা লম্বায় কমপক্ষে ষাট ফুট, শুধু মাথাটাই মদের পিপার মতো চওড়া। চামড়ায় রংধনুর সাত রঙ। আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাপটা, আমিও সেটার দিকে তাকিয়ে আছি একদৃষ্টিতে। মনে হচ্ছে আমি যেন সম্মোহিত হয়ে গেছি। আমাদের কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা নেই, তাই পাক খেয়ে ঘন জঙ্গলে হারিয়ে গেল, আর সেটা চলে যাওয়ার পরই কেবল নড়তে

www.BanglaBook.org

পারলাম আমি।

মাসের পর মাস ধরে এভাবে এগিয়ে চলেছি আমরা। প্রতিদিন গড়ে পাঁচ মাইলের মতো এগোই। কোনো কোনো জায়গা চলাচলের জন্য খুব উপযোগী, মানে জঙ্গল বা আগাছা নেই, তাই দ্রুত চলতে পারি। নিত্য নতুন আর হরেক রকমের বিপদের সম্মুখীন হতে হয় প্রায় প্রতিদিনই। তবে একটা আশ্চর্যের ব্যাপার, আবহাওয়া খুব গরম, তারপরও আমাদের কেউই অন্তত গরমের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ছে না। কারণ অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম, কারির থলের সেই ওষুধই নাকি সুস্থ রেখেছে আমাদেরকে। ওষুধটা আসলে কোকা নামের একজাতের গুল্ম থেকে বানানো হয়েছে। পথ চলতে চলতে কোকা গাছ দেখলেই থেমে যথেষ্ট পরিমাণে সংগ্রহ করে নেয় আদিবাসীরা। আমরাও প্রয়োজন পড়লেই খেয়ে নিই। খাবারের অভাবও বলতে গেলে দেখা দেয় না কখনও, কারণ কোকা গাছ তো আছেই, জঙ্গলে আরও আছে হরেক রকমের ফলমূল আর অন্যান্য শাকসব্জী।

একটা করে মাস পার হয়, আর সঙ্গে করে আনা বিশেষ একজাতের দড়িতে একটা করে গিঁট দেয় কারি। ওর সেই দড়িতে যখন ন'টা গিঁট পড়ল, তার মানে আমাদের যাত্রা শুরু হওয়ার ন'মাস পর, বিশাল এক মরুভূমির প্রান্তে এসে হাজির হলাম আমরা। আদিবাসীরা বলল, এই মরুভূমি নাকি দক্ষিণ দিকে একশ' লিগের মতো বিস্তৃত এবং এক ফোঁটা পানিও নাকি নেই কোথাও। এই মরুভূমির পুবদিকে সারি সারি পর্বত; যেগুলো এত উঁচু যে, কোনো মানুষের পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। দেখে মনে হলো আমাদের অভিযান এখানেই শেষ, কারণ এই জায়গা কীভাবে পার হয়েছিল কারি জিজ্ঞেস করায় কিছুই বলতে পারল না সে। যা-হোক, ওই মরুভূমির প্রান্ত ঘেঁষে চমৎকার একটা উপত্যকা আছে; সেখানে পানি আছে, ছায়া দেয় এ-রকম বড় বড় গাছ আছে। অতিথিপরায়ণ একদল আদিবাসী থাকে সেখানে।

www.BanglaBook.org

গেলাম সেখানে।

কারি এরপর কী করবে জানি না; আর আমার কথা যদি বলি, এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, আর এক মাইলও এগোতে ইচ্ছা করছে না। অন্য আদিবাসীদের মতো এই আদিবাসীরাও আমাকে দেবতা বলে মেনে নিয়েছে, আমার জন্য আরামদায়ক একটা ঘর বানিয়ে দিয়েছে, চাইলে এখানে আমরণ থাকতে পারবো।

দিন যায়। শুয়ে-বসে সময় কাটানো এবং তিন বেলা পেট ভরে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া ছাড়া আপাতত আর কোনো কাজ নেই আমাদের। মরুভূমি পাড়ি দেবে কীভাবে, কিংবা উঁচু পর্বতের চূড়ায় গিয়ে হাজির হবে কী করে সে-সব ব্যাপারে নিত্য নতুন বুদ্ধি বের করে কারি, কিন্তু কোনোটাই কাজে লাগবে না বুঝে চুপ হয়ে যায়।

মাঝেমধ্যে ঘর ছেড়ে বের হই আমি, যতদূর পারি ঘুরে বেড়াই, আদিবাসীদের জীবন যাত্রা দেখি। আমাদের দক্ষিণ দিকে মরুভূমি, হাতের বাঁ পাশে পর্বতের সারি, ডান পাশে সাগরের অবারিত জলরাশি। আদিবাসীদের কথা যদি বলি, সমুদ্র আর মাটি—দু'জায়গা থেকেই জীবিকা আহরণ করে ওরা। পুরুষরা প্রায় সবাই দক্ষ জেলে, গাছের গুঁড়ি চেঁছে বানানো একজাতের আদিম নৌকা বা ভেলায় করে মাছ ধরতে বের হয় ওরা। পানি থেকে কাঠ বাঁচানোর জন্য নৌকার জায়গায় জায়গায় বেঁধে রাখে গৃহপালিত পশুর চামড়া, অথবা স্তূপ করে রাখে নলখাগড়া। দেখতে পলকা, কিন্তু আসলে এসব নৌকা খুব কাজের; আদিবাসীরা এগুলোকে "তর্নিকাঠের ভেলা" বলে ডাকে। এগুলোতে করে ওরা এমনকী সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূরদূরান্তের দ্বীপেও চলে যায়। দরকার হলে সে-সব জায়গায় থাকে কয়েকদিন, প্রচুর পরিমাণে মাছ ধরে, এসব মাছ আবার দরকার হলে জমিতে সার হিসেবে ব্যবহার করে। নৌকায় বৈঠা তো থাকেই, ওরা আরও ব্যবহার করে সুতির চারকোনা পাল; এই

www.BanglaBook.org

পাল এমনভাবে খাটায় যাতে বাতাসের আনুগত্য পায় সবসময়, তা ছাড়া নৌকার পিছনদিকে একজাতের প্যাডেল ব্যবহার করে যাতে পানি কেটে দ্রুত এগিয়ে যেতে পারে।

এতদিন ঠিকমতোই বইছিল বাতাস, একদিন হঠাৎ করেই খেয়াল করলাম, দিক পাল্টে গেছে—উত্তর দিকে বাতাস বইছে, তবে তেমন জোরালো নয়। আদিবাসীদের যত ভেলা ছিল, সব ফিরে এল তীরে; বেলার অনেক গভীরে, ঢেউয়ের নাগালের বাইরে এনে রাখা হলো ওগুলোকে। কারণটা জিজ্ঞেস করলাম কারির মাধ্যমে। জানতে পারলাম, আদিবাসীদের মাছ-ধরার মৌসুম শেষ, কারণ, এই যে উত্তরদিক থেকে বাতাস বইতে শুরু করেছে, থামতে অনেকদিন লাগবে এবং এখন কেউ যদি খোলা সাগরে থাকে তা হলে বাতাসের ধাক্কায় অনেক দক্ষিণে চলে যাবে বেচারা যেখান থেকে আর কোনোদিনই হয়তো ফিরতে পারবে না—হারিয়ে যাবে চিরদিনের মতো।

'দক্ষিণে যাওয়ার যদি ইচ্ছা থাকে তোমার, তা হলে এ-ই সুযোগ,' বললাম কারিকে।

সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না সে। কিন্তু পরদিন হঠাৎ করেই জানতে চাইল, 'আপনি যাবেন আমার সঙ্গে? সাহস হবে আপনার?'

'কেন হবে না?' হাসলাম আমি। 'মানুষের মৃত্যু যদি পূর্বনির্ধারিত হয়ে থাকে তা হলে কীভাবে সে মরবে তা-ও পূর্বনির্ধারিত এবং কপালে যদি মরণ লেখা থাকে তা হলে পানিতে ডুবে মরা আর ফুলের বিছানায় শুয়ে মরা এক কথা। মাসের পর মাস ধরে জলাভূমি আর জঙ্গল পাড়ি দিতে দিতে আমি যার পর নাই ক্লান্ত আর বিরক্ত, চলো আবার ভেসে পড়ি সাগরে; কপালে যা আছে হবে।'

আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে আর দেরি করল না কারি, নেমে পড়ল কাজে। একটা ছুরি আর বেশ কিছু পেরেকের

www.BanglaBook.org

বিনিময়ে সবচেয়ে বড় ভেলাটা কিনে নিল আদিবাসীদের কাছ থেকে। পর্যাপ্ত পরিমাণ শুকনো মাছ আর শস্য নিল ভেলায়, কলসির মতো দেখতে কতগুলো মাটির-পাত্রে নিল পানি। তার পর আদিবাসীদের কাছে গিয়ে ঘোষণা করল, 'সমুদ্র থেকে আসা দেবতা তাঁর খাদেমকে (কারি) সঙ্গে নিয়ে ফিরে যেতে চান সমুদ্রে।'

আদিবাসীদের কেউ কিছু বলল না।

সুতরাং চমৎকার এক রোদেলা সকালে আমি আর কারি গিয়ে চড়লাম আমাদের ভেলায়। বাতাস তখন উত্তর দিক থেকে বইছে—খুব বেশি জোরালোও নয় আবার একেবারে মৃদুমন্দও নয়। চোখে বিস্ময় নিয়ে আমাদেরকে বিদায় জানাল আদিবাসীরা। চারকোনা পাল খাটিয়ে দিলাম আমরা, ভেসে পড়লাম উথাল-পাথাল সাগরে; শুরু হলো এমন এক অভিযান যা আসলে পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়, আমার জানামতে আমাদের আগে যে-অভিযান কখনোই করেনি কেউ।

ভেলাটা এককথায় জবরজং, কিন্তু আমাদের এগিয়ে চলার গতি ভালো—ঘণ্টাপ্রতি গড়ে দু'লিগের মতো এগোতে পারছি। বাতাসও জোরালো, একটানা। আদিবাসীদের যে-গ্রাম ছেড়ে বেলায় এসে সাগরে নেমেছি, দেখতে দেখতে উধাও হয়ে গেল সেটা চোখের সামনে থেকে। গ্রাম ছাড়িয়ে দূরে যে-পর্বতগুলো ছিল, সেগুলোও ঝাপসা হতে হতে একসময় মিলিয়ে গেল দিগন্তে। আমাদের চারপাশে এখন শুধু পানি আর পানি, বিশাল উন্মুক্ত সমুদ্রবক্ষ। চোরাপাথর এড়ানোর জন্য তীর থেকে অনেকখানি দূর দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। এভাবে সারাটা দিন এবং পুরোটা রাত ভাসলাম সাগরে। পরদিন ভোরের আলো ফুটে ওঠার পর দেখি, উঁচু উঁচু পর্বতে ভরা একটা উপকূল ধরে এগোচ্ছি আমরা; কোনো কোনো পর্বতের মাথায় জমে আছে তুষার। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যা নাগাদ আরও কাছিয়ে এল এই



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পর্বতগুলো; বেশ কিছু উপত্যকা চোখে পড়ল তখন, ওই উপত্যকাগুলো ধরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে এসে সাগরের সঙ্গে মিশছে কয়েকটা পাহাড়ি নদী।

এভাবে টানা তিন দিন তিন রাত ভাসলাম সাগরে। একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম, যত এগোচ্ছি, পর্বতগুলো দেখে তত যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠছে কারি। ব্যাপার কী, জানতে চাইলাম ওর কাছে। জবাবে বলল সে, পর্বতগুলো পরিচিত বলে মনে হচ্ছে ওর, ওর দেশে যে-সব পর্বত আছে সেগুলোর সঙ্গে এগুলোর মিল আছে। শুনে আমারও ভালো লাগল—কোনোরকম ক্ষতি ছাড়াই ওর দেশের আরও কাছে চলে আসতে পেরেছি।

চতুর্থদিন সকালে শুরু হলো সমস্যা। বাড়তে শুরু করেছে জোরালো উত্তুরে বাতাসের বেগ। বাড়তে বাড়তে একসময় ঝড়ের রূপ ধারণ করল। ছিঁড়ে উড়ে চলে গেল আমাদের পাল। তার পরও স্রোতের ধাক্কায় দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলা থামেনি আমাদের। বুঝতে পারছি, অনতিবিলম্বে তীরে গিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করা উচিত, কিন্তু কাজটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। পাল নেই, বাতাসের আনুকূল্য পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই, এই বিশাল সাগরে শুধু বৈঠা বেয়ে উন্মত্ত ঢেউয়ের বিরুদ্ধে যুঝে হাজির হতে পারবো না বেলায়। করার মতো কাজ আপাতত একটাই আছে—ভেলার মাথাটা সোজা রাখা, যাতে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে গিয়ে শেষপর্যন্ত ডুবে মরতে না-হয়। সেই কাজই করছি আমি আর কারি মিলে, কিন্তু ছোট্ট একটা ভেলা এবং মানুষ মাত্র দু'জন—দেখা গেল একটু পর পরই বিশাল সব ঢেউয়ের গতিপ্রকৃতির কাছে হার মানতে হচ্ছে আমাদেরকে, থেকে থেকে অসহায়ের মতো ভাসতে লাগলাম আমরা।

দুপুরের ঘণ্টা দু'-এক পর, কালো মেঘে ছেয়ে গেল আকাশ। শুরু হলো বজ্রবৃষ্টি। আরও বেড়েছে বাতাসের বেগ, এবং ক্রমশ বাড়ছে।

www.BanglaBook.org

এখন আর বৈঠা চালানো সম্ভব নয়। ভেলার ভিতরে অসাড়ের মতো পড়ে আছি দু'জনে, ভেলার সঙ্গে বাঁধা দড়ি শক্ত করে ধরে আছি যাতে স্রোতের ধাক্কায় ভেসে না-যাই। আমাদের পাশেই সাপের-মতো ফণা তুলছে ফেনিল স্রোত, তারপর ছোবল দেয়ার ভঙ্গিতে আছড়ে পড়ছে আমাদের উপর। স্রোতের মাতামাতির কারণে একটু পর পরই চরকির মতো পাক খাচ্ছে আমাদের ভেলা। আশ্চর্য, ভেলাটা এখনও টিকে আছে কীভাবে! নলখাগড়া আর চামড়ার কারণেই সম্ভবত খসে আলগা হয়ে যায়নি কাঠ।

কখনও পাক খেতে খেতে, আবার কখনও ফেনিল স্রোতের মাথায় সওয়ার হয়ে ক্রমশ দক্ষিণদিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। কারির কী অবস্থা জানি না, তবে এটুকু জানি আর বেশিক্ষণ টিকতে পারবো না আমরা—ভেলাটা ভেঙে গেলেই সলিলসমাধি হবে দু'জনের। নিজেকে তাই সমর্পণ করে দিয়েছি ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে, জীবনের সব দুঃখ-কষ্টের সমাপ্তি যদি মরণের মাধ্যমে লিখে রেখে থাকেন তিনি তবে তা-ই হবে।

অন্ধকার আরও গাঢ় হলো। এখনও আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, দূরে বাজ পড়ছে আর সেই আওয়াজ কানে আসছে মত্ত সাগরের গর্জন ছাপিয়ে। দূরে, উপকূলের দিকে তাকিয়ে, বিদ্যুৎ চমকানোর আলোয় দেখি, তুষারে-ঢাকা পর্বতগুলো উধাও হয়ে যায়নি এখনও। এতক্ষণে কারির দিকে তাকানোর মতো অবসর হলো আমার। একহাতে সর্বশক্তিতে ভেলার দড়ি পেঁচিয়ে ধরে আছে সে, আরেক হাতে ধরেছে "প্যাচাকামাক"—গলায়-ঝোলানো সেই সোনার মূর্তি। একটু পর পর মূর্তির গায়ে চুমু খাচ্ছে সে, আর বলছে, 'আছেন, ঈশ্বর আমাদের সঙ্গেই আছেন। এমনকী ভয়ঙ্কর এই ঝড়ের মধ্যেও আমাদেরকে ফেলে রেখে চলে যাননি তিনি।'

'যদি চলে গিয়েও থাকেন ঈশ্বর,' কারিকে শোনানোর জন্য চিৎকার করতে হলো আমাকে কারণ বাতাস আর স্রোতের সম্মিলিত গর্জনে অন্য কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, 'আর

www.BanglaBook.org

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর পিছু নিতে হবে আমাদের দু'জনকে। কারণ বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নেই।'

বোধহয় আমার কথায় সাক্ষ্য দিতেই, বিদ্যুচ্চমকের মাত্রা বেড়ে গেল বহুগুণ। আকাশে এত ঘন ঘন আলো দেখা দিচ্ছে যে, রাত নামার পরও দেখতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না। বাচ্চারা যেভাবে বল দিয়ে খেলে, সাগরের পাহাড়সমান ঢেউগুলো সেভাবে লোফালুফি করছে আমাদের ভেলাটা নিয়ে। কখনও বিশাল কোনো ঢেউয়ের মাথায় চড়ছি আমরা, পরমুহূর্তেই আছড়ে পড়ছি বিশ-পঁচিশ ফুট নীচের সাগরবক্ষে। টের পাচ্ছি আস্তে আস্তে আলগা হয়ে যাচ্ছে আমার হাতে ধরা ভেলার-দড়িটা, এতক্ষণে বোধহয় আলগা হয়ে গেছে ভেলার কাঠগুলোও। মাথা ঘোরাচ্ছে আমার, মনে হচ্ছে বমি হবে; চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসছে সবকিছু। ক্ষীণ থেকে আরও ক্ষীণ হচ্ছে স্রোতের গর্জন, মনে হচ্ছে এত জোরালো বাতাসও যেন স্তিমিত হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। দূরে, যতটা দূরে মনে হচ্ছে সম্ভবত তার চেয়েও দূরে, ঢেউয়ের সঙ্গে তাল রেখে ওঠানামা করছে বিশাল কালো একটা স্তূপ–বোধহয় কোনো ভূখণ্ড। কিন্তু সেখানে যে কোনোদিন যেতে পারবো না আমরা তা আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে? চিৎকার করে ঈশ্বরকে ডাকার চেষ্টা করলাম কয়েকবার, কিন্তু আমার কানেই পৌঁছাল না সে-আওয়াজ, ঈশ্বর শুনলেন কি না কে জানে! রাত যে-হারে ঘনাচ্ছে তার চেয়ে দ্রুত ঘনাচ্ছে আমার চারপাশের আঁধার, একসময় আর কিছুই দেখতে পেলাম না, চোখ পিটপিট করলাম কয়েকবার, তারপর আরও একবার আছড়ে পড়লাম সমুদ্রবক্ষে। এরপর সবকিছু তলিয়ে গেল গাঢ় অন্ধকারে।

জ্ঞান যখন ফিরছে, তখন যেন শুনতে পেলাম কেউ একজন ডাকছে আমাকে—ঘুম থেকে ডেকে তোলার চেষ্টা করছে সম্ভবত। চোখ খুলতে কষ্ট হচ্ছে আমার, পাতাগুলো মনে হয় সেঁটে আছে একটার সঙ্গে আরেকটা। চোখ খুললাম, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেলতে হলো—তীব্র আলোয় ধাঁধিয়ে গেছে। উঠে বসলাম সময় নিয়ে, যথেষ্ট কষ্ট হলো; সারা শরীরে এত ব্যথা যে, মনে হচ্ছে গণপিটুনি খেয়েছি। আবারও চোখ খুললাম, তাকালাম চারদিকে।

মাথার উপরে ঘন নীল আকাশ, তাতে জ্বলছে দুপুরের সূর্য। সামনে বিশাল অবারিত শান্ত সাগর। দু'পাশে ছোট ছোট পাহাড়। শরীরের নীচে, যতদূর চোখ যায়, কেবল বালি আর বালি। এই রাশি রাশি বালির উপর দিয়ে অতি মন্থর গতিতে হেঁটে যাচ্ছে বেশ কয়েকটা বড় বড় কচ্ছপ। আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে কারি, হাতে আমার শিখা-তরঙ্গ। ওর শরীরের কয়েক জায়গায় কেটে গেছে, রক্ত পড়ছে কাটা জায়গাগুলো থেকে। লবণ অথবা বালির পুরু স্তর ওর গায়ে, শ্বেতাঙ্গদের মতো দেখাচ্ছে ওকে। অনেকক্ষণ ধরে ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম, চোখের সামনে যা দেখছি তা বিশ্বাস হচ্ছে না আসলে। বেঁচে আছি না মরে গেছি তা-ও বুঝতে পারছি না।

কারিই মুখ খুলল প্রথমে, বিজয়ীর ভঙ্গিতে বলল, 'কি, বলেছিলাম না ঈশ্বর আছেন আমাদের সঙ্গে? সাদা মানুষ, আমি যে-রাজ্যের রাজকুমার, সে-রাজ্যে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন ঈশ্বর, বুঝতে পারছেন?'

না, আসলে কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। অবাক হয়ে তাকিয়েই আছি কারির দিকে। এতদিন একটা অলিখিত মনিব-ভৃত্যের সম্পর্ক ছিল আমার সঙ্গে ওর, আর আজ নিজের দেশে পা দেয়ামাত্র সব ভুলে গেল সে? এতদিন কত নরম সুরে কথা বলেছে আমার সঙ্গে, আর আজ "সাদা মানুষ" বলে সম্বোধন করছে আমাকে? এই দেশে সে রাজকুমার আর আমি কিছুই না—এজন্যই কি এত ঔদ্ধত্য চলে এসেছে ওর মধ্যে?

বেশ কিছুক্ষণ পর, ওর প্রশ্নের জবাবে বললাম, 'বলেছিলে, তোমার প্রজারা নাকি খুব সুন্দর। তা, এই কচ্ছপগুলোই কি তোমার প্রজা? বলেছিলে, তোমার দেশে নাকি এত সোনা আর

www.BanglaBook.org

রূপা আছে যে, তোমাদের কাছে সেগুলোর দাম কাদার চেয়ে কোনো অংশে বেশি না। তা, চারপাশের এই টুকরো টুকরো পাথর আর নীচের এই বালিই কি তোমার সেই সোনা আর রূপা?'

আমার কথা শুনে হাসল কারি। আগের মতো বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'না, ওই যে, ওটা আমার দেশ।'

যেদিকে ইঙ্গিত করছে সে সেদিকে তাকালাম।

অনেক, অনেক লিগ দূরে, বড় একটা জলাশয়ের পাড়ে, দিগন্তের কাছে ঝুলে আছে টুকরো টুকরো মেঘ; সেই মেঘ ভেদ করে মাথা তুলেছে তুষারে-ঢাকা দুটো পর্বতের মাথা।

'ওই পর্বতগুলো খুব ভালোমতো চিনি আমি,' কারির কণ্ঠে গর্ব, 'ওগুলোকে আমার দেশে ঢোকার প্রবেশপথ বলা যায়।'

'তোমার দেশে ঢোকার প্রবেশপথের যদি এই অবস্থা হয়,' দূর থেকে অনুমান করার চেষ্টা করলাম কত উঁচু হতে পারে পর্বতদুটো, 'তা হলে আমার মনে হয় এখানে আর সময় নষ্ট না-করে আমাদের বরং লণ্ডনেই ফিরে যাওয়া উচিত। যা-হোক, কী হয়েছিল বলো তো? এখানে হাজির হলাম কী করে?'

'ঢেউয়ের মাথায় চড়ে। আপনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন, তারপর আরও উঁচু আর বড় হলো ঢেউগুলো। তারপর অনেক বড় একটা ঢেউ এল, শূন্যে তুলে ফেলল আমাদের ভেলাটাকে, পরে আছড়ে পড়লাম আমরা তীরের কিছু ডুবোপাথরের উপর। দেখুন, কী অবস্থা হয়েছে আমাদের ভেলার।'

যেদিকে ইঙ্গিত করছে সে সেদিকে তাকালাম। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে ভেলাটা, কোনো কোনো টুকরো এখনও আটকে আছে ডুবোপাথরের সঙ্গে, কোনো কোনোটা আবার ইতোমধ্যে ভেসে গেছে সাগরে। ওই টুকরোগুলো দেখে, যে বা যারা জানে না তাদের বলার উপায় নেই, এককালে চমৎকার একটা ভেলা ছিল ওই জিনিস। সঙ্গে করে আনা সবগুলো কলস ভেঙে গেছে, তবে আমার সেই বিশাল ধনুক আর তীরগুলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অক্ষত আছে। আমার সেই বর্মটারও কোনো ক্ষতি হয়নি। উঠে গিয়ে নিয়ে এলাম জিনিসগুলো।

খারাপ লাগছে ভেলাটার জন্য। তাই অনেকটা স্বগতোক্তির মতো করে বললাম, 'শেষপর্যন্ত টিকল না। কোনোকিছুই টেকে না। আমাদেরকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে নিজে শেষ হয়ে গেল। আর কোনোদিন চড়া হবে না ওই ভেলায়!'

আমার কথাগুলো শুনতে পেয়ে কারি বলল, 'যদি আমাদেরকে আমার দেশে পৌঁছে দিয়ে ধ্বংস হতো ভেলাটা, তা হলে কাঠের যে-ক'টা টুকরো পেতাম, স্মৃতি হিসেবে সোনার পাত্রে ভরে রেখে দিতাম কোনো মন্দিরে।'

কলস ভেঙে গেছে, খাওয়ার পানি নেই। এদিকে প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত আমরা দু'জনই। কারির দেশ অনেক দূরে, তাই এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে কাছেপিঠেই কোথাও সুপেয় পানির খোঁজ করা। হাঁটতে শুরু করলাম দু'জনে। বেশি দূরে যেতে হলো না, কাছেই বড় এক পাথরের খাঁজে দেখতে পেলাম বৃষ্টির পানি জমে আছে। আশ মিটিয়ে পান করলাম দু'জনে। তারপর আবার গেলাম সেই ডুবোপাথরগুলোর কাছে, যেগুলোর উপর আছড়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়েছে আমাদের ভেলা। ভাগ্য সহায় হলো এবারও—ভাঙা কাঠ সরিয়ে পাওয়া গেল কিছু শুকনো-মাছ। বৃষ্টির পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে ওগুলো চালান করে দিলাম পেটে।

আমরা দু'জনই বেশ ক্লান্ত এবং আহত। ইচ্ছা করছে কোথাও শুয়ে মড়ার মতো ঘুমাই। কিন্তু কোথায় আছি তা আগে জানা দরকার। খোঁড়াতে খোঁড়াতে তাই বেলা ছেড়ে চলে এলাম অনেক ভিতরে। খেয়াল করলাম, যত এগোচ্ছি তত উপরে উঠছি। একসময় হাজির হলাম বেশ উঁচু একটা টিলার মাথায়। তাকালাম চারদিকে।

ছোট্ট একটা দ্বীপে হাজির হয়েছি আমরা আসলে। বেশি বড় নয় দ্বীপটা, দু'শ' একরের মতো হবে। মোটা মোটা ঘাস ছাড়া

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উদ্ভিদ বলতে গেলে আর নেই। একজাতের সামুদ্রিক পাখি আস্তানা গেড়েছে এই দ্বীপে; যেদিকে তাকাই মাটিতে শুধু পাখি আর পাখি। আর কচ্ছপের কথা তো আগেই বলেছি। সিল বা ভোঁদড়ের মতো দেখতে কিছু প্রাণীও চোখে পড়ছে।

'এখানে থাকলে,' কারিকে বললাম আমি, 'অন্তত খাবারের অভাবে মারা যেতে হবে না। তবে গরমকালে পানির কষ্ট হবে মনে হয়।'

দেখতে দেখতে ওই দ্বীপে চার মাস কেটে গেল আমাদের। খাবারের দরকার পড়লে গিয়ে কচ্ছপ মারি আমি আর কারি মিলে, তারপর আগুনে ঝলসে নিয়ে সেগুলোর মাংস খাই। আগুন জ্বালায় কারি, তা-ও আবার অদ্ভুত এক কায়দায়। মাঝেমধ্যে স্রোতে ভেসে আসে গাছের গুঁড়ি, জানি না কোত্থেকে। ও-রকম কিছু গুঁড়ি যোগাড় করে সে শান্ত সাগরের অগভীর পানিতে নেমে। গর্ত করে গুঁড়িতে, আশপাশ থেকে যোগাড়-করা গুল্মজাতীয় কিছু গাছের পাতা সেই গর্তে ফেলে আরেকটা সরু লাকড়ি দু'হাতে একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে ঘুরাতে থাকে যতক্ষণ না ধোঁয়া দেখা যায়। আগুন ধরে গেলে আরও কিছু শুকনো পাতা বা ঘাস ফেলে, তারপর প্রয়োজনমতো লাকড়ি দেয় আগুনে। ওর এই আগুন জ্বালানোর বিদ্যাটা জানা না-থাকলে কাঁচা মাংস খেতে হতো আমাদেরকে।

কচ্ছপের মাংস খেতে খেতে অরুচি ধরে গেলে গিয়ে শিকার করি সামুদ্রিক পাখি, কিংবা যোগাড় করি সেগুলোর ডিম। বেলার বালিতে কায়দা করে গর্ত খুঁড়ি, জোয়ারের পানির সঙ্গে ভেসে এসে সেই গর্তে যদি ঢুকে পড়ে সামুদ্রিক মাছ, তখন আবার বালি ফেলে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিই। পানি সরে যায় একসময়, আটকা পরে পানির অভাবে মারা যায় মাছ, সেগুলো তুলে নিয়ে আগুনে ঝলসাই আমরা।

খাওয়ার জন্য অনেকগুলো কচ্ছপ মারতে হয়েছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদেরকে, সেগুলোর খোলস ফেলে না-দিয়ে কাজে লাগিয়েছি। ভেলার ধ্বংসাবশেষের ভিতর থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিলাম টুকিটাকি কিছু জিনিস, সেগুলো কাজে লাগিয়ে ভেসে-আসা বড় বড় কিছু গুঁড়ি প্রয়োজনমতো কেটে বা ছেঁটে, দরকার হলে পেরেক দিয়ে জোড়া দিয়ে গেঁথেছি বেলার বালির গভীরে, সমুদ্র সমতল থেকে যথেষ্ট উঁচুতে। পাথরের অভাব নেই দ্বীপে, কাজে লাগবে এমন পাথর যোগাড় করে সেগুলো হাতুড়ির মতো ব্যবহার করে ভেঙেছি কচ্ছপের-খোলসগুলো। তারপর সেগুলো কায়দা করে আটকে দিয়েছি ওই গুঁড়িগুলোর উপরে, একটার সঙ্গে আরেকটা। হয়ে গেছে আমাদের ছাদ। দুপুরে, সূর্য যখন মাথার ঠিক উপরে থাকে, কাজ না-থাকলে দু'জনে গিয়ে আশ্রয় নিই ওই ছাদের নীচে, ছায়ায় শুয়ে বা বসে থেকে অলসদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত সাগরের দিকে। কখনও আবার মুষলধারে বৃষ্টি নামলেও ওই ছাদই হয় আমাদের আশ্রয়স্থল। সুপেয় পানির আধার হিসেবেও কাজে লাগে খোলসগুলো—জোরে বৃষ্টি নামলে সেগুলো শুধু চিত করে রেখে দিই খোলা জায়গায়, পরে কষ্ট করে আর পাথরের খাঁজে পানি খুঁজতে হয় না আমাদেরকে। তপ্ত রোদে যাতে শুকিয়ে না-যায় পানি সে-জন্য একটা খোলসের উপর আরেকটা খোলস সুন্দরভাবে খাঁজে খাঁজে মিলিয়ে ঢেকে রাখি।

আমাদের জামাকাপড় বলতে গেলে ন্যাতাকানি হয়ে গেছে, পরার উপযোগী অবস্থায় নেই আর। একদিন তাই আমার সেই বিশাল ধনুকটা নিয়ে হাজির হলাম সাগরতীরে, যেখানে ভোঁদড়জাতীয় প্রাণীগুলো দেখেছিলাম। মারলাম বেশ কয়েকটাকে, তারপর সেগুলোর চামড়া ছাড়িয়ে নিলাম। চর্বি আলগা করে ফেলে দিলাম সাগরে। টানা কয়েকদিন ধরে ফেলে রাখলাম কড়া রোদের নীচে, সময়ে সময়ে হাত দিয়ে ডলে ডলে নরম করলাম চামড়াগুলোকে। তারপর সেগুলো দিয়ে অন্তত লজ্জা

www.BanglaBook.org

নিবারণের উপযোগী করে কিছু পোশাক বানিয়ে নিলাম আমি আর কারি মিলে।

সময় যায়। পুবাকাশ লাল করে সূর্য ওঠে, পশ্চিমাকাশ লাল করে অস্ত যায়। রাতের আকাশে একসময় দেখা দেয় চাঁদ, আবার ভোরের অনেক আগে ডুবে যায়। দিন গড়ায়। কিছুই করার নেই, কোথাও যাওয়ার নেই—একাকিত্বে ভুগতে ভুগতে একসময় আমার মনে হতে লাগল বোধহয় পাগল হয়ে যাচ্ছি। ছোট্ট এই দ্বীপের বিশেষ একটা প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে অনেক দূরে স্পষ্ট দেখা যায় কারির দেশের পার্বত্য "প্রবেশদ্বার", খুব ইচ্ছা করে গিয়ে হাজির হই সেখানে, তার পর কপালে ভালো বা মন্দ যা-ই থাকুক ঘটবে। কিন্তু আফসোস, যাওয়ার কোনো উপায়ই নেই! ওই জায়গা আর আমাদের এই দ্বীপের মাঝখানে যেন চাদরের মতো বিছিয়ে আছে লিগের পর লিগ বিস্তৃত উন্মুক্ত সাগর। এই সাগর সাঁতরে পার হওয়া যাবে না, এখানে সাঁতরানো সম্ভব নয় কারও পক্ষেই। বড় কোনো গাছ নেই দ্বীপে, থাকলেও লাভ হতো না অবশ্য—গাছ কাটার মতো যন্ত্রপাতি নেই আমাদের সঙ্গে; একটা ভেলাও অন্তত বানাতে পারবো না আমরা, সমুদ্র শান্ত থাকলেও সেই ভেলায় চেপে হাজির হতে পারবো না কারির দেশে।

নিজের অসহায়ত্ব সহ্য করতে না-পেরে একদিন চিৎকার করে উঠলাম আকাশের দিকে তাকিয়ে, 'এখানেই মরতে হবে আমাদেরকে! এ-ই লেখা ছিল কপালে?'

'না,' পাশে বসা কারি জবাব দিল অবিচল কণ্ঠে, 'ঈশ্বর এখনও ছেড়ে যাননি আমাদেরকে। তিনি যখন দরকার মনে করবেন তখন সাহায্য করবেন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# তিন

পূর্ণিমা। গোল থালার মতো বিশাল চাঁদটা যেন স্থির হয়ে আছে মাথার উপরে, কারির দেশের সেই "প্রবেশদ্বারের" ঠিক মাঝখানে। আমরা দু'জনে বসে আছি বেলায়, একদৃষ্টিতে দেখছি চাঁদটাকে। মেঘের একটা অদৃশ্য মইয়ে ভর দিয়ে আকাশের আরেকটু উপরে উঠল চাঁদটা যেন। সামনের অবারিত সমুদ্রের শান্ত পানিতে চন্দ্রিমার অপূর্ব সুন্দর প্রতিফলন।

'কুইলার পা যেখানে পড়েছে সেখানে কি কিছু দেখতে পাচ্ছেন?' হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল কারি।

কারির দেশের লোকেরা চাঁদকে একজন নারী দেবতা বলে মনে করে, কুইলা বলে ডাকে। সাগরের যে-জায়গায় চাঁদের আলো পড়ে চকচক করছে সে-জায়গায় কুইলার পা পড়েছে বলে মনে করছে কারি।

'কুইলা!' আশ্চর্য হয়ে ভালোমতো তাকালাম সাগরের দিকে। 'কই, না তো! কিছুই তো চোখে পড়ছে না আমার। তবে,' পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললাম, 'চোখে পড়ার দরকারও নেই। কুইলা যদি দয়া করে আকাশ থেকে নেমে আসেন এই দ্বীপে, তা হলে তাঁকে অনতিবিলম্বে বিয়ে করতে রাজি আছি আমি এবং তাঁর ওই উপকারের প্রতিদানস্বরূপ সারাজীবন তাঁকে পুজো করে যাবো। আমাকে শুধু যদি এই হতচ্ছাড়া দ্বীপ থেকে উদ্ধার করতেন ওই চন্দ্রদেবী!'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'চুপ করুন!' আতঙ্কিত কণ্ঠে বলল কারি, যদিও বুঝতে পেরেছে আমাদের দুর্দশা আর সহ্য করতে না-পেরে চরম হতাশ হয়ে কথাগুলো বলেছি আমি।

'কেন চুপ করবো? কিছুই যখন করার নেই, তখন যদি ভাবি আকাশের ওই চাঁদটা একজন অপূর্ব সুন্দরী রমণী হয়ে নেমে আসবে এই দ্বীপে আর বিয়ে করবে আমাকে তা হলে দোষটা কোথায়?'

'দোষটা হলো: আমার দেশের লোকদের কাছে চাঁদ একজন দেবী এবং আমরা যা যা বলি তার সবই তিনি শোনেন, আমরা শুনতে পাই বা না-পাই আমাদের প্রতিটা প্রার্থনার জবাব দেন। মনে করুন আপনার কথা শুনে সত্যিই যদি তিনি হাজির হন দ্বীপে এবং তাঁকে বিয়ে করার দাবি জানান আপনার কাছে তখন কী করবেন?'

হাসলাম। 'তখন তাঁকে স্বাগত জানাবো আমি। কেন জানো? কারও ভালোবাসার পাওয়ার জন্য এবং কাউকে ভালোবাসার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি আমি আসলে। তুমি বুঝবে কি না জানি না, তার পরও অনেক-আগে-পড়া একটা কবিতা শোনাই তোমাকে:

"বসন্ত আসে যায় হৃদয়-বাগানে
কিন্তু ডাকে না কামুক কোকিল,
যেদিকে তাকাই ফুল দেখি, অথচ
অচেনা প্রিয়ার দরজায় কেন খিল?
আমি এখন দাহ্য বারুদ, মনে
অহর্নিশি প্রেমের আগুন জ্বলে,
দুই ঠোঁট আমার মোমের মতো
গলে যাক কারও উষ্ণ অধরের তলে..."'

'চুপ করুন, দয়া করে চুপ করুন,' ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল কারি। 'যা বলছেন আপনি মন থেকে বলছেন এবং সবই শুনতে পাচ্ছেন মহান দেবী কুইলা।'



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'শুনতে দাও। কোনো অসুবিধা তো নেই, তা-ই না?'

'আছে। ইন্টি, মানে সূর্যদেবতার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে কুইলার; এখন আপনার সঙ্গে যদি কিছু হয়ে যায় দেবীর, আপনি যদি সূর্যের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন তাঁর প্রেমময়ী চাঁদকে, তা হলে ঈর্ষান্বিত হয়ে সূর্যদেব কী অবস্থা করবে আপনার জানেন?'

'না, জানি না। এবং জানতে চাইও না। কুইলা যদি আসে এবং আমাকে ভালোবাসে তা হলে তোমাদের সূর্যদেব কী হাল করে আমার তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত না আমি। কেন জানো? কারণ আমি একজন খ্রিস্টান এবং সূর্যকে দেবতা বলে মানি না আমরা।'

ওদের ধর্মের বিরুদ্ধে আমার মুখ থেকে এত বড় বড় কথা শুনে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে কারি। সাগরের পানিতে জোছনার প্রতিফলনের দিকে আরেকবার তাকাল সে, গলায়-ঝোলানো প্যাচাকামাকের মূর্তিটা হাতে নিয়ে রাতের প্রার্থনা শেষ করল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, তারপর ভয়ে বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল আমাদের সেই অদ্ভুত কুঁড়েঘরের ভিতরে। শুয়ে পড়ল এককোনায়, দু'-একবার এপাশ-ওপাশ করে ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যেই।

এদিকে আমার দু'চোখে ঘুম নেই। আকাশ-পাতাল আর আকাশ-কুসুম—দু'রকম চিন্তাই পেয়ে বসেছে আমাকে। অনতিদূরে জ্বলছে ছোট-করে-জ্বালানো আগুন, আজকাল দিনের বেশিরভাগ সময়ই জ্বালিয়ে রাখি আমরা, সেদিকে তাকিয়ে আছি একদৃষ্টিতে। রাতটা চমৎকার, জানি আমাদের সেই অদ্ভুত কুঁড়েঘরের চেয়ে এখন যেখানে বসে আছি, মানে আগুনের কাছে এই জায়গাটা, যথেষ্ট গরম আর আরামদায়ক। একসময় ক্লান্তি পেয়ে বসল আমাকে, যেখানে বসে ছিলাম সেখানেই শুয়ে পড়লাম আপনাথেকে, ঘুমে বন্ধ হয়ে আসছে দু'চোখের পাতা।

ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম: অপূর্ব সুন্দরী এক

www.BanglaBook.org

নারী দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। ওর নগ্ন বুকে ঝুলছে চাঁদের আদলে স্ফটিক-দিয়ে-বানানো একটা প্রতীকচিহ্ন। বড় বড় কালো চোখে আমাকে দেখছে মেয়েটা। এভাবে তাকিয়ে থাকতে লজ্জা পাচ্ছে সে, কিন্তু অন্য কোনো দিকেও তাকাচ্ছে না। পর পর তিনবার লজ্জা পেল সে, প্রতিবারই আগেরবারের চেয়ে বেশি। তারপর আমার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, অন্তত স্বপ্নে সে-রকমই মনে হলো আমার, ওর লম্বা কালো চুল এলিয়ে পড়ল আমার হলুদাভ-সাদা চুলের উপর। আমার মনে হলো আমার চুলের সঙ্গে মেয়েটা নিজের চুল মিলিয়ে দেখার চেষ্টা করছে। তারপর আমার মুখে, নাকে, সারা চেহারার উপর চুলগুলো ছড়িয়ে দিল সে যাতে ওর চুলের সুগন্ধ পেতে পারি। সত্যিই, অদ্ভুত সুন্দর ঘ্রাণ মেয়েটার চুলে!

প্রাণ ভরে সে-সুঘ্রাণ নিচ্ছি আমি, এমন সময় ভেঙে গেল আমার ঘুম, শেষ হয়ে গেল স্বপ্নটা।

চোখ খুললাম আমি, উঠে বসে তাকালাম সামনে। এবং সঙ্গে সঙ্গে হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার একেবারে কাছে, উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা; এই মেয়েটাকেই একটু আগে স্বপ্নে দেখেছি আমি! পার্থক্য তিনটা—স্বপ্নে দেখা মেয়েটার বুক নগ্ন ছিল, আর এই মেয়েটার পরনে রূপার কারুকার্যখচিত চমৎকার এক আলখাল্লা; এই মেয়ের কালো চুলের উপর শোভা পাচ্ছে পালকের খুবই সুন্দর একটা পাগড়ি, যার সামনের দিকে বসানো আছে রূপা-দিয়ে-বানানো বাঁকা চাঁদের একটা প্রতীকচিহ্ন এবং মেয়েটার হাতে রূপার ছোট্ট একটা বর্শা।

একদৃষ্টিতে তাকিয়েই আছি আমি ওর দিকে, নড়তে পর্যন্ত পারছি না। কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না। স্বপ্নটা মনে পড়ে গেল আবার, মনে পড়ল ঘুমানোর আগে আমাকে কী বলেছিল কারি। তখন প্রায় ফিসফিস করে, যেন নিজেকে শোনানোর জন্যই বললাম, 'কুইলা!'

www.BanglaBook.org

শোনামাত্র আমাকে বাউ করল মেয়েটা। দূর্বাঘাসের উপর দিয়ে বাতাস বয়ে গেলে যে-রকম আওয়াজ হয়, সে-রকম কোমল কণ্ঠে খাঁটি ক্যাছুয়া ভাষায়, যে-ভাষা আমাকে শিখিয়েছে কারি, বলল, 'হ্যাঁ, আমার নাম কুইলা। আমার মা'র নামও ছিল কুইলা। শব্দটার মানে জানেন? ...চাঁদ। কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কীভাবে? আর এই জায়গায়ই বা এলেন কী করে? দেখতে কী অদ্ভুত আপনি! আপনার চামড়া সাগরের পানির ফেনার মতো সাদা, চুল মন্দিরে রাখা সোনার মতো হলুদ!'

'তোমার নাম জানলাম কীভাবে?' ক্যাছুয়া ভাষায় বললাম, 'কেন, একটু আগে, আমার পাশে যখন হাঁটু গেড়ে বসলে, তখন তুমিই তো বললে নামটা!'

লজ্জায় লাল হয়ে গেল মেয়েটা। মাথা নেড়ে বলল, 'না, মনে হয় আমার মা, মানে চাঁদ, আমার নামটা বলেছে আপনাকে। অথবা অন্য কোনোভাবে জানতে পেরেছেন আপনি। তবে যা-ই হোক, নামটা ঠিকই বলেছেন—আমি কুইলা।'

উঠে দাঁড়ালাম, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম মেয়েটার দিকে। ঘটনার আকস্মিকতায় সে-ও হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

সত্যিই, মেয়েটা খুবই সুন্দরী। চমৎকার আলখাল্লা আর পাগড়ির কারণে আরও সুন্দরী দেখাচ্ছে। ওর গায়ের রঙ, এ-পর্যন্ত যত আদিবাসী দেখেছি তাদের কারও মতো নয়, বরং অনেক হালকা, বলা যায় ইউরোপিয়ানদের মতো। তবে তামাটে একটা আভা আছে, এই চন্দ্রালোকেও তা বোঝা যায়। সে লম্বা, তবে খুব বেশি লম্বা নয়; তীরের মতো হালকা-পাতলা আর ঋজু। দুই স্তন যথেষ্ট উন্নত, হাত-পা গোলগাল। চালচলন সাবলীল—ডানা মেলে উড়ে বেড়ানো চিলের মতো। আর দশজন সুন্দরী মেয়ের মতো নয় সে, তারুণ্যপূর্ণ চেহারায় এ-রকম কিছু একটা আছে যা ওকে সবার চেয়ে আলাদা করেছে—প্রথম দেখায়

www.BanglaBook.org

সেই "কিছু একটা" অপার্থিব বলে মনে হচ্ছে আমার। কুশলী পটুয়া কোনো সিদ্ধপুরুষের ছবি আঁকলে তাঁর চেহারায় যে-রকম প্রসন্ন একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে, এই মেয়ের কথাবার্তায়, চেহারায়, পুরো সত্তায় সে-রকম একটা ভাব যেন টের পাচ্ছি আমি।

যদি সত্যিই চন্দ্রকন্যা বলে কেউ থেকে থাকে পৃথিবীতে, তবে এ-ই সে-মেয়ে। অতিমানব আর মানবীর মিলনে জন্ম এর, তা না হলে এই সৌন্দর্য এত প্রকটভাবে প্রকাশ পেতে পারে না মেয়েটার মধ্যে।

হঠাৎ একটা প্রশ্ন চলে এল আমার মাথায়, জিজ্ঞেস করা থেকে বিরত রাখতে পারলাম না নিজেকে, 'আচ্ছা, একটা কথা বলো তো, তোমার কি বিয়ে হয়ে গেছে?'

'না, এখনও হয়নি। তবে হওয়ার কথা আছে।' কেন যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলল কুইলা, ব্যাপারটা নিয়ে সম্ভবত কথা বলতে চায় না বলে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য জিজ্ঞেস করল, 'এবার আপনি একটা কথা বলুন তো—আপনি কি মানুষ না দেবতা?'

জানি না কেন, ধূর্ততা জেগে উঠল আমার মনের মধ্যে, ঘুরিয়ে জবাব দিলাম, 'তুমি যে-রকম চাঁদের মেয়ে, আমিও ঠিক সে-রকম সমুদ্রের ছেলে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে সাগরের দিকে তাকাল কুইলা, পানিতে জোছনার প্রতিফলন দেখল কিছুক্ষণ। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে, অনেকটা স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বলল, 'সাগরের বুকে ঠাঁই নিয়েছে চাঁদ। কিন্তু কখনও কি মিল হবে দু'জনের? কোনোদিন কি কাছাকাছি আসতে পারবে ওরা?'

'মনে হয় না, কুইলা,' ছোট করে জবাব দিলাম আমি।

জানি না কেন, আবারও লাল হয়ে গেল মেয়েটার চেহারা, দৃষ্টি নামিয়ে নিয়ে মাটির দিকে তাকাল সে।

কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এমন সময় একটা শব্দ পেয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম আমাদের "কুঁড়েঘরের" দিকে। সম্ভবত কথাবার্তার আওয়াজ পেয়ে ঘুম ভেঙে গেছে কারির, বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছে সে। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, মুখ হাঁ হয়ে গেছে ওর; একবার আমার দিকে, আরেকবার কুইলার দিকে তাকাচ্ছে সে।

'কী বলেছিলাম আমি আপনাকে?' কিছুক্ষণ পর আমাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল সে, 'ওই সব কথা বলতে নিষেধ করিনি? এখন দেখলেন তো? আপনার প্রার্থনা শুনেছেন চন্দ্রদেবী, আকাশ ছেড়ে নেমে এসেছেন তিনি মাটিতে, এই দ্বীপে। দেখুন তাঁকে, একটাবার দেখুন! চন্দ্রদেবী ছাড়া অন্য কেউ এত সুন্দরী হতে পারে না।'

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হলো কারিকে, চন্দ্রদেবী যদি আকাশ ছেড়ে মাটিতেই নেমে এসে থাকেন, তা হলে এত চমৎকার রূপালী আলো দিচ্ছে আকাশের যে-গোলাকার বস্তুটা তার নাম কী। কিন্তু কুইলার সামনে আর কিছু বললাম না ওই ব্যাপারে।

আমাদের দিকে এগিয়ে এল কারি, মাথা নুইয়ে সম্মান করল মেয়েটাকে। ওকে দেখে অনেকটা আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাতের বর্শা উঁচু করে ধরল কুইলা। কিন্তু কারি কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছা নিয়ে এখানে আসেনি বুঝতে পেরে নামিয়ে নিল ছোট্ট অস্ত্রটা। তারপর জিজ্ঞেস করল আমাকে, 'গায়ের রঙ দেখে আপনার এই সঙ্গীকে তো আমাদের মতোই মনে হয়। আপনারা দু'জন এখানে এলেন কীভাবে?'

'ঢেউয়ের মাথায় চড়ে, হাজার হাজার লিগ পাড়ি দিয়ে,' আবারও ঘুরিয়ে জবাব দিলাম আমি। 'তুমি এলে কীভাবে?'

'চাঁদের আলোয় চড়ে,' হাসতে হাসতে আমার ঢঙেই বলল কুইলা। 'আসলে মাছ ধরতে বের হয়েছিলাম আমার দুই সহচরীকে সঙ্গে নিয়ে। যেখানে থাকি আমরা, সে-জায়গার তীর থেকে অনেক দূরে চলে আসি। সূর্য ডুবে গেল, ফিরে যাবো, তখন



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দূর থেকে দেখি এখানে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। ধোঁয়া মানে আগুন, আর আগুন মানে মানুষ—এই নির্জন দ্বীপে মানুষ এল কোত্থেকে জানার আগ্রহ হলো খুব। আমার সহচরীরা তো আসতেই চায় না, ভয়ে মরে, জোর করে নিয়ে এলাম ওদেরকে। নৌকায় পাল খাটালাম আমিই, বৈঠাও আমাকে বাইতে হলো। তারপর কী হলো তা তো জানাই আছে আপনার।'

'কিন্তু তুমি কে?'

'আমি চ্যানকাদের রাজা হুয়ারাছার একমাত্র সন্তান। প্রাচীন ইনকাদের রক্ত বইছে আমার শরীরে। এই অঞ্চলে কুয়িসমানচু নামে আমার মা'র একজন আত্মীয় থাকে, তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য এসেছি। আপনি বোধহয় কুয়িসমানচুর নাম শোনেননি, তা-ই না? এই দেশের উপকূল বরাবর যে-ক'টা জনপদ আছে, তিনি সবগুলোর গোত্রপতি। লোকে তাঁর প্রজাদেরকে বলে য়ুঙ্কা। যা-হোক, এই কুয়িসমানচুর কাছে আমার বাবা দূত-মারফত কিছু একটা পাঠিয়েছেন; কী জানি না। ...এই দ্বীপের এক জায়গায় নৌকা ভিড়িয়েছি আমি; এবার বলুন, কী করবেন আপনারা? এখানেই থাকবেন, না সমুদ্র থেকে এসেছেন তাই ফিরে যাবেন সমুদ্রের কাছে, নাকি আমার সঙ্গে যাবেন কুইসমানচুর শহরে? যদি আমার সঙ্গে যেতে চান তা হলে তাড়াতাড়ি করতে হবে, কারণ আবহাওয়া খারাপ হতে পারে যে-কোনো সময়, তখন নৌকা ভাসালে ডুবে মরতে হবে সবাইকে।'

'আমি অবশ্যই যেতে চাই তোমার সঙ্গে,' জোর গলায় বললাম। 'কারণ একজন সমুদ্র-দেবতা সমুদ্রে ডুবে মরতে পারে না।'

কারির দিকে তাকাল কুইলা। কিন্তু কারি কিছু বলল না, শুধু কাঁধ ঝাঁকাল আর বড় করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বুঝতে পারছি এই দ্বীপে থাকতে ওর-ও ভালো লাগছে না, কিন্তু একজন নারীর মাধ্যমে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো ইচ্ছা ওর নেই। মেয়ে মানেই



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর কাছে অশুভ কিছু, তাই শেষপর্যন্ত নিমরাজি হলো সে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে।

'তা হলে আর দেরি করবেন না,' আমরা যেতে চাই জানতে পেরে তাড়া দিল কুইলা, 'এই ঢাল বেয়ে গেলে ছোট একটা টিলা আছে, সেটার নীচেই ভেড়ানো আছে আমার নৌকা। যাই, গিয়ে আমার সহচরীদের বলি আপনাদের কথা। এমনিতেই ভীতু ওরা, আমার সঙ্গে হঠাৎ করে আপনাদের দু'জনকে দেখলে আরও ভয় পেয়ে যেতে পারে। আপনারা গোছগাছ সেরে ফেলুন, তারপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন টিলার কাছে,' আমাকে বাউ করে হরিণীর মতো গর্বিত অথচ চপল পদক্ষেপে উধাও হলো সে।

দ্রুত গিয়ে হাজির হলাম আমাদের সেই কুঁড়েঘরে। বের করলাম আমার বর্মটা, কারির সহায়তায় পরলাম সেটা। প্রথমে পরতে চাইছিলাম না, কিন্তু সে জোরাজুরি করতে লাগল, বলল, এতে করে নাকি বর্মটা হাতে করে বহন করার ঝামেলা থেকে বাঁচা যাবে। তবে আমার মনে হয় মুখে যা-ই বলুক আসলে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে ওর।

'হ্যাঁ,' বর্মটা পরার সময় ঠাট্টা করে বললাম, 'নৌকা যদি শুধু উল্টায় তা হলে আমাকে বহন করার ঝামেলা থেকেও বেঁচে যাবে তোমরা।'

'নৌকা উল্টাবে না।'

'জানলে কীভাবে?'

'চাঁদের নীচে চন্দ্রকন্যা চালাবেন নৌকা, কারও সাধ্য আছে সেটা উল্টায়? অবশ্য, সূর্য উঠে গেলে কী হবে সে-ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা দিয়ে কিছু বলতে পারব না।'

ওর কথা শুনে হাসলাম।

'আরও একটা কথা,' বলে চলল কারি, 'জালের ভিতর দিয়ে বানানো রাস্তা সবসময়ই চওড়া আর সহজ হয়।'

'জাল! কীসের জাল?'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'মহিলা মানুষের চুল দিয়ে বানানো জাল,' ইঙ্গিতপূর্ণভাবে বলল কারি। 'যদি আমার ভুল না-হয়, আমার মনে হয় ইতোমধ্যেই ওই জাল আপনার মুখ দিয়ে ঢুকে গেছে গলার ভিতরে। যদি সতর্ক না-হন, তা হলে ওখানেই আটকে যাবে সেটা, দম বন্ধ হয়ে মরবেন আপনি। ...হাসবেন না, আমার সব কথা শুনুন আগে। যতদূর বুঝতে পেরেছি, আমাদের এই চন্দ্রকন্যা য়ুঙ্কাদের গোত্রপতির মেহমান। এই য়ুঙ্কাদের সঙ্গে আমার দেশের লোকদের সমস্যা আছে। একবার এক যুদ্ধে য়ুঙ্কাদের পরাজিত করি আমরা, আমাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিতে হয় ওদেরকে তখন। কিন্তু আমি জানি তার পর থেকেই সুযোগের অপেক্ষায় আছে ওরা, এবং উপযুক্ত সময় এলে বিদ্রোহ করবেই এই হার-না-মানা লোকগুলো। ইতোমধ্যেই করে ফেলেছে কি না কে জানে! ওই চন্দ্রকন্যা চ্যানকাদের রাজার মেয়ে; আমি যতদিন আমার দেশে ছিলাম ততদিন দেখেছি, চ্যানকাদের সঙ্গে একটা যুদ্ধ লাগি লাগি অবস্থা ছিল আমাদের–সেই যুদ্ধও হয়ে গেছে কি না জানি না। ...অবস্থাটা বুঝতে পারছেন আপনি?'

'পারছি। কিন্তু কথা হলো, তোমার দেশের লোকদের সঙ্গে চ্যানকাদের যুদ্ধ লাগল কি লাগল না, য়ুঙ্কারা তোমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল কি করল না, তাতে চন্দ্রকন্যার কী আসে যায়?'

'আমার মনে হয় অনেক কিছুই আসে যায়। দেখলে যতটা সহজ-সরল বলে মনে হয় তাঁকে, আমার মনে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি জটিল তিনি—অনেক কিছু জানা আছে তাঁর। কী বলেছেন তিনি খেয়াল করেছেন? দূত মারফত তাঁর বাবা নাকি কিছু একটা পাঠিয়েছেন কুয়িসমানচুর কাছে। আমার মনে হয় ওসব আসলে লোক দেখানো, আসলে তাঁকেই পাঠানো হয়েছে য়ুঙ্কাদের কাছে, যাতে বিশেষ কেউ, পদমর্যাদার দিক দিয়ে যিনি অনেক বড়, দেখতে পারেন মেয়েটাকে, পছন্দ করতে পারেন।

www.BanglaBook.org

হয়তো ও-রকম কারও সঙ্গে বিয়ের কথাবার্তা চলছে তাঁর। আবার এ-রকমও হতে পারে, বাগ্দান হয়ে গিয়েছে আগেই, এখন হবু স্ত্রী দেখা করতে এসেছেন হবু বরের সঙ্গে। যা-ই হোক, সময় এলে সবই জানা যাবে; আপাতত আমাদের কাজ হচ্ছে, চন্দ্রকন্যার কাছ থেকে দূরে দূরে থাকা। আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, হাজারবার ইচ্ছা করলেও যাবেন না তাঁর কাছে, কারণ, ধরে নিন তিনি অন্য কারও বাগ্‌দত্তা। ...এই অঞ্চলের মানুষরা আবার খুবই ঈর্ষাপরায়ণ, আগেও বোধহয় বলেছি আপনাকে; চন্দ্রকন্যার মতো সুন্দরী কাউকে বিয়ে করতে চাইবে যে-লোক সে কিছুতেই সহ্য করবে না আপনাকে, এমনকী আপনি সমুদ্র থেকে উঠে আসা সাদা দেবতা হলেও না।'

তিক্ত হাসি হাসলাম। 'তোমার কথাগুলো মনে রাখার চেষ্টা করবো, কারি। অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে এ-রকম মেয়েদের প্রেমে পড়ার পরিণতি খুব ভালোমতো জানা আছে আমার।'

'আরেকটা কথা। বুঝতেই পারছেন শত্রুর এলাকায় চলে এসেছি আমরা, তাই আমার ব্যাপারে যদি আপনার কাছে কখনও কিছু জিজ্ঞেস করেন চন্দ্রকন্যা অথবা অন্য কেউ, বলবেন, সমুদ্র থেকে এই দ্বীপে ওঠার পর আপনি এখানেই পেয়েছেন আমাকে। এখানে তপস্যা করছিলাম আমি। আমার নাম জানতে চাইলে বলবেন, যাপানা। দয়া করে মনে রাখবেন, আমার আসল পরিচয় সম্পর্কে যদি কিছুমাত্র আভাস পায় এখানকার লোকেরা, সঙ্গে সঙ্গে খুন করে ফেলবে আমাকে। এমন একটা সময় ছিল যখন মরার খুব ইচ্ছা ছিল আমার, কিন্তু এখন মরতে চাই না আমি। কারণ দুটো কাজ এখনও বাকি আছে আমার—প্রতিশোধ নেয়া এবং সিংহাসন পুনরুদ্ধার করা। আমার সঙ্গে চাকরের মতো, দরকার হলে কুকুরের মতো ব্যবহার করবেন, যাতে লোকে বুঝতে পারে কোনো দাম নেই আমার।'

www.BanglaBook.org

'ঠিক আছে।'

'দয়া করে কি ওই ব্যাপারে শপথ করবেন আমার কাছে?'

'হ্যাঁ, শপথ করলাম। চাঁদের নামে।'

'না, চাঁদের নামে না। কারণ চাঁদ হলো মেয়েমানুষের জাত—প্রতিদিন বদলায়।' জামার ভিতর থেকে গলায়-ঝোলানো প্যাচাকামাকের মূর্তিটা বের করল সে। 'এই জিনিসের নামে শপথ করুন। এই মূর্তি, এই প্যাচাকামাক, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, নিখিল বিশ্বের আত্মা। যাঁর কাছে সূর্য, চাঁদ, তারা সবকিছুই চাকরের মতো। যাঁকে পৃথিবীর সব মানুষ পূজা করে, ঈশ্বর বলে জানে।'

দেখলাম সময় নষ্ট হচ্ছে, নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছে কুইলা, আবার এদিকে আমাকে দিয়ে শপথ না-করিয়ে ছাড়বে না কারি। তাই ওকে খুশি করার জন্য হাত রাখলাম মূর্তির গায়ে এবং শপথ করলাম। তারপর দু'জনে মিলে তাড়াহুড়ো করে একটা গল্প বানালাম: আমি একজন সমুদ্র-দেবতা, এই বর্ম পরেই হাজির হয়েছি সমুদ্রের ভিতর থেকে। নির্দিষ্ট সময় পর পর দেখা দিই আমি, আমার এলাকার ভিতরে যে-ক'টা দ্বীপ আছে সেগুলোতে কিছুদিনের জন্য থাকি, "তত্ত্বাবধান" করি। কারি খুব সাধারণ একজন জেলে, এই দ্বীপের আশপাশে কোথাও নৌকাডুবির পর ভাগ্যক্রমে উদ্ধার পেয়েছে, সাঁতরে এসে উঠেছে এখানে। তার পর থেকে তপস্যা করছিল। অনেকদিন সাধনা করার পর আমার দেখা পেয়েছে সে। তখন ওর সব দুঃখ-কষ্ট শেষ হয়ে গেছে, এখন আমার সেবাযত্ন করে দিন কাটিয়ে দিচ্ছে সে, আমার ভৃত্যে পরিণত হয়েছে।

এরপর দু'জনে তাড়াহুড়ো করে হাজির হলাম টিলার নীচে। গিয়ে দেখি, নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছে কুইলা। আমার পিছনে কারি, ওর মাথায় বড় একটা বাণ্ডিল, তাতে আমাদের টুকিটাকি কিছু জিনিস। নৌকাটা পানির কিছুটা উপরে, বেলার বালিতে টেনে আনা হয়েছে। অস্থিরভঙ্গিতে পায়চারি করছিল কুইলা,

www.BanglaBook.org

আমাদেরকে দেখে থেমে তাকাল আমাদের দিকে।

পরনের আলখাল্লাটা খুলে ফেলেছে সে, সম্ভবত স্থানীয় জেলেনিদের মতো অতি সাধারণ আর অতি সংক্ষিপ্ত পোশাক পরে আছে এখন। উন্নত বুকের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে যে-রকম দেখেছিলাম স্বপ্নে। ওর সঙ্গের দুই কুমারী সহচরী বেশ লম্বা, ওদের পোশাক আরও সংক্ষিপ্ত। পলিশ করে রূপার মতো চকচকে করে তোলা বর্ম আমার পরনে, একহাতে ঢাল আরেকহাতে "শিখাতরঙ্গ", কাঁধে বিশাল কালো ধনুক আর মাথায় শিরস্ত্রাণ। আমাকে দেখামাত্র ভয়ে চিৎকার করে উঠল ওরা, উপুড় হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। এমনকী কুইলাও পিছিয়ে গেল কয়েক পা, কী করবে বুঝতে পারছে না, বার বার তাকাচ্ছে নৌকাটার দিকে।

'ভয় পেয়ো না,' গম্ভীর গলায় বললাম আমি, 'যারা দেবতাকে খাতিরযত্ন করে দেবতারা তাদের কোনো ক্ষতি করেন না। আর যারা দেবতাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে তাদেরকে তাঁরা ভয়ঙ্কর শাস্তি দেন।'

কুইলার দুই সহচরীর দিকে এগিয়ে গেল কারি, কাছে গিয়ে নিচু গলায় কী যেন বলল ওদেরকে, দূর থেকে ঠিকমতো শুনতে পেলাম না। যা-হোক, ওর কথা শুনে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল মেয়ে দুটো, তারপর কারির সহায়তায় তিনজনে মিলে নৌকাটা ঠেলে বালি থেকে নামাল পানিতে। নৌকায় উঠে বসার ইঙ্গিত করল আমাকে। গিয়ে বসলাম। কুইলাও উঠে এল, হাল ধরল। কারি আর ওই মেয়ে দুটোও উঠল; পাল খাটিয়ে দিয়ে হাতে বৈঠা তুলে নিয়েছে ওরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই দ্বীপ ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে, খোলা সাগরে চলে এলাম আমরা। এখানে প্রচুর বাতাস, আমাদের নৌকার পাল ফুলে উঠেছে, আগের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে মূল ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

আমি বসেছি নৌকার সামনের দিকে, আর হাল ধরতে হয়েছে বলে কুইলা বসেছে পিছনের দিকে। আমাদের মাঝখানে বাকিরা।

www.BanglaBook.org

কুইলার সঙ্গে কথা বলার তাই কোনো সুযোগ নেই। মন মানে না, তাই বার বার পিছন ফিরে মেয়েটার অপূর্ব সৌন্দর্য দেখার চেষ্টা করছি, কিন্তু দৃষ্টিপথে বার বার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কারি—আমি ঘাড় ঘুরালেই মাথা উঁচু করে ফেলছে সে, ঠিকমতো দেখতে পারছি না কুইলাকে তখন। শেষপর্যন্ত মেজাজটাই বিগড়ে গেল আমার।

চাঁদ ডুবে গেল একসময়। অস্পষ্ট আলোয় এগিয়ে চলেছি আমরা এখন। কিছুক্ষণ পর ভোরের আলো ফুটল আকাশে। আমাদের সামনে এখন চমৎকার একটা দৃশ্য। মনে হচ্ছে সাগরের পানি যেন গিয়ে ঠাঁই নিয়েছে তীরের বালুময় সবুজ প্রান্তে। সেখানে সারি সারি তাল গাছ। তুষারাবৃত বেশ কয়েকটা পর্বতও দেখা যাচ্ছে; আমাদের সেই দ্বীপ থেকে দেখা সেই দুটো পর্বত, কারির ভাষায় যা ওর দেশের "প্রবেশদ্বার", আরও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে এখন।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, সাগরতীরে গড়ে উঠেছে ছোট্ট একটা শহর। সেখানে সমতল ছাদওয়ালা সাদা রঙের অনেকগুলো বাড়ি। সেই বাড়িগুলোর মাথা ছাড়িয়ে, বেলা থেকে বেশি হলে আধ মাইল ভিতরে, দাঁড়িয়ে আছে চার কি পাঁচশ' ফুট উঁচু একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের উপরে মজবুত-করে-বানানো লাল রঙের বিশাল এক দালান। সেটা মনে হয় শহরবাসীদের গির্জা, যার সামনের দিকে, ঠিক মাঝখানে বিশাল এক দরজা। ওই দরজার দুই পাল্লার জায়গায় জায়গায় সোনার পাত লাগানো।

আমার উদ্দেশ্যে মাথা নোয়াল কারি, চুমু খেল বাতাসে। তার পর নিচু কণ্ঠে, যেন অনেক সম্মান করছে আমাকে এ-রকম ভঙ্গিতে বলল, 'ওটা প্যাচাকামাকের মন্দির, প্রভু।'

অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল এমন সময়। সূর্য তখন সবে উঠছে আকাশে, সোনালি কিরণগুলো ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে চারদিকে। মন্দিরের ছাদে পাহারায় নিযুক্ত ছিল কিছু লোক,

www.BanglaBook.org

স্বাভাবিকভাবেই সাগরের দিকে তাকিয়ে ছিল ওরা। আমাদের নৌকাটা ওদের নজর এড়ায়নি। আমাকে দেখামাত্র চিৎকার করতে শুরু করেছে সবাই, আঙুলের ইশারায় বার বার দেখাচ্ছে আমাকে। আমার চকচকে বর্মে তখন তেজী রোদের প্রতিফলন। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি, ভয়ে বা উত্তেজনায় এদিকে-সেদিকে ছোটাছুটি করছে পাহারাদাররা। ওদের সেই চিৎকার শুনতে দেরি হয়নি শহরবাসীর, সেই উত্তেজনা সংক্রমিত হয়েছে সবার মধ্যে। নৌকায় স্থির হয়ে বসে থেকে লক্ষ করলাম, আমরা তীরে পৌঁছানোর আগেই অনেক লোক জড়ো হচ্ছে বেলায়। এত লোকের সামনে এত সংক্ষিপ্ত পোশাকে থাকা যায় না, তাই আলখাল্লাটা পরে নিল কুইলা, মাথায় চাপাল বাঁকা চাঁদের প্রতীকচিহ্নযুক্ত পালকের পাগড়িটা। আমাদের নৌকা তীরের বালি স্পর্শ করামাত্র লাফিয়ে নামল সে, তাড়াহুড়ো করে চলে এল আমার কাছে, বলল, 'আপনি এখানেই থাকুন। আমি গিয়ে কথা বলে আসি ওই লোকগুলোর সঙ্গে। একটা কথা, আমি না-ডাকার আগে দয়া করে নামবেন না নৌকা থেকে। ভয় পাবেন না, আপনার কোনো ক্ষতি করবে না কেউ।'

জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে এগিয়ে গেল সে দুই সহচরীকে নিয়ে। বেলার বালিতে নৌকাটা ইতোমধ্যে তুলে ফেলেছে কারি। জনতার ভিড়ের দিকে তাকালাম। সাদা আলখাল্লা পরা কয়েকজনকে দেখা যাচ্ছে, এরা নেতা গোছের কেউ হবে। ওই লোকগুলোর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলল কুইলা, আঙুলের ইশারায় বার বার দেখাচ্ছে আমাকে। শেষ পর্যন্ত ওই আলখাল্লা পরা লোকগুলো আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে দৌড়ে এল আমার দিকে। প্রথমে মনে হলো আমার উপর হয়তো ঝাঁপিয়েই পড়বে ওরা, তখন মনে পড়ে গেল কুইলার অভয়বাণী; তাই চুপ করে বসে থাকলাম নৌকায়।

সাদা আলখাল্লা পরা গোত্রপতি বা পুরোহিত আর তাদের

www.BanglaBook.org

সাঙ্গপাঙ্গরা আমার খুব কাছে এসে থামল, ভালোমতো দেখল আমাকে, তারপর হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসে পড়ে ষাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতের ভঙ্গিতে কপাল ঘষতে লাগল বালিতে। তার মানে, আদিবাসীদের মতো এরাও আমাকে দেবতা বলে মেনে নিয়েছে। মূর্তির মতো বসে থাকলে খারাপ দেখায়, তাই বাউ করলাম ওদের উদ্দেশ্যে, তরবারিটা মাথার উপরে তুলে ধরে নাড়তে লাগলাম এদিকে-সেদিকে। ইস্পাত কী জিনিস জানে না এরা, তাই আমার শিখা-তরঙ্গ দেখে বরফের মতো জমে গেছে, ভয়ে কাঁপছে কেউ কেউ।

নিজেকে আরও ভালোমতো দেখানোর জন্য উঠে দাঁড়ালাম তখন। আমার ডান হাতে তরবারিটা, বাঁ হাতে বিশাল সেই ঢাল। হতভম্ব হয়ে বেশ কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল লোকগুলো, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল নৌকার দিকে। এরপর অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল। তেমন পুরু কাঠ দিয়ে বানানো নয় নৌকাটা, তাই হালকাই বলা চলে—যারা আলখাল্লা পরে আছে তারা বাদে বাকিরা সবাই মিলে ধরাধরি করে সহজেই শূন্যে তুলে ফেলল সেটা, তারপর আলখাল্লাধারীদের পিছু পিছু বলতে গেলে মিছিল করে সৈকত ধরে এগিয়ে চলল শহরের দিকে।

তরবারিটা মাথার উপর উঁচু করে ধরে নৌকার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি আমি, চেহারায় দেবতা দেবতা ভাব। আমার পিছনে, নৌকার ঠিক মাঝখানে, গুটিসুটি মেরে বসে আছে কারি। এই লোকগুলোর এই অতিভক্তি এত অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে যে, পেট ফেটে হাসি আসছে, চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছে খুব। ভাবছি, লণ্ডনের বড় বড় যে-সব ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার খাতির ছিল, তারা যদি আজ এই দৃশ্য দেখত, তা হলে কী অবস্থা হতো!

'কারি,' ঘাড় না-ঘুরিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলাম আমি, 'আমাদেরকে নিয়ে কী করবে ওরা? মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে

www.BanglaBook.org

রেখে দেবে কোনো জায়গায় যাতে আজীবন পূজা করতে পারে? না-খেতে পেয়ে মরতে হবে আমাদেরকে?'

'মনে হয় না,' ইংরেজিতেই জবাব দিল কারি, 'চন্দ্রকন্যাই ভালো বলতে পারতেন আসলে। কিন্তু আপনার সঙ্গে তো কথা বলারই সুযোগ পেলেন না তিনি। তবে আমার মনে হয় আপনাকে এই দেশের রাজার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে। চন্দ্রকন্যা বোধহয় ওই বাড়িতেই অতিথি হয়ে আছেন।'

"মিছিলটা" কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হয়ে গেল শহরের প্রধান সড়কে। রাস্তার দু'পাশে হাজার হাজার লোক জড়ো হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। কেউ কেউ ফুল ছুঁড়ে মারছে, সে-সব ফুল এসে পড়ছে "নৌকাবহনকারী" লোকগুলোর পায়ের কাছে। আমি যাদের দিকে তাকাচ্ছি তারাই শ্রদ্ধায় নত হয়ে সম্মান জানাচ্ছে আমাকে। খেয়াল করলাম, সমতল ছাদবিশিষ্ট বিশাল একটা বাড়ির দিকে এগিয়ে চলেছি। দূর থেকেই বোঝা যায়, প্রাচীর-বেষ্টিত ওই বাড়ির ভিতরে বড় একটা উঠান আছে।

বাড়ির সদর-দরজা পার হওয়ার পর নৌকাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে দূরে সরে গেল লোকগুলো। তখন বাড়ির ভিতর থেকে বের হয়ে এল কুইলা। সঙ্গে লম্বা আর সুদর্শন একটা লোক। একনজর দেখেই বলে দেয়া যায় এই লোক দেশের অতি-গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। তাঁর পরনে চমৎকার একটা আলখাল্লা। পাশে মধ্যবয়স্ক এক মহিলা, এঁর পরনেও খুব সুন্দর পোশাক।

'প্রভু,' আমাকে বাউ করে বলল কুইলা, 'ইনি আমার আত্মীয়, য়ুঙ্কাদের কারাকা (ছোট রাজার স্থানীয় উপাধি), এঁর নাম কুয়িসমানচু। আর ইনি তাঁর স্ত্রী, মিরা।'

'প্রভুর জয় হোক!' চিৎকার করে বললেন কুয়িসমানচু, 'সমুদ্র থেকে উঠে আসা দেবতার জয় হোক! রূপার কাপড়-পরা সাদা দেবতার জয় হোক! হুরাছির জয় হোক!'

হুরাছি কে বা কী জানতাম না তখন। আমাকে কেনই বা ওই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নামে ডাকলেন কুয়িসমানচু তা-ও বুঝতে পারিনি। তবে পরে জানতে পারি, স্থানীয় ভাষায় হুরাছি মানে তীর। আমার বিশাল ঢালে তীরের ছবি আঁকা আছে, আর তা দেখেই আমাকে হুরাছি বলে সম্বোধন করেন কুয়িসমানচু। ওর সেই সম্বোধনটা বেশ জনপ্রিয়তা পায়, পরে অনেকেই আমাকে ওই নামে ডাকতে শুরু করে। তবে বেশিরভাগ লোকের কাছে আমি 'সমুদ্র-দেবতা' নামেই পরিচিতি পাই।

যা-হোক, কুইলা আর লেডি মিরা এগিয়ে এলেন আমার দিকে, দু'জনে আমার দু'হাত ধরলেন যাতে নৌকা থেকে নামতে কোনো অসুবিধা না-হয় আমার। আমার মতো জাহাজডুবি-হওয়া অন্য কোনো ভবঘুরে এত অদ্ভুত কায়দায় ডাঙায় নামতে পেরেছে কি না কে জানে!

বাড়ির ভিতরে, বড় একটা ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো। ঘরটার ছাদ সমতল; তাড়াহুড়ো করে সেটা প্রস্তুত করা হয়েছে আমার জন্য। বসার জন্য একটা টুল দেয়া হলো আমাকে। আমি বসতে-না-বসতেই কুইলা আর অন্য মহিলাদের দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল—যত রকমের সম্ভব খাবার এনে হাজির করছে আমার সামনে। চিছা নামের একজাতের কড়া মদও আনা হলো। মাসের পর মাস ধরে পানি ছাড়া পানীয় বলতে কিছুই যায়নি আমার পেটে, তাই বেশ ভালোই লাগল মদটা খেতে। খেয়াল করেছি, সোনা বা রূপার বারকোশে করে পরিবেশন করা হচ্ছে সব খাবার; এমনকী মদ খাওয়ার পেয়ালাগুলো পর্যন্ত সোনার। তার মানে যে-দেশেই হাজির হয়ে থাকি না কেন, এখানে অন্তত প্রাকৃতিক সম্পদের কোনো অভাব নেই। পরে অবশ্য জানতে পারি, মুদ্রা বা মোহর বানানোর কাজে নয়, বরং অলঙ্কার বানাতে, মন্দির সাজাতে অথবা ইনকা, মানে বড় বড় রাজাদের প্রাসাদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয় এদেশের বেশিরভাগ সোনা-রূপা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# চার

সাতদিন হয়ে গেছে কুয়িসমানচুর এই শহরে আছি। বাইরে যাই, তবে খুব একটা নয়। কারণ গেলেই লোকজন ঘিরে ধরে আমাকে; এমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমাকে দেখতে থাকে যে, অস্বস্তি লাগতে থাকে আমার। যে বাড়িতে থাকতে দেয়া হয়েছে আমাকে তার পিছনদিকে, কাদামাটির ইটে-বানানো দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটা বাগান আছে; দিনের বেশিরভাগ সময় এই বাগানেই বসে থাকি। শহরের নামিদামি লোকেরা দেখা করতে আসে আমার সঙ্গে। একেকজন একেকরকমের উপঢৌকন নিয়ে আসে—দামি দামি আলখাল্লা, আমি নৌকায় চড়ে এসেছি বলে সোনা দিয়ে বানানো ছোট ছোট নৌকা, এবং হাবিজাবি আরও অনেক কিছু। দেখতে দেখতে এত বিরক্তি ধরে গেছে যে, এখন আর ওসবের দিকে তাকাইও না। একই গল্প সবাইকে বার বার বলতে হয় বলে আর বলতেও ভালো লাগে না, আমার বদলে কারি সে-দায়িত্ব নিয়েছে ইদানীং। এবং গল্প শোনাতে উৎসাহের কমতি নেই ওর। একই গল্প শোনায় সে সবাইকে: আদ্যিকাল থেকে সমুদ্রের তলদেশে ঘুমিয়ে ছিলাম আমি, "সময় হয়েছে" তাই ঘুম ভেঙে ভেসে উঠেছি, নির্জন এক দ্বীপে গিয়ে খুঁজে পেয়েছি কারি ওরফে যাপানাকে, যে কিনা ওই দ্বীপে তপস্যা করছিল। এই গল্প অবিশ্বাস করার সাহস নেই স্থানীয় লোকদের, আরও বড় কথা বিশ্বাস করলে কোনো ক্ষতি হচ্ছে না কারও, তাই অনায়াসেই

www.BanglaBook.org

"সমুদ্র-দেবতা" বনে গেছি আমি।

উপহার হিসেবে ফুল নিয়ে মাঝেমধ্যে কুইলা আসে বাগানে, আমার সঙ্গে দেখা করতে। ওর সঙ্গে তখন অনেকক্ষণ ধরে একা বসে গল্প করি। নিচু একটা টুলে বসে সে সবসময়; বড় বড় সুন্দর দুই চোখ মেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে–মনে হয় আমার আত্মাটা দেখতে চায় যেন।

একদিন, আমার মুখোমুখি বসে আছে সে তখন, বলল, 'প্রভু, সত্যি করে বলুন তো, আপনি কি মানুষ, না দেবতা?'

'দেবতা কী?' জানতে চাইলাম আমি।

'দেবতা হচ্ছেন সেই সত্তা যাঁকে মানুষ মন থেকে পূজা করে এবং ভালোবাসে।'

'আচ্ছা কুইলা, একজন মানুষকে কি মন থেকে পূজা করা যায় না, ভালোবাসা যায় না? একটা উদাহরণ দিই। যে মানুষটার সঙ্গে বিয়ে হবে তোমার, তাকে নিশ্চয়ই মনে মনে পূজা করো তুমি, খুব ভালোবাসো?'

কথাটা শুনে কেঁপে উঠল সে। ধীরস্থিরভাবে বলল, 'না। আমি ওকে ঘৃণা করি।'

'তা-ই যদি হবে তা হলে ওকে বিয়ে করছ কেন? নাকি তোমাকে বাধ্য করা হচ্ছে এই বিয়েতে?'

'না, প্রভু। আমার দেশের জনগণের স্বার্থে ওকে বিয়ে করতে হচ্ছে আমাকে। আর আমাকে কেন বিয়ে করতে চায় সে জানেন? কারণ আমার বাবা একজন রাজা এবং আমি সুন্দরী।'

'সেই পুরনো গল্প। কিন্তু ওকে বিয়ে করে কি তুমি সুখী হতে পারবে?'

'না, পারবো না। বরং আমি জানি সারাটা জীবন ভুগতে হবে আমাকে। কিন্তু ভুগলেই বা কী? আমি সামান্য একটা মেয়ে, আর মেয়েমানুষদের ভাগ্য এ-রকমই হয়।'

হাসলাম। 'তুমি জানো কি না জানি না, মেয়েমানুষদের ভাগ্য



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিন্তু অনেক ভালোও হয় অনেক সময়। অনেকেই আছে যারা ওদেরকে গোপনে পূজা করে, মনেপ্রাণে ভালোবাসে। আছে না?'

দুই গাল লাল হয়ে গেল কুইলার। বলল, 'সে-রকম কিছু হলে কতই না ভালো হতো! কিন্তু যদি হয়ও, যদি সত্যিই এ-রকম কারও দেখা পাই যে আমাকে পূজা না-করুক অন্তত মনেপ্রাণে ভালোবাসবে তা হলেও কোনো লাভ নেই। কারণ অনেক দেরি হয়ে গেছে। ওই লোকটাকে বিয়ে করার ব্যাপারে শপথ করে ফেলেছি আমি, এবং এখন আর ওই শপথ ভাঙার কোনো উপায় নেই। কারণ ভাঙলে আমার দেশের লোকদের মরতে হবে।'

'কার কাছে শপথ করেছ?'

'সূর্যদেবতার কাছে। আমার বাবার কাছে। এমনকী ওই লোকটার কাছেও।'

'তোমার হবু বর দেখতে কীরকম?'

'সামনাসামনি দেখিনি কখনও। তবে সবাই বলে সে নাকি বিশাল। গায়ের রঙ কালো। মুখটা অনেক বড়। আমি জানি মন বলে কিছু নেই তার—পাষাণ-হৃদয়। সে নিষ্ঠুর। সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করাই, বলা ভালো ভোগ করাই তার কাজ; আমার মতো ডজন ডজন বউ বা রক্ষিতা আছে তার। তার পরও তার বাবা, তাভানতিনসুয়্যুর বর্তমান ইনকা, অন্য সন্তানদের চেয়ে ওকে বেশি ভালোবাসেন। তিনি মারা যাওয়ার পর, যার কথা বললাম সে-লোকই নাকি ইনকা হবে।'

'চাঁদের মতো সুন্দরী তুমি, চাঁদের নামে তোমার নাম, তার পরও এমন একজনকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেছ যার মন বলে কিছু নেই? নির্দ্বিধায় তাকে তোমার শরীর আর আত্মা দুটোই দিয়ে দেবে?'

আবারও লাল হয়ে গেল কুইলা। নীচের দিকে তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় বলল, 'সমুদ্র-দেবতা আমাকে চাঁদের মতো সুন্দরী বললেন, আমি ভুল শুনিনি তো? যদি কথাটা তাঁর মনের কথা হয়

www.BanglaBook.org

তা হলে আমিও তাঁকে মন থেকে ধন্যবাদ দিই। এবং তাঁকে মনে রাখার অনুরোধ জানিয়ে বলি, যারা সবচেয়ে সুন্দরী আর নিখুঁত, বলি দেয়ার জন্য কিন্তু তাদেরকেই বেছে নেয়া হয়।'

'কিন্তু এই বলি দেয়ার কি কোনো মানে আছে? সুন্দরী মেয়েদের বিয়ে করাই যার কাজ, যার ডজন ডজন বউ আছে তাকে কতদিন সহ্য করতে পারবে তুমি?'

'যতদিন পারি।'

'তারপর?'

'তারপর,' জ্বলন্ত চোখে জবাব দিল কুইলা, 'যে-দিন সুযোগ পাবো সেদিন নিজের হাতে খুন করবো ওকে। ...দয়া করে আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না আমাকে, আপনার কথা শুনে অস্থিরতা শুরু হয়ে গেছে আমার মনের ভিতরে, এমন সব চিন্তা জাগছে যা আগে কখনও ভাবিনি। আজ থেকে তিন মাস আগে যদি এই কথাগুলো শোনাতে পারতেন আমাকে...' থেমে গেল সে, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কী যেন ভাবল। তারপর নিচু কণ্ঠে বলল, 'দেবতা, আরও আগে কেন এলেন না আপনি, আরও আগে কেন বললেন না কথাগুলো?' ফোঁপাতে ফোঁপাতে উঠে দাঁড়াল সে, মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল আমাকে, তারপর দৌড়ে পালাল।

সেদিন সন্ধ্যায়, কারিকে সঙ্গে নিয়ে বসে আছি আমার ঘরে, আমার জানামতে আশপাশে এমন কেউ নেই যে আমাদের কথা শুনতে পারবে, কুইলার বিয়ের ব্যাপারটা বললাম—এমন একজন রাজকুমারকে বিয়ে করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে মেয়েটা যে কিনা একদিন এই দেশের ইনকা হবে।

'তা-ই নাকি?' বলল কারি, 'আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, এই রাজকুমারই আমার সেই ভাই যাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি আমি। এই লোকটাই আমার বউকে চুরি করে নিয়ে গেছে, আমাকে বিষ খাইয়েছে। ওর নামটা বোধহয় বলেছিলাম আপনাকে, আপনার মনে আছে কি না জানি না—আরকো।

www.BanglaBook.org

আচ্ছা, লেডি কুইলা কি এই শয়তানটাকে ভালোবাসেন?'

'মনে হয় না। তোমারই মতো ঘৃণা করে সম্ভবত। তারপরও ওকে বিয়ে করতে হবে ওর, কারণ সে বাধ্য।'

'এখন ঘৃণা করলেই বা কী, আর না-করলেই বা কী? আপনাকে সব কথা বললেই বা কী লাভ, আর না-বললেই বা কী ক্ষতি? যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে, তা-ই না?'

যা-হোক, পরদিন জানতে পারলাম, কুইলাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ওর বাবা, চ্যানকাদের রাজা হুয়ারাছা—তার মানে এই দেশে ওর বেড়ানো শেষ। এখানে থাকতে আমারও আর ভালো লাগছে না, তাই কারির মারফত বলে পাঠালাম কুইলার সফরসঙ্গী হতে চাই আমি। রাজা কুয়িসমানচু কোনো আপত্তি করলেন না ওই ব্যাপারে।

কিন্তু সেদিনই রওয়ানা হলো না কুইলা। আরও কয়েকদিন থাকল কুয়িসমানচুর দেশে। তারপর একদিন, কারি, কুইলা এবং কয়েকজন পুরোহিত বা দূতকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলাম আমি রাজা হুয়ারাছার দেশের উদ্দেশে।

সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! পালকিতে করে চলেছি আমরা, আমাদেরকে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে শত শত সৈনিক, তাদের হাতে তামার হাতকুড়াল অথবা ধনুক। হাপুস নয়নে কাঁদছে লোকজন, কারণ তাদের সমুদ্র-দেবতা চলে যাচ্ছে; আমাকে একনজর দেখার জন্য আমার পালকির কাছে আসতে চাচ্ছে ওরা কিন্তু প্রহরীদের জন্য পারছে না। দূর থেকে ফুল ছুঁড়ে মারছে অনেকেই, সে-সব ফুল এসে পড়ছে প্রহরীদের পায়ের কাছে। রক্তমাংসের সামান্য এক মানুষ আমি, নিতান্ত ভাগ্যক্রমে এত খাতিরযত্ন পাচ্ছি; অস্বীকার করবো না আমারও ভালো লাগছে এই রাজকীয় বিদায়-অনুষ্ঠান।

কেন যেন বার বার মনে হচ্ছে, কিছু একটা আছে কুইলার মনে। কী, তা বুঝতে পারছি না। মাঝেমধ্যে তাকাচ্ছি ওর

www.BanglaBook.org

পালাকর দিকে, তখন কখনও কখনও দেখতে পাচ্ছি ওর নিষ্পাপ দুই চোখ, কিন্তু সেই চোখের অধিকারিণীর মনে কী আছে ধরতে পারছি না। অবশ্য পরে জানতে পারি, য়ুঙ্কাদের সংগঠিত করছে সে—চ্যানকাদের সঙ্গে য়ুঙ্কাদের একত্রিত করে যুদ্ধ করতে চায় ক্যাছুয়াদের ইনকার বিরুদ্ধে। আরেকটু ভেঙে বলি। এই চ্যানকা আর য়ুঙ্কারা আসলে ক্যাছুয়াদের ইনকার অধীন। কিন্তু ক্যাছুয়াদের, বলা ভালো রাজপুত্র আরকোর দুঃশাসন আর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে ওরা, তাই বিদ্রোহ করতে চায়। এখান থেকে অনেক দূরে, "কুযকো" নামের এক শহরে থাকেন ইনকা।

ক্যাছুয়াদের রাজকুমারের সঙ্গে বাগ্‌দান করেছে কুইলা, কিন্তু ঘটনাটা আসলে ওদের চোখে ধুলো দেয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। তলে তলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছে ওই বুদ্ধিমতী আর সাহসী মেয়েটা, যা নিশ্চিতভাবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দিকে গড়াবে। কুইলার বাবা, রাজা হুয়ারাছার মতলবটাও পরিষ্কার হলো: ইনকার রাজত্ব দখল করতে চান তিনি, হতে চান ইনকা—পুরো তাভানতিনসুয়ুর সম্রাট।

কাহিনিতে ফিরে যাই। য়ুঙ্কাদের দেশ ছাড়িয়ে কিছুদূর এগোলেই পার্বত্য এলাকা। উঁচুনিচু পথ এগিয়ে গেছে সেখান দিয়ে। চমৎকারভাবে বানানো হয়েছে রাস্তাটা। কোনোদিন ভাবিইনি ইংল্যাণ্ডের বাইরের কোনো দেশে এত সুন্দর রাস্তা চোখে পড়বে। বেশ কিছুদূর পর পর একটা করে নদী, তার উপর পাথর দিয়ে বানানো ছোট ছোট সেতু। কখনও কখনও জলাভূমি, সে-সব জায়গায় কাদার গভীরে গর্ত করে রীতিমতো ভিত্তি গেড়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাস্তাটা। একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম, উঁচুনিচু হলেও কোথাও একবারও বাঁক নেয়নি রাস্তাটা, একটানা সামনের দিকে এগিয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় পথের দু'পাশে ছোট ছোট বাড়িঘর, তার মানে শহর; ছোট কিন্তু

www.BanglaBook.org

ঘনবসতিপূর্ণ।

যেখানেই যাই, পৌঁছানোর আগেই লক্ষ করি, আমার যাওয়ার খবর পৌঁছে গেছে—ফুলের মালা বা বিভিন্ন উপঢৌকন নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে কুরাকা, মানে শহরের কর্তাব্যক্তিরা। একেকদিন একেকটা শহরে রাত কাটাই আমরা।

বলতে গেলে পাঁচ দিন ধরে দেখা নেই কুইলার। একদিন বিকেলে, উঁচু এক পার্বত্য গিরিপথের ধারে বানানো এক রেস্টহাউসে ক্যাম্প করতে বাধ্য হয়েছি, কারণ ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছে, আমাদের চারদিকে জায়গায় জায়গায় তুষার জমে আছে। এই এলাকাটা একরকম পরিত্যক্তই বলা যায়, দেখে ভালো লাগছে আমাকে বিরক্ত করার জন্য কোনো কুরাকা হাজির হয়নি। পালকি থেকে নামলাম, অন্যরা তখন মালসামান নামানোর কাজে ব্যস্ত। কারিকে দেখতে পাচ্ছি না, কোথাও গেছে হয়তো। একটু হাঁটাচলা করা দরকার, তাই একাই বেরিয়ে পড়লাম। অনতিদূরেই অনুচ্চ একটা পর্বত, ভাবলাম গিয়ে উঠি সেটার চূড়ায়। সূর্যাস্তও দেখা যাবে, আবার একা বসে কিছুক্ষণ চিন্তাভাবনাও করা যাবে।

পর্বতের মাথায় হাজির হতে সময় লাগল না। এত উঁচু থেকে চারদিক দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে। যেদিকে তাকাই তুষারাবৃত সারি সারি পর্বত—যেন সগর্বে মাথা তুলে আকাশ ছুঁতে চাচ্ছে। মাঝখানে একাধিক গভীর উপত্যকা, যেখান দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে কতগুলো রূপালি নদী। মাথার উপরে সুবিশাল সুনীল আকাশ, তাতে শেষবিকেলের বিষণ্ন আলো। দিনমানের কাজ শেষে ক্লান্ত সূর্যটা যেন বিশ্রাম নেয়ার জন্য ধীরগতিতে এগোচ্ছে পর্বতের উঁচু তুষারে-ঢাকা শৃঙ্গগুলোর দিকে, আর কিছুক্ষণ পরই আড়ালে গিয়ে হারিয়ে যাবে আজকের মতো। আমার মনে হচ্ছে এই প্রাকৃতিক দৃশ্যের বুঝি কোনো শেষ নেই—এ যেন দিগন্তবিস্তৃত, পৃথিবীব্যাপী; এত চমৎকার যে, মন পুলকিত না-হয়ে পারে না।

www.BanglaBook.org

অনেক উপরে, দুই ডানা দুই দিকে প্রসারিত করে স্থির হয়ে বাতাসে ভাসছে একটা পার্বত্য ঈগল। এর আগে এত বড় কোনো পাখি দেখিনি আমি। ডুবন্ত সূর্যের লাল আলো প্রতিফলিত হচ্ছে সেটার খয়েরি-সাদা ডানায়, দেখে মনে হয় আগুন ধরে গেছে বুঝি পাখিটার গায়ে। উড়ন্ত ওই ঈগলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হলো, আমারও যদি ও-রকম ডানা থাকত! আমিও যদি উড়তে পারতাম! তা হলে সমুদ্র পাড়ি দেয়া যেত অনায়াসে, গিয়ে হাজির হতে পারতাম আমার মাতৃভূমি ইংল্যাণ্ডে।

সত্যিই, নিজের দেশ বলতে কিছু আছে কি আমার এখন? এমন কেউ কি আছে এই পৃথিবীতে যে আমাকে আপন করে নেবে? কারির কথা মনে পড়ল। কিন্তু সে কি আসলেই আপন করে নিতে পেরেছে আমাকে? এতদিন আমার সঙ্গে নিখাদ বন্ধুর মতো আচরণ করেছে সে, কিন্তু তখন পরিবেশ-পরিস্থিতি আলাদা ছিল, আর এখন নিজের দেশে পা দিয়েছে সে। তখন আমি ওকে আশ্রয় না-দিলে মরতে হতো ওকে, আর এখন সে আমাকে ছেড়ে গেলে আমার কী হবে জানি না। লণ্ডনে যে-দিন খুঁজে পেয়েছিলাম ওকে, সেদিনকার সেই কারি আর আজকের কারির মধ্যে অনেক পার্থক্য—এখন ওর চোখে খেলা করে অন্য কিছু; কোনো একটা ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ সে, সে-ব্যাপারে হয়তো কিছুই বলেনি আমাকে, কিংবা বললেও খুব কম বলেছে।

কুইলার ব্যাপারটাও ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে। নিঃসন্দেহে সুন্দরী সে, এবং নিঃসন্দেহে রহস্যময়ী। ওকে দেখলে মন নেচে ওঠে আমার–শুধু এই কারণে নয় যে, সে সুন্দরী। বরং আমার মনে হয়, আমার প্রতি অন্য রকম একটা টান আছে মেয়েটার এবং সেটা বুঝতে পারি আমি। কিন্তু তাতে কী-বা যায়-আসে? আজ যে রাজপুত্র, দু'দিন পরে যে এই দেশের ইনকা হবে, তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কুইলা; বাগ্‌দান হয়ে গেছে দু'জনের। যে মেয়ে অন্য কোনো পুরুষের, তার দিকে হাত

www.BanglaBook.org

বাড়িয়ে এর আগে কি হাত পোড়েনি আমার?

কিন্তু আফসোস, তারপরও মন মানে না!

বড় এক খণ্ড পাথরের উপর বসে এসব ভাবছি, দু'চোখ ভরে গেছে পানিতে, চেহারা ঢেকে রেখেছি দু'হাতে কারণ নিজের অশ্রু দেখতে চাই না আমি। কিন্তু দুঃখের বাঁধ ভেঙে গেছে আমার, হারিয়ে যাওয়া বাচ্চাদের মতো তাই হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলাম স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে।

এমন সময় কে যেন হাত রাখল আমার কাঁধে। চমকে উঠলাম, কান্না ভুলে গিয়ে তাকালাম পিছনে। ভাবলাম, আমাকে দেখতে না-পেয়ে বোধহয় খুঁজতে বেরিয়েছিল কারি, এতক্ষণে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু কুইলাকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্যই হলাম।

খুব নরম গলায় বলল সে, 'তা হলে দেবতারাও কাঁদে? দেবতাদের মনেও দুঃখ থাকে?'

'আমি কাঁদি,' বললাম, 'কারণ এই দেশে আমি একজন আগন্তুক মাত্র। আমি কাঁদি, কারণ আমার পাখির মতো ডানা নেই যে, উড়ে চলে যাবো এমন কোথাও যেখানে কেউ নেই।'

বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কুইলা। তারপর আগের চেয়েও নরম গলায় বলল, 'কোথায় যেতে চান আপনি, সমুদ্র-দেবতা?'

'বন্ধ করো এসব দেবতা-টেবতা,' রেগে গেলাম, 'এখন থেকে দেবতা বলে আর ডাকবে না আমাকে। কীসের দেবতা আমি? কে বলেছে আমি দেবতা? খুব ভালোমতোই জানো, আমি রক্তমাংসের মানুষ; অনেক বড় এই পৃথিবীর অনেক দূরের একটা দেশে জন্ম আমার।'

'সে-রকমই ভেবেছিলাম। ...আপনাকে হুরাছি বলে ডাকলে অসুবিধা নেই তো?'

কিছু বললাম না।

'কোথায় যেতে চান বললেন না তো?'

www.BanglaBook.org

একবার মনে হয় এমন কোথাও যাই যেখানে কেউ নেই। আরেকবার ইচ্ছা হয় আমার দেশে ফিরে যাই। জানো, যখনই বুঝতে পারি ওই দেশে আর কোনোদিনই ফেরা হবে না আমার তখন খুব খারাপ লাগতে থাকে।'

'তা হলে নিশ্চয়ই ওই দেশে আপনার বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে। নিশ্চয়ই ওদেরকে দেখতে খুব ইচ্ছা হয় আপনার?'

'না, আমার কোনো বউ নেই, ছেলেমেয়েও নেই।'

'তা হলে এককালে নিশ্চয়ই ছিল। কাউকে-না-কাউকে কখনও-না-কখনও ভালোবেসেছেন আপনি, তা-ই না?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'বিয়েও করেছিলেন মেয়েটাকে?'

'হ্যাঁ।'

'সে নিশ্চয়ই খুব সুন্দরী ছিল?'

'আমার ওই করুণ কাহিনি তোমাকে বলে লাভ কী বলো?'

'করুণ বলছেন কেন?'

'কারণ ওই মেয়েটা মরে গেছে।'

'বেঁচে থাক বা মরে যাক, মেয়েটাকে এখনও ভালোবাসেন আপনি, তা-ই না? খাঁটি ভালোবাসার মৃত্যু হয় না কখনও, জানেন নিশ্চয়ই?'

'জানি। কিন্তু ওই মেয়েটাকে এখন আর ভালোবাসি না আমি।'

'কেন?'

'ওকে ভুল বুঝে ভালোবেসে ফেলেছিলাম।'

'মানে? সে কি দুশ্চরিত্রা ছিল?'

'ঠিক দুশ্চরিত্রাও বলা যাবে না, আবার সতীসাধ্বীও বলা যাবে না।'

'বুঝলাম না। একটা মেয়ে হয় চরিত্রহীন হবে, অথবা সতী হবে। দুটোর মাঝামাঝি আবার থাকা যায় কীভাবে?'

www.BanglaBook.org

'থাকা যায়, মেয়েরা থাকতে পারে। নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখো প্রশ্নটা, জবাব পেয়ে যাবে। তুমি কি পুরোপুরি সতী? আবার তুমি কি একেবারেই চরিত্রহীনা?'

কিছুক্ষণ ভাবল কুইলা, তারপর প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য বলল, 'একবার যেহেতু ভালোবেসে ফেলেছেন একজনকে, তার মানে কি আর কখনও কাউকে ভালোবাসতে পারবেন না?'

'হয়তো পারবো। কিন্তু ভালোবাসার মানে যদি হয় ক্ষতি আর দুঃখ, তা হলে ভালোবেসে লাভটা কী বলতে পারো?'

'কী বোঝাতে চাচ্ছেন? আপনার দেশের কোনো মেয়েকে ভালোবাসলে শান্তি পাবেন?'

'না, তা নয়। ভালোবাসার বদলে যতক্ষণ না ভালোবাসা পাওয়া যায়, ততক্ষণ ভালোবেসে শান্তি পাওয়া যায় না কখনও।'

কিছু বলল না কুইলা। হয়তো রেগে গেছে সে, চলে যাবে এখনই। কিন্তু গেল না, বরং আমার পাশে বসল। এবং আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে দু'হাতে চেহারা ঢাকল। তারপর ভেঙে পড়ল অদম্য কান্নায়।

এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

'কারণ,' কাঁদতে কাঁদতেই জবাব দিল সে, 'আমি আসলে খুব একা। এমন কেউ নেই আমার যার কাছে মনের সব কথা খুলে বলতে পারি।'

ওর এই কথাটা শুনে কেন যেন খুব মায়া হলো আমার। হাত বাড়িয়ে ওর দুই হাত ধরলাম, টেনে সরালাম চেহারার উপর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো থমকে যেতে হলো আমাকে। কুইলার চোখে যে-দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি, তা চিনতে একটুও ভুল হচ্ছে না আমার, যে পুরুষ কোনো মেয়ের ভালোবাসা পেয়েছে কোনোদিন তার ভুল হওয়ার কথাও নয়।

'তুমিও কি...' উত্তর জানা আছে বলেই হয়তো ফিসফিস করছি, 'তুমিও কি আমার মতো...'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, আমিও ভালোবেসে ফেলেছি। হয়তো ভুল করেছি, কিন্তু তারপরও হয়ে গেছে। যে-রাতে দেখলাম আপনাকে ওই দ্বীপে, চাঁদের আলোয় ঘুমিয়ে ছিলেন আপনি সৈকতে, বুঝতে পারলাম, এতদিন ধরে খুঁজছিলাম যাকে তাঁকে পেয়ে গেছি অবশেষে। সেদিনই আপনার প্রেমে পড়ে গেছি আমি। অনেকবার চেষ্টা করেছি নিজেকে সামলানোর, কিন্তু পারিনি। দিন যত গেছে, আমার ভিতরের এই ভালোবাসা তত বেড়েছে। আপনি হয়তো জানতেও পারেননি—আমার মন উজাড় করে দিয়ে দিয়েছি আপনাকে, কিছুতেই ঠেকাতে পারিনি।'

কিছু বললাম না, বলার কিছু নেইও আসলে। জড়িয়ে ধরলাম কুইলাকে, চুমু খেলাম ওর ঠোঁটে। আমার বুকে মাথা রাখল সে, তারপর মুখ তুলে আলতো করে চুমু দিল আমার ঠোঁটে।

জাপ্টে ধরেছি ওকে, শক্ত করে আটকে রেখেছি বুকের সঙ্গে, হয়তো কষ্ট হচ্ছে ওর, তাই কিছুক্ষণ পর বলল, 'ছাড়ুন, আপনার গায়ে অনেক শক্তি। কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

ছেড়ে দিলাম ওকে।

'আমাদের পরিণতি যে ভালো হবে না তা স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আপনারও হয়তো বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। আমার পরিণতি হবে আরও খারাপ।'

'কেন? এই দেশের সবাই আমাকে দেবতা বলে জানে, মানে। আমি যদি তোমাকে বিয়ে করতে চাই তা হলে কার কী অসুবিধা?'

'আপনি সম্ভবত জানেন কার কী অসুবিধা। আরেকজন পুরুষের সঙ্গে বাগ্‌দান হয়ে গেছে আমার, আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেই। আজ বাদে কাল এই দেশের ইনকা হবেন তিনি। আরও বড় কথা, আমি যে-দেশে জন্মেছি সে-দেশের মানুষের ভাগ্য নির্ভর করছে আমাদের বিয়ের উপর।'

'আমরা পালিয়ে যাবো, কুইলা। এই দেশ থেকে অনেক দূরে

www.BanglaBook.org

কোথাও পালিয়ে যাবো।'

'মৃত্যুর পর মানুষ যে-দেশে যায়, পালিয়ে সে-দেশে যাওয়া ছাড়া আর কোনো জায়গা নেই আমাদের।'

'হ্যাঁ, দরকার হলে মরবো, কিন্তু তারপরও আলাদা হবো না একজন আরেকজনের কাছ থেকে। কারণ ওই লোককে যদি বিয়ে করো তুমি তা হলে খুব ভালোমতোই জানো মরার চেয়েও খারাপ অবস্থা হবে তোমার।'

'জানি, কিন্তু কিছুই করার নেই—আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগেই নিজের জীবন বন্ধক দিয়ে ফেলেছি। এখন যদি আমি বাঁচি তা হলে আমার দেশের জনগণ বাঁচবে, আমি মরলে ওরাও মরবে। রাজবংশে জন্ম আমার—যে-ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, নিজের সুখসুবিধার কথা ভেবে তা ভুলে যেতে পারি না আমি। যদি নিজের সম্মানের কথা ভাবি তা হলে পুতুলের মতো প্রেমহীন জীবন বেছে নিতে হবে আমাকে, আর যদি প্রেমের কথা ভাবি তা হলে আমার সব সম্মান বিসর্জন দিতে হবে।'

'কোন্‌টা করবে?' অসহায়ের মতো জানতে চাইলাম, জানি কী উত্তর দেবে কুইলা।

'জানি না। তবে আপাতত শুধু এটুকু অনুরোধ করবো আপনার কাছে, নিজেকে সংযত রাখবেন, কারণ আপনি ডাকলে আপনার কাছে ছুটে না-এসে পারবো না আমি; আর যদি সে-রকম কিছু করি তা হলে আমার সব পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে।'

আর কিছু বলল না সে। আমিও চুপ করে আছি, কথা খুঁজে পাচ্ছি না। সূর্য ডুবে গেছে, অন্ধকারের মধ্যে দু'জনে বসে আছি পাশাপাশি। মুখ তুলে তাকালাম আকাশের দিকে। একটা-দুটো করে তারা ফুটছে। শুনেছি মানুষ মরলে নাকি তারা হয়ে যায়। যদি সত্যিই তা হয়, কোন্ তারাটা ব্ল্যান্‌শ জানতে খুব ইচ্ছা করছে কেন যেন।

হঠাৎ শুনতে পেলাম, চিৎকার করে বলছে কারি, 'প্রভু? ওই

www.BanglaBook.org

পাথরের উপর কি আপনি বসে আছেন? সঙ্গে কি লেডি কুইলা? দয়া করে ফিরে চলুন, আপনাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেছি আমরা, ভীষণ ঘাবড়ে গেছে সবাই।'

'ঘাবড়ানোর কী আছে?' কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে পাল্টা চিৎকার করলাম আমি। 'প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছিলাম দু'জনে মিলে।'

ফেরার পথে শুনলাম বিড়বিড় করে বলছে কারি, 'অন্ধকারে কোন্ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছিলেন বুঝলাম না।'

## পাঁচ

দেশে ফিরতে আর যে-ক'দিন লাগল কুইলার, ওর সঙ্গে বলতে গেলে দেখাই হলো না আমার, একা থাকা তো পরের কথা। যে-কোনো বাহানায় সবসময় আমার সঙ্গে থাকে কারি, পিছু ছাড়তেই চায় না। একদিন কারণটা জিজ্ঞেস করেই ফেললাম। জবাবে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল সে, 'আসলে পাহারা দিয়ে রাখি আপনাকে। ...দেবতাদের জায়গা হচ্ছে মন্দিরে, তাঁদের কাজ হচ্ছে একা থাকা। এখন তাঁরা যদি সবার সঙ্গে মিশতে শুরু করে দেন, সাধারণ মানুষ যা করে তাঁরাও যদি সে-সব কাজ করতে থাকেন, তা হলে সবাই ভাববে মানুষের সঙ্গে দেবতাদের কোনো পার্থক্য নেই। তখন দেবতারা সম্মানও পাবে না, তাঁদেরকে পূজাও করবে না কেউ।'

খেয়াল করেছি, ইদানীং এ-ধরনের বাক্যবাণে আমাকে জর্জরিত করার চেষ্টা করছে সে। প্রথমে পাত্তা দিইনি খুব একটা,

www.BanglaBook.org

কিন্তু একেবারে চুপ করে থাকলে লাই পেয়ে যাবে ভেবে বললাম, 'কারি, আমার কী মনে হয় জানো? আমার নারীভাগ্য দেখে আমাকে ঈর্ষা করো তুমি। ব্ল্যান্‌শের সময়ও করেছ, আর এখন কুইলার সময়ও করছ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমার কথাটা ভেবে দেখল সে। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি—পুরোপুরি না-হলেও কিছুটা। কিন্তু একটা কথা কী, জানেন? আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন, আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। বিনিময়ে কোনোদিন কিছু চাননি আমার কাছে। আপনার এই মহত্ত্ব দেখে, বিশ্বাস করুন বা না-করুন, আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি আমি। আর প্রকৃত ভালোবাসা কিন্তু অন্ধ হয়, তাতে ঈর্ষা থাকেই। আমি যদি দেখি আমার ভালোবাসায় কেউ ভাগ বসাতে চাচ্ছে তা হলে তাকে সহ্য করবো কোন্ কারণে?'

'কিন্তু তোমার ভালোবাসা আর ব্ল্যান্‌শ বা কুইলার ভালোবাসা কি এক?'

'না, এক না। কিন্তু ধরুন, কোনোদিন যদি লেডি কুইলার সঙ্গে বিয়ে হয় আপনার, তা হলে সেদিন কি আমাকে আর মনে রাখবেন আপনি? মনে রাখার কোনো দরকার থাকবে?' মাথা নাড়ল সে। 'লেডি কুইলা যদি আপনাকে জিতে নেয় তা হলে আমি আপনাকে হারাবো।'

'তোমার বকবকানি শেষ হয়েছে?' রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

'না, হয়নি। একটা কথা বলবেন? আপনি আর লেডি কুইলা কি একজন আরেকজনকে ভালোবেসে ফেলেছেন?'

'হ্যাঁ। কোনো অসুবিধা আছে?'

'আপনি যদি লেডি কুইলাকে বলে থাকেন আপনি তাঁকে ভালোবাসেন তা হলে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তিনি যদি আপনাকে বলে থাকেন তিনি আপনাকে ভালোবাসেন তা হলে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অসুবিধা আছে।'

'মানে?'

'মানে আজ তিনি আপনাকে যা বলছেন তা হয়তো সত্যি, কিন্তু আমি নিশ্চিত আগামীকাল এই কথা মিথ্যা হয়ে যাবে।'

'কী বলতে চাও?' রাগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে আমার।

'বলতে চাই, আমাদের এই দেশে হরেক রকমের বিষ পাওয়া যায়। এবং ইস্পাত দিয়ে বানানো না-হলেও, ছুরিও পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের। এ-রকম এক বা একাধিক লোক আছে, যারা যদি জানতে পারে মেয়েমানুষদেরকে অন্য পুরুষদের মতোই ভালোবাসেন দেবতারা, তা হলে আমার চেয়েও বেশি ঈর্ষান্বিত হয়ে বিষ খাইয়ে দিতে পারে আপনাকে, কিংবা ছুরি বসিয়ে দিতে পারে বুকে। এই যে লেডি কুইলার ব্যাপারে বার বার বলি আপনাকে, জানি ওই ব্যাপারে কিছু বলার অধিকার নেই আমার, কিন্তু তারপরও বলি, কারণ সবসময় আপনার মঙ্গল চাই আমি, যদিও আমার কথাগুলো হয়তো উপহাসের মতো শোনায়। ...আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, ইংল্যাণ্ডে থাকার সময় আমাকে দাবা খেলা শিখিয়েছিলেন আপনি। আমার মতে এই লেডি কুইলা হলেন দাবার রানির মতো। রানি ছাড়া দাবা খেলায় জিততে পারাটা বলতে গেলে অসম্ভব। আবার কেউ যদি খেলার সময় প্রতিপক্ষের রানিকে চুরি করতে চায় তা হলে ভেবে দেখুন কত বড় দাবাড়ু তাকে হতে হবে, নিজের কতগুলো ঘুঁটি হারাতে হবে। লেডি কুইলার ব্যাপারে আপনি যা করতে চাইছেন তার ফল হবে যুদ্ধ আর রক্ত। সেটা কি উচিত হবে? লেডি কুইলার মতো, অথবা তার চেয়েও সুন্দরী মেয়ে অনেক আছে এই দেশে; চাইলে তাদের যে-কাউকে জীবনসঙ্গিনী হিসেবে বেছে নিতে পারেন আপনি। আপনি যাতে সেই কাজটাই করেন, লেডি কুইলাকে যাতে ভুলে যান সে-জন্যই আমার অধিকারের বাইরে এত কথা বলি, অন্য কোনো কারণে না।'

www.BanglaBook.org

'দাবা?' হাসলাম আমি। 'মনে করো আসলেই সে-রকম কোনো খেলা চলছে আমার আর আরকোর মধ্যে। ধরে নাও আরকোর রানিকে চুরি করার জন্য আমি বদ্ধপরিকর। এখন বলো তো, তুমি কোন্ দলে? আমার, না আরকোর?'

হাসল কারিও। 'এখনও বুঝতে পারেননি? সময় আসুক, বলে দেবো আপনাকে। ...সতর্ক করাই আমার কাজ, প্যাচাকামাকের ভাগ্যলিপিতে আমাদের সবার ব্যাপারে সব লেখা আছে অনেক আগেই। ...নিয়তিকে অনুমান করা যায়, এড়ানো যায় না। আরেকটা কথা, যুদ্ধের ময়দানে একজন সৈনিক প্রাণপণে লড়াই করে, অথচ সেনাপতি নিরাপদে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। যুদ্ধরত ওই সৈনিকের চেয়ে সেনাপতি কিন্তু যুদ্ধের অবস্থা অনেক ভালো দেখতে পায়।'

কথা শেষ করে নিজস্ব কায়দায় আমাকে বাউ করল সে, তার পর চলে গেল। আমার রাগ প্রশমিত হলো আস্তে আস্তে। ভেবে দেখলাম, অধিকারের বাইরে অনেক কথা বলেছে সে, কিন্তু নিজের জন্য বলেনি, আমার ভালোর জন্যই বলেছে, আমাকে ভালোবাসে বলেই বলেছে। আরেকটা ব্যাপার, এমন এক সময়ে এই তাভানতিনসুয়ুতে হাজির হয়েছি যখন বিরাট কোনো কিছু করার পরিকল্পনা নিয়ে জাল বোনা হচ্ছে; না-জেনে না-বুঝে সেই জালে আটকে পড়াটা আসলেই ভালো হবে না আমার জন্য। কুইলা, অথবা প্রতিদিন যে-সব পুরোহিত বা জমিদারের সঙ্গে দেখা হয় আমার তারা, এমনকী এই কারিও সেই জালের একেকটা মাকড়সা—সুতরাং সাবধান হওয়া উচিত আমার। কিন্তু আমি না-হয় সাবধান হয়ে দূরে সরে গেলাম, কুইলার কী হবে? আমি বাঁচি বা মরি, কিছু যায়-আসে না, কিন্তু কুইলার কোনো ক্ষতি হয়ে গেলে কি সহ্য করতে পারবো? ওকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে পারবো আদৌ?

পরদিন আমরা হাজির হলাম চ্যানকাদের বিরাট শহরে।

www.BanglaBook.org

চ্যানকাদের নামের সঙ্গে মিল রেখে শহরের নামকরণও করা হয়েছে চ্যানকা। বড় বড় পর্বতের পাদদেশে, একের পর এক গভীর উপত্যকায় শহরটার বিস্তার। এসব উপত্যকা ধরে এগিয়ে চলেছে আমাদের কাফেলা সেই সকাল থেকে। পথের দু'পাশে হাজার হাজার চ্যানকার বাস, ওদের বেশভূষা আর চালচলনে সৈনিক সৈনিক ভাব। আমাকে, মানে সমুদ্র থেকে উঠে আসা সাদা দেবতাকে দেখার জন্য এবং ওদের রাজকুমারী কুইলাকে স্বাগত জানানোর জন্য পথের দু'পাশে বিপুল সংখ্যায় জড়ো হয়েছে শহরের অধিবাসীরা; চারদিকে উৎসব উৎসব আমেজ।

এতদিনে, সত্যি কথা বললে প্রথমবারের মতো, বুঝতে পারলাম কুইলা আসলেই রাজকুমারী। সমবেত জনতার সামনে দিয়ে ধীরগতিতে এগোচ্ছে ওর পালকি, লোকজন তখন চুমু খাচ্ছে বাতাসে, এমনকী পথের ধুলোয়। শহরে ঢোকার আগে দু'-এক জায়গায় থেমেছে সে, পালকি থেকে নেমে লোক পাঠিয়ে জানতে চেয়েছে আমার কিছু লাগবে কি না। তবে এখন আর কোনো খবরই নেই ওর, যেন আমার কথা ভুলে গেছে পুরোপুরি। আমার পালকির দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি, নিজের পালকির ভিতরে পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে সে—অন্তত জনতার সামনে আমাকে দেখা দেয়ার ইচ্ছা বোধহয় নেই। ওর পালকির চারদিকে যে-ক'জন প্রহরী আছে তাদের সঙ্গে কালেভদ্রে কথা বলছে সে, আর বললেও হয়তো টুকটাক আদেশ দিচ্ছে। আমার ব্যাপারে যে ভুলেও কোনো আগ্রহ দেখাচ্ছে না তা আর বুঝতে বাকি নেই আমার। কেন সে এ-রকম করছে বুঝতে পারলেও খানিকটা আহত হলাম মনে মনে।

দুপুরের দিকে থামলাম আমরা, পালকি থেকে নেমে পথের উপর দাঁড়ালাম আমি। তখন দেখি, কমপক্ষে পাঁচ হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। কারিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম ব্যাপার কী।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'এরা চ্যানকাদের রাজা হুয়ারাছার সেনাবাহিনীর সৈন্য,' বলল ক্যারি, 'তাঁর একমাত্র সন্তান রাজকুমারী কুইলাকে এবং সাদা দেবতা, মানে আপনাকে যথাযথ মর্যাদায় স্বাগত জানানোর জন্য আসছে।'

'হুয়ারাছা কি আমাদেরকে স্বাগত জানানোর জন্য তাঁর সব সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন?'

হাসল কারি। 'না। তাঁর সেনাবাহিনীতে সৈন্যের সংখ্যা কম করে হলেও এর দশ গুণ। চ্যানকাদের এই শহরটা যেমন বড়, ওদের জনসংখ্যাও তেমন বেশি, কাজেই সেনাবাহিনীতে সৈন্যের সংখ্যা বেশি হওয়াটা স্বাভাবিক। ...রাজা হুয়ারাছার সেনাবাহিনী এখনও অনেক দূরে আছে, আমরা আর এগোবো না, তাঁবু খাটাতে বলে দিয়েছি; আসুন, বিশ্রাম নেবেন আপনি। আপনাকে আবার বর্ম-টর্ম পরে প্রস্তুত হতে হবে, ওদের সামনে নিজেকে দেবতা হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে।'

কারির কথামতো কাজ করলাম। তারপর তাঁবু থেকে বের হয়ে ওর দেখিয়ে-দেয়া একটা টিবির উপর দাঁড়ালাম। জানি দূর থেকে এখন আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে হুয়ারাছার সৈন্যরা। আমার ডানে, কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে কুইলা। পরনে চমৎকার পোশাক, ওকে এত সুন্দর কোনো পোশাক পরতে দেখিনি আগে কখনও। ওর সহচরীরা দাঁড়িয়ে আছে ওর পিছনে, পুরোহিত আর জমিদার যারা আছে আমাদের সঙ্গে তাদেরকেও দেখলাম কুইলার কাছেপিঠে হাঁটাহাঁটি করছে।

আরও কাছে এল হুয়ারাছার সেনাবাহিনী, আমাদের থেকে দু'শ' গজের মতো দূরে থামল। এখন কয়েকজন সেনাপতি, উর্দি দেখে অন্তত তা-ই মনে হচ্ছে আমার, এবং সাদা আলখাল্লা পরা কয়েকজন বৃদ্ধ পুরোহিত এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। কাছে এসে মাথা নুইয়ে প্রথমে কুইলাকে সম্মান জানাল ওরা, তারপর আমাকে। স্থানীয় ভাষায় কিছু বলল কুইলাকে, জবাব দিল

www.BanglaBook.org

কুইলাও, কিন্তু ওদের সেই কথোপকথনের কিছুই বুঝলাম না, কারণ এই ভাষাটা আমাকে শেখায়নি কারি।

কথোপকথন শেষে আবার যার যার পালকিতে চড়লাম আমরা। এবার পাঁচ হাজার সৈন্যের পাহারায় শুরু হলো আমাদের পথ-চলা। আরও কিছু উপত্যকা পার হয়ে সন্ধ্যার দিকে হাজির হলাম পেয়ালাসদৃশ এক বিশাল সমতলভূমিতে। এই সমতলভূমির ঠিক মাঝখানেই মূল চ্যানকা শহর। অর্থাৎ চ্যানকাকে যদি একটা দেশের সঙ্গে তুলনা করা হয় তা হলে এখন যেখানে আছি আমরা সেটা হবে সে-দেশের রাজধানী। অন্ধকার ঘনাচ্ছে, তাই খুব বেশি কিছু দেখতে পাচ্ছি না, আবার দেখতে ইচ্ছা করলেও কোথাও যাওয়ার উপায় নেই—সাদা দেবতাকে একনজর দেখার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে উপস্থিত জনতার মধ্যে।

আমার পালকি গিয়ে থামল একটা বাগানবাড়ির সামনে। বাগানের চারদিকে উঁচু পাঁচিল। ভিতরে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে একটা ঘরে বসলাম। খাবার আর পানীয় প্রস্তুত করা ছিল, আমি বসতে-না-বসতেই একে একে সব এখন পরিবেশন করা হচ্ছে আমার সামনে। থালাবাসনগুলো, লক্ষ করলাম, হয় সোনার না-হয় রূপার। আরেকটা ব্যাপার, আমার আদেশ পালন করার জন্য আমার চারদিকে বলতে গেলে ঘুরঘুর করছে বেশ কয়েকজন সুন্দরী মেয়ে। আমার ভৃত্য যাপানা, ওরফে কারির খাতিরযত্নও দেখলাম কম নয়।

এত মানুষের মধ্যে এত লম্বা সময় ধরে থাকতে থাকতে বলতে গেলে দম আটকে আসতে চাইছে আমার, তাই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে হাজির হলাম বাগানে—খোলা বাতাসে একা থাকতে চাই কিছুক্ষণ। বাগানটা সুন্দর। ফুলের গাছগুলোর কাছ দিয়ে হেঁটে বেড়ালাম কিছুক্ষণ। হাঁটছি, আর অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছি কুইলাকে নিয়ে। এখন কোথায় আছে সে?



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কী করছে? শহরে ঢোকার পর ওকে তো দূরের কথা, ওর পালকিটাও আমার চোখে পড়েনি একবারের জন্যও। ওর কাছে থাকার পরও দূরে দূরে থাকতে একটুও ভালো লাগে না আমার, কারণ অজানা-অচেনা এই দেশে কারিকে বাদ দিয়ে বললে ওই মেয়েটা ছাড়া এমন আর কেউ নেই যে আমাকে একটুখানি মায়া করবে। আমার মনে হয় ওকে ছাড়া একাকিত্বে ভুগতে ভুগতে হয়তো মারাই যাবো একদিন।

সত্যিই, এই দেশ যতই সুন্দর হোক না কেন, কুইলাকে ছাড়া এই সৌন্দর্যের আদৌ কি কোনো মূল্য আছে? তুষারে-ঢাকা পর্বত, গভীর উপত্যকা, বড় বড় শহর, সুন্দর সুন্দর মন্দির আর রাশি রাশি সোনা-রূপায় ভরা প্রাসাদ, প্রখর সূর্যালোক বা খরস্রোতা পাহাড়ি নদী এবং টানা টানা চোখ আর হাস্যোজ্জ্বল চেহারার বাদামি চামড়ার আদিবাসী—এসবের কোনো কিছু কি পারবে কুইলার অভাব পূরণ করতে? না, পারবে না। আমার কাছ থেকে যদি কেড়ে নেয়া হয় ওকে, আমার কাছ থেকে যদি দূরে চলে যায় সে, তা হলে স্রেফ মরে যাবো আমি, আর যদি না-মরি তা হলে যে-অবস্থা হবে আমার তা মারা যাওয়ার চেয়েও খারাপ।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে থেমে দাঁড়িয়েছি একটা তালগাছের পাশে নিজেও জানি না। কিছু একটা—মানুষ, না কোনো বন্যজন্তু ঠিক বুঝলাম না, হঠাৎ নড়ে উঠল আমার পিছনে, অস্পষ্ট আওয়াজ শুনে চট করে ঘুরে তাকালাম। হাত চলে গেছে কোমরে-আটকানো শিখা-তরঙ্গের বাঁটে।

তখন নিচু, কোমল কণ্ঠে বলল কেউ, 'ভয় পাবেন না, আমি কুইলা।' ছায়ার ভিতর থেকে বের হয়ে আমার পাশে এসে দাঁড়াল সে।

ওর পরনে লম্বা হুডওয়ালা একটা আলখাল্লা, ঠাণ্ডার দেশের কৃষাণীরা যে-রকম আলখাল্লা পরে অনেকটা সে-রকম। হুডটা পিছন দিকে ঠেলে দিল সে, তারার আলোয় ওর চাঁদমুখ দেখতে

www.BanglaBook.org

অসুবিধা হচ্ছে না আমার।

'কোনো কথা বলবেন না, দয়া করে আমার কথা শুনুন শুধু,' এমন ভঙ্গিতে বলছে সে যে, শুনে মনে হচ্ছে যে-কোনো কারণেই হোক ঘাবড়ে গেছে বেচারী। 'বিপজ্জনক একটা কাজ করে ফেলেছি—এত রাতে একা দেখা করতে এসেছি আপনার সঙ্গে। জানাজানি হয়ে গেলে বিপদ হবে আমাদের দু'জনেরই।'

'তা হলে কেন এসেছ?' কিছুটা বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

'আপনাকে বিদায় জানাতে।'

'বিদায় জানাতে! মানে?'

'ফিরেই বাবার সঙ্গে দেখা করেছি আমি। যে-কাজে আমাকে পাঠানো হয়েছিল রাজা কুয়িসমানচুর কাছে, সে-কাজে আমার অগ্রগতি কতখানি জানতে চাইলেন তিনি। সব বলার পরে দেখে মনে হলো আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন বাবা। তখন তাঁকে আমার মনের কথাটা জানালাম।'

'মনের কথা?'

'বললাম, ক্যাছুয়াদের রাজপুত্র, যে আজ বাদে কাল তাভানতিনসুয়্যুর ইনকা হবে, সেই আরকোকে বিয়ে করতে রাজি নই আমি। তিনি বললেন, "তার মানে এমন কারও সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে যাকে ভালোবেসে ফেলেছ তুমি, যাকে বিয়ে করতে চাও। ওই লোকের পরিচয় জানতে চাইবো না, কারণ জানামাত্র আমার প্রথম কাজ হবে লোকটার নাম-নিশানা মুছে দেয়া, মানুষ বা দেবতা যা-ই হোক না কেন সে।"'

'তার মানে তোমার-আমার সম্পর্কের ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছেন তিনি?'

'মনে হয়। কেউ হয়তো আমাদের ব্যাপারে তাঁর কান ভারী করেছে। কাজটা কে করেছে জানি না, কিন্তু যে-ই করে থাকুক, বাবা খুব একটা পাত্তা দেননি, কারণ এখনও ততখানি গভীর

www.BanglaBook.org

হয়নি আমাদের সম্পর্ক।'

'আর কিছু বলেছেন তিনি?'

'হ্যাঁ, বলেছেন। সে-সব কথা খুবই গোপনীয়, জানাজানি হলে ভীষণ বিপদ হবে আমাদের সবার। তবে আপনাকে বলতে অসুবিধা কোথায়? বাবা বললেন, "কুইলা, তুমি আমার একমাত্র সন্তান, দূত হিসেবে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম কুয়িসমানচুর কাছে, ভালোমতোই জানো কেন। আর কিছুদিনের মধ্যেই খুব বড় যুদ্ধ শুরু হবে এই তাভানতিনসুয়ুতে; এত বড় যে, কেউ কোনোদিন দেখা তো দূরের কথা, এ-রকম কোনো যুদ্ধের ব্যাপারে শোনেওনি কখনও। যুদ্ধ হবে কুযকোর ক্যাছুয়াদের বিরুদ্ধে চ্যানকাদের, য়ুঙ্কারা চাইলে যোগ দিতে পারে আমাদের সঙ্গে। যুদ্ধ হবে ক্যাছুয়াদের বুড়ো ইনকা উপানকুয়ির বিরুদ্ধে আমার, আর যদি আমি মরে যাই তা হলে তোমার, কারণ আমার পরে রানি হিসেবে এই সিংহাসনে তোমাকেই বসতে হবে। পশুদের রাজা সিংহ, আর এক বনে দুটো সিংহ থাকতে পারে না—একটাকে মরতেই হবে। উপানকুয়ির ছেলে আরকোর সঙ্গে তোমার বাগ্‌দান লোক দেখানো মাত্র—উপকূলের য়ুঙ্কারা আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেই সেই মুখোশ খুলে ফেলবো আমরা। কিন্তু তুমিই বললে সময় লাগবে য়ুঙ্কাদের, ওদের সেনাবাহিনী সে-রকম সংগঠিত নয়, তাই ধৈর্য ধরতে হবে আমাদেরকে। এই সময়ে, বার বার বলছি তোমাকে, এমনভাবে থাকতে হবে আমাদেরকে যাতে ঘুণাক্ষরেও কিছু টের না-পায় ক্যাছুয়ারা। আগামীকাল ওদের ইনকা, বুড়ো উপানকুয়ি আসবে এখানে, সঙ্গে থাকবে ছোট একটা সেনাবাহিনী। হয়তো ভাবছ, ওই বুড়োটাকে তখন শেষ করে দিলেই তো সব ঝামেলা চুকে যায়, তা-ই না? আসলে ওকে মারলে ঝামেলা আরও বাড়বে। এমনিতেই মরার সময় হয়ে গেছে ওর; কাগজে-কলমে যদিও সে রাজা, আসলে কিন্তু কুযকোতে বসে দেশ চালায় ওর ছেলে আরকো। উপানকুয়ি মরলেও এই আরকো কিন্তু রয়ে যাবে,

www.BanglaBook.org

ওদের বিশাল সেনাবাহিনী রয়ে যাবে। আরও বড় কথা, শত্রু হোক আর যা-ই হোক, উপানকুয়ি আমার মেহমান; যারা মেহমানদের খুন করে তাদেরকে দেবতারা অভিশাপ দিতে থাকে, এবং লোকে আর কোনোদিনই বিশ্বাস করে না তাদেরকে। এই অবস্থায় তোমার ভূমিকাটা আবারও বুঝিয়ে বলছি। জানি না কীভাবে, গুজব শুনেছে উপানকুয়ি—আমি বিদ্রোহ করতে যাচ্ছি ওর বিরুদ্ধে। এজন্যই তোমাকে নিতে আসছে। সে ভেবেছে, মেয়েকে যেখানে বিয়ে দেবো আমি, সেখানে আর যা-ই করি যুদ্ধ করবো না নিশ্চয়ই। তাই এত তাড়াহুড়ো ওর। এখন আমি যদি আগামীকাল ওর সঙ্গে যেতে না-দিই তোমাকে, তা হলে ওই গুজবটা বিশ্বাস করে নেবে সে, আর দেশে ফিরে গিয়েই বিশাল সেনাবাহিনী পাঠাবে আমাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য। মুশকিল হলো, আমাদের সেনাবাহিনী এত বড় না যে, ক্যাছুয়াদের হামলার উপযুক্ত জবাব দিতে পারবে। আবার এদিকে যুঙ্কারাও সংগঠিত না। কাজেই উপানকুয়ি তার সেনাবাহিনী পাঠালে ফল খুব খারাপ হবে আমাদের জন্য—হয় মরবো আমরা, না-হয় ওদের দাসে পরিণত হবো। সুতরাং আমাদের সবার ভাগ্য এখন তোমার হাতে।'"

'তার পর? তুমি কী বললে?' কুইলার লম্বা ভাষণ শেষ হলে জানতে চাইলাম আমি।

'বললাম, আমার অবস্থা পানিতে-পড়া ইঁদুরের মতো—না পারছি সাঁতরাতে, না পারছি দম নিতে। যাকে ভালোবেসে ফেলেছি তাকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হচ্ছে এমন একজনের কাছে যাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। দেশের স্বার্থে, দেশের জনগণের স্বার্থে নিজের সাধ-আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে বিয়ে করতে হচ্ছে এক লম্পটকে।'

'শুনে তোমার বাবা কী বললেন?'

'পানিতে-পড়া ইঁদুর যা করে তা-ই করতে বললেন।'

www.BanglaBook.org

'মানে?'

'মরতে বললেন। বললেন, আমার নাকি মরে যাওয়াই ভালো, কারণ একটা মৃত মেয়েকে তো আর বিয়ে করবে না কেউ। তাঁর সামনে থেকে চলে এলাম আমি তখন; অবশ্য আমাকে আগামীকাল আবার দেখা করতে বলেছেন তিনি—কী নাকি কথা আছে উপানকুয়ির ব্যাপারে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে এলে কীভাবে?'

'আপনাকে কোন্ বাড়িতে নিয়ে এসেছে আমার লোকেরা তা তো জানতামই, অনুমান করলাম খাওয়ার পর হয়তো এই বাগানে হাঁটাহাঁটি করবেন একা। জানেন না হয়তো, এই বাগানের সঙ্গে আমাদের প্রাসাদের যোগাযোগ আছে, ওই পথ ধরেই চলে এসেছি। তা ছাড়া পাঁচিলের এক জায়গায় একটা দরজা আছে, সেটাও খোলা ছিল।'

কিছু বললাম না আর, কিছু বলতে ইচ্ছাও করছে না। বুকের ভিতরে একটা হাহাকার টের পাচ্ছি, চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছে অনেক দূরে কোথাও গিয়ে। মুখ তুলে তাকালাম আকাশের দিকে। ভাবছি, কবে মরবো, কবে আকাশের বুকে শান্তির ঠাঁই হবে আমার!

'আমি আসলে...একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম,' আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলল কুইলা।

মুখ নামিয়ে তাকালাম ওর দিকে। 'কী কথা?'

'কী করবো আমি? বেঁচে থাকবো, আগামীকাল উপানকুয়ির সঙ্গে গিয়ে বউ হবো ওর ছেলে আরকোর, নাকি আত্মহত্যা করবো? বিশ্বাস করুন, আপনি যা বলবেন তা-ই করবো আমি। তবে কিছু বলার আগে মনে রাখবেন, যদি বেঁচে থাকতে বলেন তা হলে আজকের পর আর কোনোদিন দেখা হবে না আমাদের, সুযোগ এলেও না। আমি এখনও কুমারী, আরেকজনের বউ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হওয়ার পরে নিজের নষ্ট চেহারাটা আর কোনোদিন দেখাতে চাই না আপনাকে।'

কথাগুলো শুনে মনে হচ্ছে, দুঃখে বুকটা ফেটে যাবে আমার। জানি কী বলতে হবে, তার পরও কথাটা যেন বের হচ্ছে না আমার মুখ দিয়ে। শেষপর্যন্ত, যেন অনেক সংগ্রামের পর, ফিসফিস করে বললাম, 'বেঁচে থাকো, কুইলা, আত্মহত্যা কোরো না।'

আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল মেয়েটা। তারপর, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি বেঁচে থাকতে বলছেন আমাকে? আপনি! যা বলছেন জেনেবুঝে বলছেন তো? আমার প্রেমিক হওয়া সত্ত্বেও, আমার বেঁচে থাকার মানে আরকোকে বিয়ে করা জানার পরও কাজটা করতে বলছেন?'

'হ্যাঁ, বলছি। কারণ জীবনে কখন কী ঘটে নিশ্চিত করে বলতে পারি না আমরা কেউই। আগামীকাল উপানকুয়ি তোমাকে নিয়ে যাওয়ার পর, এ-রকম কিছু ঘটতেও তো পারে যার ফলে তোমার আর আরকোর বিয়ে ভণ্ডুল হয়ে যাবে? কিছু হোক বা না-হোক, অন্তত আশাটুকু তো করা যাবে, নাকি? ...আত্মহত্যা করলে সেই আশাটাও শেষ হয়ে যাবে, তা-ই না?'

চুপ করে আছে কুইলা, আমার দিকে তাকিয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে।

'শোনো কুইলা, খুব সংক্ষেপে একটা গল্প বলি তোমাকে,' ব্ল্যান্‌শের কাহিনিটা শোনাতে লাগলাম ওকে, মগ্ন হয়ে আমার কথাগুলো শুনল সে। আমার গল্প বলা শেষ হলে বললাম, 'এখন তুমিও যদি আত্মহত্যা করো তা হলে আমার দুই হাতই রক্তে রঞ্জিত হয়ে যাবে। ব্ল্যান্‌শের মৃত্যুর জন্য কোনোদিনও নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না, তোমার কিছু হলে আমাকেও আত্মহত্যা করতে হবে সম্ভবত। তুমি কি তা-ই চাও?'

www.BanglaBook.org

'না, কখনও চাই না।'

'আচ্ছা, যদি আমার সঙ্গে পরিচয় না-হতো তোমার, তা হলে কি উপানকুয়ির সঙ্গে যেতে না ওর শহরে?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভাবল কুইলা। তার পর বলল, 'সম্ভবত যেতাম।'

'তা হলে এখন ধরে নাও তোমার সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি, কোনোদিন কোনো কথা হয়নি। দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করো কথাটা। দেখবে, বুকের উপর আটকে থাকা কষ্টের ভারী পাথরটা হালকা হয়ে গেছে অনেকখানি।'

কিছুই বলল না মেয়েটা। আগের মতোই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তারার আলোয় কেমন যেন অপার্থিব দেখাচ্ছে ওর অপূর্ব সুন্দর চেহারাটা। মুক্তার ভিতর থেকে বিচ্ছুরিত আলোর মতো, ওর চেহারায় খেলা করছে অদ্ভুত এক দ্যুতি। এখন আর মানবী মনে হচ্ছে না ওকে, মনে হচ্ছে যেন কোনো দেবী দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। কিছুক্ষণ আগের কিংকর্তব্যবিমূঢ় কুইলার সঙ্গে এই কুইলার পার্থক্য অনেক। তখন ওকে দেখে মনে হচ্ছিল সব হারিয়ে গেছে ওর, আর এখন মনে হচ্ছে আবার সব কিছু ফিরে পেয়েছে সে।

'এবার যেতে হবে আমাকে,' ফিসফিস করে বলল সে, 'এখন আমার মনে আর কোনো ভয় নেই। হয়তো আগামী অনেকগুলো দিন দেখা হবে না আপনার সঙ্গে, কথা হবে না, কিন্তু তাতে ভেঙে পড়বেন না, আর আমার উপর বিশ্বাস রাখবেন। যে-ভূমিকা পালন করছেন তা পালন করতে থাকুন, আমিও আমার কাজ করে যাই। যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক আমাকে, যে-কোনো বাহানায় যদি আমার পিছু পিছু আসতে পারেন তা হলে সবচেয়ে ভালো হয়। ...বিদায়, প্রিয়তম, বিদায়,' বলে আমার ঠোঁটে চুমু খেল সে, তারপর অতি দ্রুত মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছি আমি। কী করা উচিত বুঝতে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পারছি না আসলে। তখন, অনেকটা নাটকীয়ভাবে, সামনের একটা গাছের গাঢ় ছায়ায় হঠাৎ নড়ে উঠল কিছু একটা। বুঝলাম, এতক্ষণ কেউ দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে।

'কে?' চিৎকার করে জানতে চাইলাম।

'আমি,' বলে আমার সামনে এসে দাঁড়াল কারি।

'তুমি! তুমি এখানে এলে কীভাবে? আর এখানে আসার দরকারটাই বা হলো কেন তোমার?'

'শুধু কি আপনিই নিঃশব্দ রাতে খোলা বাগানে একা হেঁটে বেড়াতে পছন্দ করেন? আমিও তো করতে পারি কাজটা, তা-ই না?'

'মানে?'

'মানে আপনি আসার অনেক আগেই এখানে হাজির হয়েছি আমি। এবং এতক্ষণ ওই গাছটার নীচেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।'

'তার মানে, তার মানে...'

'হ্যাঁ, আমি সব দেখেছি, সব শুনেছি।'

'তোমাকে খুন করে ফেলতে ইচ্ছা করছে আমার, কারি,' দাঁতে দাঁত পিষলাম আমি। 'আমার উপর গুপ্তচরগিরি করতে একটুও লজ্জা করল না তোমার?'

'আমাকে যে খুন করে ফেলার ইচ্ছা হবে আপনার তা আগেই জানতাম,' হাসল কারি। 'দেখুন, সে-জন্য আপনার বেশি কাছে যাইনি, আপনার তরবারির নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছি।'

কিছু বললাম না। নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছি।

'জানতে চেয়েছেন, এখানে এসেছি কেন,' বলে চলল কারি, 'প্রথমেই বলে রাখি, আপনি মানবেন কি না জানি না—আপনার আগে এখানে এসেছি আমি। তখন কিন্তু আমার জানা ছিল না লেডি কুইলাও চলে আসতে পারেন, এবং আপনার সঙ্গে প্রেম করতে পারেন। প্রেম করছেন—এই অবস্থায় আপনাদেরকে দেখার কোনো ইচ্ছা কোনো কালে ছিল না আমার এবং আশা করি

www.BanglaBook.org

ভবিষ্যতেও হবে না। ঘটনাচক্রে ঘটে গেছে ব্যাপারটা।'

'তা হলে যখন দেখলে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছি আমি তখন চলে গেলে না কেন?'

'না-যাওয়ার কারণ আছে।'

'কী কারণ?'

'ইংল্যাণ্ডে আমার যে-কাহিনি বলেছিলাম আপনাকে, তা কি আপনার মনে আছে?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'তা হলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন, ইনকা উপানকুয়ি আমার বাবা? আর আরকো, যার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা লেডি কুইলার, সে আমার ছোট ভাই?'

আবারও মাথা ঝাঁকালাম। খেয়াল করলাম, আমার রাগ কমছে, কৌতূহল বাড়ছে।

'আরকো আমার সৎ ভাই। কিন্তু ওর মাকে যতটা ভালোবাসতেন বাবা, আমার মাকে তার দশ ভাগের এক ভাগ বাসতেন কি না সন্দেহ। ওর মা মারা যাওয়ার আগে ওই মহিলার কাছে দেশের আইন ভঙ্গ করে প্রতিজ্ঞা করেন বাবা, তাঁর পরে সিংহাসনে বসবে আরকো, সে-জন্য সব ব্যবস্থা করে যাবেন তিনি। কিন্তু আমি আরকোর চেয়ে বয়সে বড়, সিংহাসনের উপর ওর চেয়ে আমার অধিকার বেশি—কাজেই বাবা বলতে গেলে দু'চোখে দেখতে পারতেন না আমাকে। আর এ-কারণেই ইচ্ছা না-থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের আপদে জড়িয়ে পড়তে হতো আমাকে। অনেক সময়ই অনেক রকমের অন্যায় করত সে, কিন্তু বাবা সে-সবের কোনো বিচার তো করতেনই না, উল্টো আরকোর পক্ষ নিতেন। আমার বউকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমাকে বিষ খাওয়ানোর গল্পটা...'

'হ্যাঁ, আগে বলেছ।'

'বাবা অথবা আরকোর ব্যাপারে বলতে গেলে কিছুই জানেন

www.BanglaBook.org

না আপনি, কিন্তু লেডি কুইলা জানে। আর জানে বলেই এতক্ষণ ধরে ওই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে থেকে আপনাদের কথা শুনছিলাম—নতুন কিছু জানার আশায়। আশা পূর্ণ হয়েছে আমার—জানতে পেরেছি, বাবা আগামীকাল আসছেন লেডি কুইলাকে নিতে।'

'কথাটা জানতে পেরে কী লাভ হলো তোমার?'

'কী লাভ হলো মানে? বলতে গেলে জানে বেঁচে গেছি।'

'কীভাবে?'

'বাবা আর তাঁর সভাসদরা আমাকে দেখামাত্র চিনতে পারতেন। তখন তাঁদের কাছে ধরা পড়ে যেতাম। এখন সতর্ক হয়ে গেলাম। এবং আজ রাতেই আমি উধাও হয়ে যাচ্ছি।'

'কোথায় যাবে?'

'জানি না। আর জানলেও বলতাম না। কারণ একটু আগে নিজের কানে শুনলাম, মানুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন গোপন খবরগুলো কীভাবে ফাঁস করে দেয় ভালোবাসার মানুষের কাছে। তবে আপনার ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই—যেখানেই থাকি, আপনাকে পুরোপুরি ছেড়ে চলে যাবো না, কাছে থেকে না-পারি দূর থেকে চোখ রাখবো আপনার উপর। এই দেশ আমার, আপনি এখানে আগন্তুক, আপনাকে দেখে রাখা আমার কর্তব্য। কারণ ইংল্যাণ্ডে যখন আমি মরতে বসেছিলাম তখন আপনিই বাঁচিয়েছিলেন আমাকে।'

'দূর থেকে চোখ রাখায় তুমি যে কত পারদর্শী তার প্রমাণ তো একটু আগেই পেলাম,' ঠাট্টা করে বললাম।

'জানি আমার কাজটা ভালো লাগেনি আপনার কাছে, কিন্তু আবারও বলছি, কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না আমার। একটা কথা বলে রাখি, লেডি কুইলা যদি আরকোর বাগ্দত্তা না-হতেন তা হলে আপনাদের এই প্রেমে কোনোদিনও বাধা দিতাম না আমি। আপনাদের দু'জনেরই ক্ষতি হতে পারে বলে সাবধান

www.BanglaBook.org

করি।'

'কিন্তু তুমি যদি চলে যাও তা হলে আমি একা একা কী করবো?'

'জানি আমার পরামর্শ আপনার ভালো লাগবে না, তার পরও বলছি। আমি চলে গেলে আপনি এখানেই থাকবেন, দিন একভাবে-না-একভাবে কেটে যাবে। লেডি কুইলা যদিও বলে গেছেন তাঁকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হবে পিছু পিছু যেতে, কিন্তু আমার মনে হয় না রাজা হুয়ারাছা আপনাকে যেতে দেবে লেডি কুইলার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে যাওয়াটা উচিতও হবে না আপনার। কেন জানেন? এ-রকম অনেক মেয়ে আছে যারা মনের আবেগ লুকাতে পারে না, তাদের চোখের ভাষায় সেই আবেগ প্রকাশিত হয়ে যায়। লেডি কুইলা সে-রকম একটা মেয়ে। যারা আরকোর ঘনিষ্ঠ সহচর, তারা যদি লেডি কুইলার সেই প্রণয়পূর্ণ দৃষ্টি একটা বার বুঝতে পারে তা হলে আমার মতোই বিষ খেয়ে পাগল হতে হবে আপনাকে, বলে রাখলাম।'

কিছু বললাম না।

'ঠিক আছে, আসি তা হলে,' যাওয়ার জন্য ঘুরল কারি, 'আশা করি আবার দেখা হবে। যদি নিজে এসে দেখা করতে না-পারি আপনার সঙ্গে তা হলে কাউকে-না-কাউকে পাঠাবো আপনার কাছে। আর লেডি কুইলা যে-রকম বলে গেছেন, আমিও সে-রকম বলতে চাই: বিশ্বাস রাখবেন আমার উপর।'

আমাকে কিছু বলার সুযোগ দিল না সে, হাত বাড়িয়ে আমার হাত টেনে নিয়ে চুমু খেল। তারপর বনবিড়ালের মতো ক্ষিপ্রগতিতে উধাও হয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# ছয়

ঘুম আসছে না।

চোখ লেগে আসছে, কিন্তু প্রচণ্ড অস্থিরতার কারণে তন্দ্রা ছুটে যাচ্ছে কিছুক্ষণ পর পরই। কুইলার চিন্তা বলতে গেলে পাগল করে দিচ্ছে আমাকে। এদিকে আমাকে একা রেখে উধাও হয়ে গেছে কারিও, আর কোনোদিন ফিরবে কি না সে জানি না। বিছানায় যখন থেকে পিঠ লাগিয়েছি তখন থেকে ছটফট করছি। ভোরের দিকে নির্ঘুম চোখে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে ভাবতে লাগলাম, আমার মরণ হলেই বোধহয় ভালো।

সকাল হলো অবশেষে। বিছানার উপর উঠে বসলাম, চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম, 'যাপানা! যাপানা!'

কয়েকজন লোক ছুটে এল। বলল, 'আপনার ভৃত্য যাপানাকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মনে হয় পালিয়ে গেছে সে।'

প্রথমে আশ্চর্য হওয়ার ভান করলাম, তারপর চেহারা বিকৃত করে ফেললাম রাগে।

'আপনার কী লাগবে আমাদেরকে বলুন,' বলল লোকগুলো, 'আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

যা যা খেতে মন চাইল, সব নিয়ে আসতে বললাম। খাবার হাজির হতে সময় লাগল না। ইতিমধ্যে হাতমুখ ধুয়ে নিয়েছি আমি।

নাস্তা এসে গেছে, গপাগপ গিলছি। যারা আমার ভৃত্যের

www.BanglaBook.org

ভূমিকা পালন করছে আপাতত, তারা দূরে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখছে। খাওয়া প্রায় শেষের দিকে, এমন সময় হাজির হয়ে গেল কয়েকজন দূত। বলল, 'রাজা হুয়ারাছা ডেকে পাঠিয়েছেন আপনাকে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান তিনি।'

প্রস্তুত হয়ে নিলাম। পালকি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে আমার জন্য, উঠে বসলাম তাতে। রাজপ্রাসাদের কাছে পৌঁছাতে সময় লাগল না।

বিশাল সিংহদরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে অনেক সৈন্য আর সুন্দর পোশাক পরিহিত বেশ কয়েকজন ভৃত্য। সিংহদ্বার পার হয়েই বিশাল এক খোলা জায়গা, উঠানের মতো। চারদিকে সাজ সাজ ভাব, বোঝা যাচ্ছে কোনো একটা অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। মূল প্রাসাদের বাইরে, চত্বরের একদিকে ছোট একটা ঘর, মনে হয় বৈঠকখানা। ওখানে গিয়ে থামল আমার বেহারারা। পালকি থেকে নেমে ওই ঘরে ঢুকলাম।

এতক্ষণ ছিলাম উজ্জ্বল সূর্যালোকে, অন্ধকার সইয়ে নিতে সময় লাগল তাই। ঘরের ভিতরে বসে আছেন একজন লোক, বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে। তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন সশস্ত্র সৈন্য। ইনিই কি রাজা হুয়ারাছা? এত সাধারণ বেশভূষা তাঁর? ঘরের চারদিকের দেয়াল চুনকাম-করা, মেঝে সাধারণ পাথরের। অতি সাধারণ একটা টুলের উপর বসে আছেন বৃদ্ধ লোকটা, পরনে মামুলি সাদা পোশাক। এখানে কোনো সোনা নেই, রূপা নেই, নেই কারুকার্য করা কোনো কাপড় বা রত্নপাথর। এত সাধারণ জীবনযাপন পদ্ধতি কোনো রাজাকে মানায় না, মানায় পোড়-খাওয়া একজন সৈনিককে। সামনের ওই বুড়ো লোকটাকে দেখতে অবশ্য সৈনিকের মতোই লাগছে, অন্তত তাঁর ভাবভঙ্গিতে সে-রকম কিছু একটা আছে। শরীরটা মোটা আর চওড়া, সাদামাটা চেহারার এখানে-সেখানে ক্ষতচিহ্ন, চোখে অদ্ভুত এক দীপ্তি, দৃষ্টি স্থির কিন্তু তীক্ষ্ণ।

www.BanglaBook.org

আমাকে কিছুক্ষণ দেখার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বুড়ো, বাউ করলেন আমাকে। জবাবে আমিও বাউ করলাম। ইঙ্গিতে একজন সৈনিককে বললেন আমাকে একটা টুল দেয়ার জন্য। আমি বসার পর, নিচু কিন্তু জোরালো গলায়, কারি যে-ভাষা আমাকে শিখিয়েছে সে-ভাষায় বলতে শুরু করলেন, 'স্বাগতম! কেউ কেউ বলে আপনি সমুদ্র থেকে আসা সাদা দেবতা, আবার কেউ বলে সোনালী দাড়িওয়ালা হুরাছি। কোন্‌টা ঠিক আমি জানি না। তবে আপনার ব্যাপারে অনেক কথা শুনেছি, এবং আমাদের এই গরিব দেশে আপনার মতো কাউকে পেয়ে সত্যিই ভালো লাগছে আমার। আমি এখানকার রাজা, আমার নাম হুয়ারাছা। ...আমার কথা কি বুঝতে পারছেন?'

কথা বলতে বলতে আমাকে আপাদমস্তক দেখছেন তিনি, দেখছেন না-বলে বলা ভালো জরিপ করছেন, তবে যতবার আমার চেহারার দিকে তাকাচ্ছেন তার চেয়ে বেশি তাকাচ্ছেন আমার বর্ম আর শিখা-তরঙ্গের দিকে। বোঝা যাচ্ছে ওগুলো দেখে আর সবার মতোই বিস্মিত হয়েছেন তিনি, কারণ আমি জানি এদেশের মানুষ ইস্পাত কী জিনিস জানে না।

'আপনার কথা বুঝতে আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে না,' রাজা হুয়ারাছার প্রশ্নের জবাবে বললাম।

'আপনার গায়ের এই পোশাকের মতো একটা পোশাক বানিয়ে দিন আমাকে,' বললেন তিনি। 'কথা দিচ্ছি যত ওজন হবে জিনিসটার তার দশগুণ সোনা আপনাকে দেবো আমি। এই সোনা জিনিসটা আসলে কোনো কাজেরই না, এগুলো দিয়ে অস্ত্র বানিয়ে যুদ্ধ করা যায় না।'

'আমি যে-দেশ থেকে এসেছি সে-দেশে সোনা আবার খুব কাজের। ঠিকমতো আর উপযুক্ত পরিমাণে খরচ করতে পারলে শত্রুও বন্ধু হয়ে যায়।'

'দেশ?' সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরলেন ধূর্ত হুয়ারাছি। 'দেবতাদের

www.BanglaBook.org

আবার দেশ আছে নাকি?'

'দেশ না-থাকলে দেবতারা থাকবে কোথায়?'

হাসলেন রাজা। ঘুরে তাকালেন দুই সৈনিকের দিকে। একদৃষ্টিতে আমার বর্ম আর তরবারি দেখছিল ওরা, ওদেরকে চলে যেতে বললেন তিনি। চলে গেল ওরা, যাওয়ার সময় বন্ধ করে দিয়ে গেল ঘরের ভারী দরজাটা।

এখন পুরো ঘরে নীরবতা। আমি আর রাজা হুয়ারাছা ছাড়া আর কেউ নেই।

বলতে শুরু করলেন তিনি, 'আমার মেয়ের কাছ থেকে শুনেছি, আপনাকে নাকি একটা দ্বীপে খুঁজে পেয়েছে সে। আরও শুনেছি, বলা ভালো বুঝতে পেরেছি, আপনার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে সে, ভীষণ দুর্বল। হওয়াটাই স্বাভাবিক। আপনি বিদেশি মানুষ, অবশ্য আসলেই যদি আপনি মানুষ হয়ে থাকেন, আর বিদেশিদের উপর আমাদের আকর্ষণটা একটু বেশিই হয়। তার উপর আপনাকে উদ্ধার করেছে কুইলা; মেয়েরা আবার কারও জীবন বাঁচাতে পারলে ওই লোকের প্রেমে না-পড়ে পারে না। ...কি, ঠিক বলেছি?'

'কথাটা আমাকে জিজ্ঞেস না-করে কুইলাকে জিজ্ঞেস করলে কি ভালো হয় না?'

'জিজ্ঞেস যে করিনি তা আপনাকে কে বলল? আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চেয়েছিলাম। দেখা যাচ্ছে আমার কথার কোনো প্রতিবাদ করলেন না আপনি। ...হুঁম্‌ম্‌! একটা কথা জেনে রাখুন, হুরাছি। আপনি আমার অতিথি, এবং এই দেশে অতিথিদের খুব সম্মান করা হয়। আমিও আপনাকে সম্মান করি। কতখানি সম্মান করি, বুঝিয়ে বলি—আমার যা কিছু আছে, আপনি চাওয়ামাত্র তার সব আপনাকে দিয়ে দিতে রাজি আছি আমি। শুধু একটা জিনিস বাদে—কুইলা। ওর সঙ্গে আর কখনও দেখা করার চেষ্টা করবেন না, কথা বলার চেষ্টা করবেন না। আর রাতের বেলায় কোনো

www.BanglaBook.org

বাগানে চোরের মতো মিলিত হবেন না দয়া করে।'

প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই, বুঝিয়েও কোনো লাভ নেই। যেভাবেই হোক আমার আর কুইলার ব্যাপারে সব জেনে ফেলেছেন রাজা হুয়ারাছা।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন? কুইলার সঙ্গে দেখা করা যাবে না কেন? কথা বলা যাবে না কেন? অসুবিধাটা কোথায়?'

'জবাবটা সম্ভবত আগেই আপনাকে দিয়ে ফেলেছে আমার মেয়ে। তারপরও, আমার কাছে যখন জানতে চেয়েছেন, বুঝিয়ে বলি। আপনি এই দেশে আসার অনেক আগেই বাগ্‌দান হয়ে গেছে কুইলার। সে যদি বেঁচে থাকে তা হলে যার সঙ্গে বাগ্‌দান হয়েছে তাকে অবশ্যই বিয়ে করতে হবে ওর, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার কোনো উপায় নেই। এই দেশ থাকবে কি না, এই দেশের মানুষ বাঁচবে না মরবে—সবকিছু নির্ভর করছে কুইলার এই বিয়ের উপর। এবং এ-কারণেই, বাগান বা অন্য কোথাও, রাতের বেলায় বা অন্য যে-কোনো সময়ে কুইলার সঙ্গে দেখা করা যাবে না আপনার। যদি আমার কথা না-শোনেন, তা হলে কুইলা মরবে, এবং সম্ভবত আপনাকেও মরতে হবে; অবশ্য দেবতাদের মরণ হয় কি না সে-ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা নেই আমার।'

কিছুক্ষণ ভেবে বললাম, 'মৃত্যুর কথা যখন এলই তখন আর স্বীকার করতে অসুবিধা কী? হ্যাঁ, আপনার মেয়েকে ভালোবাসি আমি, বিয়ে করতে চাই। সে-ও আমাকে ভালোবাসে, স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে চায়।'

'জানি। কিন্তু আপনাদের দু'জনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই আমার।'

প্রসঙ্গ পাল্টালাম। 'আপনাকে দেখে মনে হয় এককালে সৈনিক ছিলেন আপনি। এখনও আছেন বোধহয়, আপনার পুরো সেনাবাহিনীই যেহেতু আপনার অধীনে। আমার মনে হয়, ভয়ঙ্কর একটা যুদ্ধের স্বপ্ন দেখছেন আপনি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'দেবতাদের অনেক কিছুই মনে হয়,' হেসে বললেন রাজা। 'তাঁরা সাধারণ মানুষদের চেয়ে অনেক বেশি জানতে পারেন।'

'মানুষ বা দেবতা যা-ই হই না কেন, আমিও কিন্তু একজন সৈনিক। যুদ্ধের কৌশল আমারও কমবেশি জানা আছে, যা হয়তো আপনার সেনাপতিরা জানে না। তা ছাড়া যাদুর একটা বর্ম পরে থাকি আমি সবসময়, যা ভেদ করা অন্তত এই দেশের কোনো অস্ত্রের পক্ষে সম্ভব না। জোর গলায় বলতে পারি, যত বড় যোদ্ধাই হোক, তরবারি হাতে দ্বন্দ্ব লড়াইয়ে আমার সঙ্গে পারবে এমন কেউ নেই আপনার সেনাবাহিনীতে। যদি আপনার মেয়েকে বিয়ে দেন আমার কাছে, কথা দিচ্ছি আপনার ছেলের মতো, আপনার বন্ধু হিসেবে লড়বো আমি, নিজের দক্ষতা দিয়ে বিজয় এনে দেবো আপনার শত্রুদের বিপক্ষে।'

'সম্ভবত।'

'ঠিক একইভাবে, যদি আপনার শত্রুদের দলে যোগ দিই, তা হলে কিছুতেই পরাজয় এড়াতে পারবেন না আপনি। ঠিক কি না?'

কিছু বললেন না হুয়ারাছা।

'এবার বলুন,' কথা চালিয়ে গেলাম, 'কোন্ দলে যাবো? আপনার, না উপানকুয়ির?'

'অবশ্যই আমার,' রাজার কণ্ঠে ব্যগ্রতা। 'যদি কাজটা করতে পারেন তা হলে এই দেশ একদিন আপনার হয়ে যাবে। দেশের সেনাবাহিনী আপনার হবে, সব প্রাসাদ আপনার হবে। যত সোনা আর রূপা চাইবেন, পাবেন। গণ্ডা গণ্ডা সুন্দরী বউ পাবেন। এই দেশের মানুষ দেবতা হিসেবে পূজা করবে আপনাকে।'

'আপনার প্রস্তাবটা নিঃসন্দেহে ভালো। কিন্তু যা যা বললেন তার কোনোকিছুই আমার দরকার নেই। আমি শুধু কুইলাকে চাই।'

'কিন্তু ওকে দেয়া যে আমার পক্ষে সম্ভব না। যদি দিই তা হলে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে হবে আমার।'

www.BanglaBook.org

'তা হলে আপনার পক্ষে লড়াই করাও আমার পক্ষে সম্ভব না। আপনার বন্ধু হওয়াও সম্ভব না। যারা বন্ধু না, তারা, নিশ্চয়ই জানেন, শত্রু। আর শত্রুকে বাঁচিয়ে রাখাটাও বুদ্ধিমানের কাজ না। বুঝতে পারছেন কী বলছি আমি?'

'পারছি। কিন্তু একজন দেবতাকে খুন করা যায় না, একজন অতিথির গায়ে হাত তোলা যায় না। আপনি আমার দেশে এসেছেন, আমি জানি আপনি এই দেশেই থাকবেন। কিন্তু কুইলা এখান থেকে চলে যাবে। কিছু করার নেই।'

'আপনার হয়তো নেই, আমার আছে। কোনো একটা উপায় বের করতে হবে আমাকে, তা যা-ই হোক না কেন।'

'দয়া করে সে-রকম কিছু করতে যাবেন না। মনে রাখবেন, আপনি আমার অতিথি, অন্যরা কিন্তু তা না-ও ভাবতে পারে। তার মানে আপনার গায়ে হাত তুলতে দ্বিধা করবে না—এ-রকম লোকও কিন্তু আছে এই দেশে। আবারও বলছি, এখানে থাকুন, এই গরিব দেশ আপনাকে যা যা দিচ্ছে গ্রহণ করুন, শুধু কুইলার কথা ভুলে যান। কুযকো শহরে চলে যেতে হবে ওকে, যাবে সে, এবং যতদিন না মরণ হয় ওর ততদিন সেখানেই থাকবে।'

আর কিছু বলে লাভ নেই। কুইলার ব্যাপারে সংকল্প করে ফেলেছেন রাজা হুয়ারাছা, হাজার বুঝিয়েও নিবৃত্ত করা যাবে না তাঁকে। উঠে দাঁড়ালাম, চলে যাবো। উঠে দাঁড়ালেন রাজাও, হঠাৎ কী যেন মনে হলো তাঁর, বললেন, 'আপনার ভৃত্য যাপানার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই আমি।'

'সম্ভব না।'

'কেন?'

'কারণ কোথায় যেন পালিয়ে গেছে সে।'

'কোথায়?'

'আমাকে বলে যায়নি।'

'আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো, এই যাপানা আসলে কে?'



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'আমার খাদেম।'

'ওর সঙ্গে কবে কোথায় প্রথম দেখা হয় আপনার?'

মিথ্যা উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তা আর করতে হলো না—ঘরের বন্ধ দরজাটা খুলে গেল হঠাৎ করেই, ভিতরে ঢুকল কুইলা। পরনে চমৎকার একটা আলখাল্লা, দেখতে খুবই সুন্দর লাগছে ওকে। বাউ করল সে—প্রথমে রাজা হুয়ারাছাকে, পরে আমাকে। তারপর বলল, 'বাবা, কাজের সময় বিরক্ত করলাম তোমাকে। একটা কথা বলতে এসেছি আসলে। রাজকুমার আর সেনাপতিদের নিয়ে প্রায় পৌঁছে গেছেন ইনকা উপানকুয়ি, আমাদের শহর থেকে খুব বেশি দূরে নেই তাঁর সেনাবাহিনী।'

'তা হলে এখন এখানেই বিদায় নাও এই সমুদ্র-দেবতার কাছ থেকে,' বললেন রাজা হুয়ারাছা, 'আমি চাই উপানকুয়ির সঙ্গে কুযকোতে যাও তুমি।'

'বিদায় নেয়ার জন্যই এসেছি আমি আসলে,' বলল কুইলা। 'তবে যাওয়ার আগে একটা কথা বলে যাই। আমি আর সমুদ্র-দেবতা—আমরা একজন আরেকজনকে ভালোবাসি। আমার কপাল খারাপ, তাই আমাকে তুলে দেয়া হচ্ছে আরকোর হাতে, কিন্তু আমাকে কোনোদিনও পাবে না সে, আমি কোনোদিনই ওর বউ হবো না।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজা হুয়ারাছা। 'তোমার সাহস আছে, কুইলা। আর যাদের সাহস আছে তাদেরকে পছন্দ করি আমি। কিন্তু আরকোর নাগপাশ থেকে বের হতে হলে সাহসের চেয়েও বেশি কিছু দরকার তোমার। চেষ্টা করে দেখো কী করতে পারো। উপানকুয়িকে কথা দিয়েছিলাম, আমি খুশি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে হয়নি আমাকে। আরেকটা কথা, আজকের পর তুমি আর এই দেশে, দেবতা হুরাছির কাছে ফিরে আসবে না; তিনিও তোমার কাছে, মানে কুযকোতে যাবেন না কোনোদিন।'

'ভাগ্যে যা লেখা আছে, তা-ই হবে,' বলে আমার দিকে

www.BanglaBook.org

তাকাল কুইলা। 'বিদায়, দেবতা। জানি না এ-জীবনে আর কোনোদিন দেখা হবে কি না আপনার সঙ্গে, জানি না মরার পর আমরা কে কোথায় থাকবো। তবে এ-কথা অবশ্যই জানি, আপনাকে ভালোবেসেছি, সারাজীবন ভালোবেসে যাবো।' আমাকে বাউ করল সে, তারপর বের হয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

রাজার চেহারার দিকে তাকালাম আমি, কিছু বললেন না তিনি, তখন আমিও বের হয়ে এলাম কুইলার পিছু পিছু। দরজা দিয়ে বের হওয়ার সময় শুনি, টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন রাজা হুয়ারাছা।

প্রাসাদের সামনে বিশাল এক খোলা জায়গা। সেখানে জায়গায় জায়গায় বানানো আছে কিছু বাড়িঘর। পুবদিকটা একেবারেই খালি। সেখানে জড়ো হয়েছে বেশ বড় এক সেনাবাহিনী। এদের পরনে জমকালো উর্দি, বেশিরভাগের হাতে তামার বর্শা। বাহারি রঙের শামিয়ানা দিয়ে এককোনায় বানানো হয়েছে বিশাল এক শিবির। ঘর থেকে বাইরে বের হয়ে এসে এই শিবিরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন রাজা হুয়ারাছা; সাদা আলখাল্লা, সোনার অতি-সাধারণ মুকুট আর হাতের বিরাট বর্শার কারণে কেমন বেমানান লাগছে তাঁকে। সিংহাসনের মতো একটা আসন বানানো হয়েছে তাঁর জন্য, গিয়ে সেখানে বসলেন তিনি। পাশেই, ছোট আরেকটা আসনে বসে আছে কুইলা। রাজা হুয়ারাছার ঠিক বাঁ দিকে, সোনার অলঙ্করণযুক্ত একটা চেয়ার দেখা যাচ্ছে; আপাতত খালি সেটা, তবে কে বসবে সেখানে অনুমান করতে কষ্ট হয় না। এই দুই আসনের মাঝখানে রূপার একটা চেয়ার, আমাকে বলা হলো সেখানে গিয়ে বসতে, যাতে সবাই দেখতে পায়। বসার সময় খেয়াল করলাম, বেশ কয়েকজন চ্যানকা জমিদার এবং রাজা হুয়ারাছার কয়েকজন সেনাপতি দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পিছনে।

BanglaBook.org

যার যার আসন গ্রহণ করেছি, দূরে অবস্থানরত সেনাবাহিনী

www.BanglaBook.org

থেকে কয়েকজন নকিব আমাদের দিকে এগিয়ে এল এমন সময়। এদের হাতে বর্শা, পরনে বাহারি রঙের পোশাক। চিৎকার করে সমবেত কণ্ঠে বলল ওরা, 'ইনকা উপানকুয়ি, পৃথিবীর শাসনকর্তা সূর্যদেবের সন্তান, এসে গেছেন।'

'আমার পক্ষ থেকে তাঁকে স্বাগতম,' বললেন রাজা হুয়ারাছা। 'এখানে আসতে বলো তাঁকে।'

বিদায় নিল নকিবরা।

কিছুক্ষণ পর জংলী বাজনা বেজে উঠল কাছেই কোথাও, স্তুতিসঙ্গীত গাইতে শুরু করল কারা যেন। দূরে তাকিয়ে দেখি, খুবই সুন্দর পোশাক পরিহিত বেশ কয়েকজন লোক কাঁধে করে বয়ে নিয়ে আসছে একটা পালকি। পরে জানতে পারি, এই লোকগুলো নাকি রাজপুত্র, সাধারণ বেহারা নয়। রাজপুত্রদের সঙ্গে কয়েকজন সুন্দরী মহিলা। ওই মহিলাদের প্রায় সবার হাতে রত্নখচিত হাতপাখা। বোঝাই যাচ্ছে পালকিতে করে আসছেন ইনকা উপানকুয়ি। পালকির পিছনে কুচকাওয়াজ করতে করতে এগিয়ে আসছে এক শ'র মতো যোদ্ধা, বেশিরভাগের হাতে হাতকুড়াল।

রাজা হুয়ারাছার সিংহাসনের সামনে থামল পালকিটা, মাটিতে নামানো হলো সেটা। সরে গেল সোনার গিলটি-করা পর্দা, ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন একজন লোক। তাঁর বেশভূষা দেখে আমার চোখ ঝলসে যাওয়ার মতো অবস্থা। উল দিয়ে বানানো টকটকে লাল একটা আলখাল্লা পরে আছেন তিনি, সেই আলখাল্লার জায়গায় জায়গায় সোনা আর বিভিন্ন দামি রত্নপাথর সেলাই করে আটকানো আছে। মাথায় বাহারি রঙের পাগড়ি, তাতে লম্বা লম্বা দুটো পালক। পাগড়ি পরে আছে আরও অনেকেই, কিন্তু ওই রকম পালক দেখা যাচ্ছে না অন্য কারও মাথায়। পাগড়ির একপ্রান্ত থেকে তাঁর কপালের উপর ঝুলছে রক্তলাল কয়েকটা উলের-সুতো। পরে জানতে পারি, ওই পাগড়িই

www.BanglaBook.org

নাকি একজন ইনকা রাজার মুকুট, যার নাম লাউটু, রাজা ছাড়া অন্য কেউ যদি সেটা স্পর্শও করে তা হলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে ওই লোককে।

ইনকা উপানকুয়ির বয়স অনেক। পেকে সাদা হয়ে গেছে তাঁর চুল আর দাড়ি। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে আছেন তিনি, সেই লাঠির মাথায় বেশ বড় একখণ্ড পান্না। চেহারার কাট-ছাঁট রাজার মতো হলেও বয়সের ভারে দুর্বল, দুই চোখ ঘোলাটে। তাঁকে দেখে উঠে দাঁড়াল সবাই। সিংহাসন ছেড়ে নেমে কিছু দূর এগিয়ে গেলেন রাজা হুয়ারাছা, উঁচু কণ্ঠে বললেন, 'চ্যানকাদের দেশের স্বাগতম, হে উপানকুয়ি, ক্যাছুয়াদের ইনকা!'

তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন বৃদ্ধ উপানকুয়ি, তার পর চিকন গলায় বললেন, 'ধন্যবাদ, চ্যানকাদের কুরাকা!'

তাঁকে বাউ করলেন হুয়ারাছা। 'এত কষ্ট করে এতদূর আসার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু একটা কথা, আমার দেশে আমার উপাধি কুরাকা না, আমি এই দেশের রাজা।'

লাঠিতে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন উপানকুয়ি, মনে হলো তিনি চান সবাই আরও ভালোমতো দেখুক তাঁকে। 'এই তাভানতিনসুয়ুতে আমি ছাড়া আর কোনো রাজা নেই।'

তর্কে গেলেন না হুয়ারাছা। উপানকুয়ির জন্য নির্ধারিত আসনটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'আসুন, বসুন।'

তারপরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন উপানকুয়ি, ভ্রূ কুঁচকে গেছে তাঁর। ভাবলাম, আবারও হয়তো কোনো দম্ভোক্তি করবেন তিনি, কিন্তু হঠাৎ করেই আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'এই কি সেই সমুদ্র-থেকে-আসা সাদা-দেবতা? ...সত্যি কথা কী, জানেন? আসলে একে দেখার জন্যই এতদূর এসেছি আমি। ...চমৎকার একটা চকচকে আলখাল্লা পরেছেন তো তিনি! ...তাঁকে বলুন আমার কাছে আসতে, আমাকে প্রণাম করতে!'

'আপনার কাছে যেতে কোনো অসুবিধা নেই তাঁর, কিন্তু

www.BanglaBook.org

আমার মনে হয় না আপনাকে প্রণাম করবেন তিনি। তিনি দেবতা, দেবতারা কাউকে প্রণাম করেন না।'

'তা-ই নাকি?' উপানকুয়ির কণ্ঠে ব্যঙ্গ। 'আমার পূর্বপুরুষরা আমাকে কী বলে গেছেন জানেন? একদিন এ-রকম এক সাদা দেবতা হাজির হবেন সমুদ্র থেকে, আর তাভানতিনসুয়ুতে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটাবেন। কাজেই এই সাদা দেবতা যদি আমার কাছে না-আসেন তা হলেই বোধহয় ভালো হয় আমার জন্য। ...তাঁর হাতের তলোয়ারটা কত বড় আর শক্ত দেখেছেন? তিনিও তো দেখা যাচ্ছে আমাদের যে-কারোর চেয়ে অনেক লম্বা-চওড়া! তাঁর ব্যাপারে আমাদের সূর্য-মন্দিরের প্রধান-পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ...হুয়ারাছা, আপনার এই দেবতাকে বলুন প্রস্তুত হতে—আমার সঙ্গে কুযকোতে যেতে হবে তাঁকে।'

'দেবতা হুরাছি আমার অতিথি, হে ইনকা। আমার সঙ্গে এখানেই থাকবেন তিনি।'

'মূর্খ! একজন ইনকা যখন কাউকে তাঁর দরবারে যেতে বলে, সে যে-ই হোক তাকে যেতে হবেই, জানেন না? ...থাক, দরকার হলে এই সাদা দেবতার ব্যাপারে পরেও কথা বলা যাবে। কথা বলার জন্য আরও প্রসঙ্গ আছে আমার কাছে। ...কী যেন? ...কী নিয়ে যেন কথা বলতে এসেছিলাম? দাঁড়ান, আগে বসে নিই, তার পর ভেবে বের করবো।'

নির্ধারিত আসনে বসে পড়লেন উপানকুয়ি। দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন তিনি, কী নিয়ে কথা বলতে এসেছেন তা ভেবে বের করার চেষ্টা করছেন। বুঝলাম, বয়সের কারণে স্মরণশক্তি কমে গেছে তাঁর, ঠিকমতো মনে রাখতে পারেন না। যা-হোক, কোন্ প্রসঙ্গে কথা বলবেন তা শেষপর্যন্ত মনে করতে পারলেন না তিনি। তখন ডাক পড়ল কঠিন চেহারা আর ধূর্ত চোখের মধ্যবয়স্ক এক লোকের। পরে জানতে পারি, এই লোকের নাম ল্যারিকো; উপানকুয়ির

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

প্রধানমন্ত্রী সে, আরকোর উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করে। তা ছাড়া খুব বড় একজন পুরোহিত; কাজেই সব মিলিয়ে বলা যায় রাজ্যের অন্যতম ক্ষমতাবান ব্যক্তিত্ব। খেয়াল করলাম, কারির মতো এই লোকের কানের লতিতেও ঝুলছে ছোট আপেলের সমান একটা সোনার-চাকতি, যাতে সূর্যের প্রতিকৃতি খোদাই করা।

উপানকুয়ির ইশারায় কথা বলতে শুরু করল ল্যারিকো, এমন ভঙ্গিতে যে, শুনে আমার মনে হলো সে-ই আসল ইনকা, 'শুনুন, হুয়ারাছা। এই বয়সে এত কষ্ট করে এত দূর এসেছেন আমাদের ইনকা। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন শুধু শুধু আসেননি তিনি। গুজব শোনা যাচ্ছে, আপনি...কী বলবো...চ্যানকাদের গোত্রপতিই বলি, নাকি বিদ্রোহ করার চিন্তাভাবনা করছেন তাভানতিনসুয়ুর ইনকার বিরুদ্ধে। তিনি অবশ্য কান দেননি এসব গুজবে। কিন্তু লোকজনের মুখ তো আর বন্ধ রাখা যায় না। তাই সবাইকে আশ্বস্ত করার জন্য আপনার মেয়ে কুইলাকে পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। লেডি কুইলাকে কোয়া, মানে রানি বানাবেন তাঁর ছেলে আরকো, তাঁদের সন্তানরাই হবে তাভানতিনসুয়ুর সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী।'

'জানি,' মাথা ঝাঁকালেন হুয়ারাছা।

'বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন আপনি,' বলে চলল ল্যারিকো, 'মেয়েকে বিয়ে দিতে রাজি হয়েছেন আরকোর কাছে। বিয়ে হয়তো হয়ে যেত এতদিনে, কিন্তু আপনার মেয়ে নাকি কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল, তাই দেরি হয়েছে। এখন কথা হচ্ছে, লোকে বলাবলি করছে, যেখানেই বেড়াতে গিয়ে থাকুক লেডি কুইলা, বিদ্রোহের ব্যাপারে আপনার হাত শক্তিশালী করাটাই নাকি আসল উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। প্রকৃত ঘটনা জানি না আমরা, জানতে চাইও না; রাজকুমার আরকো অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন লেডি কুইলার জন্য, আমরা নিতে এসেছি তাঁকে—আমরা চাই শুভকাজ যথাসময়ে সম্পন্ন হোক।'

www.BanglaBook.org

'রাজকুমার আরকো আসেননি কেন?' জানতে চাইলেন হুয়ারাছা।

'আশঙ্কায়।'

'আশঙ্কায়! কীসের আশঙ্কা?'

'তিনি এলে তাঁকে, এবং মহামান্য ইনকা উপানকুয়িকে একসঙ্গে পেয়ে যেতেন আপনি, তখন হয়তো ফাঁদে ফেলে খুন করতেন দু'জনকেই। ফলে আমাদের সাম্রাজ্যের সব আশা নষ্ট হয়ে যেত।'

'খুন করার ইচ্ছা থাকলে আমি তো এখন ইনকা উপানকুয়িকে খুন করতে পারি। পারি না?'

'হ্যাঁ, পারেন। কিন্তু আমি জানি ওই কাজ করাটা যুক্তিযুক্ত হবে না আপনার জন্য। কারণ এমনিতেই অনেক বয়স হয়েছে মহামান্য ইনকা উপানকুয়ির, যে-কোনো দিন সূর্যদেবতা ডেকে নিয়ে যেতে পারেন তাঁকে। তাই রাজকুমার আরকো রয়ে গেছেন কুযকোতে, নিরাপদে। তা ছাড়া আপনি নিশ্চয়ই বৃদ্ধ একজন অতিথিকে খুন করে দেবতাদের অভিশাপ কুড়াতে চাইবেন না? ...যা হোক, কাজের কথায় চলে আসি। কী চান আপনি সরাসরি বলুন। আপনার মেয়ে কি যাবে আমাদের সঙ্গে? আগে যে-রকম শান্তিতে ছিলাম আমরা সে-রকম শান্তিতেই থাকবো, নাকি আমাদের বিরুদ্ধে আসলেই বিদ্রোহ করবেন আপনি? যুদ্ধের ফলাফল নিশ্চয়ই জানেন—আপনাকেসহ আপনার পুরো সাম্রাজ্য ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবো আমরা।'

এতক্ষণ চুপ করে থেকে ল্যারিকোর কথা শুনছিলেন আর নীরবে সায় দিয়ে যাচ্ছিলেন উপানকুয়ি, এবার মুখ খুললেন তিনি, 'তাভানতিনসুয়ুতে থাকতে হলে যত গোত্র আছে তাদের সবাইকে ইনকার অধীনেই থাকতে হবে।'

হুয়ারাছা বললেন, 'হ্যাঁ, আমার মেয়ে আপনাদের সঙ্গে যাবে, আরকোর সঙ্গে বিয়ে হবে ওর। কিন্তু একটা কথা আমিও

www.BanglaBook.org

সোজাসুজি বলে দিতে চাই—চ্যানকারা কোনোদিনও পরাধীনতা মেনে নেয়নি, এবং মানবেও না কোনোদিন।'

'বোকা!' খনখনে গলায় চিৎকার করে উঠলেন উপানকুয়ি। 'লতাগাছ যদি ঝড়ের সময় বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো, একটুও মাথা নোয়াবো না—তা হলে হবে? যা হোক, স্বাধীনতা পরাধীনতা এসব নিয়ে কথা বলার জন্য আসিনি আমি, কথা বলার সময়ও নেই। হুয়ারাছা, আপনার যদি ইচ্ছা থাকে তা হলে আরকোর সঙ্গে ফয়সালা করে নেবেন এসব ব্যাপারে। ...এখন লেডি কুইলাকে নিয়ে আসুন, আমার হবু পুত্রবধূকে দেখি।'

উপানকুয়ির মন্তব্য শুনে চেহারা কঠিন হয়ে গেছে রাজা হুয়ারাছার। তার পরও, ভদ্রতা বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, কিছু বললেন না তিনি। কুইলার দিকে তাকিয়ে বিশেষ একটা ইঙ্গিত করলেন। চেয়ার থেকে নেমে উপানকুয়ির সামনে এসে দাঁড়াল কুইলা, বাউ করল তাঁকে। উপানকুয়ি এবং তাঁর সঙ্গের লোকজন অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন মেয়েটার দিকে। তারপর একসময় উপানকুয়ি বললেন, 'তুমিই তা হলে কুইলা! তুমি নিঃসন্দেহে সুন্দরী, খুবই সুন্দরী। এবং এ-ব্যাপারে তোমার মধ্যে গর্বও আছে। আমার মনে হয় আরকোকে ঠিক পথে নিয়ে আসার ক্ষমতা আছে তোমার। ...যে-ই তোমার নাম রেখে থাকুক, ভুল করেনি—চাঁদের মতোই সুন্দরী তুমি, তোমার চোখে যেন খেলা করছে চাঁদের আলো। আমার বয়স যদি বিশ বছর কম হতো তা হলে কী করতাম জানো? আরকোকে বলতাম অন্য কাউকে বিয়ে করতে, আর তোমাকে আমার রানি বানিয়ে আমার প্রাসাদে রেখে দিতাম সারাজীবনের জন্য।'

কুইলা বলল, 'তা হলে তা-ই করুন, হে ইনকা। সূর্যের সন্তানের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কথা আছে আমার, কোন্ সন্তানের সঙ্গে তা কিন্তু নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। আপনিও সূর্যের সন্তান, আপনার ছেলেও সূর্যের সন্তান।'

www.BanglaBook.org

'ভালো বলেছ,' হাসলেন উপানকুয়ি। 'বুড়ো হয়ে গেছি, কিন্তু সবাই বলে এখনও নাকি দেখতে অনেক সুন্দর আমি। অন্তত আরকোর চেয়ে তো অবশ্যই। আমার এই ছেলেটা আসলে একটা বর্বর, অসভ্য। যা হোক, আর দেরি না-করে রওনা হয়ে যাই আমরা, কী বলো? তুমি প্রস্তুত তো?' রাজা হুয়ারাছার দিকে তাকালেন তিনি। 'না, না, খানাপিনার ব্যবস্থা করবেন না, এখন কিছুই মুখে দিতে পারবো না। সন্ধ্যা হওয়ার আগেই আমার ঘাঁটিতে ফিরতে হবে আমাকে। কে জানে, অন্ধকার ঘনালে অপরিচিত আর শত্রুভাবাপন্ন এই দেশে কী ঘটে আমার কপালে?'

এতক্ষণে রাগে ফেটে পড়লেন রাজা হুয়ারাছা, 'আপনার যা খুশি তা-ই করুন, তবে একটা কথা শুনে রাখুন। আমার লোকদের সামনে আমাকে অপমানের পর অপমান করেছেন আপনি, বিনা কারণে। আপনার জন্য শাহী খানার আয়োজন করা হয়েছিল, বাজে অজুহাতে তা প্রত্যাখান করলেন আপনি। আমার দেশের গণ্যমান্য লোকেরা সেখানে অপেক্ষা করছিল আপনার জন্য, হতাশ করলেন তাদেরকে। আমি এই দেশের রাজা, তার পরও আমাকে কুরাকা বলে সম্বোধন করলেন; অথচ ভালোমতোই জানেন কুরাকা মানে সাধারণ এক গোত্রপতি, যে কিনা উত্তরাধিকার সূত্রে না, নিতান্ত কপালগুণে শাসন করার সুযোগ পায়। সবচেয়ে বড় কথা, আমার সম্মানে আঘাত করেছেন আপনি, বলেছেন রাত নামলে নাকি আপনাকে খুন করতে পারি আমি, অথচ আপনি আমার সম্মানিত অতিথি।' নিজেকে কিছুটা হলেও সামলানোর জন্য লম্বা করে দম নিলেন তিনি, 'এবার কান খুলে আমার একটা কথা শুনুন। আমার এই দেশ যখন এতই অপছন্দ আপনার, এই মুহূর্তে চলে যান এখান থেকে, কেউ কোনো ক্ষতি করবে না। আর আমার মেয়ে কুইলা এখানেই থাকবে, আপনার সঙ্গে যাবে না।'

চট করে তাকালাম কুইলার দিকে। আশার আলো জ্বলে

www.BanglaBook.org

উঠেছে ওর ডাগর দুই চোখে। আশার আলো জ্বলে উঠেছে আমার মনের ভিতরেও। কিন্তু জ্বলন্ত কাঠ পানিতে ডুবিয়ে দিলে যেভাবে নিভে যায় ঠিক সেভাবে নিভে গেল সে-আলো, কারণ পরিস্থিতি প্রতিকূলে বুঝে ধূর্ত ল্যারিকো চট করে বলে উঠল, 'আপনি ভুল বুঝছেন, হুয়ারাছা। মহামান্য ইনকা উপানকুয়ি শাহী খানা খেতে চাইছেন না, কারণ ওসব খাবারে আর কোনো রুচি নেই তাঁর। তা ছাড়া রাত নামলে ঠাণ্ডা পড়ে, এই বয়সে ঠাণ্ডা একেবারেই সহ্য করতে পারেন না তিনি। আরেকটা কথা, আপনি যে লেডি কুইলাকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন, এর পরিণতি কী হবে জানেন? পথে পথে আমাদের দূত দাঁড়িয়ে আছে, বিশ ঘণ্টারও কম সময়ে খবরটা পৌঁছে যাবে কুযকোতে। চূড়ান্ত অসম্মানিত বোধ করবেন রাজকুমার আরকো, আমরা ফেরামাত্র বিশাল এক সেনাবাহিনী, যা দেখা তো দূরের কথা কোনোদিন হয়তো কল্পনাও করেননি আপনি, রওনা হয়ে যাবে আপনার দেশের উদ্দেশ্যে। তাদেরকে পরাজিত করার কথা বাদই দিলাম, তাদেরকে ঠেকানোরও কি সামর্থ্য আছে আপনার? তার পর কী হবে? আপনি মারা যাবেন, আপনার লোকদের ধরে ধরে দাস বানানো হবে। তা-ই কি আপনি চান? রাজকুমার আরকোর পক্ষ নিয়ে বলছি, যিনি আর কয়েক দিন বা কয়েক মাস পর ইনকা হবেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে লেডি কুইলাকে কি এখানেই আটকে রাখবেন আপনি? যুদ্ধ ঘোষণা করবেন আমাদের বিরুদ্ধে? নাকি সব জেনেবুঝে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলে শান্তি বজায় রাখবেন দুই অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে?'

নিজের আসনে গিয়ে বসলেন রাজা হুয়ারাছা। একেবারে চুপ হয়ে গেছেন তিনি, আনমনে ভাবছেন কী যেন। এই সুযোগে আবারও শুরু হলো উপানকুয়ির দম্ভোক্তি, 'লেডি কুইলাকে যদি আমাদের সঙ্গে যেতে না-দেন, হুয়ারাছা, আমি ক্যাছুয়াদের ইনকা বলছি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক লক্ষ সৈন্যের একটা বাহিনী রওনা

www.BanglaBook.org

হবে চ্যানকাদের দেশের উদ্দেশে। ওদের পিছন পিছন আসবে কমপক্ষে আরও এক লক্ষ সৈন্য। এবার জলদি সিদ্ধান্ত নিন কী করবেন। আপনার জন্য সারারাত এখানে কাটিয়ে দিতে পারবো না।'

সিংহাসন থেকে নেমে কুইলার দিকে এগিয়ে গেলেন রাজা হুয়ারাছা, তারপর ওকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার কিছুটা পিছনে। এত উত্তেজনায় হয়তো আমার কথা মনেই নেই তাঁর, অথবা হয়তো ভাবছেন আমি তাঁদের কথা শুনলেও কিছু আসবে-যাবে না। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সে-জায়গা বেশ ফাঁকা, ধারেকাছে তেমন কেউ নেই—সম্ভবত এ-কারণেই তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে এখানে চলে এসেছেন হুয়ারাছা।

'কুইলা,' নিচু কণ্ঠে বললেন তিনি, 'কী করা যায় এখন? জবাব দেয়ার আগে জেনে রাখো, যুদ্ধ করতে ভয় পাই না আমি, পরাধীনতার চেয়ে বীরের মতো মৃত্যুবরণ করা অনেক ভালো, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারবো না—শুধু এই আশঙ্কায় আমি চেয়েছিলাম তুমি কুযকোতে যাও।'

'আচ্ছা বাবা, ক্যাছুয়ারা যদি হামলা করে আমাদেরকে, আমরা কি আসলেই ঠেকাতে পারবো না ওদেরকে?'

'না। অবশ্য য়ুঙ্কারা যদি যোগ দেয় আমাদের সঙ্গে তা হলে আলাদা কথা। আরও বড় কথা, এত বড় একটা যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে কমপক্ষে আরও দু'মাস লাগবে।'

'বাবা,' ছলছল করছে কুইলার চোখ, আবেগে বুজে আসতে চাইছে ওর কণ্ঠ, 'দেশের জন্য কি আমাকে এত বড় আত্মত্যাগ করতেই হবে? আমার নিজের চাওয়া-পাওয়া বলে কি কিছু নেই?'

'থাকলেও শেষ হয়ে গেছে। আর তোমার ভাষায় যা আত্মত্যাগ আমার ভাষায় তা পরম প্রাপ্তি। কীভাবে, জানো? য়ুঙ্কারা শেষপর্যন্ত আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে কি না সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে আমার। যদি না-পারে তা হলে আমি একা



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যুদ্ধ করতে পারবো না ক্যাছুয়াদের বিরুদ্ধে। তখন তোমাকে একা লড়াই করতে হবে।'

'একা লড়াই করবো! মানে?'

'আমার একমাত্র সন্তান তুমি। সে-হিসেবে চ্যানকাদের সিংহাসনে আমার পরে তুমিই বসবে। এদিকে আরকোর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর ওদের রানি হবে তুমি। তখন তোমার কাজ হবে ছলে-বলে-কৌশলে ওর মন জিতে নেয়া, তারপর যেভাবেই হোক ওকে সরিয়ে দেয়া। তখন, খেয়াল করে দেখো, একইসঙ্গে দুই রাজ্যের রানি হয়ে যাবে তুমি, পরে তোমার ছেলেমেয়েরাই একসঙ্গে শাসন করবে দুই দেশ। বিনা রক্তপাতে, বিনা লড়াইয়ে কুযকো দখল করে নেবো আমরা। বুদ্ধিটা ভালো না?'

চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, রক্ত সরে গেছে কুইলার চেহারা থেকে, এত ভয়ঙ্কর একটা পরিকল্পনার কথা শুনে আতঙ্কে রীতিমতো কাঁপছে সে। কোনোরকমে, প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'ছেলেমেয়ের কথা বোলো না আমাকে, আরকোর ঔরসে আমার কোনো সন্তান হবে না—আমি হতে দেবো না। দেশের কথা ভেবে, দেশের মানুষের কথা ভেবে ওই শয়তানটাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছি; একসঙ্গে দুই দেশের রানি হওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।'

'কিন্তু তুমি যদি রানি হও তা হলে কার লাভ সবার চেয়ে বেশি হবে ভেবে দেখো। তারপরও, যেহেতু তোমার জীবন, সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার তোমার আছে। ভেবে বলো কী করতে চাও। আর এত গুরুত্বপূর্ণ একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে জেনে রাখো, যে-লোক মনের চেয়ে মস্তিষ্ককে প্রাধান্য দেয়, একদিন-না-একদিন সে জয়লাভ করেই।'

আমার দিকে তাকাল কুইলা, তাকিয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ। তার পর নিচু কণ্ঠে বলল, 'আমি যাবো, বাবা। কিন্তু জেনে রাখো, আরকোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না।'

www.BanglaBook.org

# সাত

একটা পালকিতে করে রওয়ানা হয়ে গেল কুইলা। ওর পিছন পিছন যাচ্ছে সম্ভ্রান্ত-বংশীয় বেশ কয়েকজন কুমারী মেয়ে। একা দাঁড়িয়ে আছি আমি। যাওয়ার আগে আমার একেবারে কাছে এসে চ্যানকাদের চিরাচরিত কায়দায় আমাকে প্রণাম করেছে কুইলা, তারপর অত্যন্ত নিচু কণ্ঠে, যেন শুধু আমি শুনতে পাই এমনভাবে বলেছে, 'গতরাতে বলেছিলাম আমি যেখানে যাই আমার পিছন পিছন সেখানে যেতে। কিন্তু আজ অনুরোধ করছি কাজটা করবেন না। আরকোকে আমি বিয়ে করি বা না-করি, আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা না-হওয়াই বোধহয় ভালো। তা ছাড়া যুদ্ধ যদি শুরু হয়ে যায়, আপনি এখানে থেকে বাবাকে সাহায্য করলেই উপকার হবে।'

অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু সে-সবের কিছুই বলতে পারলাম না। সময় ছিল না, সাহসেও কুলাচ্ছিল না—চোখে পানি চলে এলে সবাই আবার কী ভেবে বসবে! দেবতারা আর যা-ই করুক নিশ্চয়ই কাঁদে না! জানি না কেন, হয়তো কিছু একটা বলতে হবে অথচ প্রসঙ্গটা একেবারেই আলাদা হওয়া দরকার এ-কারণে, কারির কথা বের হয়ে গেল মুখ ফসকে, ফিসফিস করে বললাম, 'আমার সঙ্গে যাপানা নামের একটা লোক ছিল, তোমার মনে আছে কি না জানি না। সে কিন্তু আসলে আমার চাকর না।'

'আগেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এখন কোথায় সে?'

www.BanglaBook.org

'লুকিয়ে আছে, কোথায় জানি না। যদি ওকে খুঁজে পাও, মনে রেখো আরকোকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে সে, শোধ নিতে চায় শয়তানটার উপর। কুযকোতে ওর সাঙ্গপাঙ্গের সংখ্যা নেহাৎ কম না। আমাকে পছন্দ করে সে, অন্তত সে-রকমই মনে হয় আমার। আরেকটা কথা, ইনকা সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারী কিন্তু আরকো না।'

ঝট করে আমার দিকে তাকাল কুইলা, তার পর বুঝতে পারার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। উপানকুয়ির ইঙ্গিতেই সম্ভবত, ওর সেনাবাহিনীর কয়েকজন সৈন্য এগিয়ে আসছিল আমাদের দিকে, সেদিকে একবার তাকিয়ে তাড়াহুড়ো করে আঙুল থেকে একটা আংটি খুলে আমার হাতে দিল কুইলা। তাকিয়ে দেখলাম আংটিটা সোনার, অনেক পুরনো, মাথায় ফুল আর সূর্য খোদাই করা।

'আমার কথা ভেবে পরে ফেলুন,' অনুরোধ করল সে, 'এই আংটির একটা কাহিনি আছে, যদি কোনোদিন সময় পাই বলবো আপনাকে।'

নিলাম আংটিটা, ফরাসিরা যে-দিন আগুন লাগিয়েছিল হ্যাস্টিংসে সেদিন আমার মা আমাকে যে-আংটিটা দিয়েছিলেন সেটা খুলে ওর হাতে দিলাম। 'তুমি এটা রাখো স্মৃতি হিসেবে। আমার কথা মনে থাকবে।'

আর কিছু বললাম না, বলার সুযোগ হলো না, পালকিতে উঠে চলে গেল সে। একা দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো শুধু দেখতে লাগলাম আমি।

বহুদূরের দিগন্তে ছোট্ট একটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে পালকিটাকে এখন, পিছনে উড়ছে একরাশ ধুলো। মিলিয়ে যাচ্ছে শেষবিকেলের আলো, মরে যাচ্ছে আমার মনের সব আশা। আমার মনের অক্ষম ক্রোধ, ভয়ানক এক আর্তনাদ হয়ে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না—কারণ আমি দেবতা! দুঃখের জগদ্দল পাথরের চাপে ফেটে যেতে চাচ্ছে বুক কিন্তু চিৎকার করে

www.BanglaBook.org

কাঁদতে পারছি না—কারণ আমি দেবতা!

ঘুরে মুখোমুখি হলাম রাজা হুয়ারাছার।

'সমুদ্র-দেবতা,' বললেন তিনি, 'একজন দেবতার মতোই আচরণ করেছেন আপনি। আমি জানি যদি আপনি শুধু একবার আমার মেয়েকে বলতেন এখানে আপনার সঙ্গে থেকে যেতে, তা হলে মেরে ফেললেও ওকে কুযকোতে নিয়ে যেতে পারত না কেউ। আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হতো, অথচ ধ্বংস হয়ে যেত চ্যানকারা।'

'কিন্তু এই যে এত বড় আত্মত্যাগ করে গেল কুইলা, এ-রকম আত্মত্যাগ আর কতদিন চলবে?'

'যতদিন না স্বাধীনতা অর্জিত হয়।'

'কীসের স্বাধীনতা?'

'স্বাধীনতা মানে মুক্তি—ক্যাছুয়াদের দুঃশাসন থেকে মুক্তি। আমাদের, মানে চ্যানকাদের এই দেশ অনেক বড়, জনসংখ্যাও বেশি, তাই আমাদেরকে এতদিন যখন-খুশি-তখন চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখিয়েছে ক্যাছুয়ারা, কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি হয়নি—জানে হারাতে পারবে আমাদেরকে কিন্তু কমবেশি ক্ষতি ওদেরও হবে। আশপাশের ছোট ছোট গোত্রগুলোর কী অবস্থা করেছে ওরা, জানেন? তলোয়ার আর চাবুকের জোরে স্রেফ দাস বানিয়ে ফেলেছে ওই মানুষগুলোকে। আমাদের হাতেও যখন তলোয়ার আছে তখন আমরা কেন একজন বুড়ো ইনকা আর তার লম্পট ছেলেকে ভয় পাবো? সংগঠিত হওয়ার জন্যে শুধু সময় দরকার আমাদের, আর দরকার উপযুক্ত নেতৃত্ব; তখন ক্যাছুয়াদের চোখ রাঙানির জবাব দিতে পারবো। ...তাভানতিনসুয়ুতে সবার সমান অধিকার আছে, এখানে কেউ কারও হালের বলদ না।'

'কিন্তু কতজন উপানকুয়ি আর কতজন আরকোর বিরুদ্ধে লড়বেন আপনি? কতদিন লড়বেন? আরেকজন উপানকুয়ি জন্ম

www.BanglaBook.org

নেবে, আরেকজন আরকো সিংহাসনে বসবে। ...চ্যানকা বা য়ুঙ্কাদের ভাগ্যের কি আসলেই পরিবর্তন হবে কোনোদিন?'

'হয়তো হবে না। কিন্তু আমাদেরকে লড়ে যেতে হবে। জানি মরবো, ধ্বংস হয়ে যাবো, কিন্তু লড়াই থামবে না। যেখানে বিপ্লবের বিকল্প নেই, বিদ্রোহ ছাড়া উপায় নেই, সেখানে তলোয়ার ছাড়া আর কিছু নেই। ...আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাদের সঙ্গে থাকুন, সেনাপতি হিসেবে নেতৃত্ব দিন আমার সেনাবাহিনীকে। যদি বিজয় অর্জিত হয়, কথা দিচ্ছি, আমার পরে চ্যানকার রাজমুকুট আপনার মাথাতেই শোভা পাবে। আর যদি জীবিত উদ্ধার করা যায় কুইলাকে, যদি রাজি থাকে সে, তা হলে ওকে বিয়ে দেবো আপনার কাছে।'

কিছু বললাম না, চুপ করে থেকে ভাবছি রাজা হুয়ারাছার কথাগুলো।

'হয়তো আমার প্রস্তাব পছন্দ হচ্ছে না আপনার, কিন্তু না বলার আগে আরেকটু ভাবুন। আপনি কোত্থেকে এসেছেন আমি জানি না, কিন্তু এটা জানি আধ্যাত্মিক কোনো ক্ষমতা না-থাকলে সেখানে আর ফেরা হবে না আপনার। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে আপনাকে। সুতরাং আর যে-ক'দিন বেঁচে আছেন, ভালো কোনো কাজে, মহৎ কোনো কাজে আত্মনিয়োগ করুন। ইচ্ছা করলে ইনকাদের দেশে গিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, কিন্তু এখানে যে-সম্মান পাবেন আপনি তা পাবেন না সেখানে। আপনাকে যতই সোনাদানা, প্রাসাদ আর জমি দিক না কেন ওরা, ওদের চাকর হয়েই থাকতে হবে আজীবন। আর এখানে পাবেন রাজত্ব, অনুগত একদল প্রজা, এবং সবচেয়ে বড় কথা স্বাধীনতা।'

'রাজত্ব চাই না আমি, অনুগত প্রজারও কোনো দরকার নেই আমার। আর স্বাধীনতা? হ্যাঁ, স্বাধীনতার মূল্য আছে আমার কাছে। কিন্তু যুদ্ধ যদি করি ইনকাদের বিরুদ্ধে, আপনার

www.BanglaBook.org

সেনাবাহিনীকে যদি নেতৃত্ব দিই, শুধু কুইলার জন্য দেবো। আজ আমাকে ছেড়ে চলে গেল সে, না গিয়ে কোনো উপায় ছিল না ওর: নিয়তির কাছে ভালোবাসার এত অসহায় আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে লড়বো আমি। অনেকদিন আগে আরেকজন কুইলাকে হারিয়েছি আমি, হারাতে হয়েছে, এবার চেষ্টা করে দেখি এই কুইলাকে বাঁচাতে পারি কি না, ছিনিয়ে আনতে পারি কি না নিয়তির কারাগার থেকে।'

হাত বাড়িয়ে দিলাম রাজা হুয়ারাছার দিকে, করমর্দন করলাম দু'জনে, তাঁর সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দেয়ার অলিখিত চুক্তি হয়ে গেল আমাদের দু'জনের মধ্যে।

পরদিন থেকে শুরু হলো আমার কাজ। সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আর সেনাপতিদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন রাজা হুয়ারাছা। আমার সব কথা মেনে চলার আদেশ দিলেন। লোকগুলো এমনিতেই আমাকে দেবতা বলে মনে করে, সুতরাং আমার আদেশ অমান্য করার ইচ্ছা আপাতত দেখা যাচ্ছে না ওদের মধ্যে।

লণ্ডনে থাকাকালীন সময়ে সামরিকবিদ্যার উপর অল্পবিস্তর পড়াশোনা করেছিলাম। একটা সেনাদল কীভাবে গঠন করতে হয়, কীভাবে পরিচালনা করতে হয় মোটামুটি জানি। ধনুকের সাহায্যে তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করতে আমার চেয়ে পারদর্শী লোক, আমার মনে হয় কমই আছে। যত রকম কৌশলই জানুক না কেন, আমার শিখা-তরঙ্গের সামনে টিকতে পারার মতো নৈপুণ্য অন্তত এই অঞ্চলের কারও জানা নেই বলে মনে করি আমি। মোদ্দা কথা, যুদ্ধের যত রকম আধুনিক কায়দাকানুন জানা আছে আমার, এবং স্মৃতির ঝুলিতে যে-ক'টা যুদ্ধের ইতিহাস আছে, সব পুঁজি করে নেমে পড়লাম কোমর বেঁধে। সেনাবাহিনীর সৈনিকদের তো বটেই, শক্তসমর্থ চ্যানকাদেরও বাধ্যতামূলক রণপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হলো। যুদ্ধের ময়দানে পুরো সেনাবাহিনী যাতে সুষ্ঠুভাবে

www.BanglaBook.org

পরিচালিত হয় সে-জন্য ছোট ছোট রেজিমেন্টে ভাগ করে ফেললাম। বুড়ো হাঁদারাম মার্কা ক্যাপ্টেনরা বাদ গেছে, এখন প্রত্যেক রেজিমেন্টের নেতৃত্ব দিচ্ছে বুদ্ধিমান, সাহসী আর দক্ষ যুবকরা–যাদের মধ্যে পিছুটান বলতে গেলে নেই, যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য বেপরোয়া। প্রতিটা রেজিমেন্ট প্রতিদিন বাধ্যতামূলকভাবে কুচকাওয়াজ করে, যুদ্ধের মহড়া দেয়, ব্যায়াম করে এবং যেভাবে তীর মারলে অথবা তরবারি চালালে ফায়দা হবে বেশি সে-কায়দা শিখে নেয় আমার কাছ থেকে।

দক্ষ ছুতারমিস্ত্রীদের কাজে লাগিয়ে বড় আর শক্তিশালী অনেকগুলো ধনুক বানিয়ে নিলাম, ঠিক আমার ধনুকের মতোই। হাত পাকা হলে, কত দূর থেকে কত নিপুণভাবে লক্ষ্যভেদ করা যায় এসব ধনুক দিয়ে তা দেখিয়ে দিই আমার অধীনস্থদেরকে। অবাক বিস্ময়ে আমার নিশানা দেখে ওরা, তারপর সময়-সুযোগ পেলেই তীর-ধনুক নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দেয়। খেয়াল করলাম, যথেষ্ট উন্নতি করছে অনেকেই, কিন্তু আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারার মতো নয়।

আরও একটা কাজ করেছি, যা কখনও কল্পনাও করেনি এই অঞ্চলের লোকেরা। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি, এই অঞ্চলে লোহা বলতে গেলে নেই, থাকলেও কাজে লাগে না বলে জানে না এরা। তাই শত্রুপক্ষের নিক্ষিপ্ত তীর আটকে দিতে পারে এ-রকম বর্ম বানানো সম্ভব নয়। সুতরাং চিন্তাভাবনা করে "বিকল্প-বর্ম" উদ্ভাবন করতে হলো আমাকে। একজাতের ভেড়া পাওয়া যায় এখানে, যেগুলোর গায়ে বেশ পুরু আর বড় বড় লোম হয়। ওই সব লোম যোগাড় করে নিয়েছি পরিমাণমতো। ভালুক বা শুয়োরের মতো বন্য পশু, যেগুলো আকৃতিতে বড় এবং চামড়া শক্ত, মেরে ছাল ছাড়িয়ে নিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে রোদে শুকানো হয়েছে, ফলে চামড়াগুলো হয়ে গেছে দুর্ভেদ্য। এবার দুই টুকরো চামড়ার মাঝখানে ভেড়ার লোম পরিমাণমতো ভরে ওই চামড়া মাপমতো

www.BanglaBook.org

কেটে সেলাই করে বানানো হলো "জৈবিক বর্ম"।

কাঠের বড় বড় দণ্ড আর মোটা মোটা দড়ি দিয়ে বিশেষ একজাতের লিভার বানিয়েছি; ওই লিভারের সাহায্যে ভারী পাথর নিক্ষেপ করা যাবে শত্রুর উপর। আদ্যিকালের এ-রকম বেশ কয়েকটা "কামান" বানিয়ে সেগুলো বুঝিয়ে দিয়েছি কয়েকটা রেজিমেন্টের কাছে। লণ্ডনে থাকতে অলঙ্কারের ব্যবসা করতাম, তাই রাসায়নিক বস্তু সম্পর্কে অল্পবিস্তর জানা আছে আমার; বিশেষ একজাতের লতাগুল্মের রস জাল দিয়ে ঘন করে তার সঙ্গে আশপাশের খনি থেকে পাওয়া দাহ্য পদার্থ মিশিয়ে তৈরি করেছি একরকম অর্ধ-তরল পদার্থ। এগুলো সহজেই জ্বলে, এবং একবার আগুন ধরানো হলে দীর্ঘ সময় ধরে জ্বলতে থাকে। এবার, বর্শার-লাঠি কেটে-ছেঁটে হালকা করা হলো, যাতে বড় বড় ধনুকের সাহায্যে সহজেই নিক্ষেপ করা যায়; ওই সব বর্শার ফলায় কায়দা করে ন্যাকড়া বেঁধে তাতে ভালোমতো মাখানো হলো আমার উদ্ভাবিত অর্ধতরল দাহ্য পদার্থ। নিশানা ভেদে পাকা হয়ে উঠেছে এ-রকম একদল তীরন্দাজকে নিয়ে গঠন করলাম বিশেষ কয়েকটা রেজিমেন্ট। যুদ্ধের ময়দানে এরা আলাদা থাকবে, সম্মুখ সমরে যাবে না, নিরাপদে দাঁড়িয়ে থেকে বর্শার ফলায় আগুন লাগিয়ে সে-সব বর্শা নিক্ষেপ করতে থাকবে শত্রুদের রসদ, তাঁবু অথবা সেনাপতিদের ছাউনির উপর।

তিন মাসের মধ্যে, উচ্চতর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না-হলেও পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের সুসংগঠিত একটা সেনাবাহিনী পেয়ে গেলেন রাজা হুয়ারাছা। ছোট ছোট রেজিমেন্টে ভাগ হয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে লড়াই করতে শিখে গেছে সৈন্যরা, বড় বড় ধনুক দিয়ে তীর ছুঁড়ে নিশানা ভেদ করতে মোটামুটি পারদর্শী হয়ে উঠেছে, তামার ফলার বর্শা আর ধাতব হাতকুড়ালের ব্যবহার তো আগে থেকেই জানত, আমার উদ্ভাবিত অদ্ভুত কিন্তু কার্যকরী কায়দাগুলোও রপ্ত করে নিয়েছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ইতোমধ্যে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার যুঙ্কাও যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে। এরা স্বভাবে খিটখিটে, নিয়মকানুন মানতে চায় না তেমন একটা, কিন্তু সাহসী। সময় নেই—চ্যানকাদের যেভাবে হাতেকলমে শিখিয়েছি এদেরকে সেভাবে শেখানো সম্ভব নয়, তাই যুঙ্কা বাহিনীর শুধু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আর সেনাপতিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করলাম। আমার কাছ থেকে যা শিখছে এরা তা আবার গিয়ে শেখাবে সাধারণ সৈন্যদেরকে।

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আমার সময় এভাবেই কেটে যায়। হয় প্রশিক্ষণ দিই, অথবা একা বসে যুদ্ধের পরিকল্পনা করি। ঠিক কোন্ পদ্ধতিতে হামলা করলে অথবা ক্যাচুয়াদের মোকাবেলা করলে কম জনবল নিয়োগ করে বেশি ফল পাওয়া যেতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করি রাজা হুয়ারাছা আর সেনাপতিদের সঙ্গে। নিম্নমানের হলেও কাজ চালানো যায় এ-রকম পার্চমেন্ট বানিয়ে নিয়েছি ভেড়ার শুকনো ছাল থেকে, বিশেষ একজাতের লতাগুল্মের রস জাল দিয়ে বানিয়েছি কালি এবং পাখির পালক চেঁছে বানিয়েছি কলম—মূলত যুদ্ধের ময়দানের নকশা এবং হামলা বা মোকাবেলার ছক আঁকি ওই সব পার্চমেন্টে। এই অঞ্চলের মানুষ পড়তেও জানে না লিখতেও পারে না, সুতরাং আমার আঁকা ছবি বা লেখা যে-ই দেখে সে-ই হতবাক হয়ে যায়। এসব পড়ালেখা করতে গিয়ে আমারও উপকার হচ্ছে—কুইলার বিচ্ছেদবেদনা ভুলে থাকতে পারছি, পরবর্তী সময়ে অন্য কেউ উপকৃত হোক বা না-হোক গঠনমূলক কাজে সময় কাটাতে পারছি, এবং সবচেয়ে বড় কথা এই তাভানতিনসুয়ুর ভৌগলিক আর প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারছি, এখানকার অজানা-অচেনা মানুষগুলোর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাও বাড়ছে।

কিন্তু যতই ব্যস্ত থাকি না কেন, অথবা ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করি না কেন, কুইলাকে ভুলতে পারি না। পরিশ্রান্ত হয়ে যখনই গা এলিয়ে দিই, ভূতের মতো নিঃশব্দে হাজির হয় ওর স্মৃতি। মনে

www.BanglaBook.org

পড়ে যায় সেই রাতের কথা—আমি ঘুমিয়ে আছি, আর আমার পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে সে। ঘুমে ভারী-হয়ে-আসা চোখের পাতা জোর করে খুলে রাখার চেষ্টা করার সময় মনের ভুলে কিছুক্ষণের জন্য হলেও দেখি, আবারও এসেছে কুইলা, দাঁড়িয়ে আছে আমার বিছানার পাশে, ডাগর চোখে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তখন এত জ্যান্ত, এত বাস্তব মনে হয় ওকে যে, অজান্তেই বিশ্বাস করে ফেলি মারা গেছে মেয়েটা—কুযকোতে গিয়েছে ঠিকই কিন্তু আরকোর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগেই আত্মহত্যা করেছে। আর সে-জন্যই ভূত হয়ে রাতের বেলায় হাজির হতে পারছে আমার কাছে। অথবা হয়তো আধ্যাত্মিক কোনো ক্ষমতা আছে ওর, তাই ওর আত্মা ওর দেহ ছেড়ে চলে আসতে পারে এখানে, আমার কাছে। যতবার দেখি ওকে, হাজারটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, কিন্তু আফসোস, একটা প্রশ্নেরও কোনো জবাব দেয় না সে, নীরবে শুধু তাকিয়েই থাকে আমার দিকে। ওর সেই দৃষ্টিতে আমার সব প্রশ্নের জবাব আছে হয়তো, কিন্তু আমি বুঝতে পারি না। সচেতন অবস্থায় তো বটেই, অবচেতন মনেও নিজেকে বার বার বলি, এতদিনে নিশ্চয়ই বিয়ে হয়ে গেছে কুইলার, যদি বেঁচে থাকে তা হলে এখন আরেকজনের বউ সে, কাজেই ওকে ভুলে যাওয়াই ভালো; কিন্তু আমার মনের রাজ্যে আমি যেন ইনকা উপানকুয়ি, আর আমার স্মৃতিগুলো চ্যানকা, চিন্তাভাবনাগুলো যুঙ্কা—তাই নিজের বিরুদ্ধে নিজেকেই যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে সবসময়।

সত্যিই, বলতে গেলে আর কোনো খবরই পাওয়া যায়নি ওর। শুনেছি নিরাপদেই নাকি কুযকোতে গিয়ে পৌঁছেছে সে। কিন্তু তার পর আর কিছু জানি না। এমনকী ওর বিয়ে হয়ে গেছে কি না তা-ও না। এখান থেকে যাওয়ার পর যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে সে। রাজা হুয়ারাছারও দেখি মেয়ের ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই, অন্তত এখন, অথবা কিছু জানলেও আমাকে বলছেন না তিনি।

www.BanglaBook.org

তাঁর গুপ্তচররা খবর দিয়েছে, গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আরকোর বিশাল সেনাবাহিনী, তার মানে যুদ্ধ শুরু করার ইচ্ছা নেই ওদের আপাতত।

এবং একদিন, কুইলার খবর পাওয়ার একমাত্র উপায়ও বন্ধ হয়ে গেল। রাজা হুয়ারাছার গুপ্তচরদের দেখি না আজকাল, তার মানে ওদেরকে এখানে আসতে মানা করে দিয়েছেন তিনি। নিজের সেনাবাহিনীর প্রস্তুতির ব্যাপারে কতটা সতর্ক তিনি, বুঝতে পারলাম। ওই গুপ্তচরদের কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের প্রস্তুতির ব্যাপারটা ফাঁস করে দেয় আরকোর কাছে তা হলে অনেক বড় সমস্যা হয়ে যেতে পারে। তীব্র একটা ব্যথা ঘুরপাক খেতে লাগল আমার বুকের ভিতরে, কাজের ফাঁকে ফাঁকেই অশ্রু সামলানোর চেষ্টা চালিয়ে গেলাম আমি, আর নিজের ভিতরেই একটা হাহাকার চাপা দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করার সময় প্রতিনিয়ত ভাবলাম, মারা গেছে কুইলা, আমার কুইলা।

আর ঠিক ওই সময়ই ফিরে এল কারি।

এক রাতে কাজ করছি—লণ্ঠন জ্বেলে কিছু একটা লেখালেখি করছি, পার্চমেন্টের উপর কারও ছায়া পড়ল। চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। কারি দাঁড়িয়ে আছে অনতিদূরে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেক দূর থেকে এসেছে, পথশ্রমে ক্লান্ত। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে ওকে, কিন্তু তার পরও চিনতে অসুবিধা হচ্ছে না—এই লোক নিঃসন্দেহে কারি।

'কিছু খেতে দিতে পারবেন?' আমাকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল সে। 'শরীরে শক্তি বলে আর কিছু নেই আমার, না-খেলে এমনকী কথাও বলতে পারবো না।'

রাত গভীর হয়েছে, আমার চাকররা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ডাকাডাকি করে কারও ঘুম ভাঙাতে ইচ্ছা করছে না। নিজেই উঠলাম, কিছু মাংস আর স্থানীয় মদ নিয়ে এলাম কারির জন্য। বুভুক্ষুর মতো চেটেপুটে সব খেল সে। তারপর বলল, 'অনেক,

www.BanglaBook.org

অনেকদূরে চলে যেতে হয়েছিল আমাকে। এই অঞ্চলে এসে দেখি কড়া পাহারা বসিয়ে রেখেছেন রাজা হুয়ারাছা। পাহারাদাররা আমাকে দেখলেই গ্রেপ্তার করবে, কাজেই কাছের এক পর্বতের গুহায় তিন দিন তিন রাত কাটাতে হলো। কিছু খাইনি এই ক'দিন, এমনকী পানি পর্যন্ত না। গুহার মেঝেতে জমে আছে তুষার, তার উপরই থাকতে হয়েছে।'

'এলে কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'কুযকো।'

চমকে উঠলাম। 'বলো কী! এতদূর চলে গিয়েছিলে! ...কুইলার কোনো খবর জানো? সে কি বেঁচে আছে? আরকোর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে ওর?'

'তিনি বেঁচে আছেন, অন্তত নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারবো চোদ্দ দিন আগেও বেঁচে ছিলেন। এবং বিয়ে হয়নি তাঁর। এমন এক জায়গায় রাখা হয়েছে তাঁকে যেখানে আমার মনে হয় কোনো পুরুষের পক্ষেই যাওয়া সম্ভব না কোনোদিন, যাওয়া উচিতও না।'

আমার সারা শরীর শিহরিত হচ্ছে, উত্তেজনায় কাঁপছি আমি। বললাম, 'এতদিনেও ওর বিয়ে হলো না কেন?'

'আপনাকে বোঝাতে হলে অনেক কথা বলতে হবে আমাকে।'

'আমি সব কথা শুনতে চাই।'

কিছুক্ষণ কী যেন ভাবল কারি, বোধহয় যা বলবে তা গুছিয়ে নিচ্ছে মনে মনে। তার পর বলতে শুরু করল, 'আমাদের, মানে ক্যাছুয়াদের ধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বর একজন–যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে আমরা ডাকি প্যাচাকামাক বা ভিরাকোছা নামে। এছাড়াও বেশ কয়েকজন দেবতাকে পূজা করি আমরা। এঁদের মধ্যে ইন্টি, মানে সূর্যদেবতা একজন। আমরা বিশ্বাস করি, ইনকা রাজপরিবারের আদি-পিতা তিনিই। ইন্টি আমাদেরকে আলো দেন, তাঁর আলোতেই বেঁচে আছে এই পৃথিবী, তা না-হলে ধ্বংস হয়ে যেত অনেক আগেই। যত গাছপালা, ফলমূল, পশুপাখি

www.BanglaBook.org

আছে, সব, আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, ইন্টির দান।

‘কোনো কোনো মানুষ বা কোনো বস্তু বা প্রাকৃতিক কোনো কিছু আমাদের ধর্মমতে খুব পবিত্র। যেমন দেবতাদের মন্দির। অথবা বড় কোনো পাহাড় বা নদী। আমরা এগুলোকে বলি হুয়াকা। একজন মানুষ, সে রাজা-বাদশা যা-ই হোক না কেন, কোনো হুয়াকার অসম্মান করতে পারবে না, করলে মৃত্যুই হবে ওই লোকের একমাত্র শাস্তি।

‘আপনি দেখেছেন, আমাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান আর রীতিনীতি পালনের জন্য অনেক পুরোহিত আছে। একইভাবে, দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বলি দিতে হয় আমাদেরকে। বেশিরভাগ সময়ে লামা বা গিনিপিগ বলি দিই আমরা। কিন্তু যদি কখনও বড় কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে, অথবা মারাত্মক কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বা কুমারী মেয়েদেরকে বলি দেয়া হয়।

‘বিশেষ করে সূর্যদেবতা ইন্টিকে খুশি করার জন্য কোনো কুমারী মেয়ে যদি ইচ্ছা করে তা হলে নিজের সতীত্ব দেবতার নামে উৎসর্গ করে দিতে পারে। এক্ষেত্রে ওই মেয়েকে সবার সামনে ঘোষণা দিতে হবে ইন্টির জন্য কুমারিত্বের ব্রত নিয়েছে সে, তার মানে যত দিন বেঁচে থাকবে তত দিন কোনো পুরুষকে স্পর্শ করতে পারবে না সে, কোনো পুরুষও ওদেরকে এমনকী দেখতেও পারবে না। তখন ওই মেয়েটা সব ব্যাপারের জন্য হয়ে যাবে একজন হুয়াকা, মানে পবিত্র অথচ অস্পৃশ্য—আমাদের ভাষায় সূর্যকুমারী।

‘এবার আসল কথায় আসি। লেডি কুইলা বুঝতে পারলেন আপনার হতে পারবেন না তিনি, এদিকে আরকোর সঙ্গে তাঁর বাগ্‌দানের ব্যাপারটা ছলনামাত্র, আবার আরকোর বউ হওয়ার আগে মরতে রাজি আছেন তিনি, অথচ বিয়ে ভেঙে গেলে নিশ্চিহ্ন

www.BanglaBook.org

হয়ে যাবে তাঁর দেশ আর দেশের মানুষ। সুতরাং সব কূল রক্ষা করে চমৎকার একটা কাজ করলেন—কুযকোর রাজদরবারে পা দিয়েই ঘোষণা করলেন সূর্যদেবতা ইন্টির জন্য আজীবন কুমারিত্বের ব্রত নিয়েছেন তিনি, তার মানে সূর্যকুমারী হয়ে গেছেন; অর্থাৎ আরকোর দেশেই থাকবেন, ওর বাগ্‌দত্তা হিসেবে ওর অনুগত হয়ে থাকবেন, কিন্তু ওকে ছুঁতেও পারবে না আরকো। আর শুধু ওই শয়তানটা কেন, যদি আপনিও লেডি কুইলাকে স্পর্শ করেন, তা হলে আপনাকে যতই ভালোবাসি না কেন ধর্ম রক্ষার জন্য নিজের তলোয়ার দিয়ে আপনাকে খুন করতে বাধ্য হবো আমি। মনে রাখবেন, আমাদের এই দেশে একটা অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই—হুয়াকার অসম্মান করা, যেমন একজন সূর্যকুমারীকে কামনা করা। কেউ যদি এই কাজ করে তা হলে দেবতার ভয়াবহ অভিশাপ নামবে পুরো জাতির উপর, যদি না তার আগেই ওই লোককে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় ওই কুলটা মেয়েটাকে।'

'এ-রকম কিছু ঘটেছে কখনও?' কারির ভাষণ শেষ হওয়ার পর জানতে চাইলাম।

'আমার জানা নেই। হয়তো ও-রকম কোনো কাজ করার সাহস হয়নি কারও। তবে আমাদের ধর্মের বিধান অলঙ্ঘনীয়, অপরিবর্তনীয়।'

ক্যাছুয়াদের এই ধর্মীয় বিধানটা নিষ্ঠুর বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। যদি কখনও সুযোগ পাই, এই বিধান আমি ভাঙবোই। কিন্তু এই ব্যাপারে কিছু বললাম না কারিকে, সে থাক ওর ধর্মীয় বিশ্বাস নিয়ে, আমার পরিকল্পনার ব্যাপারে এখন যদি কিছু আঁচ করতে না-পারে সে তা হলে ভালোই হয়। প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য জিজ্ঞেস করলাম, 'আর কোনো খবর আছে?'

'অনেক খবর আছে। কুযকোতে কীভাবে গেছি সে-কাহিনি শুনুন আগে। সীমান্ত এলাকায় লুকিয়ে ছিলাম, এখান থেকে লেডি

www.BanglaBook.org

কুইলাকে নিয়ে তখন ফিরে যাচ্ছেন বাবা। সাধারণ এক মেষপালকের ছদ্মবেশে তাঁর কাফেলায় ঢুকে পড়লাম আমি। এমন ভাব দেখাচ্ছিলাম যেন কুযকোর কাছের কোনো গ্রাম থেকে এসেছি, পশম কেনাই আমার উদ্দেশ্য। কাফেলার এক লোক তখন চিনে ফেলল আমাকে। কিন্তু আমাকে খুব পছন্দ করে লোকটা, তাই আমার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেনি। যা-হোক, নিতান্ত ভাগ্যক্রমে, লেডি কুইলার পালকি বহন করছিল যে-বেহারারা তাদের একজন অসুস্থ হয়ে পড়ল হঠাৎ করেই। যে-লোকের কথা বললাম, ইনকা উপানকুয়ির সেনাবাহিনীতে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সে, তাই ওই বেহারার জায়গায় আমার নিয়োগ পেতে অসুবিধা হলো না। সারাটা পথ বলতে গেলে লেডি কুইলার সঙ্গে সঙ্গেই থাকলাম। আমার বেশভূষা খুব সাধারণ হওয়ার পরও আমাকে দেখামাত্র চিনতে পারলেন তিনি, কিন্তু না-চেনার ভান করলেন। গোপনে কয়েকবার কথাও বলতে পারলাম তাঁর সঙ্গে। এমনকী খাওয়ার সময়, এটা-সেটা নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়ে আমাকে কাছে কাছেই রাখলেন তিনি।

'কাটল প্রথমদিন। দ্বিতীয় দিন সকাল হতে-না-হতেই হাজির হয়ে গেলেন বাবা—লেডি কুইলার তাঁবুতে একসঙ্গে বসে নাস্তা করবেন। আমার যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সে-জন্য যথেষ্ট সেজেগুজে মনোমুগ্ধকর রূপে বসে থাকলেন লেডি কুইলা। তাঁর চেহারার উপর থেকে বাবার দৃষ্টি তো আর সরে না—বুড়ো হয়ে গেলে অনেকেরই এ-রকম হয়, কমবয়সী সুন্দরী মেয়েদের উপর আকর্ষণ বাড়ে। অবস্থা বুঝে ছল করতে শুরু করলেন লেডি কুইলাও, বললেন ইনকা উপানকুয়ি এত জ্ঞানী জানলে তাঁর সঙ্গেই বাগ্দান করতেন। আরকোর চরিত্রের ব্যাপারে যা শুনেছেন তাতে আরকোর উপর থেকে মন একেবারেই উঠে গেছে তাঁর, আবার উপানকুয়ি আর বিয়ে করবেন না তাই তাঁকেও বিয়ে করতে পারছেন না। এসব বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি,

www.BanglaBook.org

বাবাকেও দেখি অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে গেছেন। তখন লেডি কুইলা বললেন তাঁকে এই দুর্বিষহ অবস্থা থেকে রক্ষা করতে। বললেন, দরকার হলে বাকি জীবন সূর্যকুমারী হিসেবে কাটিয়ে দিতেও অসুবিধা নেই তাঁর, তারপরও আরকোকে বিয়ে করতে চান না তিনি। ব্যাপারটা দেখবেন বলে তাঁকে আশ্বাস দিলেন বাবা তখন। যাত্রা আবার শুরু হলো আমাদের।

'কুযকোতে পৌঁছাতে তখন আর একদিন বাকি আমাদের। দেখি, দলবলসহ নিজেই হাজির হয়ে গেছে আরকো—হবু বউকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে। আপনার ভাগ্য ভালো ওকে সামনাসামনি দেখেননি কখনও। যেমন বিশাল ওর শরীরটা, তেমনই কুৎসিত সে দেখতে। বেশিরভাগ সময়ই মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকে। তবে লড়তে পারে খুব ভালো, ওকে হারানোর মতো যোদ্ধা কমই আছে; আর ওর সাহস প্রচণ্ড। মস্তিষ্কও ক্ষুরধার, কোনো কিছু বুঝতে বেশি সময় লাগে না। আর যখন মদ-টদ খায় না তখন ভেবেচিন্তে যে-সিদ্ধান্ত নেয়, পরে দেখা যায় তা সঠিক হয়েছে। যা-হোক, লেডি কুইলাকে দেখামাত্র দুই চোখ বড় বড় হয়ে গেল ওর—তিনি যে এত সুন্দরী তা বোধহয় কল্পনাও করতে পারেনি সে। আর এদিকে লেডি কুইলা তো ভয়ে কাঁপছেন, তাঁর চেহারা থেকে রক্ত সরে গেছে। তাঁকে নেশা-ধরা চোখ দিয়ে রীতিমতো গিলতে শুরু করে দিয়েছে শয়তান আরকো। দু'-একটা কথা হলো কি হলো না দু'জনের মধ্যে, আরকো ঘোষণা করল, কুযকোতে পা দেয়ামাত্র লেডি কুইলাকে বিয়ে করবে সে, এক মুহূর্তও দেরি করবে না। কিন্তু বাবা বাধ সাধলেন, বললেন রাজকীয় বিয়ে এত তাড়াহুড়ো করে হয় না, অনেক ধুমধাম করবেন তিনি তাই তাঁর সময় লাগবে। ধৈর্য ধরতে হবে আরকোকে।

'আরকো তো তখন বাবার উপর রেগে আগুন, পারলে মারে আর কী। বাবা ওকে যেমন ভালোবাসে তেমন ভয় পায়, সুতরাং

www.BanglaBook.org

যখন সবার সামনে চেঁচিয়ে বলল আরকো, "তাভানতিনসুয়ুর ভবিষ্যৎ ইনকা আমি, আমার বিয়েতে আমি ধুমধাম করবো কি করবো না তা আমার ব্যপার," তখন আর কিছু না-বলে আরেকদিকে চলে গেলেন বাবা।

'সেদিন দুপুরে, খাওয়ার পর তখন অনেকেই বিশ্রাম নিচ্ছে যার যার তাঁবুতে, কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ করেই লেডি কুইলার তাঁবুতে এসে হাজির হলো আরকো। সবার সামনেই জড়িয়ে ধরতে চাইল তাঁকে। কিন্তু তিনি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন শয়তানটাকে, তারপর কয়েকজন সহচরী নিয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন দূরে। রাতে ভূরিভোজের পর গলা পর্যন্ত মদ গিলে মাতাল হয়ে এক মাঠের উপর পরে থাকল আরকো। সে-সুযোগে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন লেডি কুইলা।

'"ইনকা উপানকুয়ি," বললেন তিনি, "আপনার ছেলেকে দেখলাম, সে আমার সঙ্গে কী আচরণ করেছে তা-ও দেখেছে সবাই। বিয়ের কোনো ইচ্ছাই আমার আর নেই। আপনি আমাকে বাঁচান। সূর্যকুমারী হিসেবে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবো, প্রার্থনা করবো সারাদিন আর অবসর সময়ে ইনকাদের কাপড় সেলাই করবো, কিন্তু তারপরও বিয়ে করবো না আপনার ছেলেকে।"

'সবার সামনে অপমানিত হয়েছেন বাবা, তাই আরকোর উপর খুব চটে ছিলেন তিনি, আবারও আশ্বস্ত করলেন লেডি কুইলাকে, তাঁর পক্ষে যা করা সম্ভব করবেন।'

'তার পর?' এতক্ষণ যেন গিলছিলাম কারির কথাগুলো, সে থামার সঙ্গে সঙ্গে তাই জিজ্ঞেস করলাম প্রশ্নটা।

'কুযকোতে ঢোকার অল্প কিছুক্ষণ আগে লেডি কুইলার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেলাম। তিনি বললেন, "বাবার সঙ্গে যদি দেখা হয় তোমার, বোলো, আরকোর মধ্যে যদি মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকত তা হলে হয়তো ওকে বিয়ে করতাম, কিন্তু ওই লোকটা আসলে একটা পশু। আর যদি সমুদ্র-দেবতার সঙ্গে দেখা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়, বোলো, আমাকে যেন ক্ষমা করে দেন তিনি, তাঁর মন ভাঙা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমার। আর আমাদের মধ্যে যে-সম্পর্ক ছিল, অন্তত আমার তরফ থেকে তা শেষ হয়ে যায়নি, যতদিন না আমি শেষ হবো ততদিন হবেও না।" এরপর কুযকোতে ঢুকে গেল কাফেলা, আর এগোনো নিরাপদ হবে না ভেবে গা ঢাকা দিলাম আমি।'

'তারপর? কুইলার কী হলো?'

'সবার সামনে সূর্যকুমারী হওয়ার ঘোষণা দিলেন লেডি কুইলা। আরকো তখনও মাতাল, তাই কিছু বলতে বা করতে পারল না। কুযকোর যে-আশ্রমে থাকেন সূর্যকুমারীরা, বাবার নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো লেডি কুইলাকে। এদিকে জ্ঞান ফিরল আরকোর, সব শুনল সে। যখন বুঝতে পারল যাকে বিয়ে করবে বলে এতদিন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে, চালাকি করে পালিয়েছে মেয়েটা, তখন রাগে বলতে গেলে পাগল হয়ে গেল সে। কিন্তু ওই রাগ করা পর্যন্তই, তার বেশি কিছু করার ছিল না ওর। দু'দিন পর, কুযকোর সূর্যমন্দিরের সামনের বিশাল খোলা জায়গায় হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে, যেখানে ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলাম আমিও, সোনার সিংহাসনে বসে বাবা যখন ঘোষণা করছেন, "আর ভয় নেই আপনাদের, চ্যানকাদের রাজা হুয়ারাছা তাঁর মেয়েকে পাঠিয়েছেন আমার সঙ্গে, ভয়াবহ যে-যুদ্ধের আশঙ্কা করা হচ্ছিল তা শেষ হয়ে গেছে..." তখন বেশ কয়েকজন রাজপুত্র আর কুযকোর উচ্চপদস্থ পুরোহিতদের নিয়ে হাজির হলো আরকো। মদের নেশায় লাল হয়ে আছে দুই চোখ, আর চেহারা লাল হয়ে আছে রাগে। বাবার সিংহাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, চিৎকার করে জানতে চাইল, "হুয়ারাছার মেয়ে কুইলা, যার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা, সে কোথায়? ওকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন আপনি?"

'বাবা বললেন, "আমাদের আদি পিতা সূর্যের কাছে আশ্রয়

www.BanglaBook.org

নিয়েছে সে, নিজের কুমারিত্ব উৎসর্গ করেছে তাঁর জন্য। সূর্যকুমারীদের নিরাপদ আশ্রমে আছে সে এখন, যেখানে যাওয়া তো দূরের কথা, যেদিকে তাকানোও কোনো ক্যাছুয়া পুরুষের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।"

"“মিথ্যা কথা!” চেঁচিয়ে বলল আরকো, “সব ষড়যন্ত্র! আপনার একটা কথাও বিশ্বাস করি না আমি। কী ভেবেছেন আমাকে? দুধের বাচ্চা? যা খুশি তা-ই করবেন আর আমি কিছুই বুঝতে পারবো না? লোকে কি কিছুই দেখেনি? এখানে আসার পথে কুইলার তাঁবুতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়েছেন, সে-ও হেসে হেসে কথা বলেছে আপনার সঙ্গে। তার মানে ওর সঙ্গে মন দেয়া-নেয়া হয়ে গেছে আপনার। এখন আমাকে ঠকিয়ে সূর্যকুমারী বানানোর নাম করে ওকে সরিয়ে দিয়েছেন কুযকো থেকে, নিয়ে রেখেছেন এমন কোনো গোপন জায়গায় যার ঠিকানা জানা আছে শুধু আপনার।"

'উত্তেজনায় সিংহাসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন বাবা। সূর্যদেবতা ইণ্টির নামে শপথ করে বললেন, আরকো যা বলছে সব ভুল। আরও বললেন, আরকোর চেহারাসুরত আর কাজকর্ম দেখার পর ওকে বিয়ে করার ইচ্ছা উবে গেছে লেডি কুইলার, তাই আর কোনো উপায় না-দেখে সূর্যকুমারী হিসেবে জীবন কাটিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাবা যদি ওই কাজে ওকে সাহায্য না-করতেন, তা হলে বিষ খেয়ে বা অন্য যে-কোনো উপায়ে আত্মহত্যা করতেন লেডি কুইলা।

'সবার সামনে এত অপমানজনক কথা শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেল আরকোর। ওর চেহারা এত লাল হয়ে গেল যে, আমার মনে হলো ওর চোখ-কান-নাক দিয়ে রক্ত বের হয়ে আসবে বোধহয়। তখন চিৎকার করে সূর্যদেবতা ইণ্টিকে জঘন্য ভাষায় গাল দিতে লাগল সে, ভয়াবহ সব অভিশাপ দিল এবং কসম খেল, আজ বাদে কাল যখন দেশের ইনকা হবে সে তখন নিজের হাতে ধ্বংস

www.BanglaBook.org

করবে সূর্যমন্দির, প্রতিটা ইট-পাথর বিনাশ করবে নিজেই, আশ্রমে যে-ক'জন সূর্যকুমারী আছে তাদের সবাইকে বেশ্যা বানাবে, আর এমন ব্যবস্থা করবে যাতে ওকে বিয়ে করতে বাধ্য হন লেডি কুইলা।'

'তারপর?' কৌতূহলী হয়ে উঠেছি আমি।

'আরকোর এসব ঔদ্ধত্যপূর্ণ জঘন্য কথা শুনে বাবাও রেগে গেছেন ততক্ষণে। রাগ সামলাতে না-পেরে সবার সামনে নিজের আলখাল্লার একটা প্রান্ত ছিঁড়েই ফেললেন। বললেন, "আজ সবার সামনে তোমাকে ইনকা করার কথা ঘোষণা করতাম, আরকো। বয়স হয়েছে আমার, রাজকাজ আর ভালো লাগে না, অনেক দূরে কোথাও চলে গিয়ে বাকি জীবন শান্তিতে আর প্রার্থনায় কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছা ছিল। ভেবেছিলাম তোমার মাথায় লাউটু পরিয়ে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেবো। কিন্তু ওই কাজ করবো না আপাতত। এখনও মরিনি আমি, চলাফেরা আর রাজকর্ম করার মতো শক্তি এখনও বাকি আছে আমার শরীরে, কাজেই যে-ক'দিন বেঁচে আছি ইনকা হিসেবেই বেঁচে থাকবো। ...আজ চোখের সামনে যা দেখলাম, নিজের কানে যা শুনলাম, তা আমার পাপের শাস্তি হিসেবে দেবতাদের পক্ষ থেকে আমাকে দেয়া হলো বলে ধরে নিলাম।"

'"কীসের পাপ?" আবারও চিৎকার করে জানতে চাইল আরকো।

'"সিংহাসনে বসার ন্যায্য অধিকার ছিল তোমার বড় ভাই কারির, কিন্তু তোমাকে বেশি আদর করতাম বলে ওকে সুযোগ দিইনি—সেই পাপ। ওর বউকে চুরি করেছিলে তুমি, ওকে বিষ খাইয়েছিলে, তারপরও তোমাকে কিছু বলিনি—সেই পাপ। লম্পট আর মদ্যপ হয়ে এতগুলো দিন কাটিয়ে দিয়েছ, কিন্তু তোমাকে শাসন করিনি কখনও—সেই পাপ।"

'বাবার মুখে এই কথাগুলো শুনে চোখে পানি চলে এল

www.BanglaBook.org

আমার,' বলে চলল কারি, 'ইচ্ছা হলো তাঁর সিংহাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়াই, নিজের পরিচয় দিই। কিন্তু ভেবে দেখলাম ওই কাজ করাটা মোটেও উচিত হবে না। চেলাচামুণ্ডার অভাব নেই আরকোর, আমাকে হাতের নাগালে পাওয়ামাত্র খুন করবে ওরা। তাই যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম চুপ করে।

'এদিকে এতক্ষণ কাঁপছিলেন বাবা, এই বয়সে এত উত্তেজনা সহ্য করতে পারল না তাঁর শরীর, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। কয়েকজন পুরোহিত আর চিকিৎসক ছুটে এল, ধরাধরি করে তাঁকে নিয়ে গেল প্রাসাদের ভিতরে। কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল আরকো, তারপর সে-ও গেল পিছু পিছু। হতবাক জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠল এতক্ষণে, কিছুক্ষণ পর ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল সবাই। পরে জানতে পারলাম গুরুতর কিছু হয়নি বাবার, সেরে উঠেছেন তিনি, কিন্তু বেশ কিছুদিন একা থাকতে চান; আরকো তো বটেই, পুরোহিত-দূত-গুপ্তচর-সভাসদ কারও সঙ্গেই দেখা করবেন না এই সময়ে।'

'কুইলার ব্যাপারে আর কিছু শুনেছ? ওর কোনো ক্ষতি করেনি তো আরকো?' উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'জী শুনেছি। অনুগত পুরোহিতের অভাব নেই আরকোর, যে-সব পুরোহিত ওর অনুগত নয় তারাও ওর ভয়ে সে যা বলে তার উল্টোটা করে না, কাজেই সূর্যমন্দির-সংলগ্ন সূর্যকুমারীদের আশ্রমে-থাকা লেডি কুইলাকে বিষ খাওয়াতে অসুবিধা হয়নি ওর।'

'বিষ খাইয়েছে সে কুইলাকে!' এক লাফে দাঁড়িয়ে গেলাম। 'বিষ খাইয়েছে?'

'জী।'

'তারপর?' আমার গলা কাঁপছে। 'কুইলা কি মরে গেছে?'

'শুনেছি তিনি নাকি মরেননি। কিন্তু...'

www.BanglaBook.org

'কিন্তু? কিন্তু কী হয়েছে ওর? দয়া করে চুপ করে থেকো না...'

'দেবতারা যাকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তাঁকে খুন করার সাধ্য কার? বৃদ্ধ আর অত্যন্ত সম্মানিত পুরোহিত ছাড়া ওই আশ্রমের কাছে যাওয়ারও উপায় নেই কারও, তবে রাজপরিবার চাইলে যে-কোনো মহিলাকে পাঠাতে পারে সেখানে। পুরোহিতদের ভয় দেখিয়ে এ-রকম এক মহিলাকে দিয়ে বিষ পাঠাল আরকো, বলে দিল ছলে-বলে-কৌশলে যেভাবেই হোক এই বিষ খাওয়াতে হবে শুধু লেডি কুইলাকে। জানি না কীভাবে তাঁকে রাজি করাল ওই মহিলা। আরেক বৃদ্ধার কথা শুনেছি, তিনিও সূর্যকুমারী, সেখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা সবাই "মা" বলে ডাকেন তাঁকে। লেডি কুইলা বিষের পানপাত্র ঠোঁটে ছুঁইয়েছেন, এমন সময় জোরে ধাক্কা দিলেন তিনি লেডি কুইলার হাতে। বিষের পাত্র উড়ে গিয়ে পড়ল মাটিতে। কিন্তু ধাক্কার কারণে কিছু বিষ গিয়ে পড়ল লেডি কুইলার চোখে। এত মারাত্মক ছিল ওই বিষ যে, শুনেছি এরপর থেকে তিনি নাকি আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না।'

কিছু বলতে পারছি না আমি। চোখ ভরে গেছে পানিতে, গলার কাছে শক্ত হয়ে আটকে আছে কী যেন।

'তখন বৃদ্ধার চিৎকারে ঘাবড়ে গেল আরকোর পাঠানো ওই মহিলা,' বলছে কারি, 'দৌড়ে পালাতে লাগল সে। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সিঁড়িতে পা পিছলে গেল ওর। তখন সে গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়ল ঝোপঝাড়ে ভরা এক গর্তে। ওই গর্তে আবার আস্তানা গেড়েছিল বিষধর কিছু সাপ। মহিলার নিষ্প্রাণ দেহ উদ্ধার করার পর দেখা গেল, ওর হাতে-পায়ে সাপের কামড়ের দাগ।'

'কুইলা...কুইলা...' বিড়বিড় করছি আমি, 'আমার কুইলা অন্ধ হয়ে গেছে?'

'ভেঙে পড়বেন না,' আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে কারি, 'হয়তো

www.BanglaBook.org

লেডি কুইলার এই অন্ধত্ব সাময়িক। কিছুদিন পর ভালো হয়ে যেতেও পারেন তিনি।'

কিছু বললাম না। বসে পড়লাম আবার। নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে।

কারি বলে চলল, 'জরুরি কিছু কাজ ছিল আমার, সুযোগ বুঝে সেগুলো সেরে ফেললাম। আমার ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু আর অনুচর ছিল কুযকোতে, গোপনে ওদের সঙ্গে দেখা করলাম। আমাকে দেখে প্রথমে যার-পর-নাই আশ্চর্য হলো সবাই, তারপর খুব খুশি হলো, আগেরমতোই আপন করে নিল। ওদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলাম, পুরো তাভানতিনসুয়ুতে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে আরকো আর ওর সাঙ্গপাঙ্গরা, এই দেশটাকে নরক বানিয়ে ফেলেছে, ওদের কবল থেকে মুক্তি চায় অনেকেই। আমার নেতৃত্ব মেনে নিতে আপত্তি করল না আমার কোনো বন্ধুই। তার পরও, আড়াল ছেড়ে বের হয়ে আসার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করাটা দরকার ছিল আমার। সুযোগ খুঁজছিলাম, এমন সময় একদিন ধরা পড়ে গেলাম আরকোর গুপ্তচরদের চোখে। নিমেষে খবর চলে গেল শয়তানটার কাছে। ফরমান জারি করল সে, জীবিত বা মৃত যেভাবেই হোক আমাকে ধরতে হবে। এমন হইচই পড়ে গেল কুযকোতে, দেখলে বলতেন তুফান শুরু হয়েছে। কাজেই পালাতে বাধ্য হলাম আবারও। তবে আমি চলে আসার আগে অনেকেই আমার কাছে এসে বলল, যদি সশস্ত্র লড়াই করতে চাই আরকোর বিরুদ্ধে তা হলে আমার নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে রাজি আছে ওরা, কারণ কুযকোর বেশিরভাগ লোক এখন আরকোর স্বৈরশাসনের অবসান চায়। তারপর, যদি বিজয় অর্জিত হয়, নতুন ইনকা হিসেবে আমাকেই সিংহাসনে বসাবে ওরা। ওদেরকে আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরার পরামর্শ দিয়ে চলে এলাম এখানে—আপনার সঙ্গে কথা বলতে, রাজা হুয়ারাছার কাছে নিজের পরিচয় দিতে।'

www.BanglaBook.org

কিছুই বললাম না। বলার মতো কিছু নেইও সম্ভবত। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি জ্বলন্ত লণ্ঠনটার দিকে। পুড়ছে সলতে, উড়ছে ধোঁয়া, কাটছে সময়, আর আমার চোখে একটু একটু করে পানি জমছে আবারও। কুইলা...কোথায় আছে আমার কুইলা এখন? কী করছে সে? সত্যিই কি অন্ধ হয়ে গেছে হতভাগিনী মেয়েটা? এত রূপ, এত যৌবন, এত চটপটে ভাব আর এত সম্পদ শেষপর্যন্ত কী কাজে লাগল ওর? দেশের স্বার্থে নিজের সবকিছু বিলিয়ে দিল সে, আরকোর লালসা চাক্ষুষ করে সূর্যকুমারী হয়ে পালিয়ে বাঁচতে চাইল, কিন্তু পারল না—আরকোর জিঘাংসার শিকার হয়ে বাকি জীবন কাটাতে হবে ওকে, পৃথিবীর কিছুই আর দেখতে পাবে না।

আসলেই কি বেঁচে আছে সে? নাকি মরে গেছে? ওর ব্যাপারে বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলেনি তো আমাকে কারি? ক্যাছুয়াদের সিংহাসনে বসতে চায় সে, ইনকা হতে চায়। একইসঙ্গে শোধ নিতে চায় আরকোর উপর। কাজটা করতে হলে যুদ্ধ করতে হবে ওকে, আর সেই যুদ্ধ একা করতে পারবে না বলেই এতদিন পর হাজির হয়েছে এখানে, রাজা হুয়ারাছার সঙ্গে দেখা করতে। হয়তো জানতে পেরেছে হুয়ারাছার সেনাবাহিনীতে কী ভূমিকায় আছি আমি, তাই আমার মন ভেঙে যাবে এমন কিছুই বলেনি আমাকে।

যদি তা-ই হয়, তা হলে নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়, মারা গেছে কুইলা।

ঝট করে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম কারির দিকে, দরকার হলে ওকে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করবো আসলেই বেঁচে আছে নাকি মরে গেছে আমার কুইলা।

কিন্তু নেই কারি, কখন যেন চলে গেছে নিঃশব্দে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# আট

কুইলার ব্যাপারে আমাকে যে-গল্প শুনিয়েছে কারি, পরদিন সকালে রাজা হুয়ারাছার সঙ্গে দেখা করে তাঁকেও একই গল্প শোনাল সে।

কুইলাকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছে, বিষ গিয়ে লেগেছে ওর চোখে আর তাতে অন্ধ হয়ে গেছে মেয়েটা—শুনে রাগে বলতে গেলে উন্মাদ হয়ে গেলেন রাজা হুয়ারাছা। চেঁচিয়ে বললেন, 'এবার যুদ্ধ শুরু হবে! আরকোকে নিজের হাতে খুন না-করা পর্যন্ত আর কোনো বিশ্রাম নেই আমার! কুত্তাটাকে মারার পর স্টাফ বানিয়ে ঝুলিয়ে রাখবো ওদের সূর্যমন্দিরের দেয়ালে!'

'দোষ কিন্তু আপনারও কম না,' স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলল কারি, 'লেডি কুইলাকে আপনিই পাঠিয়েছেন কুযকোতে।'

কথাটা শুনে রাগ আরও বাড়ল রাজা হুয়ারাছার। ঝট করে তাকালেন তিনি কারির দিকে। 'আমার মেয়েকে আমি কুযকোতে পাঠাই বা নরকে পাঠাই, তুমি তা বলার কে? কুযকো থেকে ঘুরে এসে নিজেকে তাভানতিনসুয়ুর ইনকা ভাবছ নাকি?'

'আমার নাম কারি। এখনকার ইনকা, উপানকুয়ির বড় ছেলে আমি। উত্তরাধিকার সূত্রে সিংহাসনে বসার সবচেয়ে বেশি অধিকার আমারই।'

কথাগুলো শুনে মুহূর্তের মধ্যে রাগ উধাও হলো রাজা

www.BanglaBook.org

হুয়ারাছার, কারির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তিনি।

'হয়তো ভাবছেন ক্যাছুয়াদের ভবিষ্যৎ ইনকা হওয়ার পরও এখানে কী করছি,' বলে চলল কারি, 'সংক্ষেপে আমার গল্প বলি, শুনলেই বুঝতে পারবেন। আরকোর স্বভাবচরিত্র তো জানেনেই। আমি বিয়ে করার পর থেকেই আমার সুন্দরী বউয়ের উপর চোখ পড়ে ওর। কৌশলে আমার কাছ থেকে আমার বউকে ছিনতাই করে সে। তারপর বিষ খাইয়ে হত্যা করার চেষ্টা করে আমাকে। কিন্তু দেবতারা আমাকে বাঁচিয়ে দেন। জান বাঁচাতে অনেক দূরে পালিয়ে যাই আমি। কিন্তু আবারও মরতে বসি, তখন এই সমুদ্র-দেবতা আমাকে উদ্ধার করেন। তাঁর সঙ্গেই এই দেশে আসি আমি, তারপর গোপনে গিয়ে হাজির হই নিজের দেশে। ...যা বললাম, যদি প্রমাণ চান দিতে পারবো।'

এখনও কারির দিকে তাকিয়ে আছেন রাজা হুয়ারাছা। কিছুক্ষণ পর বললেন তিনি, 'ধরে নিলাম তোমার কথা সত্যি। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ কেন তুমি? কী করতে পারি তোমার জন্য?'

'ক্যাছুয়া সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং ভবিষ্যৎ ইনকা আরকো, আমার চরম শত্রু। ওকে উৎখাত করতে চাই আমি। আর সে-জন্য আপনার, মানে আপনার সেনাবাহিনীর সাহায্য চাই।'

'আচ্ছা। ...ধরো তোমাকে সাহায্য করলাম। আমার সাহায্য নিয়ে আরকোকে উৎখাত বা হত্যা যা খুশি তা-ই করলে তুমি। বিনিময়ে কী দেবে আমাকে?'

'চ্যানকা জনগণের স্বাধীনতা। রাজা হুয়ারাছা, কথা দিচ্ছি, আমি যদি ক্যাছুয়াদের সিংহাসনে বসতে পারি তা হলে ক্যাছুয়াদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে আপনার দেশ ও জনগণ। স্বাধীন দেশ হিসেবে পরিচিতি পাবে আপনার এই অঞ্চল। তা ছাড়া, আমি জানি, আশপাশের আরও কিছু জনপদ

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজের সীমানার ভিতরে আনতে চান আপনি; আমি ইনকা হলে ওই রাজ্যগুলোও আপনার হবে।'

'আর আমার মেয়ের কী হবে? সে কি আসলেই বেঁচে আছে এখনও?'

'অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটা বিষয় নিয়ে আমাকে প্রশ্ন করেছেন আপনি। লেডি কুইলার ব্যাপারে আসলে এখনই কিছু বলতে পারছি না আপনাকে। অন্তত পনেরোদিন আগেও বেঁচে ছিলেন তিনি, এটুকু বলতে পারি। আর, সূর্যদেবতা ইন্টির কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন তিনি, কাজেই এখন কোনো পুরুষ তাঁর দিকে তাকাতেও পারবে না। ধরে নিন, সূর্যদেবতা, মানে আমাদের আদি-পিতার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে তাঁর। যে-আশ্রমে আছেন তিনি এখন, সেখান থেকে যদি বের করে আনা হয় তাঁকে তা হলে সূর্যের অভিশাপ নামবে আমার উপর, আমাদের পুরো জাতির উপর। এই কাজটা আমি করতে পারবো না। আর কেউ যদি লেডি কুইলাকে স্পর্শ করে,' বলে আমার দিকে তাকাল কারি, 'তা হলে আমাদের ধর্মের বিধান অনুযায়ী ওই লোক যে-ই হোক না কেন তাকে হত্যা করতেই হবে। ...রাজা হুয়ারাছা, আপনাকে যা যা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমি, নিশ্চয়ই আপনার জন্য সে-সব যথেষ্ট, তা-ই না? কাজেই আমি অনুরোধ করবো লেডি কুইলা যেখানে আছেন তাঁকে সেখানেই থাকতে দিন; যে-মানুষ বা যে-বস্তু একবার সূর্যের অধীনে চলে যায় তাকে আর ফিরিয়ে আনা যায় না, ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করাটাও ঠিক না।'

'আপাতত মেনে নিচ্ছি তোমার কথা,' বিমর্ষ হয়ে গেছে রাজা হুয়ারাছার চেহারা। 'পরে দেখা যাবে কী করা যায় কুইলার ব্যাপারে।'

প্রাথমিক আলোচনা শেষ। এরপর যুদ্ধের প্রস্তুতির ব্যাপারে রসকষহীন কিছু কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ। আমাদের পরিকল্পনাটা কারিকে বুঝিয়ে বললেন রাজা হুয়ারাছা, আর কারি বলল যখনই

www.BanglaBook.org

বলা হবে ওকে তখনই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আবার কুযকোতে যাবে সে, তারপর নিজের সমর্থকদের নিয়ে ফিরে আসবে এখানে, আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে সশস্ত্র বিদ্রোহে।

কারির সঙ্গে আলোচনা শেষ করে আমাকে নিয়ে আরেকটা কামরায় চলে এলেন রাজা হুয়ারাছা। আমরা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই ঘরে।

হুয়ারাছা বললেন, 'এই কারি লোকটা, সে যদি আসলেই কারি হয়ে থাকে, একেবারে ধর্মান্ধ। সে যদি ইনকা হতে পারে তা হলে প্রথম কাজটা কী করবে জানেন? আমার মনে হয় কুইলাকে এমন কোথাও পাঠিয়ে দেবে, হাজার খুঁজলেও যে-জায়গার হদিস পাওয়া যাবে না কখনও।'

'সে কী করবে না-করবে তা পরের ব্যাপার,' বললাম আমি, 'যে-প্রস্তাব নিয়ে এসেছে সে, আমার মনে হয় তাতে সাড়া দেয়া উচিত আমাদের। কুইলাকে যখন নিতে এসেছিলেন উপানকুয়ি তখন আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় একবার বলেছিলেন, তাঁর সেনাবাহিনীতে সৈন্যের সংখ্যা কম করে হলেও দুই লক্ষ। এদিকে চ্যানকা আর য়ুঙ্কারা মিলে তার অর্ধেকও হবে না। সাধারণ ক্যাছুয়ারা আরকোর দুঃশাসন থেকে মুক্তি চায়। কেউ কেউ যুদ্ধে যোগ দিতেও রাজি আছে। আর কারি তো ওকে খুন করার জন্য বদ্ধপরিকর। এমতাবস্থায় কারি যদি আমাদের দলে চলে আসে তা হলে আমাদের লাভ ছাড়া ক্ষতি হয় না।'

কিছু বললেন না রাজা হুয়ারাছা। চুপ করে থেকে আমার কথাগুলো ভাবছেন তিনি।

'যুদ্ধ আপনাকে এমনিতেও করতে হবে,' বলে চললাম, 'সেই যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি কারিকে সাহায্য করা হয় তা হলে তো দু'দিক দিয়ে লাভ। আর সে যদি ইনকা হয় তা হলে কিন্তু একদিক দিয়ে অনেক বড় একটা উপকার হয় আপনার, ভেবে দেখুন।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু লাভবান হতে গিয়ে নিজের একমাত্র সন্তানকে সারাজীবনের জন্য হারাতে হবে আমার।'

'এক্ষেত্রে দোষ যতটা না কারির, তারচেয়ে বেশি কি আপনার না?'

কিছু বললেন না রাজা হুয়ারাছা, চলে গেলেন ঘর থেকে।

আট দিন পর, আমাদের সেনাবাহিনী রওয়ানা হলো কুযকো অভিমুখে। প্রায় চল্লিশ হাজার বিদ্রোহী যুদ্ধা যোগ দিয়েছিল আমাদের সঙ্গে, কিন্তু এ-ক'দিনে যে-কোনো কারণেই হোক পনেরো হাজারের মতো সৈন্য চলে গেছে। এখন আর পঁচিশ হাজারের মতো আছে। আর চ্যানকা সৈন্যদের সংখ্যা কমপক্ষে চল্লিশ হাজার। শহর রক্ষার জন্য রয়ে গেছে দশ হাজার। সুতরাং আরকোর কমপক্ষে দুই লক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে মাত্র পঁয়ষট্টি হাজার সৈন্য নিয়ে বলতে গেলে অসম যুদ্ধ করতে রওয়ানা হয়েছি আমরা।

পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে চলেছে আমাদের সম্মিলিত বাহিনী। এই পথ কোথাও উঁচু আবার কোথাও নিচু, কখনও পাথুরে আবার কখনও ঘাসে-ছাওয়া। আমাদের পিছন পিছন তাড়িয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে হাজার হাজার ভেড়া—যে-ময়দানে লড়াই হবে তার কাছকাছি কোথাও রাখা হবে ভেড়াগুলোকে, আমাদের মাংসের প্রয়োজন মেটাবে ওগুলো। পানির যাতে কোনো অসুবিধা না-হয় সে-জন্য বড় কোনো নদীর কাছাকাছি ছাউনি ফেলার পক্ষপাতি আমি। যত এগোচ্ছি জনবসতি তত কমছে, লোকজন আমাদেরকে দেখে যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে; কারণ এতদিন যুদ্ধের গুজব শুনেছে এরা, সে-যুদ্ধের শুরুটা চাক্ষুষ করছে আজ।

এক রাতে, কারমেনকা নামের এক পাহাড়ের উপর ছাউনি ফেললাম আমরা। নীচে, অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে কুযকো শহর। এত দূর থেকেও বোঝা যায় কত বড় ওই শহর। একটা উপত্যকার কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে শহরটা, পাশ দিয়ে বয়ে

www.BanglaBook.org

চলেছে একটা নদী। সীমানা ঘেঁষে, পাথরের বড় বড় ব্লক দিয়ে বানানো হয়েছে একাধিক দুর্গ। প্রাসাদ, উন্মুক্ত জায়গা; নিচু নিচু বাড়ির মাঝখানে বানানো অগণিত রাস্তা—সবই দেখা যাচ্ছে। যে-সুবিশাল উপত্যকার কথা বললাম তার একটা অংশ বলতে গেলে সাদা হয়ে আছে—গুপ্তচরদের মাধ্যমে আমাদের আসার খবর পেয়ে আগেই ওর বাহিনী নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে আরকো, সাদা কাপড় দিয়ে বানানো সারি সারি তাঁবু খাটানো হয়েছে শহরের বাইরের খোলা জায়গায়।

'খবর পেয়ে গেছে আরকো,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল আমার পাশে দাঁড়ানো কারি।

সে-রাতে, উপানকুয়ি আর আরকোর নাম উচ্চারণ করতে করতে হাতে সাদা পতাকা নিয়ে আমাদের ছাউনির কাছে হাজির হলো এক দূত। ওর হাঁকডাক শুনে তাঁবু থেকে বাইরে বের হলাম। লোকটা যে-ই হোক উচ্চপদস্থ, কারণ ওর কানের লতিতে ঝুলছে সোনার একটা চাকতি।

এত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এখানে হাজির হয়েছি কেন আমরা জানতে চাইল সে।

রাজা হুয়ারাছা বললেন, 'আমার মেয়ে কুইলাকে খুন করা হয়েছে, তার শোধ নিতে।'

'লেডি কুইলা যে মারা গেছেন জানলেন কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল দূত।

'যদি মরে গিয়ে না-থাকে, তা হলে ওকে হাজির করো আমার সামনে। দেখি কেমন আছে আমার মেয়ে।'

'সম্ভব না। আমার জানামতে সূর্যকুমারীদের আশ্রমে আছেন তিনি; সেখানে কেউ যেতে পারে না, সেখান থেকে কেউ বের হতে পারে না। ...রাজা হুয়ারাছা, তাভানতিনসুয়ুর মহামান্য ইনকা এবং তাঁর ছেলে, ভবিষ্যৎ ইনকা আরকো বিনীতভাবে অনুরোধ করছেন আপনাকে, আপনার সেনাবাহিনী নিয়ে দেশে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিরে যান। তা না হলে অগণিত ইনকা সৈন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে আপনাদের উপর, এবং ধ্বংস হয়ে যাবেন আপনারা।'

'কে কাকে ধ্বংস করে দেখা যাবে। তোমার সঙ্গে আমার আলোচনা শেষ। যেখান থেকে এসেছ ফিরে যাও সেখানে।'

সে-রাতে আরও কিছু সংখ্যক লোক যোগ দিল আমাদের সঙ্গে। বুঝলাম, কারির সাঙ্গপাঙ্গরা এসে গেছে। কুইলার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলো ওদেরকে, কিন্তু কেউই কিছু বলতে পারল না। তবে জানা গেল, বৃদ্ধ ইনকা উপানকুয়ি এখনও কুযকোতে আছেন, অনেকখানি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। আরকোর সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব নাকি আরও বেড়েছে, কিন্তু ছেলেকে কোনোভাবেই শায়েস্তা করতে পারছেন না তিনি, কারণ পুরো ইনকা সেনাবাহিনী আরকোর নিয়ন্ত্রণে। এই ইনকা সেনাবাহিনী নাকি বিশাল, আগামীকাল হামলা করবে ওরা আমাদের উপর, কিন্তু কোনো কোনো রেজিমেন্টে নাকি ইতোমধ্যেই বিদ্রোহ বা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে—আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র না-ও ধরতে পারে ওরা। আরও একটা খবর জানা গেল—বিভীষিকা বিরাজ করছে পুরো কুযকো শহরে, সাধারণ জনগণ জানে না এই যুদ্ধের ফলাফল কী হবে; কেউ কেউ বলছে এই যুদ্ধ নাকি বাপের বিরুদ্ধে ছেলের, আবার কেউ কেউ বলছে য়ুঙ্কা এবং আরও কিছু ছোট ছোট গোত্রকে একত্রিত করে চ্যানকারা ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে ক্যাছুয়াদের উপর, সুতরাং এই যুদ্ধের উপরই নির্ভর করছে পুরো তাভানতিনসুয়ুর ভাগ্য।

আমাদের সাফল্য এবং আরকোর স্বৈরশাসন থেকে মুক্তির জন্য সূর্যদেবতা ইন্টির কাছে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করল ওরা। ওদের কথাবার্তা থেকে জানতে পারলাম, শুধু গুজবই ছড়িয়ে পড়েনি কুযকোতে বরং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করছে অধিকাংশ লোক, কারি মরেনি, এবং ফিরে এসেছে সে। কারির প্রত্যাবর্তন নিয়ে সর্বসমক্ষে আলোচনা করছে যারা, গুপ্তচর লাগিয়ে তাদের নাম-

www.BanglaBook.org

ঠিকানা যোগাড় করছে আরকো, তারপর ওর আদেশে ওই লোকগুলোকে অজ্ঞাতস্থানে ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করে লাশ গুম করে ফেলা হচ্ছে। কারও কারও খাবারে মেশানো হচ্ছে বিষ, আবার রাতের বেলায় রাস্তায় চলাফেরার সময় অজ্ঞাত আততায়ীর ছুরিকাঘাতে মারা যাচ্ছে কেউ কেউ। এদের বউরা যদি সুন্দরী আর যুবতী হয় তা হলে তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়ে বন্দি করা হচ্ছে প্রভাবশালী জমিদারদের বাগানবাড়িতে, ছেলেমেয়েদেরকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে বানানো হচ্ছে চাকর অথবা দাস হিসেবে পাচার করে দেয়া হচ্ছে দূর দেশে। লোকে দলে দলে ইনকা উপানকুয়ির কাছে গিয়ে এসব অনাচারের বিরুদ্ধে নালিশ দিচ্ছে, কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না। কারণ আরকোকে কিছু বললেই সে নাকি সরাসরি বলে এসব ঘটনার সঙ্গে ওর কোনো সম্পৃক্ততা নেই। ছাই-চাপা আগুনের মতো একটা অসন্তোষ বিরাজ করছে কুযকোর বেশিরভাগ নাগরিকের মনে, কিন্তু আরকোর মতো ক্ষমতাশালী একটা লোকের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না বলে এখনও সব সহ্য করতে বাধ্য হচ্ছে। রাজা হুয়ারাছার আগমনে ওরা নাকি খুশিই হয়েছে। ভবিষ্যতে কে ইনকা হবে না-হবে তা নিয়ে যত না মাথাব্যথা ওদের, তারচেয়ে বড় চিন্তা—কবে মরবে আরকো।

পাহাড়ের চূড়ায় বসে নীচের দিকে তাকালাম আমি। তারার আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে সুবিস্তৃত উপত্যকাটা। কিছুক্ষণ পর আমার পাশে এসে বসলেন রাজা হুয়ারাছা, তারপর কারি। তিনজনে মিলে যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে লাগলাম। আলোচনা শেষে নিজের তাঁবুর দিকে এগোলাম, ঘুমিয়ে পড়বো। এই ঘুমই আমার জীবনের শেষ ঘুম কি না ভাবছি। তাঁবুর ভিতরে ঢোকার আগে কিছু সময়ের জন্য থেমে দাঁড়িয়ে তাকালাম আকাশের মিটমিটে তারার দিকে। তারপর, হয়তো অকারণেই, মুচকি হাসলাম। বেঁচে থেকে আসলেই কি কোনো লাভ আছে? কার

www.BanglaBook.org

জন্য বেঁচে থাকবো? আমি নিশ্চিত মারা গেছে কুইলা, আগামীকাল যে-যুদ্ধ শুরু হবে তাতে হয়তো মারা যাবে কারিও, কাজেই আপন বলে আমার কে থাকবে এই অজানা-অচেনা দেশে? প্রাচুর্যময় এই জনপদে এভাবে একা একা বেঁচে থেকে কী লাভ?

ঘুম থেকে ওঠার পর মনে হলো, মাত্র কয়েক মিনিট আগে ঘুমিয়েছিলাম। অথচ টানা ছ'ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। কারি ডেকে তুলেছে আমাকে। বলল, ভোরের আর বেশি বাকি নেই, প্রস্তুত হয়ে নিতে হবে আমাকে। বর্মটা পরে নিলাম, আমাকে সাহায্য করল সে। তাঁবু থেকে বের হয়ে রাজা হুয়ারাছাকে নিয়ে গেলাম আমাদের অপেক্ষমাণ সেনাবাহিনীর কাছে। আমাদের পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে বললাম ওদেরকে। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নেমে সুবিস্তৃত উপত্যকা ধরে এগোবো আমরা। এই উপত্যকার নাম যাকুই; পরে অবশ্য বদলে যায় এই নাম, স্থানীয়রা একে "য়াহুয়ার-পামপা", বা রক্ত-উপত্যকা নামে ডাকতে শুরু করে।

আমরা এখন যেখানে আছি সে-জায়গা আর কুযকো শহরের মাঝখানে এই উপত্যকা। আমি আগে হামলা করার পক্ষপাতী নই, বরং ক্যাছুয়াদের পক্ষ থেকে হামলা হলে আমরা জবাব দিতে শুরু করবো। পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নামার আদেশ দিলাম আমাদের বাহিনীকে।

তিন ভাগে ভাগ হয়ে পাশাপাশি এগোচ্ছে আমাদের সৈন্যরা। এদের দু'পাশে সমান সংখ্যায় আছে যুঙ্কারা। মূল লড়াইটা লড়বে চ্যানকারাই, তাদের রসদ সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে কাজে লাগার জন্য রিজার্ভ হিসেবে থাকবে যুঙ্কারা। একেবারে মাঝখানে থাকছে আমাদের সবচেয়ে বড় বাহিনী—পনেরো হাজারের মতো চ্যানকা সৈন্য। তীর নিক্ষেপ আর অসি চালনায় এরা সবচেয়ে দক্ষ। এদের বাঁ পাশের বাহিনীর সৈন্যরা তরবারি-চালনায় তেমন দক্ষ নয়, কিন্তু তীর ছুঁড়তে পারে চমৎকার। বেশিরভাগ বড় বড় ধনুক আর তীর এদের কাছেই আছে। এ

www.BanglaBook.org

ছাড়াও "আগুন-বর্শা", মানে বর্শার ফলার সঙ্গে জ্বলন্ত ন্যাকড়া বেঁধে নিক্ষেপের দায়িত্বও এদের। আর একেবারে ডান পাশের বাহিনীর প্রায় সবার পরনে "জৈবিক বর্ম", সবগুলো "আদ্যিকালের কামানও" দেয়া হয়েছে এদের কাছে; প্রতিপক্ষের উপর সমানে বড় বড় পাথর মারতে থাকবে এরা, তারপর আমি বা অন্য কোনো সেনাপতি আদেশ দেয়ামাত্র পাথর মারা বন্ধ করে খোলা তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে—এরা অসি ভালোই চালাতে পারে।

পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নামলাম আমরা। সৈন্যরা ছড়িয়ে পড়েছে উপত্যকায়, সুবিধাজনক জায়গায় অবস্থান নিচ্ছে দলে দলে। অনতিদূরেই অনুচ্চ কিন্তু চওড়া একটা পাহাড়, সেটার উপর গিয়ে উঠলাম আমি। আমার আশপাশে চ্যানকা সেনাবাহিনীর বেশ কয়েকজন ক্যাপ্টেন এবং সাধারণ দূত। এক হাজারের মতো রক্ষীও আছে, পাহাড়ের ঢালে ও চারপাশে জড়ো হয়েছে ওরা। পাহাড়টা অনুচ্চ হলেও এর চূড়ায় দাঁড়িয়ে পুরো উপত্যকা দেখতে অসুবিধা হচ্ছে না আমার। বুঝতে পারছি, উজ্জ্বল সূর্যালোকে চকচকে বর্মের কারণে আমাকেও দেখতে পাচ্ছে সবাই।

চ্যানকা আর য়ুঙ্কাদের কয়েকজন পুরোহিতও আছে আমাদের সঙ্গে। যুদ্ধ শুরুর আগে মূলত চন্দ্রদেবীর নামে বেশ কিছু মেষ জবাই করল ওরা। পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম ক্যাছুয়ারাও একই কাজ করছে; তবে এরা বোধহয় সূর্যদেবতার নামে উৎসর্গ করছে মেষগুলোকে।

বলি শেষ হতে-না-হতেই, তুমুল গর্জনে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে আমাদের দিকে ছুটে আসতে লাগল ক্যাছুয়া সৈন্যরা। সংখ্যায় আমাদের দ্বিগুণ, এমনকী তিনগুণও হতে পারে ওরা। বন্যার পানি যেভাবে ধেয়ে আসে সেভাবে ছুটে আসছে ওরা, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ওদেরকে দেখছি আমি, অগণিত বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। আমাদের মতোই, হামলার সুবিধার্থে, তিনটা

www.BanglaBook.org

বড় বড় ডিভিশনে ভাগ হয়ে গেছে ওরা। ছুটন্ত লোকগুলোর হাতে-ধরা বর্শায় এবং গায়ের অসভ্য রণপোশাকে ক্রমাগত প্রতিফলিত হচ্ছে সকালের রোদ।

আমাদের থেকে এক ফার্লং বা তার কিছু বেশি দূরে থামল ওরা। দেখলাম, কী নিয়ে যেন শলাপরামর্শ করছে নিজেদের মধ্যে। বর্শা উঁচিয়ে বার বার দেখাচ্ছে আমার দিকে—যেন ভয় পাচ্ছে আমাকে। এদিকে অস্থির হয়ে উঠেছে চ্যানকা ক্যাপ্টেন আর সেনাপতিরা, হামলা করার আদেশ দিতে বার বার তাগাদা দিচ্ছে আমাকে। আমাদের সর্বডানের বাহিনীকে আরও কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলাম, তার পর উঁচু করে ধরলাম আমার শিখা-তরঙ্গ; আমি তরবারি নামানোমাত্র শুরু হবে পাথর-বৃষ্টি।

ক্যাছুয়াদের ভয়ঙ্কর রণহুঙ্কারে আরেকবার কেঁপে উঠল মাটি; বর্শা, খোলা তরবারি আর তীর-ধনুক নিয়ে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। শিখা-তরঙ্গ নামালাম আমি।

অভূতপূর্ব এক দৃশ্যের অবতারণা হলো সঙ্গে সঙ্গে। ছুটে আসছে ক্যাছুয়ারা, একের পর এক বড় বড় পাথর উড়ে গিয়ে পড়ছে ওদের উপর, একেকটা পাথরের আঘাতে আহত বা নিহত হয়ে একসঙ্গে লুটিয়ে পড়ছে দু'-তিনজন করে। পাথর-বৃষ্টির ব্যাপারটা কল্পনাও করেনি ওরা, তাই কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল; সুযোগটা সদ্ব্যবহার করল আমাদের বাকি দুই ডিভিশন।

সেনাপতিদের আদেশে সমানে তীর মারছে ওরা। হাজার হাজার তীর ছুটে যাচ্ছে ক্যাছুয়াদের দিকে, নগ্ন তরবারি হাতে দৌড়াতে দৌড়াতেই ঢলে পড়ছে ওরা মৃত্যুর কোলে। এরপরও, হাজার হাজার ক্যাছুয়া সৈন্য হামলে পড়ল আমাদের মূল বাহিনীর উপর, শুরু হলো নৃশংস সংঘর্ষ।

দূরে দাঁড়িয়ে ওই নারকীয় লড়াই দেখতে দেখতে টের পেলাম, আমি যদি ঠিকমতো প্রশিক্ষণ না-দিতাম চ্যানকাদেরকে, তা হলে ক্যাছুয়াদের প্রথম দফা হামলাতেই কুপোকাত হয়ে যেত

www.BanglaBook.org

ওরা। কিন্তু সুশৃঙ্খলভাবে লড়ছে চ্যানকারা; দেখে মনে হচ্ছে অটল কোনো পাহাড়ি দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে আছে ওরা যেন, সাগরের স্রোতের মতো ধেয়ে এসে তাতে বার বার বাড়ি খাচ্ছে ক্যাছুয়ারা, কিন্তু প্রতিহত হয়ে বার বারই ফিরে যেতে হচ্ছে ওদেরকে। শত শত লাশ পড়ছে, কিন্তু পরমুহূর্তেই শত শত ক্যাছুয়া আবার এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে চ্যানকাদের উপর।

এদিকে "আগুন-বর্শা" ছুঁড়তে শুরু করেছে বাঁ দিকের চ্যানকা বাহিনী। জ্বলন্ত বর্শা গিয়ে পড়ছে ছুটন্ত বা লড়াইরত কোনো ক্যাছুয়ার উপর, দাহ্য রাসায়নিকের প্রভাবে ওর দু'-তিনজন সঙ্গীর গায়েও আগুন ধরে যাচ্ছে নিমেষে। পাথর-বৃষ্টির মতোই, এই আগুন-বর্শা যথেষ্ট ভীতির সঞ্চার করেছে ক্যাছুয়া বাহিনীতে, ওদের বেশ কয়েকটা দল ছত্রভঙ্গ হয়ে ইতস্তত ছোটাছুটি করছে, আর সে-সুযোগে আমার আদেশে ঝাঁপিয়ে পড়ল বেপরোয়া যুঙ্কারা। ক্যাছুয়া বাহিনীর ভিতরে ঢুকে গেল ওরা, মেরে কেটে শেষ করতে লাগল রণে-ভঙ্গ-দেয়া ক্যাছুয়াদের।

ক্যাছুয়ারা বুঝতে পারল, নিরাপদে দাঁড়িয়ে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছি আসলে আমি। সুতরাং কয়েকজন সেনাপতির নেতৃত্বে কয়েক হাজার ক্যাছুয়া ছুটে এল যে-পাহাড়ের উপর আমি দাঁড়িয়ে আছি সেদিকে। পাহাড়ের নীচে জড়ো হওয়া হাজারখানেক চ্যানকা রক্ষীর বিরুদ্ধে শুরু হলো ওদের মরণপণ লড়াই।

আমার ধনুকটা তুলে নিলাম হাতে। নীচের রক্ষীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে যে-সব ক্যাছুয়া, তাদেরকে নেতৃত্বদানকারী সেনাপতিরা আমার লক্ষ্য। একের পর এক তীর ছুঁড়তে লাগলাম, একটাও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। একের পর এক সেনাপতি লুটিয়ে পড়ল মাটিতে, আমাকে হত্যা করার জন্য এসেছিল যে-ক্যাছুয়ারা তারা কীভাবে এগোবে সে-সম্বন্ধে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না, ওদের এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিল চ্যানকারা আবারও।

www.BanglaBook.org

'দেবতার তীর! দেবতার তীর!' বলে চিৎকার করতে করতে পিছু হটে গেল ক্যাছুয়ারা।

কিন্তু ওদের মধ্য থেকে একজন হঠাৎ করেই ছুটে এল সামনের দিকে, সম্ভবত রণ-উন্মাদনায় ক্ষিপ্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল ফাঁকা জায়গায়। হলুদ ফিতা দিয়ে মাথার বড় বড় চুল বেঁধে রেখেছে সে, পরনের আলখাল্লার জায়গায় জায়গায় ঝুলছে দামি রত্নপাথর। দূর থেকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে যেমন লম্বা তেমন চওড়া, হাত-পা পেশীবহুল। চিৎকার করে সমানে গালি আর অভিশাপ দিচ্ছে আমাকে, জিঘাংসায় জ্বলছে ওর দুই চোখ, ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওকে। এক হাতে তামার বড় একটা কুড়াল, আরেক হাতে বিশাল এক ধনুক। এই এলাকার কোনো লোকের কাছে এত বড় কোনো ধনুক আগে কখনও দেখিনি আমি। কোমরের বেল্টে কুড়ালটা ঝোলাল সে, তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে তূণ থেকে বড় একটা তীর বের করে পরাল ধনুকে। আমার দিকে নিশানা করে মুহূর্তের মধ্যেই নিক্ষেপ করল তীরটা। সোজা উড়ে এসে আমার বুকে লাগল ওই তীর। কিন্তু নির্ভেজাল আর পুরু লোহা দিয়ে বানানো ফরাসি বর্মে ধাতব আওয়াজ হলো, একটুখানি দাগ পড়ল শুধু, আমার কিছুই হলো না।

আবারও তীর মারল ওই লোক, এবার আমার শিরস্ত্রাণে লেগে প্রতিহত হলো সেটা। হাতে ধনুক তুলে নিলাম, তীর চালনায় আমি কতখানি দক্ষ বোঝানোর জন্য লোকটার বুক নিশানা না-করে কিছুটা অন্য দিকে তাক করে মারলাম তীর। লোকটার কপালের উপর ঝুলে ছিল একগুচ্ছ লম্বা চুল, বিচ্ছিন্ন হলো সেগুলো, তীরের মাথার সঙ্গে যেন অদৃশ্য আঠায় আটকে উড়ে গিয়ে পড়ল দূরে।

'দেবতা! তিনি সত্যিই দেবতা!' চিৎকার করে বলল ওই লোকের সঙ্গীরা, 'মহামান্য আরকো, সাবধান!'

আরকো কে, চিনতে পারলাম এতক্ষণে।

www.BanglaBook.org

'দেবতা?' ধনুক ফেলে দিয়ে কোমরের বেল্ট থেকে কুড়াল খুলে নিয়েছে আরকো, 'দেখাচ্ছি কত বড় দেবতা সে!' বলেই ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে ঢাল বেয়ে উঠে আসতে লাগল সে, সাহস পেয়ে ওর পিছু পিছু ছুটে আসছে ওর সাঙ্গপাঙ্গরাও।

কয়েকজন বাধা দিতে গেল আরকোকে, কিন্তু ওর বিশাল কুড়ালের প্রচণ্ড কোপ খেয়ে ধরাশায়ী হলো মুহূর্তের মধ্যে। ধনুকটা কাঁধে ঝোলালাম আমি, হাতে নিলাম শিখা-তরঙ্গ। আমার কাছে এসে কুড়াল দিয়ে সর্বশক্তিতে কোপ মারল আরকো। কিন্তু লড়াইয়ের আধুনিক কায়দাকানুন জানা নেই ওর, তাই আমার কোনো ক্ষতিই করতে পারল না সে। বাঁ হাতে-ধরা বিশাল ঢাল দিয়ে ঠেকিয়ে দিলাম ওর আঘাত, পরমুহূর্তেই শিখা-তরঙ্গ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে পাল্টা কোপ মারলাম ওর মাথা লক্ষ্য করে। মাথা বাঁচাতে কুড়ালটা উঁচু করে ধরল সে। অস্ত্রটার কাঠের হাতলে আঘাত করল আমার তরবারি, টানলে কলার খোসা যেভাবে আলগা হয়ে যায় সেভাবে দুই টুকরো হয়ে গেল হাতলটা। কিন্তু এখানেই শেষ হলো না, তরবারির কোপ গিয়ে পড়ল ওর কাঁধে; চামড়া দিয়ে বানানো বর্ম পরে ছিল সে, টের পেলাম সেটা ভেদ করে ওর কাঁধের হাড়ে গিয়ে আঘাত করল শিখা-তরঙ্গ।

আর তখনই, দমকা বাতাসের মতো কে যেন উড়ে গেল আমার পাশ দিয়ে। তাকিয়ে দেখি লর্ড ডেলেরয়ের তরবারিটা হাতে নিয়ে আরকোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কারি। ভাইকে, বলা ভালো চরম শত্রুকে চিনতে পারল আরকোও, প্রচণ্ড ক্রোধে সঙ্গে সঙ্গে আঁকড়ে ধরল ওকে, মাটিতে পড়ে গেল দু'জনই। পড়ামাত্র গড়াতে শুরু করেচে, ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। তার পর কী হলো দেখতে পেলাম না, কারণ আরকোকে বাঁচাতে ওর সাঙ্গপাঙ্গরা ছুটে গেছে ওর দিকে, এদিকে আমার রক্ষীরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওদের উপর। কিছুক্ষণ পর দেখি খোঁড়াতে খোঁড়াতে সরে আসছে কারি, রক্ত পড়ছে ওর শরীরের

www.BanglaBook.org

বিভিন্ন ক্ষতস্থান থেকে। দেখা যাচ্ছে আরকোকেও, কিছুটা আহত হয়েছে সে, ওর দেহরক্ষীরা ওকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নিরাপদ জায়গায়।

ভয়ঙ্কর একটা বিজয়োল্লাস শোনা গেল এমন সময়। তাকিয়ে দেখি, বাঁ দিকের চ্যানকারা নাস্তানাবুদ হয়ে যাচ্ছে প্রতিপক্ষের কাছে। আক্রমণ সামাল দিতে পারছে না ওরা, আহত বা নিহত হয়ে লুটিয়ে পড়ছে একের পর এক। সঙ্গে সঙ্গে দূত পাঠালাম রাজা হুয়ারাছার কাছে—য়ুঙ্কারা যেন একত্রিত হয়ে সাহায্য করে বাঁ দিকের চ্যানকাদের, তা না হলে একদিকে যেমন অনেক সৈন্য হারাতে হবে আমাদেরকে তেমনই উপত্যকার অনেকখানি অংশ দখল করে নেবে ক্যাছুয়ারা। কিন্তু য়ুঙ্কাদের আসতে সময় লাগল, আর সেই সুযোগে হাজার হাজার ক্যাছুয়া সৈন্য ঘেরাও করে ফেলল আমাদেরকে। বুঝলাম, ছক পাল্টে গেছে হঠাৎ করেই, যুদ্ধের অবস্থা আমাদের প্রতিকূলে চলে গেছে।

দূরের একটা টিলার উপরে তখন উঠে দাঁড়াল কারি, সঙ্গে আরেকটা লোক। একটা খুঁটির মাথায় একটা পতাকা বেঁধে দু'জনে মিলে খুঁটিটা তুলে ধরেছে উঁচুতে। মৃদুমন্দ বাতাসে উড়ছে নীল পতাকাটা, সেটার ঠিক মাঝখানে সুতো-দিয়ে-নকশা-করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সোনালি একটা সূর্য। ওই পতাকা দেখামাত্র আমাদেরকে-ঘিরে-ধরা পাঁচ-ছ'হাজার সৈন্য নিশ্চল হয়ে গেল, তার পর হঠাৎ করেই হাতে-ধরা অস্ত্র উঁচুতে ধরে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে শ্লোগান দিতে লাগল, 'কারি! কারি!' যে-টিলার উপরে দাঁড়িয়ে আছে কারি সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, সেখানে জড়ো হচ্ছে দলে দলে।

'বিশ্বাসঘাতক!' আরকোর অনুগত বাহিনীর সৈন্যরা চেঁচিয়ে উঠল একসঙ্গে, খোলা তরবারি নিয়ে উচিত শিক্ষা দিতে ছুটে এল ওরা কারির অনুগত সৈন্যদের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে এসে গেছে য়ুঙ্কারা, দু'দল একত্রিত হয়ে কারির আদেশে ঝাঁপিয়ে পড়ল

www.BanglaBook.org

আরকোর সৈন্যদের উপর। আবার শুরু হলো ভয়াবহ লড়াই, পরাজয়ের যে-আশঙ্কা জন্মেছিল আমাদের মনে তা কেটে গেল সহসাই, নতুন উদ্যমে আবার অস্ত্র হাতে নিল চ্যানকারা।

ওদিকে কুযকোতে ঢোকার মুখে ঘাপটি মেরে ছিল দশ-পনেরো হাজার বিদ্রোহী জনতা, কারি আত্মপ্রকাশ করামাত্র আর দেরি করল না ওরা, চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এসে নামল রণ-উপত্যকায়। কারও হাতে ছুরি, কারও হাতে বর্শা, কারও হাতে তরবারি, আবার কারও হাতে জ্বলন্ত মশাল। আরকোর দুঃশাসনে অতিষ্ঠ এসব সাধারণ লোক, বিপ্লবের সুযোগ পাওয়ামাত্র একত্রিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আরকোর অনুগত সেনাবাহিনীর উপর। এ-রকম কিছু ঘটবে কল্পনাও করেনি সৈন্যরা, পিছন থেকে আসা আক্রমণ সামাল দিতে গিয়ে সামনে-দাঁড়ানো রক্তলোলুপ চ্যানকাদের কথা ভুলে গেল ওরা, আর এই সুযোগে আমার আদেশে "আদ্যিকালের কামান" বহনকারী বাহিনী ঢুকে গেল উপত্যকার যথেষ্ট গভীরে। ভারী ভারী পাথর এবার গিয়ে পড়ছে বিভিন্ন দিকে, ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া দুই ডিভিশন ক্যাছুয়া সৈন্যের অনেকেই ভর্তা হচ্ছে সে-সব পাথরের চাপায়। ছক পাল্টে গেছে আবার, যুদ্ধের পরিস্থিতি চলে এসেছে আমাদের নিয়ন্ত্রণে।

তূর্য বেজে উঠল এমন সময়, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ক্যাছুয়া সৈন্যরা সে-নিনাদ শুনে পিছু হটছে, একত্রিত হচ্ছে আবার। যুদ্ধের শুরুতে যেখান থেকে ছুটে এসেছিল ওরা আমাদের দিকে, সেদিকেই ফিরে যাচ্ছে আবার। ওদিকে পিছন-থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে বড় রকমের সাফল্য পেয়ে গেছে বিদ্রোহী কুযকোবাসীরা, কয়েক হাজার রিজার্ভ ক্যাছুয়া সৈন্যকে হত্যা করার পর ওদের ছাউনি আর রসদে আগুন ধরিয়ে দিয়ে শহরের দিকে ছুটে পালাচ্ছে এখন। যা-হোক, আরও কিছু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে নিয়ে পিছু হটতে পারল আরকোর অনুগত সৈন্যরা, আগের বারের মতোই তিন ডিভিশনে দাঁড়িয়ে গেল। আরকোর তরফ থেকে পরবর্তী

www.BanglaBook.org

আদেশের জন্য অপেক্ষা করছে ওরা, এই সুযোগে জিরিয়ে নিচ্ছে, আবার আহতদের শুশ্রূষাও করা হচ্ছে।

এমন সময় আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন রাজা হুয়ারাছা। 'আক্রমণের আদেশ দিন, দেবতা হুরাছি! এখনই সময়! মার খেয়ে পিছু হটে গেছে ওরা, দম ফুরিয়ে আসছে ওদের।'

হামলা করার হুকুম দিলাম। কিন্তু প্রথমেই দৌড়ে গিয়ে ক্যাছুয়া সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল না আমাদের সৈন্যরা। কয়েক ফার্লং এগোল ওরা প্রথমে, দু'দলের মধ্যে দূরত্ব কমল আরও। "আগুন-বর্শা" আর "আদ্যিকালের কামান" দিয়ে শুরু হলো আমাদের প্রাথমিক হামলা। এই আক্রমণে দিশেহারা হয়ে ক্যাছুয়ারা যখন ছোটাছুটি করছে তখন আমাদের সেরা তীরন্দাজরা সমানে তীর মারতে লাগল। যখন বুঝলাম যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে আরকোর সৈন্যদের, তখন ঢাল বেয়ে নামতে নামতে চিৎকার করে হুকুম দিলাম, 'ঝাঁপিয়ে পড়ো!'

হারিকেনের মতো গর্জন করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল চ্যানকারা।

বাঁ হাতে ঢাল আর ডান হাতে শিখা-তরঙ্গ উঁচু করে ধরে দৌড়াচ্ছি আমি, আমার এক পাশে রাজা হুয়ারাছা আরেকপাশে কারি। চ্যানকারা আমার মতো তীর মারতে পারে না বা তলোয়ারি-লড়াইও করতে পারে না, কিন্তু আমার চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে। কাজেই আমাকে ছাড়িয়ে অনেক সামনে চলে গেছে ওরা, ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে ক্লান্ত ক্যাছুয়াদের উপর। এবার আমাদের তিন ডিভিশন একসঙ্গে হামলা করছে। জায়গায় জায়গায় পড়ে আছে আহত বা নিহতরা, উপায় নেই বলে ওদেরকে মাড়িয়ে এগোতে হচ্ছে আমাদের তিন বাহিনীকে। কোনো কোনো জায়গা আবার একেবারে ফাঁকা, আশ্চর্যজনক হলেও কেউ পড়ে নেই সেখানে, এবং একজন ক্যাছুয়াও সেদিকে যাচ্ছে না। ব্যাপারটা কেমন সন্দেহজনক বলে মনে হলো আমার

www.BanglaBook.org

কাছে। যা-হোক, লাশ মাড়াতে কারোরই ভালো লাগে না, তাই দয়াপরবশ হয়ে আমাদের তিন ডিভিশনের কোনো কোনো দল সোজা ছুটে গেল ওই খালি জায়গাগুলোর দিকে—সহজ পথে এগিয়ে গিয়ে হামলে পড়বে ক্যাছুয়াদের উপর। আর তখনই বোঝা গেল ভেল্কিবাজিটা।

হঠাৎ উধাও হলো মাটি আর সবুজ ঘাস, মুহূর্তের মধ্যে নেই হয়ে গেল আমাদের বেশ কিছু সৈন্য। বুঝতে পারলাম, বিরাট বিরাট গর্ত করে সে-সব গর্তের মুখ নকল ঘাসযুক্ত বাঁশের চটি দিয়ে ঢেকে রেখেছিল ধূর্ত ক্যাছুয়ারা, তাড়াহুড়ো করে দৌড়াতে গিয়ে কিছু না-বুঝেই ফাঁদে পড়ে গেছে আমাদের সৈন্যরা। কাছে গিয়ে দেখি, বেশ গভীর সে-সব গর্তের মাটিতে ভীষণ চোখা চোখা বাঁশের কঞ্চি বসানো আছে—যারা পড়েছে ওসব গর্তে তাদের একজনও বেঁচে নেই। জায়গায় জায়গায় এ-রকম গর্ত করে রেখেছে ক্যাছুয়ারা, তার মানে ওদের পিছু হটে যাওয়াটা আসলে একটা কৌশল ছিল, জানত রণউন্মাদনায় আমরা ছুটে যাবো ওদের পিছু পিছু, তখন আমাদের বেশ কিছু সৈন্য মারা যাবে। আর ঠিক তা-ই হয়েছে। পুরো উপত্যকার ও-রকম ডজন ডজন গর্তে পড়েছে আমাদের শত শত সৈন্য, বাকিরা এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে থমকে গেছে। এই সুযোগে প্রস্তুত হয়ে গেছে ক্যাছুয়ারা, সমানে তীর মারছে ওরা, একজন দু'জন করে চ্যানকা লুটিয়ে পড়ছে তীর খেয়ে।

'আক্রমণ!' শিখা-তরঙ্গ উঁচু করে আবারও হুঙ্কার ছাড়লাম আমি, ক্যাছুয়ারা যে-পথ দিয়ে পিছু হটেছে অথবা যেখানে পড়ে আছে ক্যাছুয়া সৈন্যদের লাশ সেখান দিয়েই ছুট লাগালাম।

বর্বরতম লড়াই বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তা শুরু হলো এতক্ষণে। হাতকুড়াল, পাথরের মাথাওয়ালা মুগুর, তামার বর্শা, খাটো তরবারি—যার কাছে যা আছে তা নিয়েই নৃশংসভাবে লড়ছে দুই প্রতিপক্ষ। এত ক্ষয়ক্ষতির পরও ক্যাছুয়ারা সংখ্যায় আমাদের

www.BanglaBook.org

প্রায় দ্বিগুণ, তার পরও আমাদের বিরুদ্ধে এঁটে উঠতে পারছে না ওরা; কারণ একটাই—আধুনিক রণনীতি শিখিয়েছি আমি চ্যানকাদেরকে, বলেছি অস্ত্র চালনায় যেমন পারদর্শী হতে হবে তেমনই প্রয়োজনের মুহূর্তে এককভাবে না-লড়ে দলবদ্ধভাবে লড়তে হবে। ওরা আমার শিক্ষা ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারছে বলেই, খেয়াল করলাম, আবারও পিছু হটতে শুরু করেছে ক্যাছুয়ারা; আমাদের যদি একজন সৈন্য লুটিয়ে পড়ছে তা হলে ওদের আহত বা নিহত হচ্ছে কমপক্ষে দু'জন।

এদিকে আমার উপর চরম জিঘাংসায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে একের পর এক ক্যাছুয়া সেনাপতি বা অধিনায়ক, কিন্তু কোনো ক্ষতিই করতে পারছে না আমার। আমার বর্ম বা শিরস্ত্রাণে প্রতিহত হচ্ছে ওদের বর্শার খোঁচা, আমার ঢাল দিয়ে আটকে দিচ্ছি ওদের তরবারি বা খঞ্জরের আঘাত। এবং যথোপযুক্ত মুহূর্তে মরণ-আঘাত হানছি শিখা-তরঙ্গ দিয়ে, বার বার। প্রজাপতির মতো নেচে বেড়াতে লাগলাম আমি আমাকে-ঘেরাও-করে-ধরা নতুন নতুন ক্যাছুয়া সৈন্য আর অধিনায়কদের মাঝে, নিয়তির বিরুদ্ধে আমার যে-ক্ষোভ তা যেন একটু একটু করে কমছে ওদের মরণ-আর্তনাদ শুনে এবং ক্যাছুয়াদের রক্তে যতবার লাল হচ্ছে আমার তরবারি ততবার যেন হতভাগিনী কুইলার চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। আর, যত দেখছি কুইলাকে তত বাড়ছে আমার রোষ, "দেবতাকে হত্যা করা সম্ভব না"—চিৎকার করে ঘোষণা দিয়ে যখন আমার কাছ থেকে নিরাপদে পালাচ্ছে ক্যাছুয়ারা তখন আমি ছুটে যাচ্ছি ওদের পিছন পিছন এবং শিখা-তরঙ্গের কোপে ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করছি একেকজনের।

ঠিক তখনই, জানি না কোত্থেকে, আহত-রক্তাক্ত অবস্থায় অথচ ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে, আমার সামনে আবারও হাজির হলো আরকো। ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে বলল, 'কাপুরুষের দল! দেবতাকে খুন করা যায় কি না দেখাচ্ছি!'

www.BanglaBook.org

আমার দিকে ছুটে এল সে।

কিছুটা দূরে, কয়েকজন দেহরক্ষী-পরিবেষ্টিত হয়ে, এতক্ষণ আমার লড়াই দেখছিলেন রাজা হুয়ারাছা। আরকোকে ছুটে আসতে দেখে, সম্ভবত কুইলার কারণে প্রচণ্ড ক্রোধে, দেহরক্ষীদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছুটে এলেন তিনি। আমাকে আক্রমণ না-করে বরং রাজা হুয়ারাছার আক্রমণ সামলাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল আরকো। কিন্তু হুয়ারাছার বয়স হয়েছে, কৌশলগত দিক দিয়েও তিনি আরকোর সমকক্ষ নন, তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই পড়ে গেলেন তিনি। তরবারির কোপে তাঁকে খুন করবে আরকো, এই অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে শিখা-তরঙ্গ দিয়ে ঠেকালাম আমি সে-আঘাত, সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে এক লাথি মেরে কয়েক হাত দূরে ছিটকে ফেলে দিলাম আরকোকে। হুয়ারাছার দেহরক্ষীরা দৌড়ে এল, নিরাপদ দূরত্বে নিয়ে গেল তাঁকে, এদিকে উঠে দাঁড়িয়ে আমার মুখোমুখি হলো আরকো।

ওর হাতে তামা দিয়ে বানানো একটা মুগুর, মাথার উপরে তুলে সেটা ঘুরাচ্ছে সে বৃত্তাকারে। জানি ওই মুগুর দিয়ে যত জোরেই বাড়ি দিক, পুরু বর্ম ভেদ করে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কাছে এসে বাড়ি মারল সে, বাঁ হাতে-ধরা ঢাল দিয়ে ঠেকালাম আমি। কিন্তু এত জোরে মেরেছে সে, আঘাতটা সামাল দিতে গিয়ে হাঁটুর উপর বসে পড়তে হলো আমাকে। মুগুরটা আবার তুলল আরকো, বাড়ি মেরে আমার মাথা ভর্তা করে দিতে চায়। কিন্তু সে-সুযোগ দিলাম না ওকে। ঢালটা ফেলে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, এবং শিখা-তরঙ্গ দু'হাতে ধরে সর্বশক্তিতে কোপ মারলাম ওর মাথায়। ওর হাতকুড়ালের মতো, শিরস্ত্রাণ ভেঙে দু'ভাগ হয়ে গেল, স্পষ্ট বুঝতে পারলাম ওর খুলি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে শিখা-তরঙ্গের ফলা।

খড়্গ দিয়ে এককোপে-মুণ্ডু-কেটে-ফেলা ভেড়ার মতো লুটিয়ে পড়ল আরকো। শিখা-তরঙ্গের বাঁট দু'হাতে ধরে ফলাটা নীচের

www.BanglaBook.org

দিকে করে ওর উপর লাফিয়ে উঠলাম—এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলবো শয়তানটার বুক। কিন্তু তখন, হঠাৎ করেই, কারা যেন দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে মারল আমার উপর। আমার দু'কাঁধ পিছলে নামল ফাঁস, সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টান মারল ওরা, বুকের সঙ্গে শক্ত হয়ে আটকে গেল আমার দুই বাহু, মোচড়ামোচড়ি করেও ছোটাতে পারলাম না। দড়ি ধরে টান মেরে আমাকে বলতে গেলে উড়িয়ে নিয়ে আসা হলো আরকোর উপর থেকে, কয়েক ডজন লোক পাকড়াও করল আমাকে।

ভেবেছিলাম আমাকে শেষ করে ফেলবে এই লোকগুলো, কিন্তু হতবাক হয়ে দেখি, আমাকে দু'পায়ের উপর খাড়া করে দিচ্ছে ওরা জোর খাটিয়ে। তবে দড়ির বাঁধন আগের মতোই আছে—আলগা হয়নি একটুও, আমিও শিখা-তরঙ্গ হাত থেকে ছাড়িনি। দাঁড়িয়ে আছি, আশ্চর্য হয়ে দেখছি আমাকে-ঘিরে-ধরা লোকগুলোকে, ওরাও তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আবারও আশ্চর্য হতে হলো—চরম শত্রুর প্রতি যে-রকম ঘৃণা নিয়ে তাকায় লোকে সে-রকম দৃষ্টি তো দূরের কথা বরং ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে ওরা। একটা পালকি হাজির হলো এমন সময়, আমার যাতে ব্যথা না-লাগে এমনভাবে ধাক্কা দিয়ে আমাকে সেটাতে তুলে দিল লোকগুলো।

দড়ির ফাঁস এঁটে বসেছে আমার কাঁধ আর দু'বাহুতে, মোচড়ামোচড়ি করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারছি না, কারও সাহায্য ছাড়া পারবো বলে মনেও হয় না। তাই পালকির খোলা জানালা দিয়ে তাকালাম বাইরে। রক্তের উপত্যকায় যুদ্ধ চলছে এখনও, তবে প্রচণ্ডতা কমে গেছে অনেকখানি। দেখলেই বোঝা যায়, মারতে মারতে অথবা মার খেতে খেতে দু'পক্ষই চরম ক্লান্ত এবং বলতে গেলে প্রতিটা দলই যার যার নেতা হারিয়ে হতাশ। এর বেশি কিছু দেখার সুযোগ হলো না—চলতে শুরু করেছে পালকিটা। চিৎকার-চেঁচামেচি আর শোরগোল কমে আসছে ধীরে

www.BanglaBook.org

ধীরে। শরীরটা কোনোরকমে মুচড়ে ঘাড় ঘুরিয়ে এবার তাকালাম পালকির পিছনের জানালা দিয়ে। যুদ্ধ বলতে গেলে থেমেই গেছে, চ্যানকা আর ক্যাছুয়ারা পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হয়ে ফিরে যাচ্ছে যার যার শিবিরে; যারা মারা গেছে তাদের লাশ নিতান্ত অবহেলায় পড়ে আছে উপত্যকায়, যারা মুমূর্ষু তারা মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, আর যাদের বাঁচার সম্ভাবনা আছে তাদেরকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যুদ্ধে কোনো পক্ষ জেতেনি, কেউ হারেওনি; সমান সমান ক্ষতি স্বীকার করে নিয়ে দু'পক্ষ ফিরে যাচ্ছে যার যার অবস্থানে।

আমার পালকি যারা বহন করছে তারা খুব দ্রুত হাঁটছে, তাই কুযকোতে হাজির হতে সময় লাগল না তেমন একটা। বাড়িঘরের দরজায় বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মহিলারা, কেউ কেউ কাঁদছে।

লম্বা একটা রাস্তা পার হলো বেহারারা, তারপর একটা সেতু। বর্গাকৃতির বেশ বড় আর উন্মুক্ত একটা জায়গায় হাজির হলাম সহসাই। চারপাশে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো মজবুত দালান—তেমন উঁচু নয় কিন্তু বড় বড় পাথরের ব্লক দিয়ে বানানো। এ-রকম একটা দালানের সামনে থামল আমার পালকি, নামতে সাহায্য করা হলো আমাকে। নকশি-করা লিনিনের চমৎকার পোশাক-পরা কয়েকজন লোক এগিয়ে এল আমার দিকে, পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল একটা তোরণের দিকে। সেটা পার হয়ে হাজির হলাম প্রাচীর-বেষ্টিত চমৎকার একটা বাগানে। সেখানে সাধারণ কোনো ফুলের-গাছ নেই, মাটিতে কায়দা করে বসিয়ে রাখা আছে সারি সারি সোনার গাছ, তাতে "ফুটে আছে" রূপার ফুল। আবার কখনও কখনও রূপার গাছ, তাতে সোনার ফুল। দূরে বড় বড় গাছ, সেগুলোর ডালে "বসে আছে" সোনা বা রূপার পাখি। এসব দেখে ধরেই নিলাম পাগল হয়ে গেছি; কিন্তু পরে জানতে পারি, এই দেশে এত সোনা বা রূপা আছে যে, বাড়ি বা বাগান সাজানোর উপায় হিসেবে যে যেভাবে পারে সোনা-রূপা

www.BanglaBook.org

কাজে লাগায়।

ওই বাগান ছেড়ে হাজির হলাম একটা চত্বরে। চারদিকে বড় বড় কামরা। বিশেষ একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। দরজা দিয়ে ঢোকামাত্র দেখি, কামরার ভিতরের দিকের দেয়ালে ঝুলছে বাহারি রঙের ট্যাপেস্ট্রি। মেঝেতে পুরু আসন পাতা, তাতে রাখা আছে আরামদায়ক কুশন। অত্যন্ত দামি কাঠ দিয়ে বানানো কয়েকটা নিচু টেবিলও দেখা যাচ্ছে, সেগুলোতে খোদাই করে বসানো আছে মূল্যবান রত্নপাথর। ভৃত্য বা দাস যা-ই বলি, আমি এসেছি বুঝতে পেরে হাজির হলো সুসজ্জিত কয়েকজন লোক, নত হয়ে সম্মান করল আমাকে, ইনকার নামে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল।

তার পর, এমনভাবে আমার হাত থেকে তরবারিটা নিয়ে নিল ওরা যেন আমি কোনো স্বর্গীয় দেবদূত। ধনুক আর তূণ খুলল আমার পিঠ থেকে, কোমর থেকে বের করে নিল খঞ্জরটা। একজনের হাতে দিল আমার সব অস্ত্র, সেগুলো নিয়ে কোথায় যেন চলে গেল লোকটা। তারপর দড়ির বাঁধন আলগা করা হলো, খুলে ফেলা হলো আমার বর্ম এবং সব পোশাক। আঘাতের ফলে কালশিরে পড়ে গেছে আমার শরীরের জায়গায় জায়গায়, ঈষদুষ্ণ সুগন্ধী পানি দিয়ে সেগুলো ভালোমতো ধুইয়ে দিল ওরা। তারপর তুলতুলে নরম আর দারুণ সুগন্ধী একটা আলখাল্লা পরিয়ে দেয়া হলো আমাকে, সোনালী একটা বেল্ট বেঁধে দেয়া হলো আমার কোমরে। পরিচর্যার কাজ শেষে সোনার পাত্রে করে খাবার এবং মসলাযুক্ত স্থানীয় মদ নিয়ে আসা হলো আমার জন্য। পেট ভরে খেলাম। খুব ক্লান্ত লাগছে, তাই কারও সঙ্গে কোনো কথা না-বলে সোজা গিয়ে শুয়ে পড়লাম মেঝেতে পাতা পুরু আরামদায়ক আসনে। কী আছে আমার ভাগ্যে জানি না, জানতে চাইও না; বুঝতে পারছি যুদ্ধের ময়দান থেকে আসলে বন্দি করে আনা হয়েছে আমাকে—তবে সাধারণ নই, আমি এদের কাছে সম্মানিত

www.BanglaBook.org

একজন বন্দি।

আমার ভাগ্যের কাছেও আমি আসলে একজন বন্দি। আর শুধু আমি কেন, পৃথিবীর প্রতিটা লোকই হয়তো আটকা পড়ে আছে নিয়তির এই পৃথিবী নামের কারাগারে। বিধাতা খেলছেন আমাদেরকে নিয়ে, এই খেলায় তিনি নিজেই নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী, আমরা তাঁর ঘুঁটি—কেউ উপানকুয়ি বা হুয়ারাছার মতো রাজা, কেউ কারি বা আরকোর মতো মন্ত্রী, কেউ ব্ল্যান্শ বা কুইলার মতো নৌকা বা হাতি, আবার কেউ আমার মতো অতি সাধারণ বোড়ে যে কিনা খোঁড়াতে খোঁড়াতে শেষ ঘর পর্যন্ত পৌছাতে পারলে হয়ে যাবে খুব শক্তিশালী। বিধাতা যখন যাকে ইচ্ছা পুরস্কৃত করছেন, যখন যাকে ইচ্ছা করছেন অসম্মানিত, কখনও কাউকে অপ্রত্যাশিত সাফল্য দান করছেন, আবার কখনও কারও কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে কেড়ে নিচ্ছেন সবকিছু।

এসব ভাবতে ভাবতে, জানি না কখন, গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

ঘুম ভাঙার পর প্রথমেই টের পেলাম, একভাবে পড়ে থাকতে থাকতে অসাড় হয়ে গেছে শরীরটা, তবে অনেকখানি তাজা বোধ করছি। রাত নেমেছে, ছাদ থেকে ঝুলন্ত লণ্ঠনগুলো জ্বলছে। যে-লোকগুলো পরিচর্যা করেছিল আমার, তাদের মধ্যে থেকে মাত্র একজন দাঁড়িয়ে আছে অনতিদূরে, যেন আমার আদেশের অপেক্ষা করছে। কারি যে-ভাষা শিখিয়েছে আমাকে সে-ভাষায় জিজ্ঞেস করলাম, 'কী চাও তুমি? এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছো কেন?'

জবাব দেয়ার আগে বেশ কয়েকবার বাউ করল লোকটা, তার পর বলল, 'মহামান্য ইনকা উপানকুয়ি চান আপনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান তিনি।'

কার আদেশে আমাকে ধরে আনা হয়েছে রক্ত-উপত্যকা থেকে, বোঝা গেল।

'ঠিক আছে, দেখা করবো। পথ দেখাও।'

www.BanglaBook.org

একটার পর একটা প্যাসেজ ধরে এগিয়ে চললাম আমরা। আমার মনে হচ্ছে ইচ্ছা করেই এত ঘুরপথে এগোচ্ছে এই লোক, যাতে পরে সহজে দিক ঠাহর করতে না-পারি আমি। যা-হোক, গোলকধাঁধা পার হয়ে শেষপর্যন্ত চমৎকার একটা কামরায় হাজির হলাম। কামরার মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত, এককথায় যদি বলি, শুধু সোনা আর সোনা। এত সোনার কথা শোনা তো দূরের কথা, কল্পনাও করিনি কোনোদিন। চারদিকের দেয়াল প্যানেল করা হয়েছে, এমনকী ওই প্যানেলগুলো পর্যন্ত সোনার। লণ্ঠন জ্বলছে, অনুজ্জ্বল আলোয় দেখি একদিকে পর্দা টানানো। ওখানে দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী দুই মহিলা; পরনে রত্নপাথর-বসানো ঘাঘড়া আর খাটো আলখাল্লা, মাথায় পাগড়ি। এদের পিছনে, পর্দার আড়ালে দেখা যাচ্ছে সোফার মতো একটা আসন, তাতে আরাম করে শুয়ে আছেন বৃদ্ধ ইনকা উপনকুয়ি। চানকাদের শহরে এর আগে যে-রকম দেখেছিলাম তাঁকে, তারচেয়ে অনেক শুকিয়ে গেছেন তিনি, আরও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। আগের সেই মহামূল্য সাজও নেই আর, খুব সাধারণ সাদা একটা জোব্বা পরে আছেন। তবে তাঁর সেই লাউটুটা আগের জায়গাতেই আছে, আমার মনে হয় ঘুমানোর সময়ও সেটা খুলেন না তিনি।

আমি এসেছি বুঝতে পেরে মাথা তুললেন তিনি, ধীরস্থিরভাবে বললেন, 'স্বাগতম, সমুদ্র-দেবতা। আমাকে দেখার জন্য এসেছেন তা হলে! আপনি কিন্তু বলেছিলেন আসবেন না।'

'আসতে বাধ্য করা হয়েছে আমাকে।'

'হ্যাঁ, ভুল বলেননি। আমার লোকেরা বলেছে ওরা আপনাকে ধরে আনতে পেরেছে। আমার কিন্তু বিশ্বাস হয়নি কথাটা। আমার মনে হয় আপনি নিজেই ইচ্ছা করে এসেছেন আমার কাছে। কেন, জানেন? কোনো দেবতাকে বেঁধে ফেলার ক্ষমতা কি আছে পৃথিবীর কোনো দড়ির?'

'না, নেই।'

www.BanglaBook.org

'আবার এই বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই যে, আপনি একজন দেবতা। তা না হলে যুদ্ধের ময়দানে একাই যে-কাজ করেছেন তা করতে পারতেন না। আরকোর লোকেরা আপনাকে এত তীর মেরেছে, এত বর্শা মেরেছে, কিন্তু কিছুই হয়নি আপনার। আর আপনি যখন তরবারি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ওদের উপর তখন দলে দলে মরেছে ওরা। আমার রাজ্যে আরকোর চেয়ে শক্তিশালী যোদ্ধা আর কেউ নেই, কিন্তু ওকেও ঘায়েল করে দিয়েছেন আপনি; যারা দেখেছে তারা বলেছে আপনার সামনে নাকি পাত্তাই পায়নি সে, বাচ্চা ছেলের মতো ওকে কুপোকাত করে দিয়েছেন আপনি। আপনার তরবারি দিয়ে এত জোরে কোপ মেরেছেন ওর মাথায়, সে বেঁচে আছে না মরে গেছে তা নিয়ে একেকজন একেকরকম কথা বলছে আমাকে। ...শয়তানটা মরে গেলেই ভালো, আমিও চাই সে মরুক, ওর মতো ছেলে থাকার চেয়ে না-থাকাতেই শান্তি।'

আরকো, অথবা যুদ্ধে আমার কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করার কোনো মানে হয় না। আমাকে এখানে নিয়ে আসার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে ইনকা উপানকুয়ির। প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য বললাম, 'যুদ্ধ শেষ হলো কী করে, জানতে পারি?'

'যেভাবে শুরু হয়েছিল ঠিক সেভাবে,' বলে তিক্ত হাসি হাসলেন উপানকুয়ি, 'দুই পক্ষেরই হাজার হাজার লোক মারা গেছে। কেউই জিততে পারেনি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যে যেখানে অবস্থান নিয়েছিল তাকে সেখানেই ফিরে যেতে হয়েছে। এখন বোধহয় হামলা করারও সাহস নেই কোনো পক্ষেরই, নেতৃত্ব দেয়ার মতো লোকও নেই। আমি নিজেও চাই না এই যুদ্ধ আবার শুরু হোক। এখন আরকোও নেই যে, আমাকে বাধা দেবে; কাজেই যে-কোনোদিন আমার সৈন্যদের ফিরে আসতে বলতে পারি। ...আচ্ছা বলুন তো, এই হুয়ারাছা, শুনেছি সে নিজেও নাকি আহত হয়েছে, কেন হামলা করতে গেল আমার

www.BanglaBook.org

উপর?'

'কারণ আপনার ছেলে, রাজকুমার আরকো, রাজা হুয়ারাছার একমাত্র সন্তান কুইলাকে বিষ খাইয়েছে, অথবা খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে।'

'জানি। খুব খারাপ করেছে সে কাজটা।'

'এবং সে-জন্য আপনারও দোষ আছে।'

'কেন আমাকে দোষ দিচ্ছেন জানি না। কী করার ছিল আমার? আরকোকে একফোঁটাও পছন্দ করে না কুইলা, মেয়েটাকে সূর্যকুমারীদের আশ্রমে না-পাঠিয়ে এই বুড়ো বয়সে সবার ধিক্কার কামিয়ে বিয়ে করতে পারতাম?'

'তারপরও বলবো, আপনারা বাপ আর ছেলে মিলে নিরপরাধ একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করে দিয়েছেন।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন উপানকুয়ি। 'হুঁ, অন্ধ হয়ে গেছে মেয়েটা।'

'তারমানে আপনি নিশ্চিত বেঁচে আছে সে?'

'অবশ্যই বেঁচে আছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি। যাচাই-বাছাই করার সুযোগ থাকার পরও অন্যের কথার উপর যে নির্ভর করে তাকে কি বুদ্ধিমান বলা যায়? ক্ষমতা আছে আমার, সে-ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করতে হয়েছে আর কী। গিয়ে হাজির হয়েছি সূর্যকুমারীদের আশ্রমে, লুকিয়ে থেকেছি গোপন জায়গায়, আমার সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদেরকে। কেউ বলতে পারবে না খুব বড় পাপ করেছি, কারণ ওদের বেশিরভাগই বুড়ি হয়ে গেছে। তা ছাড়া কোনো দুরভিসন্ধি নিয়ে যাইনি সেখানে। যা-হোক, একসারিতে হাঁটছিল ওরা, কুইলা ছিল সবার পিছনে। ওকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছিল দুই বুড়ি, এরা আবার আমার আপন চাচাতো বোন। কুয়াশা-ঢাকা আকাশের তারার মতো জ্বলছিল মেয়েটার দুই চোখ, কী যে সুন্দর লাগছিল ওকে দেখতে! তবে আফসোস, সে হয়তো আর কোনোদিন এই পৃথিবীর কোনোকিছুই দেখতে পাবে না।'

www.BanglaBook.org

কিছু বললাম না। আবেগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে আমার। কুইলা বেঁচে আছে! বেঁচে আছে আমার কুইলা?

'তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো,' বলে চললেন উপানকুয়ি, 'যেখানেই থাকুক, যে-অবস্থাতেই থাকুক, আরকোর কবল থেকে নিরাপদে আছে মেয়েটা। আর শুধু আরকো কেন, দুষ্টু প্রকৃতির যে-কোনো পুরুষমানুষের কাছ থেকে নিরাপদে আছে ওই মেয়ে। ...এবার বলুন তো, এই হুয়ারাছা কী চায়?'

'তিনি তাঁর মেয়েকে ফেরত চান।'

'অসম্ভব! বললেই হলো? আকাশ আর পাতাল এক হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সূর্যকুমারীদের আশ্রম ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে না কুইলা। রাজা হুয়ারাছাকে মনে রাখতে হবে, আদিপিতা সূর্যের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে মেয়েটার, সে এখন আমাদের সবার মা, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন সূর্যমন্দির আর ওই মন্দির-সংলগ্ন আশ্রমেই থাকতে হবে ওকে। শুধু এই ব্যাপারটা নিয়ে যদি হামলা চালিয়ে থাকেন রাজা হুয়ারাছা, তা হলে সোজাসুজি বলে দিচ্ছি, আমার পক্ষ থেকে কোনো ছাড় দেয়া হবে না। যুদ্ধ চলছে, যতদিন না বিজয় পাই আমরা ততদিন চলবে, এবং রাজা হুয়ারাছাকে মরতে হবে। ...লেডি কুইলার ব্যাপারে অনেক বকবক করেছি, ওই প্রসঙ্গে আর কোনো কথা বলতে চাই না আমি। অন্য একটা প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে।'

'বলুন।'

মুহূর্তের মধ্যে পাল্টে গেল বৃদ্ধ ইনকার ভাবভঙ্গি, তাঁর দৃষ্টিতে এখন স্পষ্ট ধূর্ততা। সন্দেহ নেই বয়সকালেও এ-রকম ছিলেন তিনি, তা না হলে এই বয়সে এত দাপটের সঙ্গে এত বড় রাজ্য শাসন করতে পারতেন না।

তবে কথা বলতে শুরু করার আগে হাতের ইশারায় দুই চাকরানীকে দূরে সরে যেতে বললেন তিনি। যথেষ্ট দূরে গিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বুকের উপর দুই হাত ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, দেখে মনে হচ্ছে বেদির সামনে প্রার্থনার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে দুই পূজারিনী। এরপরও কয়েকবার এদিক-ওদিক তাকালেন উপানকুয়ি, নিশ্চিত হয়ে নিলেন আমাদের কথা কেউ শুনছে না। তারপর হাতের ইশারায় কাছে ডাকলেন আমাকে, যেখানে শুয়ে আছেন তিনি তার পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। আমি সেখানে বসার পর নিচু কণ্ঠে বললেন, 'আপনি যখন এসেছিলেন এই দেশে, আপনার সঙ্গে একজন চাকর ছিল। অদ্ভুত একটা মানুষ, লোকে বলে সে-ও নাকি আপনার মতো সমুদ্র থেকে এসেছে। কথাটা বিশ্বাস করিনি আমি, কারণ সে দেখতে আমাদের মতোই।'

'ওকে নিয়ে আলোচনা করার কী আছে?'

'আমি জানতে চাই, এখন কোথায় আছে সে।'

'কোথায় আবার, রাজা হুয়ারাছার সেনাবাহিনীর সঙ্গে।'

'আমিও সে-রকমই শুনেছি। আরও শুনেছি, যুদ্ধ চলছে এমন সময় নাকি বিশেষ একটা পতাকা উড়িয়েছে সে। ওই পতাকা দেখে আরকোর সেনাবাহিনী থেকে কয়েক রেজিমেন্ট সৈন্য গিয়ে যোগ দেয় ওর দলে, লড়াই করতে শুরু করে আরকোর সৈন্যদের বিরুদ্ধে। এখন কথা হচ্ছে, এ-রকম অদ্ভুত একটা কাজ সে করতে গেল কেন?'

বুঝলাম, সবই আসলে জানেন উপানকুয়ি—গুপ্তচর মারফত সব খবরই পৌঁছে গেছে তাঁর কাছে। আমাকে এখানে ধরে এনেছেন যাতে পাকা খবরটা নিতে পারেন আমার কাছ থেকে। বললাম, 'দেখুন, শুনেছি ইনকা রাজকুমারদের সংখ্যা অনেক; যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছেন সে হয়তো ও-রকম কোনো রাজকুমার।'

'বাহ্! দারুণ চালাক তো আপনি! অবশ্য দেবতারা চালাক হবে না তো কারা চালাক হবে? ...একটা কথা বলি আপনাকে।

www.BanglaBook.org

আমার বিয়ে-করা বউ ছিল মাত্র দুই জন, তাদের গর্ভে ছেলেও জন্মেছে মাত্র দুই জন। বাকি যাদের ব্যাপারে শুনেছেন তারা আমার রক্ষিতাদের সন্তান। ওই যে দুই ছেলের কথা বললাম, তাদের মধ্যে বড়টার নাম কারি। আর ছোটটা আরকো। কারি দেখতে আরকোর চেয়ে অনেক সুন্দর ছিল, আমার পরে ইনকা হওয়ার যোগ্যতাও ওর বেশি ছিল। কারির মাকে আমি তেমন একটা পছন্দ করতাম না, কিন্তু আরকোর মাকে খুব ভালোবাসতাম। এ-কারণে দেশের ভবিষ্যৎ ইনকা হিসেবে আরকোর নামই ঘোষণা করি। কিন্তু ওই যে বললাম, কারি সব দিক দিয়েই আরকোর চেয়ে যোগ্য ছিল। ওর গায়ে শুধু আরকোর মতো জোর ছিল না। যা-হোক, ঘটনাক্রমে দু'জনে একই মেয়েকে পছন্দ করে ফেলে, কিন্তু কারি জিতে নেয় ওই মেয়েটাকে। তখন কূটচাল চালে আরকো—ছিনিয়ে নেয় মেয়েটাকে। কিন্তু রাখতে পারেনি, কীভাবে যেন মারা যায় মেয়েটা। কারিকে সরিয়ে দেয়ার জন্য বিষ খাওয়ায় সে, তার পরই কোথায় যেন উধাও হয়ে যায় আমার বড় ছেলে। লোকে আজও জানে, মারা গেছে সে, গুম করে ফেলা হয়েছে ওর লাশ।'

মৃদু হাসলাম। 'অনেক সময় মানুষ মরেও মরে না।'

'হ্যাঁ, জানি। দেবতারাই পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিয়ে যান মানুষদের, আবার দেবতারাই ফিরিয়ে দিয়ে যান কাউকে কাউকে। ...শুনেছি আপনার ওই চাকর নাকি দেখতে হুবহু কারির মতো। কারি যদি এখন বেঁচে থাকত তা হলে ওর বয়স যা হতো, ওর চেহারাসুরত যে-রকম হতো, আপনার ওই লোকেরও নাকি তা-ই। ওকে দেখে, ওর পতাকা দেখে আরকোর কয়েক রেজিমেন্ট সৈন্য মুহূর্তের মধ্যে দল বদল করল! কুযকোর ছেলে-বুড়ো সবার মুখে এখন এক কথা—কারি এসেছে, কারি এসেছে! আমিও জানতে চাই আসল ঘটনাটা কী। ...বলুন, কোথায় পেয়েছেন আপনি এই লোকটাকে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কেন বলবো? যাতে ওর সবকিছু জানতে পেরে ওকে ধরে নিয়ে এসে খুন করতে পারেন শুধু এই অপরাধে যে, আপনার বড় ছেলে কারির সঙ্গে হুবহু মিল আছে ওর?'

'না, না। দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। কারির মাকে সে-রকম পছন্দ করতাম না আমি, কিন্তু কারিকে পছন্দ করতাম না তা কিন্তু বলিনি। সে হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যাওয়াতে খারাপই লাগে আমার কাছে। ছেলে হারানোর শোক আমার মধ্যেও ছিল, কিন্তু কখনও বুঝতে দিইনি কাউকে। বছরের পর বছর ধরে দুঃশাসন চালিয়ে আসছে আরকো, দেখে মাঝেমধ্যে মনে হয় সে আসলেই আমার ছেলে কি না। দৈত্যাকৃতির কুৎসিত এক পাগলা পুরোহিত ছিল আমাদের এই এলাকায়, মাঝেমধ্যে হাজির হতো সে কোত্থেকে যেন, আবার মাঝেমধ্যে উধাও হয়ে যেত। লোকে বলত, রোস্ট-করা ভেড়ার অর্ধেকটা সাবাড় করে দিতে পারত ওই পুরোহিত এক বৈঠকে, কিল মেরে ভাঙতে পারত পূর্ণবয়স্ক মানুষের মেরুদণ্ড। যখনই আসত সে, ওকে খাতির করে নিয়ে এসে অন্দরমহলে বসাত আরকোর মা। আমার অনুপস্থিতিতে ওদের মধ্যে কখনও কিছু হয়ে গেছে কি না...। সূর্যদেবতা ইন্টিই ভালো বলতে পারবেন এসব, মানুষের সব গোপন খবরই জানা আছে তাঁর। তবে আরকোর কথা যদি বলি, ওর মাতলামি, লাম্পট্য আর দুরাচার দেখতে দেখতে আমি আসলেই যার-পর-নাই ক্লান্ত। কিন্তু সিংহাসন এমন একটা জিনিস যে, নিজের ছেলে ছাড়া অন্য কাউকে দেয়াও যায় না। এজন্যই চুপ করে ছিলাম এতদিন। তা ছাড়া...তা ছাড়া...আরকোকে ভয়ও পাই আমি, কারণ পুরো সেনাবাহিনী ওর অধীনে। শুনলে আশ্চর্য হবেন, আমার সৈন্যদের বেশিরভাগই কিন্তু খুব পছন্দ করে আরকোকে, যুদ্ধের ময়দানেই দেখেছেন হয়তো। কারণ যত দোষই থাকুক না কেন ওর, অনেক বড় যোদ্ধা সে, এমন কেউ নেই যে টিকতে পারবে ওর সামনে, অন্তত আপনি আসার আগ

www.BanglaBook.org

পর্যন্ত আমরা তা-ই জানতাম। সেনাবাহিনী নিয়ে আমার বিরুদ্ধে যদি বিদ্রোহ করে সে, সিংহাসন থেকে উৎখাত করে আমাকে তা হলে কী করতে পারবো আমি? ...তবে এখন পরিস্থিতি আমূল বদলে গেছে। কুইলার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর ওর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে অনেক দূরের প্রায়-জনবিরল শহর য়ুকেতে চলে যাওয়ার কথা ছিল আমার, পড়াশোনা আর পূজা-আর্চনায় দিন কাটিয়ে দেয়ার ইচ্ছা ছিল। বিয়েও হয়নি আরকোর, অন্তত কুইলার সঙ্গে কোনোদিন হবেও না, আর এখন যে-অবস্থা ওর তাতে ক্ষমতাও হস্তান্তর করা যাবে না ওর কাছে, সুতরাং য়ুকেতে আপাতত যাওয়া হচ্ছে না আমার। যদি যাই, পথেই অথবা পৌঁছানোমাত্রই হয়তো মরণ হবে আমার, কেউ জানতেও পারবে না, তার চেয়ে ইনকা হিসেবে এখানে থাকাটাই ভালো। ঠিক না?'

'আপনি কী করবেন না-করবেন সে-ব্যাপারে পরামর্শ দেয়ার আমি কেউ না। যতটুকু বুঝতে পারছি, আপনার প্রাসাদে আমি একজন বন্দি; কারাগারে যাদেরকে আটকে রাখা হয় তাদের মতামতের কি কোনো দাম থাকে?'

'না, না, কে বলেছে আপনি বন্দি? আপনি আমার অতিথি। আরও অনেকদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হবে আরকোকে, আপনার তরবারির আঘাত খুব জোরে লেগেছে ওর মাথায়। সে সুস্থ হয়ে না-ওঠা পর্যন্ত আমিই ইনকা, সব ক্ষমতা আমার। আপনার যেখানে খুশি, যখন খুশি যাবেন, আসবেন, কেউ বাধা দেবে না। তবে ভালো হয় আপনার ওই চাকরটাকে যদি হাজির করতে পারেন আমার সামনে, ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে, আমার ওই চাকরকে হাজির করবো আপনার সামনে। কিন্তু একটা শর্ত আছে।'

ভ্রূ কুঁচকালেন উপানকুয়ি। 'কী?'

'কুইলাকে ওর বাবার কাছে ফিরিয়ে দিতে হবে।'

www.BanglaBook.org

'অসম্ভব। এত বড় ধর্মদ্রোহিতা করতে পারবো না আমি। এর বদলে কী চান, শুধু বলুন। জমিজমা লাগবে আপনার? দেবো। প্রাসাদ লাগবে? কয়টা লাগবে বলুন। বউ চাই? গণ্ডা গণ্ডা বউ দেয়া হবে। শুধু কুইলার ব্যাপারটা ভুলে যান।'

মনে মনে বললাম, 'কুইলাকে বাদ দিয়ে বাকি সব ভুলে যেতে রাজি আছি।' মুখে বললাম, 'এখন বিশ্রাম নেবো আমি, পরে কথা বলবো আপনার সঙ্গে।'

'ঠিক আছে। পরে কথা হবে। বিদায়, সমুদ্র-দেবতা।'

## নয়

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, আমার বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্র ফেরত দেয়া হয়েছে। শিখা-তরঙ্গ আবার দেখতে পেয়ে খুব খুশি হলাম। নাস্তা সেরে নিলাম, তারপর বাগানে চলে এলাম হাঁটাহাঁটি করার জন্য। খেয়াল করলাম, যেখানেই যাচ্ছি, কয়েকজন চাকর আমার পিছু পিছু যাচ্ছে; তার মানে চোখের আড়াল করা হচ্ছে না আমাকে। ব্যাপারটা খারাপ লাগল, কিন্তু তেমন একটা পাত্তা দিলাম না। যা-হোক, বাগানের সোনার ফুল আর পাখিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি আশ্চর্য হয়ে, এমন সময় একজন দূত এল আমার কাছে, বলল, ভিলাওরনা আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।

ভিলাওরনা-টা আবার কে? মনে করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ওই নামের কারও কথা মনে পড়ল না। এমন সময় বাগানে ঢুকল ল্যারিকো। বুঝলাম, এ-ই হচ্ছে ভিলাওরনা। চেহারা আগের

www.BanglaBook.org

মতোই কঠোর, চোখে আগের মতোই ধূর্ত দৃষ্টি। কুইলাকে আনতে চ্যানকাদের দেশে যখন গিয়েছিলেন উপানকুয়ি, তখন তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল এই ল্যারিকো।

আমার কাছে কী চায় এই ল্যারিকো ওরফে ভিলাওরনা?

আমার সামনে এসে দাঁড়াল সে, বাউ করল। আমিও ভদ্রতা করে বাউ করলাম। যে-ক'জন চাকর ছিল আমার আশপাশে, তাদেরকে ইশারা করল সে, বাগান ছেড়ে চলে গেল ওরা।

'সমুদ্র-দেবতা,' বলল ল্যারিকো, 'মহামান্য ইনকা উপানকুয়ি পাঠিয়েছেন আমাকে।'

কিছু বললাম না। আসল কথায় এখনও আসেনি ল্যারিকো।

'ইনকা চান আমাদের দূত হিসেবে চ্যানকাদের শিবিরে যান আপনি। কিন্তু তার আগে সূর্যদেবতার নামে শপথ করতে হবে আপনাকে, আবার কুযকোতে ফিরে আসবেন আপনি।'

জানি না কেন, হয়তো নিজের উপর মায়া হলো বলেই, হাসি চলে এল আমার, কিন্তু জোর করে চেপে রাখলাম। এই লোকগুলোকে কে বোঝাবে যে, এই তাভানতিনসুয়ুর সব জায়গা আমার জন্য সমান? এখানকার পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, বনজঙ্গল আর কুযকো বা চ্যানকাদের শহর, অথবা উপানকুয়ি-হুয়ারাছা-কুয়িসমানচু সবাই আমার জন্য সমান? যে-দিন মরেছে ব্ল্যান্‌শ, যে-রাতে পালিয়েছি আমি আমার প্রিয় মাতৃভূমি থেকে, সেদিনই কি মৃত্যু ঘটেনি আমার? আমি এখন জীবন্ত লাশেরই নামান্তর। বিশ্বস্ত সঙ্গী হিসেবে এতদিন পাশে ছিল কারি, এদেশে পা দেয়ামাত্র সে-ও পর হয়েছে; ক্ষয়ে-ফাটা জমিনের উপর দু'ফোঁটা বৃষ্টির মতো কুইলাকে পেয়েছিলাম, আমার আত্মা হয়ে গেছে সে, কিন্তু তারপর বিচ্ছেদ ঘটেছে আমাদের। সুতরাং চ্যানকাদের শিবিরে গিয়ে রয়ে গেলেই বা কী, আর ফিরে এলেই বা কী?

কিন্তু, ল্যারিকোর প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে ভেবে দেখলাম,

www.BanglaBook.org

এই কুযকোরই কোনো এক মন্দিরে, বলা ভালো ওই মন্দির-সংলগ্ন আশ্রমে আছে কুইলা; সুতরাং এখানে যদি ফিরে আসতে পারি তা হলে ভাগ্যে থাকলে কোনো-না-কোনো দিন দেখা হতেও পারে ওর সঙ্গে।

বললাম, 'এখানে যেভাবে বন্দি করে রাখা হয়েছে আমাকে, চ্যানকারা যদি না সেভাবে বন্দি করে ফেলে, তা হলে অবশ্যই ফিরে আসবো আমি। কিন্তু, ইনকা উপানকুয়ি নিশ্চয়ই শুধু এই কথাটা বলার জন্যই পাঠাননি আপনাকে?'

মাথা ঝাঁকাল ল্যারিকো। 'আমরা জানতে পেরেছি, চাকর সেজে আপনার সঙ্গে এদেশে এসেছে যে-লোক তিনি কারি ছাড়া আর কেউ না। বুঝতেই পারছেন, এই দেশটা সুষ্ঠুভাবে চালাতে হলে এবং পুরো তাভানতিনসুয়ুতে ইনকাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে হলে সিংহাসনে যোগ্য কারও বসা উচিত। রাজকুমার আরকোর অবস্থা ভালো না, তিনি বাঁচবেন না মরবেন তা নিশ্চিত করে বলতে পারছে না চিকিৎসকরা; সুতরাং আপনার সঙ্গের ওই লোক যদি সত্যিই রাজকুমার কারি হয়ে থাকেন তা হলে তাঁকে পাওয়াটা আমাদের জন্য কতটা জরুরি তা আর আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না নিশ্চয়ই? কিন্তু এই কাজটা খুব বিপজ্জনক। কারণ রাজকুমার আরকোকে সিংহাসনে বসানোর ব্যাপারটা পাকা হয়ে আছে; আমাদের সেনাবাহিনী বলতে গেলে শতভাগ সমর্থন করে তাঁকে, আবার তাঁর মা'র দিকের আত্মীয়দের মধ্যে বড় বড় জমিদার, পুরোহিত আর প্রভাবশালী লোক আছেন যাঁরা রাজকুমার কারির ইনকা হওয়ার ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নেবেন না, যে-কোনোভাবে ঠেকানোর চেষ্টা করবেন।'

কিছুক্ষণ ভাবলাম ব্যাপারটা নিয়ে। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'আরকোর কী অবস্থা এখন?'

'আপনার তরবারির আঘাত অনেক জোরে লেগেছে। মাথা ফেটে গেছে কিন্তু মস্তিষ্কের ক্ষতি হয়নি। এ-কারণেই এখনও



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেঁচে আছেন তিনি। চিকিৎসকেরা বলছেন, অবস্থার অবনতি না-হলে মরবেন না তিনি। তবে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে অনেকদিন। এদিকে মহামান্য ইনকা উপানকুয়ির শরীরও ভালো না, কয়েকদিন আগেও খুব খারাপ অবস্থা গেছে তাঁর, শুনেছেন হয়তো। শারীরিক ও মানসিক দুই দিক দিয়েই দুর্বল হয়ে পড়েছেন তিনি, স্মৃতিশক্তিও কমে গেছে অনেক। সুতরাং আপনার সঙ্গের ওই লোক রাজকুমার কারি কি না তা যাচাই করাটা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য।'

'কিন্তু, আমার সাহায্য চাচ্ছেন কেন?'

'কারণ আমরা জানি, রাজা হুয়ারাছাকে শান্ত রেখে, এবং আরও বড় কথা রাজকুমার কারিকে নিরাপদে রেখে আমাদের কাছে এনে দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আপনারই আছে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললাম, 'ইনকা উপানকুয়িকে একটা শর্ত দিয়েছিলাম আমি, সে-ব্যাপারে তিনি কি কিছু বলেছেন আপনাকে?'

'আসছি সে-কথায়। জানেন কি না জানি না, আমি ক্যাছুয়াদের প্রধানমন্ত্রী, রাজকুমার আরকোর উপদেষ্টা হিসেবেও কাজ করেছি এতদিন এবং "ভিলাওরনা"—মানে দেশের প্রধান পুরোহিত। ধরে নিন মহামান্য ইনকার পরে আমিই এখন তাভানতিনসুয়ুর সবচেয়ে ক্ষমতাবান লোক। তারপরও যে-কোনো দিন, যে-কোনো মুহূর্তে আততায়ীর হাতে মরতে হতে পারে আমাকে।'

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে আছি ল্যারিকোর দিকে।

'এতদিন যে-লোক আমার পরামর্শ ছাড়া এক পা-ও নড়েনি, আজ সে-ই আমার মুণ্ডু চায়! আশ্চর্য মানুষের জীবন! হ্যাঁ, রাজকুমার আরকোর কথাই বলছি। তাঁকে তো দেখেছেনই—কীরকম বুনো আর খারাপ প্রকৃতির। চ্যানকাদের শহর থেকে ফেরার পর লেডি কুইলাকে নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া

www.BanglaBook.org

হয় আমার। কারণ ততদিনে সূর্যকুমারীদের আশ্রমে চলে গেছেন লেডি কুইলা, তাঁকে পাওয়া রাজকুমার আরকোর পক্ষে আর সম্ভব না। পুরো দোষ তিনি চাপিয়ে দিলেন আমার কাঁধে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমি হয়ে গেলাম বেয়াদব, রাষ্ট্রদ্রোহী। সবার সামনে বললেন রাজকুমার আরকো, সিংহাসনে বসলে প্রথমেই হত্যা করবেন আমাকে। রাগের মাথায় বলেছেন তিনি কথাটা, জানি আমি, কিন্তু এ-ও জানি হত্যা না-করলেও আমার উপাধি আর ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হবে। রাজকুমার আরকো ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ, সবার সামনে আমাকে হত্যা করার হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি, আমার লোকেরা বলেছে আমার বিরুদ্ধে আততায়ীও নাকি লাগিয়ে দেয়া হয়েছে তাঁর আদেশে। এজন্য ওই ঝগড়ার পর থেকে যেখানেই যাই, আমার সঙ্গে দেহরক্ষী থাকে। ...আমার জায়গায় থাকলে, জীবন আর চাকরি বাঁচানোর জন্য আপনি কী করতেন? ভুল করেও কি চাইতেন রাজকুমার আরকো ইনকা হোক? আমিও চাই না। মহামান্য ইনকা উপানকুয়ির মতো আমিও চাই রাজকুমার কারি সিংহাসনে বসুক, যদি সত্যিই সে-লোক কারি হয়ে থাকে। আমার জীবন বাঁচান আপনি, চাকরি বাঁচান, বিনিময়ে যা চাইবেন তা-ই দেবো আপনাকে। এমনকী যদি বলেন রাজকুমার কারিকে দরকার নেই, ইনকাদের মসনদে আপনিই বসবেন, তা হলে সে-ব্যবস্থা করতেও রাজি আছি। ইনকা উপানকুয়ি, রাজকুমার কারি, রাজকুমার আরকোসহ আরও কয়েকজনকে সরিয়ে দিতে হবে, আমার জন্য কাজটা কোনো ব্যাপারই না, তারপর সমুদ্র-থেকে-আসা সাদা দেবতা হিসেবে আপনি মসনদে বসবেন, বিনিময়ে কথা দিতে হবে আমার কোনো ক্ষতি হবে না, আমার চাকরি ঠিক থাকবে।'

উপহাসের হাসি হাসলাম। 'মসনদের মোহ আমার নেই, ল্যারিকো। এই দেশের সিংহাসনে বসার যোগ্য অধিকার আছে কারির, সে-ই বসবে সেখানে।'

www.BanglaBook.org

'তা হলে কী চান আপনি বলুন।'

'কুইলাকে,' জবাব দিতে একমুহূর্তও দেরি হলো না আমার।

আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ল্যারিকো। তারপর বলল, 'যা বলছেন বুঝে বলছেন তো?'

'হ্যাঁ, বুঝেই বলছি। আপনাদের ধর্ম অনুযায়ী সূর্যদেবতার স্ত্রী সে, তারপরও ওকে চাই আমি। ওকে দেখা নিষেধ, স্পর্শ করা মহাপাপ, কামনা করা মানে মৃত্যু—তারপরও ওকে চাই আমি। ওকে পাওয়ার কোনো উপায় নেই, তারপরও ওকে চাই। কারির সঙ্গে কথা হয়েছে আমার, কুইলার সূর্যকুমারী হওয়ার খবর সবার আগে সে-ই দিয়েছে আমাকে; আমি ওই মেয়েকে ভালোবাসি শুনে এ-ও বলেছে কুইলাকে ভুলে যেতে হবে আমার, তা না হলে সে যদি ইনকা হতে পারে তা হলে আমার কোনো অন্যায় পদক্ষেপ মেনে নেবে না, আমাকে আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি ভালোবাসে সে তারপরও আমাকে হত্যা করবে নিজের হাতে। ইনকা উপানকুয়িও গত রাতে বলেছেন আমার জন্য সব করতে রাজি আছেন তিনি কিন্তু ধর্মদ্রোহিতা করতে পারবেন না। এবার বলুন, এই অবস্থায় আপনি কী করতে পারবেন আমার জন্য?'

'দেবতা? ধর্ম?' হাসল ল্যারিকো। 'দেবতারা কি নিজে থেকেই দেবতা হন, নাকি মানুষ তাদেরকে দেবতা বানায়? তাঁরা কি নিজেরাই নিজেদের নাম দেন, নাকি মানুষ তাঁদেরকে বিভিন্ন নামে ডাকে? আর ধর্মের কথা বলছেন? ধর্মের কোন্ কাজটা কীভাবে করতে হবে তা কে বলে দেয়—ঈশ্বর, নাকি পুরোহিত? বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করি—আপনাকে সমুদ্র-দেবতা কারা বানাল? আপনি কি সবার সামনে একবারও দাবি করেছেন আপনি দেবতা? দৈবিক কোনো ক্ষমতা কি সত্যিই দেখিয়েছেন আজ পর্যন্ত? কই, আপনাকে তো কখনও দেখি না দেবতার পরিচয়ে কোনো ফায়দা লুটতে, তা হলে আপনাকে দেবতা বানিয়ে লাভ হলো কার? ...আর সূর্যকুমারীদের কথা যদি বলি, ওদেরকে ধরা

www.BanglaBook.org

যাবে না, ছোঁয়া যাবে না, বিয়ে করা যাবে না—সূর্যদেবতা নিজে তাভানতিনসুয়ুতে এসে কখনও এসব নিয়ম কি বলে দিয়ে গেছেন? নাকি ইনকাদেরকে যুগের পর যুগ ধরে এসব শুনিয়েছি আমরা পুরোহিতরা? দেবতারা কি কখনও দেখা দেন, না কথা বলেন? তাঁদের হয়ে লোকজনের সঙ্গে মেশে পুরোহিতরা, তাঁদের হয়ে লোকজনকে আদেশ-নিষেধ করি আমরাই। সুতরাং এই অবস্থায় আপনার জন্য যদি কেউ কিছু করতে পারে তা হলে সে-ব্যক্তি আমি ছাড়া আর কে?'

'আপনি আমার জন্য কী করবেন তা কিন্তু বলছেন না।'

'বলছি। তবে তার আগে একটা কথা পরিষ্কারভাবে জানা দরকার আমার। আপনি কি লেডি কুইলাকে সত্যিই ভালোবাসেন?'

'হ্যাঁ, ওকে ভালোবাসি আমি।'

'তাঁকে পাওয়ার জন্য কী করতে পারেন?'

'দরকার হলে মরতে রাজি আছি।'

কুটিল হাসি হাসল ল্যারিকো। 'না, না, আপনি মরবেন কেন? আপনি মরলে আমার অনেক বড় সমস্যা হয়ে যাবে। ...যদি বলি লেডি কুইলা যাতে আপনার হয় তার সব ব্যবস্থা আমি করবো, বিনিময়ে আমার গুণগান গাইতে হবে রাজকুমার কারির কাছে, পারবেন? যদি বলি, আমার জীবন, চাকরি আর মর্যাদা যাতে ঠিক থাকে তার সব ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে, পারবেন?'

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভাবলাম। তারপর বললাম, 'আমি কুইলাকে পেতে চাই তা যদি কারির কানে না-যায় তা হলে আপনি যা যা চাচ্ছেন, সবকিছুর ব্যবস্থা করতে পারবো।'

আবারও হাসল ল্যারিকো। 'আমাদের এই সূর্যকুমারীদের যে-আইনটা আছে তার মধ্যে কিছু ফাঁকফোকর রয়ে গেছে।'

'ফাঁকফোকর! মানে?'

'মানে আমাদের ধর্ম বলে, বাহ্যিকভাবে চোখে পড়ে এ-রকম

www.BanglaBook.org

কোনো খুঁত যদি কোনো মেয়ের শরীরে থাকে, তা হলে ওই মেয়ে সূর্যদেবতার স্ত্রী হতে পারবে না। খুঁতটা কিন্তু ধরা পড়তে হবে পবিত্র বিয়ের আগে, পরে না। এখন কথা হচ্ছে, আমি তাভানতিনসুয়ুর ভিলাওরনা, মানে সবচেয়ে বড় পুরোহিত, সাধারণ মানুষ তো বটেই ইনকা উপানকুয়ি পর্যন্ত বিশ্বাস করেন আমাদের ধর্ম আর তার ব্যাখ্যা আমার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না। আমি ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ব্যাখ্যা দেবো, পবিত্র বিয়ের পর যাদের শরীরে বড় রকমের খুঁত দেখা দেয়, সূর্যদেবতার সঙ্গে তাদের আপনাআপনি বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এ-রকম ঘটনা খুবই বিরল, জানি ইতিহাস ঘাঁটলেও কোনো উদাহরণ দেখাতে পারবো না, তারপরও আমার কথা উড়িয়ে দিতে পারবেন না মহামান্য ইনকা উপানকুয়ি বা তাঁর সভাসদরা।'

'তার মানে, আপনি বলতে চাচ্ছেন, কুইলার অন্ধত্বকে খুঁত হিসেবে প্রমাণ করে সূর্যদেবতার সঙ্গে ওর বিয়ে ভেঙে গেছে বলে দাবি করবেন আপনি?'

'জী।'

'কিন্তু আর সবাইকে মানাতে পারলেও ইনকা উপানকুয়ি বা কারিকে কি মানাতে পারবেন?'

'পারবো কি না তা এখনই বলতে পারছি না। ভাগ্যের উপর নির্ভর করতে হবে আমাদের দু'জনকেই। আর একটা কথা সরাসরি বলি, আমার মনে হয় রাজকুমার কারি যদি সিংহাসনে বসেন তা হলে আমার চেয়েও বেশি প্রভাবশালী হয়ে যাবেন আপনি; লেডি কুইলাকে যদি তাঁর অমানবিক জীবন থেকে রক্ষা করতে চান তা হলে তখন কোনো-না-কোনো সাহসী পদক্ষেপ নিতে হবেই আপনাকে।'

কিছু বললাম না, সময়ের ব্যাপার সময় এলেই বোঝা যাবে।

'তা হলে আপনার সঙ্গে কথা থাকল,' বলে চলল ল্যারিকো, 'রাজকুমার কারিকে নিরাপদে কুযকোতে নিয়ে আসবেন আপনি,

www.BanglaBook.org

সিংহাসনে বসতে সাহায্য করবেন, আমার জীবন চাকরি আর মর্যাদা বাঁচাবেন, বিনিময়ে লেডি কুইলাকে যাতে পেতে পারেন আপনি সে-ব্যবস্থা আমি করবো। একটা কথা মনে রাখবেন, এই চুক্তি যদি পালন করতে পারি এবং যদি গোপন রাখতে পারি তা হলে আমাদের দু'জনেরই লাভ, চুক্তি ভঙ্গ করলে বা জানাজানি হয়ে গেলে আমাদের দু'জনেরই ক্ষতি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালাম।

'এবার সংক্ষেপে দূতিয়ালির ব্যাপারটা বলি আপনাকে। চ্যানকা আর যুঙ্কাদের সম্মিলিত বাহিনীকে এখনও নেতৃত্ব দিচ্ছেন রাজা হুয়ারাছা, তাঁর কাছে যাবেন আপনি। যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে দুই পক্ষেরই, যুদ্ধ চলতে থাকলে আরও ক্ষতি হবে—আমরা চাই না সে-রকম কিছু হোক, বুঝিয়ে বলবেন তাঁকে। তাঁর বাহিনী নিয়ে যদি পিছিয়ে গিয়ে দূরে কোথাও শিবির স্থাপন করেন তিনি তা হলে আমরা বুঝে নেবো আপনার কথা বুঝতে পেরেছেন তিনি। এরপর কারি আর তাঁর অনুসারীদের নিয়ে কুযকোতে ফিরে আসবেন আপনি। ওদেরকে বলবেন, ওদের কারোরই কোনো ক্ষতি হবে না।'

কথা শেষ করে ঠোঁটের কোনায় সেই কুটিল হাসি ঝুলিয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেল ল্যারিকো।

অদ্ভুত একটা মিশ্র আবেগে ভুগছি আমি, কেমন যেন অস্থির লাগছে। বিদ্রোহ বা জাতিগত দাঙ্গা যা-ই বলি না কেন, ঘটনাক্রমে জড়িয়ে পড়েছি ক্যাছুয়া-চ্যানকা-যুঙ্কাদের সঙ্গে, এখন আমার প্রভাব আর দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে ধূর্ত আর ক্ষমতালোভী কিছু মানুষ। যত দিন যাচ্ছে, ষড়যন্ত্রের জাল তত যেন এঁটে বসছে আমার গায়ে, যে-জালের কেন্দ্রে বসে আছে নিয়তি নামের মাংসাশী মাকড়সা। কিন্তু তার পরও, বিরহের মেঘে-ঢাকা কালো আকাশে আশার সূর্যোদয় হবে বলে আভাস পাচ্ছি যেন, ল্যারিকোর কথা বিশ্বাস করলে তা-ই

www.BanglaBook.org

বোঝা যায়। অনেকদিন পর, কতদিন পর নিজেও জানি না, আমার কুইলার দেখা পাবো হয়তো। ল্যারিকোর কথা মনে পড়ে গেল আবার। অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারে ভরা এই দেশে একমাত্র এই লোকটাকেই দেখলাম ধর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখে, ধূর্ত হলেও জানে প্রচুর। সবচেয়ে বড় পুরোহিত হওয়ার পরও নিজের স্বার্থেই "ধর্মদ্রোহিতা" করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ফল কী হবে তা নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়নি। আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে সে যে-কোনো সময়, কিন্তু তাতে ওর বিশেষ কোনো ফায়দা হবে বলে মনে হয় না, কারণ সে যা যা বলেছে সব যদি সত্যি হয় তা হলে ওর জন্য কারির ইনকা হওয়াটা জরুরি; আর কারি ইনকা হলে আমি যদি ল্যারিকোর বিরুদ্ধে কারির কান ভারী করি তা হলে ল্যারিকোরই ক্ষতি। যা-হোক, নিয়তির উপর ভরসা না-করে উপায় নেই, আবার এ-ও জানি, মেয়েদের ব্যাপারে অন্তত আমার বেলায় নিয়তি খুবই কৃপণ, খুবই ঈর্ষাকাতর।

ঘণ্টাখানেক পর, একটা পালকিতে চড়ে এবং বেশ কয়েকজন বড় বড় পুরোহিত আর জমিদারদের সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলাম রাজা হুয়ারাছার সঙ্গে দেখা করতে।

কুযকোর বাইরেই "রক্ত-উপত্যকা"। যুদ্ধবিরতির পতাকা উড়ছে সেখানে আপাতত, জায়গায় জায়গায় কবর খুঁড়ে হাজার হাজার মৃত সৈন্যকে দাফন দেয়ার কাজে ব্যস্ত দুই পক্ষই। কতগুলো অস্থায়ী সেবা-ছাউনিও চোখে পড়ল, আহতদের যথাসাধ্য শুশ্রূষা করা হচ্ছে। যে-ঢাল বেয়ে নেমে এসে হামলা করেছিলাম ইনকাদের উপর, সেখানে গিয়ে হাজির হতে বেশি সময় লাগল না আমাদের। পাহারাদাররা পথ আটকে দাঁড়াল, পালকি থেকে নামতে হলো আমাকে। চকচকে বর্ম দেখেই আমাকে চিনতে পারল চ্যানকারা, আমি জীবিত আর অক্ষত অবস্থায় ফিরে আসতে পেরেছি দেখে খুশিতে ফেটে পড়ল, সসম্মানে পথ দেখিয়ে আমাকে আর আমার সঙ্গীদেরকে নিয়ে

www.BanglaBook.org

চলল রাজা হুয়ারাছার তাঁবুর দিকে।

সেখানে ঢুকে দেখি, গদি-আঁটা একটা আসনে শুয়ে আছেন তিনি; বোঝাই যাচ্ছে অসুস্থ। আরকোর মুগুরের আঘাতে কালশিরে পড়ে গেছে তাঁর শরীরে—নগ্ন উর্ধ্বাঙ্গে সে-সব চিহ্ন দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, একহাতে পেট চেপে ধরে শুয়ে আছেন দেখে মনে হলো সেখানেও জোরে ব্যথা পেয়েছেন সম্ভবত। তারপরও, আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন তিনি, সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন।

'আমি তো ভেবেছিলাম,' বললেন তিনি, 'শয়তানগুলো আপনাকে ধরে নিয়ে গিয়ে মেরেই ফেলেছে। ছাড়া পেলেন কীভাবে? আর, এই লোকগুলোকে আমার কাছে নিয়ে এসেছেন কেন?'

কী ঘটেছে এবং কী করতে বলা হয়েছে আমাকে, খুলে বললাম তাঁকে। আমার কথা শেষ হলে, সঙ্গে-আসা পুরোহিত আর জমিদাররা মুখ খুলল, শান্তির প্রস্তাব দিল রাজা হুয়ারাছাকে। চ্যানকা আর য়ুঙ্কাদের সম্মিলিত বাহিনীতে যত সেনাপতি আছে তাঁদের সবাইকে ডেকে পাঠালেন তিনি, কারিকেও আসতে বললেন। আমাকে জীবিত দেখতে পেয়ে খুশিতে বলতে গেলে আত্মহারা হয়ে গেল কারি।

সবার সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন রাজা হুয়ারাছা, শান্তি প্রস্তাব গ্রহণ করবেন তিনি। রক্ত-উপত্যকা থেকে শিবির সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দূরে কোথাও স্থাপন করবেন আপাতত, তবে ত্রিশ দিনের মধ্যে কুইলার ব্যাপারে কোনো মীমাংসা না-হলে আবার যুদ্ধ শুরু করবেন।

বুঝতে পারছি, অপ্রত্যাশিত এই প্রস্তাব পেয়ে আসলে খুশিই হয়েছে চ্যানকারা, কারণ ওদেরই বেশি ক্ষতি হয়েছে এবং নতুন করে হামলা করার মতো মনোবল আর নেই ওদের সৈন্যদের। খণ্ড-যুদ্ধ বললেই মানাবে বেশি, আমার অনুপস্থিতিতে যা চলছিল দুই পক্ষের মধ্যে তাতে লাভের চেয়ে লোকসানই বেশি হচ্ছিল

www.BanglaBook.org

ওদের।

প্রাথমিক কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর সবাই বেরিয়ে গেল রাজা হুয়ারাছার তাঁবু থেকে। তখন নিচু কণ্ঠে তাঁকে জানালাম কী জানতে পেরেছি কুইলার ব্যাপারে।

সব শুনে তিনি বললেন, 'মানলাম আপনার কথা—চেষ্টা করলে এখনও বাঁচানো যায় কুইলাকে। ...কয়েকটা কথা বলা দরকার আপনাকে, পরে আর সুযোগ পাবো কি না জানি না। ইনকাদের, বিশেষ করে আরকোর অত্যাচার আর সহ্য করতে না-পেরে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমি, কিন্তু একা পারবো না বুঝে যুঙ্কাদের কাছে প্রস্তাব পাঠাই আমার সঙ্গে যোগ দেয়ার। আমার সিদ্ধান্তটা যে কত বড় ভুল ছিল তা বুঝতে পারছি এখন—আমাদের এত ক্ষতি দেখার পর। তা-ও আবার মাসের পর মাস আপনি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন আমার সৈন্যদেরকে, যুদ্ধ করার নতুন নতুন কায়দা উদ্ভাবন করেছেন। তা না হলে এই উপত্যকাতেই শিয়াল-শকুনের খোরাক হয়ে যেতাম আমরা, আর আমার দেশের জনগণ হতো ইনকাদের দাস, যুবতীরা হতো ওদের রক্ষিতা। আমি যে বিদ্রোহ করতে যাচ্ছি, গুপ্তচর মারফত তা আগেই জেনে ফেলেন ইনকা উপানকুয়ি, আরকোও জানতে পারে। ওদেরকে শান্ত রাখার জন্য আমার একমাত্র সন্তান কুইলাকে বিসর্জন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিই। ভেবেছিলাম, বাগ্‌দানের ছলনায় ভোলানো যাবে ওদেরকে, আর সুযোগটা কাজে লাগাবো আমি। তা-ও হলো না। তখন ভেবে দেখলাম, আরকোর সঙ্গে কুইলার বিয়ে হয়ে গেলে একদিক দিয়ে ভালোই হবে—বৃদ্ধ উপানকুয়ি মরলে আরকোই ইনকা হতো, ওকে বিষ খাইয়ে শেষ করে দিতে পারলে একইসঙ্গে ক্যাছুয়া আর চ্যানকাদের রানি হয়ে যেতে পারত কুইলা। তা-ও হলো না—নিজেকে বাঁচাতে সূর্যকুমারী হয়ে গেল আমার মা-মরা মেয়েটা, কিন্তু শেষপর্যন্ত অন্ধ হয়ে গেল,' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি। 'অবস্থা যা হয়েছে আমাদের

www.BanglaBook.org

তাতে ক্যাছুয়াদেরকে একমাস সময় দিয়েছি না-বলে ওদের কাছ থেকে একমাস সময় নিয়েছি বললে সত্য বলা হবে। কিন্তু আমি জানি এই এক মাসে কেন, এক বছরেও কিছু করতে পারবো না। কারণ, সবচেয়ে বড় কথা, নেতা নেই আমার সৈন্যদের, মোক্ষম আঘাত করার মতো পরিকল্পনাকারী নেই। আপনি প্রকৃতপক্ষে ক্যাছুয়াদের হাতে বন্দি হয়ে আছেন, আমার অবস্থাও ভালো না; অথচ দেখুন কুইলাকে যদি বাঁচাতে যান তা হলে যাকে সবার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেন সেই কারিও কিন্তু ভালো চোখে দেখবে না ব্যাপারটা। আবার এই কারি যদি সিংহাসনে বসতে না-পারে তা হলে আপনার-আমার দু'জনেরই বড় রকমের সমস্যা হয়ে যাবে। ...পরিস্থিতি কতখানি জটিল হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন?'

'বুঝতে পারছি। কিন্তু আমারও কিছু করার নেই আপাতত। কুইলাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবোই, তাতে আমার মরণ হলেও পরোয়া করি না। তবে একটা কথা বলে রাখি, আমি সবসময় অত্যাচারিতদের পক্ষে—যদি বেঁচে থাকি, যদি সুযোগ হয়, অভাগা চ্যানকা আর যুঙ্কাদের জন্য কিছু-না-কিছু করার চেষ্টা করবোই। আপনার সঙ্গে পরে আবার দেখা করতে আসবো। ...আর দেরি করতে পারবো না, কারিকে নিয়ে ফিরতে হবে কুযকোতে।'

রাজা হুয়ারাছার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হয়ে এলাম তাঁর তাঁবু থেকে, তারপর কারিকে নিয়ে সরে গেলাম এককোনায়। আমাদের কথা শোনার মতো কেউ নেই কাছেপিঠে। সুতরাং ল্যারিকোর সঙ্গে আমার যা যা কথা হয়েছে তার পুরোটা, অবশ্যই কুইলার প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে, বললাম ওকে। স্বীকার করছি, কথা গোপন করতে খারাপ লাগল, কিন্তু আমি অনন্যোপায়। কারি ধর্মান্ধ; কুইলার ব্যাপারে যদি কিছু জানতে পারে সে তা হলে ইনকা হতে পারলে প্রথমেই হত্যা করবে ল্যারিকোকে, তারপর যদি বাঁচিয়ে রাখে তা হলে অত্যন্ত গোপন ও সুরক্ষিত কোনো জায়গায় পাঠিয়ে দেবে কুইলাকে, আর

www.BanglaBook.org

আমাকে করবে নজরবন্দি।

যা-হোক, আমার সব কথা শোনার পর কারি বলল, 'এটা কিন্তু একটা ফাঁদও হতে পারে আমাদের জন্য, ভেবে দেখেছেন? ওই ল্যারিকোকে এক ফোঁটাও বিশ্বাস করি না আমি। অনেক আগে থেকেই চিনি ওকে। সবসময় আরকোর সঙ্গে সঙ্গে থাকত, ওর সব কুকাজে মন্ত্রণা দিত। আমার শত্রু কখনও আমার ভালো চাইতে পারে না।'

'ল্যারিকোর মতো মানুষরা,' বললাম আমি, 'নিজেদের ভালোটাই দেখে সবকিছুর আগে। এখন তোমার ব্যাপারে এত সুন্দর সুন্দর কথা শুনিয়েছে আমাকে, কারণ—আরকো যদি বেঁচে যায় আর ক্ষমতা পায়, তা হলে ওকে খুন করবেই করবে। কুইলার ব্যাপারে তোমার বাবার পক্ষ নিয়ে কথা বলেছে সে আরকোর বিরুদ্ধে।'

'কে জানে কথাটা সত্যি না মিথ্যা! তার পরও ঝুঁকি নিতেই হবে আমাকে। ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখি আমি সবসময়, যত বড় বিপদই হোক না কেন ঈশ্বরই আমাকে রক্ষা করেন সবসময়। এবারও তাঁর উপর ভরসা করছি,' বলতে বলতে গলায়-ঝোলানো প্যাচাকামাকের মূর্তিটা বের করল সে জামার ভিতর থেকে, কয়েকবার চুমু দিল মূর্তিটার গায়ে। আমার দিকে উল্টো ঘুরে প্রণাম করল আকাশের সূর্যকে, বিড়বিড় করে প্রার্থনা করল। তার পর আমার দিকে ঘুরে বলল, 'আপনার সঙ্গে যাবো আমি। ইনকা হতে পারি বা না-পারি, বেঁচে থাকি বা মরি, ঈশ্বর যা ইচ্ছা করবেন, সূর্যদেবতা যা চাইবেন তা-ই মেনে নেবো।'

অতি ঘনিষ্ঠ কয়েকজন সহচর এবং যে-সব সেনা-অধিনায়ক যোগ দিয়েছিল ওর সঙ্গে তাদের মধ্যে থেকে দু'-একজনকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলো সে। দলবদল করে হাজার পাঁচেক সৈন্য যোগ দিয়েছিল ওর সঙ্গে, ওরা এল না ভয়ে—আরকোর অনুগত বাহিনী ওদেরকে দেখামাত্র হয়তো হত্যা করতে চাইবে।

www.BanglaBook.org

সে-রাতে, একরকম গোপনে কিন্তু নিরাপদে কুযকোতে ফিরে এলাম আমরা। তারপর ল্যারিকোর সঙ্গে গোপন এক বৈঠকে মিলিত হলো কারি, আমাকে ডাকল না। ওদের আলোচনা শেষ হলে জানতে চাইলাম কী কথা হয়েছে; জবাবে কারি শুধু বলল, 'কয়েকটা বিষয়ে একমত হয়েছি আমরা, এখন আমরা দু'জনই সন্তুষ্ট।'

সে যাতে আর বেশি কিছু বলে না-ফেলে সম্ভবত সে-জন্য তড়িঘড়ি করে আমাকে আরেকদিকে নিয়ে গেল ল্যারিকো, ফিসফিস করে বলল, 'সমুদ্র-দেবতা, কথা রেখেছেন আপনি, আমি যা চেয়েছিলাম তা-ই দিয়েছেন আমাকে; সুতরাং আমার পালা যখন আসবে তখন আমিও কথা রাখবো। সিংহাসন ফিরে পাওয়ার স্বপ্নে এখন বিভোর হয়ে আছেন রাজকুমার কারি, লেডি কুইলার ব্যাপারে কিছু বলে তাঁর সেই স্বপ্ন ভাঙানোটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না; আমাদেরকে যা করতে হবে খুবই গোপনে করতে হবে। আমি শুধু একবার লেডি কুইলার নামটা উচ্চারণ করেছিলাম তাঁর সামনে, আমার দিকে এমন কটমট করে তাকালেন তিনি যে কী আর বলবো! বললেন, ধর্মের ব্যাপারে যে বা যারা বাড়াবাড়ি করবে, তারা যা-ই হোক, আমরণ যুদ্ধ করবেন তিনি তাদের বিরুদ্ধে। সূর্যদেবতার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন লেডি কুইলা, কাজেই সূর্যদেবতার কাছেই নাকি থাকতে হবে তাঁকে আমৃত্যু, এমন কিছু করা যাবে না যাতে সূর্যদেবতা বা প্যাচাকামাকের অভিশাপ নামে পুরো দেশ ও জাতির উপর। ...কিছু বুঝতে পেরেছেন?'

এই প্রসঙ্গে অন্তত কারির সামনে কিছু বলাটা আসলেই ঠিক হবে না। প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞেস করলাম, 'আরকোর খবর কী?'

'তাঁর অনুসারী আর ভক্তের সংখ্যা নেহাত কম না। তাঁর অবস্থা ভালো না, আবার সাধারণ জনগণ যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে তাঁর বিপক্ষে চলে গেছে, এদিকে সেনাবাহিনীকে ঠিকমতো নেতৃত্ব

www.BanglaBook.org

দেয়ার মতোও কেউ নেই; তাই কুযকো থেকে পাঁচ লিগ দূরের শক্তিশালী এক পার্বত্য শহরে পালকিতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরাই করেছে কাজটা, হয়তো ভেবেছে এখানে থাকলে ক্ষতি হতে পারে তাঁর। কয়েক হাজার সশস্ত্র যোদ্ধাও গেছে পিছু পিছু, তাঁকে পাহারা দিয়ে রাখবে।'

পরদিন সকালে আমাকে রাজদরবারে ডেকে পাঠালেন ইনকা উপানকুয়ি। চকচকে বর্মটা পরে সেখানে গিয়ে দেখি, উপানকুয়ির পরনে রাজকীয় পোশাক, বড় বড় কয়েকজন জমিদার আর পুরোহিতও আছে সঙ্গে, "ভিলাওরনা" ল্যারিকোকেও দেখি এককোনায় দাঁড়িয়ে আছে।

'আসুন, সমুদ্র-দেবতা, আসুন,' কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে খোশমেজাজে আছেন তিনি, শরীরও ভালো হয়েছে আগের চেয়ে, 'চ্যানকাদের শিবিরে গেলেন, রাজা হুয়ারাছার সঙ্গে কথা বললেন, কিন্তু আমাকে তো কিছুই জানালেন না?'

উপানকুয়ির ঢং দেখে বিরক্তি লাগল। সবই জানেন তিনি, বোঝাই যাচ্ছে। এক কথা বার বার বলতে ভালো লাগে না, তাই সংক্ষেপে বললাম তাঁকে। তবে যুদ্ধে চ্যানকাদের কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, শান্তি-প্রস্তাব পেয়ে আসলে খুশি হয়েছে ওরা—এসব চেপে গেলাম।

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন উপানকুয়ি, এমন সময় নকিব গোছের একটা লোক হাজির হয়ে সসম্মানে কুর্নিশ করল তাঁকে, মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মহামান্য, একটা লোক দেখা করতে চায় আপনার সঙ্গে।'

হাতের রাজদণ্ডটা সামান্য নাড়লেন উপানকুয়ি, অর্থাৎ ওই লোকের সঙ্গে দেখা করতে আপত্তি নেই তাঁর।

চলে গেল লোকটা, কিছুক্ষণ পরই রাজদরবারে হাজির হলো কারি। পরনে ক্যাছুয়া রাজকুমারদের মতো জোব্বা আর আলখাল্লা। কানে সোনার চাকতি, তাতে সূর্যের প্রতিকৃতি খোদাই-

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করা। গলায় পান্না আর সোনার দুটো আলাদা চেইন। একা আসেনি সে, ওর সাঙ্গপাঙ্গরাও এসেছে। কিছুটা এগিয়ে এল সে, হাঁটু গেড়ে বসল উপানকুয়ির সামনে।

ওর দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন উপানকুয়ি। তারপর, হঠাৎ করেই দেখি, তাঁর দুই গালে রঙ লাগতে শুরু করেছে, হাত কাঁপছে। নিজেকে সামলানোর যত চেষ্টা করছেন তিনি তত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ছেন। কোনোরকমে, প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'কে? কে? তুমি কে? ক্যাছুয়া রাজকুমারদের মতো কাপড় পরার সাহস পেলে কীভাবে?'

'কারণ আমি একজন ক্যাছুয়া রাজকুমার। আমার নাম কারি। মহামান্য ইনকা উপানকুয়ির বড় ছেলে।'

'সে মরে গেছে, অনেকদিন আগেই মরে গেছে আমার ছেলেটা। অন্তত সে-রকমই বলা হয়েছে আমাকে,' গলা কাঁপছে উপানকুয়ির।

'না, সে মরেনি। সে বেঁচে আছে এবং আপনার সামনে এই মুহূর্তে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। আরকো বিষ খাইয়েছিল আমাকে, কিন্তু সূর্যদেবতার ইচ্ছায় বেঁচে যাই আমি। এরপর সমুদ্র আমাকে নিয়ে যায় অনেক দূরের এক দেশে, যেখানে একজন সাদা-দেবতার সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। ওই দেবতা বন্ধুর মতো আমাকে আশ্রয় দেন, আমার সব রকমের যত্ন নেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়েই আবার নিজের দেশে ফিরে আসি আমি।'

'অসম্ভব,' গলায় জোর নেই উপানকুয়ির। 'বিশ্বাস করি না তোমার কথা। তুমিই যে কারি তার কোনো প্রমাণ আছে তোমার কাছে? আমার ছেলেটার গলায় ছোটকাল থেকেই প্যাচাকামাকের একটা মূর্তি ঝুলত, ওর মা ওই মূর্তিটা পরিয়ে দিয়েছিল ওকে। কোথায় সেই মূর্তি?'

প্যাচাকামাকের সোনার মূর্তিটা বের করে দেখাল কারি।

অনেকক্ষণ ধরে মূর্তিটা দেখলেন উপানকুয়ি। তারপর



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বললেন, 'হুঁ, আমার প্রথম স্ত্রীর গলায় সবসময় থাকত এই মূর্তি, বাচ্চা হওয়ার পর নিজের গলা থেকে খুলে ছেলেকে এটা পরিয়ে দিয়েছিল সে। ...কিন্তু এমনও তো পারে, কারির গলা থেকে খুলে নিয়ে নিজের গলায় এটা পরেছ তুমি? দাঁড়াও, এখনই জানা যাবে আসল ব্যাপার।' এদিক-ওদিক তাকালেন তিনি। 'যে-সব দাই কাজ করে রাজপ্রাসাদে তাদের সর্দারনীকে গিয়ে বলো এই মুহূর্তে এখানে আসতে বলেছি আমি।'

বুড়ি দাই মা'র হাজির হতে বেশি সময় লাগল না। বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে হাঁটতে হচ্ছে তাঁকে, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দুই চোখ বার বার বড় বড় করে তাকাচ্ছেন দেখে বোঝা গেল ভালোমতো দেখতেও পান না। উপানকুয়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

'মা,' বললেন উপানকুয়ি, 'আমার বড় ছেলে যখন জন্ম নেয় তখন আমার স্ত্রীর পাশেই ছিলেন আপনি। এরপর অনেকগুলো বছর ওই ছেলেটাকে লালন-পালন করেন। এত বছর পর যদি বলি, ওই ছেলেটাকে দেখামাত্র চিনতে পারবেন কি না, তা হলে কী বলবেন?'

'হ্যাঁ, পারবো।'

'কীভাবে?'

'ওই ছেলের গায়ে বিশেষ একটা জায়গায় তিনটা তিল ছিল, যা আর কোনো রাজকুমারের গায়ে কখনও দেখিনি আমি, এমনকী আপনার গায়েও না, মহামান্য ইনকা।'

'কোথায়?'

'পিঠে, দুই কাঁধের ঠিক মাঝখানে। একটার নীচে আরেকটা।'

কারির দিকে তাকালেন উপানকুয়ি। 'তুমি কি তোমার পোশাক খুলে আমাদেরকে তোমার পিঠ দেখাতে রাজি আছো?'

জবাবে মৃদু হাসল কারি, জোব্বা আর আলখাল্লা সরিয়ে উন্মুক্ত করল ওর বুক-পিঠ। তারপর দাই-মা'র দিকে এগিয়ে গিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

উল্টো হয়ে ঘুরে দাঁড়াল তাঁর সামনে।

দুই চোখ বড় বড় করে কারির নগ্ন পিঠ দেখতে লাগলেন দাই মা। 'কাটাছেঁড়ার দাগ প্রচুর। এই লোক যুদ্ধ করেছে অনেক, মারও খেয়েছে অনেক। ...কিন্তু...এ কী? এই তো...পিঠের ঠিক মাঝখানে, তিনটা তিল! তবে একটা ঢাকা পড়ে গেছে প্রায়, একটা ক্ষত শুকিয়ে দাগ বসে গেছে এই জায়গায়। ...কারি! কারি! আমার কারি! এতদিন পর কোত্থেকে এলি তুই?' বলতে বলতে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন তিনি কারিকে, পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলেন কারির পিঠে-কাঁধে। 'কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলি, বাপ আমার?'

কারিও সবার সামনে জড়িয়ে ধরল ওর দাই মাকে, চুমু দিতে লাগল বুড়ির গালে-কপালে। খুশিতে সমানে কাঁদছে দু'জনই।

আবেগ সামলাতে কষ্ট হচ্ছে উপানকুয়িরও। সিংহাসন থেকে নেমে ছেলের দিকে এগিয়ে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলেন দু'হাতে, তারপর কপালে চুমু খেলেন আলতো করে। কারিও হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নত করে সম্মান জানাল ওর বাবাকে। তারপর দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করে কারি আর ল্যারিকোকে সঙ্গে নিয়ে খাসকামরায় চলে গেলেন উপানকুয়ি। পরে ল্যারিকোর কাছ থেকে জানতে পারি, কুযকোর সামগ্রিক অবস্থা নিয়েই নাকি আলোচনা হয় তিনজনের মধ্যে; বিশেষ করে আরকোর ব্যাপারে কী করা যায় সে-ব্যাপারেই কথা বলেন তাঁরা।

পরদিন সকালে থাকার জন্য একটা বাড়ি বরাদ্দ দেয়া হলো কারিকে। বাড়িটা যতটা না রাজপ্রাসাদ, তার চেয়ে বেশি দুর্গ। পুরু আর বড় বড় পাথরের-ব্লক দিয়ে বানানো বাড়িটা, সদর-দরজা বাদ দিয়ে যতগুলো দরজা আছে সবগুলো সরু। উঁচু প্রাচীর-বেষ্টিত ওই বাড়ির বাইরে বেশ বড় খোলা জায়গা। কারির সাঙ্গপাঙ্গরা বলতে গেলে ঘাঁটি গেড়েছে ওই জায়গায়; সে ইনকা হয়েছে শুনে, হাজার পাঁচেকের মতো যে-সব সৈন্য দলবদল করে

www.BanglaBook.org

যোগ দিয়েছিল ওর সঙ্গে তারাও কুযকোতে চলে এসে ওর বাড়ির চারপাশে অবস্থান নিয়েছে। আর এদিকে ক্যাছুয়া সেনাবাহিনী দুই ভাগ হয়ে গেছে। যুদ্ধ স্থগিত, সুতরাং রক্ত-উপত্যকায় থেকে আর কোনো লাভ নেই; যে-সব সৈন্য ইনকার প্রতি শ্রদ্ধাশীল তারা দলে দলে ফিরে আসছে, সেনাছাউনিতে ফিরে যাচ্ছে। আর যারা এখনও আরকোর প্রতি অনুগত, তারা গোপনে চলে যাচ্ছে পাঁচ লিগ দূরের ওই শহরে; যেখানে, শুনেছি, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে আরকো।

গণনাকারীরা গণনা করে বলেছে, সামনের মাসের প্রথম দিনটা নাকি বিশেষ শুভ; তাই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে ওই দিন কারিকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হবে সূর্যমন্দিরে, সবার সামনে নতুন ইনকা হিসেবে ঘোষণা করা হবে ওর নাম। এদিকে সূর্যদেবতা, দেশ আর ইনকা উপানকুয়ির বিরুদ্ধে অপরাধী সাব্যস্ত করা হয়েছে আরকোকে; সবাই বলাবলি করছে লাম্পট্য, বর্বরতা আর অনাচারের কারণে রাজমুকুট হারিয়েছে সে।

একদিন রাতের বেলায় গেলাম কারির বাড়িতে, ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমাকে যথেষ্ট খাতিরযত্ন করল সে, তারপর আমাদের আলাপচারিতার একপর্যায়ে বলল, 'ভাই, আমি কি আপনাকে বলিনি, ঈশ্বরের উপর সবসময় বিশ্বাস রাখতে? দেখেছেন, অটল বিশ্বাস ছিল আমার, তাই আবার সবকিছু ফিরে পেয়েছি। যদিও বিপদ পুরোপুরি কাটেনি, এবং অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হচ্ছে এই দেশে গৃহযুদ্ধ বেধে যেতে পারে যে-কোনো সময়।'

ব্যঙ্গ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। 'কেন যেন ঈশ্বর খুব পছন্দ করেন তোমাকে। যা চাও, তা-ই পেয়ে যাও সবসময়। আর আমার বেলায় সবসময় উল্টোটা ঘটে।'

'কী চান আপনি? আমার রাজত্বের অর্ধেক যদি চান, দিয়ে দিতে রাজি আছি। রাজা হুয়ারাছা বলে রেখেছেন তাঁর পরে আপনাকে চ্যানকাদের রাজা বানাবেন। সুতরাং চাওয়ার মতো

www.BanglaBook.org

আর কী থাকতে পারে আপনার?'

বাঁকা হাসি হাসলাম আমি। 'কারি, তাভানতিনসুয়ু বা ইংল্যাণ্ড বা পুরো পৃথিবী নিয়ে এসে কেউ যদি আমার পায়ে সমর্পণ করে তা হলে আমার কিছুই পাওয়া হবে না আসলে। কারণ এই পৃথিবীর কোনো দাম নেই আমার কাছে। আমি চাই চাঁদ।'

বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল কারি, কঠোর হয়ে গেছে ওর চেহারা, কুঁচকে গেছে দুই ভ্রূ। 'ভাই,' আবেগহীন গলায় বলল সে, 'পৃথিবীতে থেকে কেউ আকাশের চাঁদকে পেতে পারে না, পাওয়া সম্ভব না। তার পরও যদি কেউ চেষ্টা করে তা হলে তার ফল ভালো হয় না বলেই জানি।' এরপর প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল সে, রাজা হুয়ারাছা, মানে চ্যানকাদের সঙ্গে কীভাবে শান্তিচুক্তি করা যায় সে-ব্যাপারে কথা বলতে লাগল।

মনে মনে হাসলাম আমি, করুণা হচ্ছে নিজের উপর। কারির কথা কিছু শুনছি, কিছু শুনছি না। মনে পড়ে গেছে সেই দিনটার কথা যে-দিন হঠাৎ করেই ওকে পেয়ে গিয়েছিলাম লণ্ডনের জেটিতে। নিতান্ত অসহায়ের মতো মার খাচ্ছিল সে, আমি উদ্ধার না-করলে হয়তো মরেই যেত।

আর আজ? দোর্দণ্ড প্রতাপে ওই একই লোক বসে আছে আমার সামনে। আজ আমি ওর সামনে প্রায় একইরকম অসহায়, আমার আবেগের বিন্দুমাত্র মূল্য নেই ওর কাছে, মুখে ঠিকই ভাই ভাই বলছে অথচ মনে মনে আমাকে হয়তো মূল্য দেয়ারও দরকার মনে করে না লোকটা।

ধর্ম, সনাতনী সংস্কার আর রাজনীতি আজ ওর কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ, আমি ঠিক ততটাই গুরুত্বহীন।

এরই নাম ভাগ্য? নিয়তি কি এতটাই নিষ্ঠুর?

দাঁতে দাঁত পিষলাম।

আমি কি এতটাই অসহায় আর অক্ষম যে, নিয়তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারবো না?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# দশ

কারিকে খুঁজে পেয়ে ওর উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েছেন উপানকুয়ি। বৃদ্ধ পিতাদের বেলায় সচরাচর এমনটাই ঘটে; উপানকুয়ি শুধু বুড়ো বাবাই নন, এমন একজন ইনকা যিনি একইসঙ্গে একজন যোগ্য লোক আর নিজের রক্তের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে স্বেচ্ছা-নির্বাসন বা পরপারে যেতে চান। কারির কাঁধে ভর দিয়ে রাজপ্রাসাদের ভিতরে অথবা বাগানে হেঁটে বেড়ান তিনি আজকাল, বকবক করতে থাকেন ওর সঙ্গে–মনের সব কথা জানিয়ে দেন ছেলের কাছে। কারিও মনোযোগ দিয়ে শোনে।

একদিন আমার উপস্থিতিতেই বললেন তিনি কারিকে, 'লোকে আমাদেরকে দেখলে ভাবে, আমরা রাজারা পৃথিবী শাসন করি। কথাটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠিক না। পৃথিবী শাসন করে রানিরা, কখনও কখনও রাজাদের রক্ষিতারা। কীভাবে জানো? আমরা কামনার কাছে বশ মেনে আছি, মানে নারীদের কাছে নতজানু হয়ে আছি সবসময়, ব্যাপারটা জানে বলেই আমাদেরকে দিয়ে যা খুশি তা-ই করিয়ে নিতে পারছে ওরা। আরেকটা কথা, আমি খেয়াল করে দেখেছি, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা করে ছেলেরা। কিন্তু মেয়েরা যা চায় তা নিয়েই ভাবে সবসময়। কীভাবে ছেলেসন্তানের মা হওয়া যায়, তাদেরকে কজার মধ্যে রাখা যায়–ওদের ধ্যানধারণা এসবের মধ্যেই সীমিত।'

www.BanglaBook.org

'হ্যাঁ, বাবা,' তাল মেলাল কারি, 'মেয়েমানুষের কারণেই মরতে বসেছিলাম আমি, এমনকী নিজের দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল অনেক দূরে। নিজের জীবন থেকে শিক্ষা নিতে হয়েছে আমাকে, সিদ্ধান্ত নিয়েছি মেয়েদের ব্যাপারে যতটা পারি উদাসীন থাকার চেষ্টা করবো। এই দেশে, কিংবা দেশের বাইরে যত জায়গায় গেছি, কোথাও না কোথাও দেখেছি, মহান আর মহৎ একেকজন লোক শুধু প্রেমের কারণে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে। সম্পদ আর খ্যাতি—হয়তো সবই ছিল ওদের কাছে, সব হারিয়ে মিশে গেছে ওরা ধুলোর সঙ্গে। তারপরও, কেন যেন শিক্ষা হয় না এসব লোকের। আগে যে-ভুল করেছে, সে-ভুল শোধরানো তো পরের কথা, সুযোগ পেলে ওই ভুল আবারও করতে প্রস্তুত ওরা।'

কথা শেষ করে আমার দিকে তাকাল সে, সে যা বোঝাতে চেয়েছে তা আমি বুঝতে পেরেছি কি না বুঝতে চায়। অন্যদিকে তাকালাম আমি, ওই ব্যাপারে আর কিছু না-বলে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে লাগল কারি।

দেখতে দেখতে চলে এল বিশেষ সেই দিন। সূর্যমন্দিরের পাদদেশে জড়ো হলো ক্যাছুয়াদের প্রায় সব সম্ভ্রান্ত লোক—রাজপুত্র, জমিদার, সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বড় বড় পুরোহিত এবং নামিদামি আরও অনেকে। সবার সামনে কারিকে ইনকা হিসেবে ঘোষণা করবেন উপানকুয়ি।

সূর্যমন্দিরটা প্রথমবারের মতো দেখছি আমি। এককথায় যদি বলি, জায়গাটা যেমন বড় তেমন চমৎকার। স্থানীয়রা একে "সোনার বাড়ি" নামে ডাকে। কারণ এখানকার প্রায় সবকিছুই সোনা দিয়ে বানানো। মন্দিরের পশ্চিমদিকের দেয়ালে ঝুলছে সূর্যের গোলাকার একটা প্রতিকৃতি, ব্যাস কমপক্ষে বিশ ফুট। খাঁটি সোনার পুরু একটা পাতে সূর্যদেবতার চেহারা খোদাই করে বানানো হয়েছে ওই প্রতিকৃতি। জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বোঝানোর জন্য

www.BanglaBook.org

পুরো চেহারা জুড়ে বসানো হয়েছে মহামূল্য রত্নপাথর। চোখ আর দাঁত বানানো হয়েছে বড় বড় পান্না দিয়ে। মন্দিরের ছাদ এবং চারদিকের দেয়ালে সোনার প্যানেল করা, এমনকী কার্নিশ আর স্তম্ভগুলোও নিখাদ সোনার।

পশ্চিমদিকের দেয়ালে আরও বসানো আছে রূপা-দিয়ে-বানানো একটা বাঁকা চাঁদ আর কতগুলো তারার প্রতিকৃতি। এগুলোর চারপাশে এমনভাবে বসানো আছে কতগুলো রত্নপাথর যে, উজ্জ্বল আলো সেগুলোতে প্রতিফলিত হয়ে রঙধনুর সাত রং তৈরি করেছে দেয়ালের বড় একটা অংশ জুড়ে।

অভাবনীয় এই দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি আমি। ভাবছি, ইউরোপের অধিবাসীরা কখনও যদি এই দেশ, মানে এদের এত সম্পদের ব্যাপারে জানতে পারে তা হলে কী করবে? জাহাজে চেপে হাজার হাজার লোক এসে জড়ো হবে এখানে, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে মেরেকেটে শেষ করবে প্রকৃতপক্ষে সহজ-সরল এই লোকগুলোকে, দখল করে নেবে দেশটা, যেখান থেকে যত সম্পদ পারে লুট করে পাচার করবে ইউরোপে। অথচ এই দেশের মানুষের কাছে সোনা-রূপার কদর নেই তেমন একটা; মূলত যখন মন্দির বানায় এরা তখন দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য যা যা পারে সোনা দিয়ে বানানোর চেষ্টা করে।

সূর্যের প্রতিকৃতিটার দু'পাশে, সোনার চেয়ারে বসানো আছে আগের ইনকা এবং তাদের রানিদের মরদেহ। গায়ে রাজকীয় পোশাক। এমনকী প্রত্যেক ইনকার মাথাতেই শোভা পাচ্ছে লাউটু। সবার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। ওই রাজা-রানিদেরকে এত চমৎকার কায়দায় মমি বানানো হয়েছে যে, যারা জানে না তারা দূর থেকে দেখলে ভাববে, ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

কারির মাকেও দেখি বসিয়ে রাখা হয়েছে এককোনায়। কাউকে বলে দিতে হলো না; মা-ছেলের চেহারার মধ্যে এত মিল যে, একনজর দেখেই বুঝতে পারলাম আমি। অনেকগুলো চেয়ার,

www.BanglaBook.org

অনেকগুলো মরদেহ; ধরে নেয়া যায় তাভানতিনসুয়ুর ইতিহাসের একেবারে প্রথম ইনকা থেকে শুরু করে উপানকুয়ির বাবা পর্যন্ত বসে আছেন ওখানে। ক্যাছুয়ারা বিশ্বাস করে, ইনকারা আদি-পিতা সূর্যের সন্তান, তাই তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদেরকে নিয়ে আসা হয় এই সূর্যমন্দিরে, এখান থেকে পিতার কাছে ফিরে যান তাঁরা।

খেয়াল করলাম, ভাবগম্ভীর এই পরিবেশ কিছুটা হলেও সম্ভ্রম জাগিয়েছে আমার মনে, অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে ভুগছি আমি। যারাই আসছে এখানে, জুতো খুলে আসছে; এবং পারতপক্ষে কথা বলছে না একজন আরেকজনের সঙ্গে, খুব বেশি দরকার হলে ফিসফিস করছে।

মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলেন উপানকুয়ি। তাঁর পরনে জমকালো পোশাক, সঙ্গে নামিদামি সব লোক। তাঁর পরে ঢুকল কারি, পিছন পিছন ওর সাঙ্গপাঙ্গরা। মাত্র একবার মাথা ঝাঁকিয়ে কারির প্রতি সম্মান বা স্নেহ যা-ই হোক প্রদর্শন করলেন উপানকুয়ি। তারপর, কারিসহ মন্দিরে উপস্থিত প্রতিটা লোক ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে সম্মান দেখাল বিদায়ী ইনকাকে। শুধু আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম আগের মতোই। বাঁকা দৃষ্টিতে আমাকে দেখলেন উপানকুয়ি, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন, কিছু বললেন না। একে একে উঠে দাঁড়াল সবাই। সূর্যের প্রতিকৃতিটার ঠিক নীচে, খাঁটি সোনা দিয়ে বানানো এবং বিভিন্ন রকম রত্নপাথর-খচিত নিজের আসনে বসলেন উপানকুয়ি। তাঁর ডান পাশে, তুলনামূলকভাবে ছোট আরেকটা আসনে গিয়ে বসল কারি।

ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, অতীতের কথা আরও একবার মনে পড়ে যাচ্ছে আমার। ওই লোকটাই নিঃস্ব-রিক্ত অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল লণ্ডনের জেটিতে। ওকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছিল বখাটে ছেলেছোকরারা, চূড়ান্তভাবে অপদস্থ করছিল, নীরবে সব সহ্য করে যাচ্ছিল বেচারা। আমি যখন উদ্ধার করি ওকে, নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিই, তখন বিশ্বাসই

www.BanglaBook.org

করতে পারছিল না সে। ইচ্ছে করলে আমার চাকর বানাতে পারতাম ওকে, অথবা দাস হিসেবে বিক্রি করে দিতে পারতাম কারও কাছে। কোনোটাই করিনি, বরং বন্ধুর মতো আগলে রেখেছি সবসময়। অস্বীকার করতে পারবে না সে, আজ এই যে ইনকা হিসেবে অভিষেক হতে যাচ্ছে ওর, এর পিছনে যদি কারও একক অবদান থেকে থাকে তবে তা আমার।

ঘুরে গেছে ভাগ্যের চাকা। আজ সে রাজা। আর আমি? হাবেভাবে কারি বুঝিয়ে দেয় আমি ওর বন্ধু, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি ওর নজরবন্দি একজন ভিনদেশী। ইনকা হওয়ার পর পরই, দেশের প্রয়োজনে এবং নিজের প্রয়োজনে রাজকাজে ডুবে যাবে সে, তখন আমার কী হবে? কে সঙ্গ দেবে আমাকে? দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করবে, মাথায় করে রাখবে সবসময়, কিন্তু আমার সঙ্গে মন খুলে কথা বলবে না কেউ কখনও। একবার "দেবতা" হয়ে গেছি, সুতরাং ধর্মান্ধ এই মানুষগুলোর কাছে আর "মানুষ" হওয়ার কোনো উপায় নেই আমার; আবার দেবতাদের মতো আবেগশূন্য হওয়াও আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা হলে কি আমাকে আধা দেবতা আধা মানুষ হয়ে অভিশপ্ত জীবন যাপন করে যেতে হবে আমৃত্যু?

কারি ধর্মান্ধ, এদিকে ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নেই আমার মধ্যে। কারি ধর্মীয় সংস্কারে অটল, আর ওর সব সংস্কার আমার কাছে অন্ধবিশ্বাস। আধুনিকতা বলতে কিছু নেই ওর মধ্যে, যা আছে সব সনাতনী; আর আমি মনেপ্রাণে আধুনিক। এ-রকম একটা মানুষের বন্ধুত্ব, বলা ভালো প্রভুত্ব কী করে মেনে নিতে পারি আমি?

জানি না কেন, প্রচণ্ড একটা ইচ্ছা জেগে উঠছে আমার ভিতরে। মন চাচ্ছে, এই মুহূর্তে খুঁজে বের করি কুইলাকে, তার পর ওকে নিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যাই। কিন্তু আমাকে এই কাজটা করতে দেবে না কারি; সেই কারি যে আজ আমার কারণে

www.BanglaBook.org

ইনকা হতে যাচ্ছে, সেই কারি যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাকে "সমুদ্র-দেবতা" বানিয়ে ফায়দা লুটেছে। কুইলাকে যদি পেতে চাই আমি তা হলে এই কারিকে খতম করতে হবে সবার আগে, ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে ওর সাম্রাজ্য আর সাঙ্গপাঙ্গদের। কিন্তু এতটা নিষ্ঠুর কি হতে পারবো কোনোদিন? কুইলাকে যদি পেতে চাই তা হলে নিয়তির বিরুদ্ধে অসম দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে হবে আমাকে। কিন্তু এতটা শক্তিশালী কি হতে পারবো কোনোদিন?

অনুষ্ঠান শুরু হলো। যাজকদের মতো আলখাল্লা পরিহিত ল্যারিকো উঠে দাঁড়াল সবার আগে। ধীর পায়ে উপানকুয়ির সিংহাসনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সে। সিংহাসনের সামনে ছোট্ট একটা বেদি, সেখানে উঠে দাঁড়াল। কিছু ফল, শস্য, ফুল আর বেশ কয়েক টুকরো সোনা দেয়া হলো ওর হাতে, সূর্যদেবের নামে সেগুলো উৎসর্গ করল সে। ভাবলাম, এবার বোধহয় ফুটফুটে কোনো বাচ্চা বা সুন্দরী কোনো কুমারীকে বেদির উপর শুইয়ে জবাই করা হবে, কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না দেখে চেপে-রাখা দম শব্দ করে ছাড়লাম।

এরপর শুরু হলো প্রার্থনাসঙ্গীত। কারি আমাকে যে-ভাষা শিখিয়েছে, গানের ভাষা তার চেয়েও প্রাচীন বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে, তাই বেশিরভাগ কথাই বুঝতে পারছি না। তবে সুরটা সুন্দর, মনোযোগ দিয়ে শুনলে কেমন একটা ভক্তি চলে আসে। পুরোহিতরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে, গানের তালের সঙ্গে মিল রেখে হাঁটু ভাঁজ করে কোমর দুলিয়ে ধীর গতিতে নাচছে থেকে থেকে। এই নাচ কি সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে, নাকি সাধারণ মানুষকে আরও আকৃষ্ট করার জন্য, ঠিক জানি না।

"বলি" দেয়ার আগে বেদিতে ছোট্ট করে আগুন জ্বালানো হয়েছিল, এখন নিভু নিভু করছে সেটা। প্রার্থনাসঙ্গীতও শেষের পর্যায়ে মনে হয়। পরে অবশ্য জানতে পারি, ওই আগুন নিভু নিভু করলেও কখনও নাকি নেভে না, বিশেষ কায়দায় জ্বালিয়ে রাখা

www.BanglaBook.org

হয় বছরের পর বছর ধরে। বেদির ওই হাজার-বছরের-আগুন নাকি জ্বলন্ত সূর্যদেবের আগুনের প্রতীক।

প্রার্থনাসঙ্গীত শেষ হলো, তারপর হঠাৎ করেই অনুচ্চ কণ্ঠে ধীরস্থিরভাবে ভাষণ দিতে শুরু করলেন উপানকুয়ি। কারির ঘটনা বিস্তারিতভাবে বললেন তিনি, আরকোকে অনানুষ্ঠানিকভাবে ইনকা ঘোষণা করার পরও কেন ইনকা বানানো হচ্ছে না তা-ও খুলে বললেন। তারপর কারিকে ডাকলেন নিজের কাছে, বাপ-দাদা-দাদার বাপ এভাবে যতজনের নাম মনে আছে সবার নাম উচ্চারণ করে সবাইকে সাক্ষী থাকতে বলে নিজের মাথা থেকে লাউটু খুলে নিয়ে পরিয়ে দিলেন কারির মাথায়। এবং বললেন, 'আজ থেকে দেশের দায়িত্ব বুঝে নিলে তুমি। আমার দায়িত্ব শেষ। কুযকোতে আর থাকতে চাই না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব য়ুকেতে চলে যাবো। আমার মনে হয় না আমি য়ুকেতে যাওয়ার খুব বেশিদিন পরে, আবার এখানে নিয়ে আসতে হবে আমাকে, বসিয়ে দিতে হবে কোনো একটা চেয়ারে।'

মাথা নুইয়ে তাঁকে সম্মান জানাল কারি। তারপর সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিল সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে, 'বাবার মুখ থেকে আপনারা সবই শুনেছেন। সেগুলো আবার বলে আপনাদেরকে বিরক্ত করতে চাই না। বরং বাবা যা বলেননি শুধু সে-কথাগুলো বলি। আধপাগল অবস্থায় অনেক দূরের এক দেশে গিয়ে হাজির হই আমি এবং অসহায় অবস্থায় মরতে বসি। তখন পরিচয় হয় সমুদ্র-দেবতার সঙ্গে। আমার জীবন বাঁচান তিনি, আশ্রয় দেন আমাকে। তারপর আমার বারংবার তাগিদে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন এই দেশে। তাঁর দৈবিক ক্ষমতাবলেই আজ নিজের মাথায় লাউটু পরতে পেরেছি আমি।' থেমে উপস্থিত জনতার উপর চোখ বুলাল সে। তারপর উঁচু কণ্ঠে জানতে চাইল, 'আপনারা কি আমাকে ইনকা হিসেবে মেনে নিতে রাজি আছেন?'

'জী, আমরা আপনাকে ইনকা হিসেবে মেনে নিতে রাজি

www.BanglaBook.org

আছি,' সমবেত কণ্ঠে ঘোষণা করল সবাই।

'আমি জানি আরকো যদি বেঁচে থাকে তা হলে আমার উপর শোধ নেয়ার চেষ্টা করবেই। সেদিন কি আমার পাশে দাঁড়াবেন আপনারা?' জোরালো গলায় আবারও জানতে চাইল কারি।

'জী, আমরা আপনার পাশে আছি সবসময়।' সমবেত কণ্ঠে আবারও জবাব দিল জনতা।

এরপর শুরু হলো ক্যাছুয়াদের রীতি অনুযায়ী নতুন ইনকাকে বরণ করে নেয়ার অনুষ্ঠান। প্রার্থনাসঙ্গীত শুরু হলো আবার, তার পর উপানকুয়ি বাদে একে একে সব ইনকার সামনে নিয়ে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে "পরিচয়" করিয়ে দেয়া হলো কারিকে। আরও কিছু অনুষ্ঠান হলো, সবগুলোর বর্ণনা না-দিলেও চলবে। যা-হোক, সব অনুষ্ঠান শেষে, কারি আর ওর সভাসদদের পিছু পিছু যখন বের হয়ে আসছি সূর্যমন্দির থেকে, ততক্ষণে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে।

কারির সাঙ্গপাঙ্গরা ঘিরে ধরে আছে ওকে, ওদিকে উপানকুয়ি পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন পুরোহিত আর জমিদারদের দ্বারা। প্রচণ্ড ভিড়, তার উপর আস্তে আস্তে হাঁটছেন উপানকুয়ি, তাই যত এগোচ্ছি মানুষের সংখ্যা তত বাড়ছে, আমাদের চলার গতিও কমছে। যা-হোক, শেষপর্যন্ত মন্দির থেকে বের হয়ে আমরা হাজির হলাম বেশ বড় একটা খোলা জায়গায়। সামনে, মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে, সোনার চেইন দিয়ে ঘেরা একটা প্ল্যাটফর্ম; চারদিক দিয়ে ওই প্ল্যাটফর্ম ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে হাজার হাজার লোক, বিদায়ী আর নতুন ইনকাকে দেখার কৌতূহল সবার চেহারায়।

এগিয়ে গিয়ে উঠে দাঁড়ালাম প্ল্যাটফর্মে। ভিড় এত বেশি যে, ঠাসাঠাসি করে দাঁড়াতে হয়েছে আমাদেরকে, অনেকে আবার জায়গাই পায়নি। বলতে গেলে সামনের সারিতেই আছি আমি। আমার থেকে কিছুটা সামনে কারি, আমাদের মাঝখানে পনেরো-বিশজন লোক। উপানকুয়ি আছেন কারির বাঁ দিকে, তাঁদের

www.BanglaBook.org

দু'জনের মাঝখানে আবার দশ-বারোজন পুরোহিত। প্ল্যাটফর্মে কোনো রেলিং নেই, খাটো কয়েকটা সোনার পুরু দণ্ডের মাথায় বিশাল একটা সোনার চেইন বসিয়ে তিন দিকে ঘেরাও দিয়ে প্ল্যাটফর্মের সীমানা নির্দেশ করা হচ্ছে। পরে জানতে পারি, এই চেইন এত ভারি যে, এটা তুলতে নাকি পঞ্চাশ জন লোকেরও কষ্ট হবে।

অন্ধকার ঘনাচ্ছে, তাই মশাল জ্বালিয়ে উঁচু করে ধরে আছে আমাদের সঙ্গের কেউ কেউ। সেই আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখি, নীচে দাঁড়িয়ে আছে কুযকোর উৎসুক আর উৎফুল্ল জনতা। নতুন ইনকাকে দেখতে পেয়ে খুশিতে হাততালি দিয়ে উঠল কেউ কেউ, কারির নাম ধরে জয়ধ্বনিও দিতে লাগল। কে বা কারা যেন চেঁচিয়ে থামতে বলল ওদেরকে। চুপ হয়ে গেল সবাই। তখন প্ল্যাটফর্মের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেন উপানকুয়ি। তাঁর সঙ্গে এখন আর কেউ নেই। এককালে যারা তাঁর প্রজা ছিল, নীচে তাকিয়ে তাদেরকে দেখছেন তিনি। কিছুক্ষণ পর আগের মতোই অনুচ্চ কণ্ঠে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতে শুরু করলেন। ভাষণের একেবারে শেষে দু'হাত উপরের দিকে তুলে জানতে চাইলেন, 'সূর্যদেবতার পূজারীরা, তোমরা কি আমার বড় ছেলে কারিকে ইনকা হিসেবে মেনে নিতে রাজি আছো?'

সমবেত কণ্ঠে জানান দিতে লাগল উপস্থিত জনতা, রাজি আছে সবাই।

আর ঠিক তখনই, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একটা লোক বলতে গেলে ভোজবাজির মতো উদয় হলো প্ল্যাটফর্মের নীচে, একলাফে চড়ে বসল প্ল্যাটফর্মে, আমরা কেউ বাধা দেয়ার আগেই অবলীলায় চেইন টপকিয়ে ঢুকে গেল ভিতরে, উপানকুয়ির গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

আরকো!

হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, ওই লোক আরকো। চরমতম ক্রোধ আর ক্ষোভে বিকৃত আর বীভৎস হয়ে গেছে ওর চেহারা;



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওর সেই প্রাণসংহারী মূর্তি দেখে, যারা ওকে চিনতে পেরেছে তারা সবাই, স্থাণুর মতো অচল হয়ে গেছে যার যার জায়গায়।

চিৎকার করে বলল আরকো, 'আমি কারিকে ইনকা মানি না, এবং এই নে তোর বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার!'

বলতে বলতে বিশাল এক খঞ্জর টেনে বের করল সে কোমর থেকে, তারপর সেটা সর্বশক্তিতে আমূল গেঁথে দিল উপানকুয়ির বুকে। এরপর চেইন টপকিয়ে লাফিয়ে পড়ল নীচে। ওর সাঙ্গপাঙ্গরা দাঁড়িয়ে ছিল নীচে, হতবিহ্বল জনতার চোখের সামনে দিয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল ওরা খরগোসের ক্ষিপ্রতায়।

পুরো ঘটনাটা ঘটতে কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগল না।

ভয়ে বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, যেন জমে গেছে সবাই। এমনকী আমিও কিছু করতে পারছি না। চারপাশে এত বেশি লোক যে, নড়তেই পারছি না, খাপ থেকে তরবারি বের করা তো পরের কথা।

আরকোর খঞ্জর বুকে নিয়ে উল্টে পড়ে গেছেন উপানকুয়ি, কারা যেন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠে ভেঙে চুরমার করে দিল রাতের নিস্তব্ধতা। তারপর আবার সব চুপ। বৃদ্ধ উপানকুয়ি পড়ে আছেন প্ল্যাটফর্মের কিনারায়, তাঁর বুক থেকে রক্ত বের হয়ে গড়িয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে সাদা দাড়ি, মহামূল্য রত্নপাথরযুক্ত সাদা আলখাল্লা। আমরা সবাই হুড়োহুড়ি করে গিয়ে হাজির হলাম তাঁর কাছে। কিন্তু ততক্ষণে কারোরই আর কিছু করার নেই।

বিড়বিড় করে কী যেন বলছিলেন উপানকুয়ি, কারিকে দেখতে পেয়ে স্পষ্ট গলায় বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি যে আমাকে চলে যেতে হবে ভাবতে পারিনি। ...সূর্যদেবতা, পিতা আমার, আমাকে গ্রহণ করো। আর ক্ষমা করো ওই খুনিকে। সে আর যা-ই হোক, আমার ছেলে না।'

মাথাটা একপাশে কাত হয়ে গেল তাঁর, দু'হাতে ধরে কারি যখন তুলল মাথাটা তখন একনজর দেখেই বুঝলাম মারা গেছেন

www.BanglaBook.org

তাভানতিনসুয়ুর এককালের প্রবল প্রতাপশালী ইনকা উপানকুয়ি।

এখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, যেন বোবা হয়ে গেছে—কী করতে হবে অথবা কী বলতে হবে তা বুঝে উঠতে পারছে না কেউই। শেষপর্যন্ত কারি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মের কিনারায়, আবেগাপ্লুত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, 'বাবা মারা গেছেন। এখন আমিই এই দেশের ইনকা। শপথ করে বলছি, যদি বেঁচে থাকি, বাবার খুনের বদলা আমি নেবোই। আজ, এই মুহূর্তে, খুনি আরকো এবং ওর সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি আমি।'

ওর এই ঘোষণায় যেন সংবিৎ ফিরে পেল উপস্থিত জনতা, ক্ষোভে ফেটে পড়ল সবাই। চিৎকার করে গালি আর অভিশাপ দিতে লাগল ওকে কেউ কেউ, কেউ কেউ আবার এদিকে-সেদিকে ছোটাছুটি শুরু করে দিল খুনিটার খোঁজে। কিন্তু বলাই বাহুল্য, সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে অনেক আগেই পগাড়পার হয়ে গেছে আরকো।

পরদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ইনকা ঘোষণা করা হলো কারিকে, আনুষ্ঠানিকভাবে কিন্তু জাঁকজমক ছাড়া সিংহাসনে বসল সে। খবর নিয়ে জানা গেল, সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে বিশাল টিটিকাকা হ্রদের তীরবর্তী হুয়ারিনা নামের এক সীমান্ত-শহরে পালিয়ে গেছে আরকো। শহরটা কুযকো থেকে বেশ দূরে; সেখানে নাকি রাশি রাশি সোনা ভর্তি অনেকগুলো মন্দির আছে।

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এখন যদি হুয়ারিনায় হামলা চালায় কারি, তা হলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে ক্যাছুয়াদের দেশে। কারি ভয় পাচ্ছে, এই যুদ্ধের সুযোগ নেবে চ্যানকারা, হামলা করবে অরক্ষিত কুযকোতে। সুতরাং ওর দূত হিসেবে রাজা হুয়ারাছার শিবিরে আবারও যেতে হলো আমাকে একদিন, আবারও শান্তির প্রস্তাব দিতে হলো।

খুশি মনেই গ্রহণ করলেন রাজা হুয়ারাছা। একটা ব্যাপার লক্ষ

www.BanglaBook.org

করলাম, যত দিন যাচ্ছে আরকোর মুগুরের আঘাত তত যেন পেয়ে বসছে তাঁকে, দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ছেন তিনি। বলতে গেলে পঙ্গুই হয়ে গেছেন বেচারা, লাঠিতে ভর না-দিয়ে হাঁটতে পারেন না।

আমার প্রস্তাবে জবাবে বললেন তিনি, 'কারির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা আপাতত নেই আমার। এবং ওর অনুপস্থিতিতে ওর দেশে কাপুরুষের মতো হামলাও চালাবো না। আমার দেশের মানুষকে শান্তিতে ও নিরাপদে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সে—আমি মনে করি একজন সফল রাজা প্রয়োজনে শুধু যুদ্ধই করে না বরং প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাবও বজায় রাখতে পারে। আর আরকোর কথা যদি বলেন, ওকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করি আমি। ওর কারণেই অন্ধ হয়ে গেছে আমার মেয়ে। না জানি কী অবস্থায় দিন কাটছে বেচারীর! আমারও কী হাল করেছে সে দেখুন। আমার মনে হয় ওই মুগুরের আঘাত সহ্য করতে না-পেরে একদিন মরণ হবে আমার। আমি চাই জ্যান্ত বা মৃত যেভাবেই হোক ওকে এবার পাকড়াও করুক কারি। তবে আমার দাবি থেকেও একচুল সরবো না—ধর্ম-সমাজ-দেশ যেখানে খুশি সেখানে যাক, আমার মেয়ে কুইলাকে ফেরত চাই আমি। আজ হোক বা কাল কাজটা করতেই হবে কারিকে। কুইলা আমার সন্তান, আমার পরে চ্যানকাদের সিংহাসনে বসার ন্যায্য অধিকার আছে ওর।'

কারির কাছে ফিরে গিয়ে রাজা হুয়ারাছার কথাগুলো বললাম ওকে। কিন্তু হতাশ হয়ে দেখি, কুইলার ব্যাপারে আগের মতোই অনমনীয় সে। বার বার বোঝানোর চেষ্টা করলাম ওকে, কিন্তু বার বারই প্রত্যাখ্যান করল সে। এমনকী ল্যারিকোও যোগ দিল আমার সঙ্গে, আমার মতো সরাসরি নয় বরং ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলল ধর্মীয় আইনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কুইলাকে মুক্তি দেয়া যায় এবং তা করলে চ্যানকাদের সঙ্গে ক্যাছুয়াদের শান্তির ব্যাপারটা পাকাপাকি হয়। কিন্তু কথাগুলো এককান দিয়ে ঢুকিয়ে আরেক

www.BanglaBook.org

কান দিয়ে বের করে দিল কারি।

'ভাই,' আমাদের সব কথা শোনার পর ল্যারিকোকে বিদায় করে দিয়ে শান্ত গলায় আমাকে বলল সে, 'কিছু মনে করবেন না, বাধ্য হয়ে একটা কথা বলতেই হচ্ছে আমাকে। এতক্ষণ রাজা হুয়ারাছার পক্ষে যা বলেছেন আপনি, তার দ্বিগুণ কথা বলেছেন নিজের পক্ষে। জানি না লেডি কুইলা কী যাদু করেছেন আপনাকে যে, তাঁকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে গেছেন আপনি। হাজারবার বলেছি আপনাকে, তিনি সূর্যকুমারী হয়ে গেছেন, সূর্যদেবতার সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে তাঁর, এখন তাঁকে বিয়ে করা কারও পক্ষেই সম্ভব না। ভাই, আমার কাছ থেকে আপনার যা যা ইচ্ছা করে চেয়ে নিন, কিন্তু এই মেয়েটার কথা ভুলে যান। আমি যদি তাঁকে রাজা হুয়ারাছা বা আপনার হাতে তুলে দিই তা হলে আদিপিতা সূর্য এবং প্যাচাকামাকের অভিশাপ নামবে আমার উপর, আমার দেশের উপর। এত বড় পাপ আমি করতে পারবো না। কেন পারবো না জানেন? কিছুদিন আগে জানতে পেরেছি, বাবা নাকি নিজের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করে একবার দেখতে গিয়েছিলেন এই লেডি কুইলাকে, সূর্যকুমারীদের আশ্রমে। দেখুন, ধর্মের নিষেধ অমান্য করার কত বড় শাস্তি পেতে হয়েছে তাঁকে! নিজের ছেলের হাতে খুন হয়েছেন তিনি, সবার সামনে।...যদি লেডি কুইলাকে চান, তা হলে আমি বলবো, গিয়ে যোগ দিন রাজা হুয়ারাছার সঙ্গে, অথবা আরকোর সঙ্গে, হামলা করুন আমার উপর, আমাকে যুদ্ধে পরাজিত করে সিংহাসন থেকে টেনেহিঁচড়ে নামিয়ে দিন। তা না হলে যতদিন এই সিংহাসনে আছি, লেডি কুইলাও যেখানে আছেন সেখানে থাকবেন। তাভানতিনসুয়ুর ইতিহাসে আমি যদি সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী আর অজনপ্রিয় ইনকাও হই, কেউ যেন বলতে না-পারে অধর্ম করেছি আমি, এমন কোনো কাজ করতে চাই না যার জন্য পরে অপমানিত হতে হয় আমাকে।'

www.BanglaBook.org

'তোমাকে টেনেহিঁচড়ে নামাবো সিংহাসন থেকে?' করুণার হাসি হাসলাম। 'যাকে হাতে ধরে ইনকা বানিয়েছি তাকে নামাবো সিংহাসন থেকে? ভালোমতোই জানো কাজটা করতে পারবো না আমি কোনোদিন।'

'না, ভাই হুবার্ট, (খেয়াল করেছি, ইনকা হওয়ার পর থেকে মাঝেমধ্যে আমাকে নাম ধরে ডাকে কারি) হয়তো কাজটা করতে পারবেন না আপনি। আমি চিনি আপনাকে। আপনার প্রতি আমার পরামর্শ, দুঃখকষ্টের বোঝা বহন করতে থাকুন, হয়তো একদিন মুখ তুলে আপনার দিকে তাকাবেন আপনার ঈশ্বর—জানি না কীভাবে, লেডি কুইলাকে পেয়েও যেতে পারেন আপনি। কিন্তু আমার কাছে আপনি যতবার চাইবেন ওই মেয়েকে ততবার মানা করবো আমি। আমি জানি আপনাদের দেশে "নান" বলে বিশেষ একজাতের সন্ন্যাসিনী সম্প্রদায় আছে, যারা অনেকটা সূর্যকুমারীদের মতো। আমি জানি না নানদের বিয়ে করার বিধান আছে কি না আপনাদের ধর্মে, কিন্তু যদি না-থাকে আর যদি কোনো যুবক কোনো গির্জার নানকে জোর করে বিয়ে করতে চায়, তা হলে ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে থাকলে আপনি কি ওই কাজে বাধা দিতেন না? নাকি ওই নান আর ওই যুবক একজন আরেকজনকে ভালোবাসে শুনে তাদের বিয়েতে রাজি হয়ে যেতেন?'

আমার মনে হলো যেন কারি কথা বলছে না, কোনো মৌমাছি কামড় দিচ্ছে আমাকে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললাম, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ, কুইলা যখন সূর্যকুমারী হয়েছে তখন কিন্তু অন্য কোনো উপায় ছিল না ওর। দ্বিতীয়ত, তোমার ভাইয়ের কবল থেকে বাঁচার জন্যই কাজটা করতে হয়েছে ওকে। তৃতীয়ত, তোমার বাবার কাছে আশ্রয় চেয়েছিল সে, কিন্তু তখন তোমার বাবা ছিলেন আরকোর ভয়ে ভীত, কুইলাকে সূর্যকুমারী বানানো ছাড়া আর কোনো বুদ্ধি আসেনি তাঁর মাথায়, কাজেই বলা যায়

www.BanglaBook.org

একরকম জোর করেই ওই আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি মেয়েটাকে, ওর ইচ্ছা-অনিচ্ছার দাম দেননি। সবচেয়ে বড় কথা, সাহস থাকলে গিয়ে জিজ্ঞেস করো কুইলাকে, সূর্যকুমারী হওয়ার কোনো ইচ্ছা ছিল কি না ওর, কিংবা এখনও আছে কি না। তোমার বড় বড় কথার জবাব পেয়ে যাবে আশা করি। আর একটা কথা তোমার মুখের উপরই বলছি, যদি কোনোদিন সুযোগ পাই, কুইলাকে যেভাবেই হোক যেখানেই হোক নিয়ে যাবো আমি।'

'জানি। আপনাকে চিনি আমি। আমার জায়গায় অন্য কোনো ইনকা থাকলে, ওই কাজটা যাতে করতে না-পারেন সে-জন্য কী করত জানেন? যেভাবেই হোক খুন করাত লেডি কুইলাকে। কিন্তু আমি কাজটা করাবো না। কারণ, প্রথম কথা, লেডি কুইলাকে হত্যা করালে খুব দুঃখ পাবেন আপনি; আপনি আমার ভাই, বন্ধু—আপনার মনে এত বড় দুঃখ দিতে পারবো না। দ্বিতীয়ত, আপনি যা-ই করেন না কেন, আমাদের সবার মাথার উপর বসে আছে নিয়তি। সেই বিধান ভাঙতে পারবেন না কোনোদিন, লেডি কুইলাকে নিয়ে যত দূরেই পালিয়ে যান না কেন, তারপরে যা হবে তা-ও এড়াতে পারবেন না। এখন, আপনি বললেন সুযোগ পেলে লেডি কুইলাকে তুলে নিয়ে যাবেন। তা হলে আমার কাছ থেকেও একটা কথা শুনে রাখুন। যদি ওই কাজ করেন আপনি, তা হলে সুস্পষ্ট ধর্মদ্রোহিতা করা হবে, আর আমাদের এই দেশে ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি একটাই—মৃত্যু। অন্য যে-কারোর চেয়ে বহুগুণে আপনাকে ভালোবাসি আমি, তারপরও লেডি কুইলার দিকে হাত বাড়ালে আপনাকে হত্যা করবো আমি, তারপর হত্যা করবো ওই মেয়েটাকে। আর রাজা হুয়াররাছা যদি চেষ্টা করেন তাঁর মেয়েকে ছিনিয়ে নিতে, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে আবার যুদ্ধে নামবে আমার সেনাবাহিনী। যতদিন না যে-কোনো একপক্ষ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, ততদিন ওই যুদ্ধ চলবে। ...বাদ দিন এসব

www.BanglaBook.org

কথা। এসব নিয়ে যত বকবক করবো, আমার আর আপনার মধ্যে তিক্ততা তত বাড়বে। আসুন, আরকোকে কীভাবে শায়েস্তা করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করি। এখানে কোনো নারী জড়িত নেই, তাই আপনার কাছ থেকে যে-পরামর্শ পাওয়া যাবে তা আমার কাজে লাগবে নিঃসন্দেহে। আর আপনার মতো একজন যোদ্ধার পরামর্শ আমার খুব দরকার।'

কারির সঙ্গে আলোচনা শেষ করে ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে গেলাম রাজা হুয়ারাছার শিবিরে। কারির কথাগুলো বললাম তাঁকে। শুনে আমারই মতো, রাগে কাঁপতে লাগলেন তিনি। ক্যাছুয়াদের মতো চ্যানকারাও সূর্যকে দেবতা বলে মানে, কিন্তু অনূঢ়া মেয়েদের "সূর্যকুমারিত্ব" মূলক কোনো সংস্কার ওদের মধ্যে নেই। খুব স্বাভাবিকভাবেই, ক্যাছুয়াদের গৃহযুদ্ধের সুযোগ নিয়ে ওদের উপর হামলা করার প্রস্তাব দিলেন রাজা হুয়ারাছা।

তখন বললাম, 'আপনার সেনাবাহিনীর অবস্থা ভালো না। কারির কাছ থেকে শান্তির প্রতিশ্রুতি পেয়ে বলতে গেলে নাচতে নাচতে ফিরে গেছে য়ুঙ্কারা, কুইলাকে উদ্ধার করার লড়াইয়ে আপনার সঙ্গে ওদের যোগ দেয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তা ছাড়া আপনার চ্যানকা সৈন্যরা যদিও মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় দেশে ফিরতে পারলেই বাঁচে ওরা এখন। এই অবস্থায় কে সংগঠিত করবে ওদেরকে? কে নেতৃত্ব দেবে? আপনার যে অবস্থা...'

'কেন, আপনি?'

মাথা নাড়লাম। 'সম্ভব না। কুইলাকে আমি মনেপ্রাণে চাই, কিন্তু এ আমার একার লড়াই, এ-লড়াই লড়তে গিয়ে আমি যদি ধ্বংস করে দিই কারিকে তা হলে বিনা রক্তপাতে জিতে যাবে আরকো। এবং ওর জেতা মানে হচ্ছে চ্যানকাদের ঘুম হারাম হওয়া। আবারও বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করবে সে, কায়েম করবে অরাজতা, চ্যানকা-য়ুঙ্কাসহ আশপাশের ছোট ছোট

www.BanglaBook.org

জাতিগুলোর উপর শুরু হবে ওর দুঃশাসন। সুতরাং কুইলাকে বাঁচাতে চাইলে আগে শেষ করতে হবে আরকোকে। এবং ভেবেচিন্তে তা করার কথা দিয়েছি আমি কারিকে। কাজেই এই অবস্থায় ওর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবো না, করাটা উচিত হবে না। এখন কুযকোতে হামলা করলে কুইলাকে হয় মেরে ফেলবে কারি, না-হয় পাঠিয়ে দেবে এমন কোনো জায়গায় যে-জায়গার ঠিকানা জানি না আমরা কেউই। তার চেয়ে ভালো অপেক্ষা করি, দেখি ঘটনা কোন্‌দিকে যায়।'

আমার কথা শুনে রাজা হুয়ারাছার রাগ কমল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি, ভাবলেন আমার যুক্তিগুলো। আমি ভুল বলিনি বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকালেন অবশেষে।

'আপনি অসুস্থ,' বলে চললাম, 'দিন দিন আপনার অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। কাজেই আমার মনে হয় আপনারও দেশে ফিরে যাওয়া উচিত, উপযুক্ত চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষা নেয়া উচিত যা পাচ্ছেন না এখানে। আরও বড় কথা, চ্যানকা-যুঙ্কাদের সঙ্গে ক্যাছুয়াদের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, অবশ্য কুইলার ব্যাপারটা যদি বাদ দিয়ে বলি। কাজেই আপনার প্রতি আমার পরামর্শ, এখানে আর না-থেকে ফিরে যান। আপনার যোদ্ধাদের মধ্য থেকে পাঁচ হাজার সৈন্য বেছে নেবো আমি, ওরা আমার সঙ্গে থাকবে, দরকার হলে আরকোকে শেষ করতে হুয়ারিনায় যাবে আমার নেতৃত্বে। আর যদি সুযোগ হয়, ওদেরকে সঙ্গে নিয়েই হামলা করবো সূর্যমন্দির-সংলগ্ন আশ্রমে, ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবো কুইলাকে।'

খবর ছড়িয়ে পড়ল রাজা হুয়ারাছার পুরো শিবিরে—আবারও সৈন্যের দরকার আমার, আবারও যেতে হবে অভিযানে। লড়াইয়ের কায়দাকানুন জানে ভালো, বয়স কম, সাহসী ও শক্তিশালী—এই চারটি গুণ যাদের আছে তাদের মধ্য থেকে পাঁচ হাজার যোদ্ধা বেছে নিতে বেশি সময় লাগল না আমার। রাজা

www.BanglaBook.org

হুয়ারাছাকে বিদায় জানিয়ে এদেরকে নিয়ে ফিরে এলাম কুযকোতে। তবে আমাদের যাওয়ার আগেই পাঠিয়ে দেয়া হলো একজন দূত, যাতে কারি বা কুযকোবাসীরা আবার ঘাবড়ে না-যায়। থাকার জন্য বেশ বড় একটা বাড়ি দেয়া হয়েছে আমাকে, সে-বাড়ির আশপাশে অস্থায়ী ঘাঁটি গেড়ে অবস্থান নিল আমার সৈন্যরা। এক ফাঁকে এসে আমাদেরকে স্বাগত জানিয়ে গেল কারি।

কয়েকদিন পর হুয়ারিনার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম আমরা। টানা প্রায় তিন মাস ধরে চলে আমাদের সেই রক্তক্ষয়ী অভিযান। যেহেতু আমার মূল কাহিনির সঙ্গে প্রত্যক্ষ কোনো যোগাযোগ নেই এই যুদ্ধের, তাই বিস্তারিত বর্ণনা না-দিয়ে শুধু আসল ঘটনাটুকু বলি।

আমার অধীনস্থ পাঁচ হাজার সৈন্য যোগ দেয়ার ফলে বেশ বড় একটা বাহিনী নিয়ে হুয়ারিনায় হামলা চালাই আমরা। আরকোর অনুগত বাহিনী তেমন বড় নয়, তা ছাড়া ওদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ রসদও ছিল না, তাই বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি আমাদেরকে। কিন্তু আমাদের ক্ষয়ক্ষতিও কম হয়নি। যারা প্রাণ হারায় তাদেরকে রণক্ষেত্রেই কবর দিই আমরা, আর গুরুতরভাবে আহতদেরকে পাঠিয়ে দেয়া হয় কুযকোতে। মার খেতে খেতে পিছু হটতে থাকে আরকোর বাহিনী, এবং আমাদের হামলা চালানোর মাসখানেক পর পতন হয় হুয়ারিনার, তখন দলবল নিয়ে শহর ছেড়ে পালিয়ে যায় আরকো, গিয়ে আশ্রয় নেয় দুর্গম পার্বত্য এলাকায়।

কিন্তু ওকে শুধু পরাজিত করার জন্য নয়, হত্যা করার জন্য এসেছি আমরা। সুতরাং ওর পিছু পিছু যেতে হলো আমাদেরকেও। দুর্গম পাহাড়ি এলাকার জায়গায় জায়গায় খণ্ড খণ্ড লড়াই হলো, অবস্থা আরও খারাপ হলো আরকোর অনুসারীদের; কেউ কেউ আহত অবস্থায় ডুবে মরল জলাভূমিতে, পালাতে গিয়ে

www.BanglaBook.org

পাহাড়ি ঢাল থেকে উল্টে পড়ে ঘাড় মটকাল কারও কারও, আর বেশিরভাগই পালিয়ে গেল টিটিকাকা হ্রদের তীরবর্তী অতি-দুর্গম জঙ্গলে। ওদিকে অল্প কয়েকজন অনুসারীকে সঙ্গে নিয়ে নৌকায় করে হ্রদ পাড়ি দিল আরকো, গন্তব্য বিশেষ একটা দ্বীপ।

বাঁশ, নলখাগড়া আর রোদে-শুকানো ভেড়ার ছাল দিয়ে স্থানীয় কায়দায় ভেলা বানিয়ে নিয়ে হ্রদের পানিতে ভেসে পড়লাম আমরাও। গিয়ে হাজির হলাম ওই দ্বীপে। বেশি বড় নয় দ্বীপটা, খেয়াল করলাম শহরের আদলে গড়ে তোলা হয়েছে সেটা। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো, কুযকোর চেয়েও বেশি সোনা আর দামি দামি জিনিসে ঠাসা ওই দ্বীপ। যা-হোক, মরিয়া হয়ে লড়াই করল আরকোর অনুসারীরা, কিন্তু পেরে উঠল না আমাদের বিরুদ্ধে। শহরের রাস্তায় রাস্তায় অবস্থান নিল ওরা, এবং আমাদের হামলার মুখে বার বার অবস্থান পাল্টাতে হলো ওদেরকে। শেষে কোণঠাসা হয়ে পড়ল ওরা, গিয়ে ঢুকল শহরের সবচেয়ে বড় মন্দিরে। রণ-উন্মাদনা তখন পেয়ে বসেছে আমাদের সৈন্যদেরকে, প্রথমে ঘেরাও করল ওরা মন্দিরটা, তারপর হুঙ্কার দিয়ে ঢুকে পড়ল মন্দিরের ভিতরে। নির্বিচারে যখন হত্যা করছে ওরা আরকোর অনুসারীদের, তখন কে বা কারা যেন আগুন ধরিয়ে দিল মন্দিরে। মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আগুন, ভিতর থেকে হুড়োহুড়ি করে বের হয়ে আসতে লাগল আমাদের সৈন্যরা।

টানা কয়েক ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই আমরা। আরও প্রায় এক ঘণ্টা পর ধোঁয়া কেটে যায়, তখন ভিতরে গিয়ে ঢুকি। ভস্মীভূত লাশগুলোর মাঝে তন্নতন্ন করে খুঁজি আরকোকে, কিন্তু এমন কোনো মৃতদেহ দেখতে পাইনি যা আরকোর বিশাল শরীরের সঙ্গে কিছুটা হলেও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

শেষপর্যন্ত বুঝতে পারি, মন্দিরে আগুন লাগিয়ে, এবং যেভাবেই হোক আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে, হাতেগোনা কয়েকজন সহচরকে নিয়ে পালিয়ে গেছে দুঃসাহসী আরকো;

www.BanglaBook.org

কোথায় জানি না এবং কোনোদিন হয়তো জানাও হবে না।

বিজয়ী অথচ হতাশ হয়ে ফিরে আসছি কুযকোতে, রাত যাপনের জন্য শিবির স্থাপন করেছি এক জায়গায়, ক্লান্ত-বিধ্বস্ত অবস্থায় গিয়ে ঢুকেছি নিজের তাঁবুতে। দুই চোখ লেগে এসেছে, এমন সময় আমার অনুগত বাহিনীর কয়েকজন অফিসার এসে ঘুম থেকে ডেকে তুলল আমাকে।

কিছুটা বিরক্তি নিয়েই বাইরে বের হলাম। ব্যাপার কী, জানতে চাইলাম।

'এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত,' বলল ওদের একজন, 'কিন্তু আমার মনে হয় একটা কথা জানানো দরকার আপনাকে। সন্দেহজনক গতিবিধির কারণে একটা লোককে গ্রেপ্তার করেছি আমরা। আমাদের সঙ্গে যখন কুযকো থেকে রওয়ানা হয়েছিল সে তখন থেকেই ওর হাবভাব কেমন যেন অন্যরকম ঠেকে আমাদের কাছে। আর সত্যি কথা যদি বলি, যুদ্ধে প্রত্যক্ষ কোনো অংশগ্রহণ ছিল না ওর। এমনকী আজ রাতে গোপনে পালিয়ে যাচ্ছিল কোথায় যেন। তখন ওকে পাকড়াও করি আমরা, কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলে সন্তোষজনক কোনো উত্তর না-পেয়ে আরও বেড়ে যায় আমাদের সন্দেহ। লোকটা মনে হয় গুপ্তচর, আমাদের কোনো-না-কোনো ক্ষতি করার ধান্দায় এসেছে এখানে।'

কথাগুলো শুনে ঘুম চলে গেল আমার। বললাম, 'হাত-পা বেঁধে ওকে এখনই নিয়ে এসো আমার তাঁবুতে। ওর সঙ্গে কথা বলবো আমি।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

# এগারো

লোকটাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি। কিন্তু কোথায়, মনে করতে পারছি না। তবে দেখেছি সে-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে স্মৃতি হাতড়ালাম কিছুক্ষণ, তখন মনে পড়ে গেল কুযকোতে ল্যারিকোর সঙ্গে ঘুরঘুর করতে দেখেছি একে। পুরোহিতের পোশাক পরে ছিল সে তখন, তার মানে ধরে নেয়া যায় এই লোক ছোটখাটো একজন পুরোহিত। কিন্তু সৈনিকের বেশে এতদিন আমাদের সঙ্গে কেন ছিল লোকটা? আমরা যখন যুদ্ধ করেছি তখন কী করেছে সে প্রকৃতপক্ষে?

জিজ্ঞেস করলাম, 'কে তুমি? কী করছ এখানে?'

চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। আমার সঙ্গে কথা বলার কোনো ইচ্ছা ওর আছে বলে মনে হয় না।

'চুপ করে থাকতে পারো, আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু তোমার বড় রকমের অসুবিধা হয়ে যেতে পারে। ধড় থেকে মুণ্ডুটা স্রেফ আলাদা হয়ে যাবে, শিয়াল-শকুনের জন্য লাশটা এখানেই ফেলে রেখে যাবো আমরা।'

চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল লোকটার, ভয়ে ওর দুই ঠোঁট কাঁপতে লাগল। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল সে, বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছে যা বলেছি সত্যিই সে-রকম কিছু করবো কি না। আমার চেহারায় মায়াদয়ার বিন্দুমাত্র আভাস না-পেয়ে অবশেষে মুখ খুলতে বাধ্য হলো, 'আমি প্রধানমন্ত্রী

www.BanglaBook.org

ল্যারিকোর দূত।'

'দূত? কীসের দূত? এখানে দূত পাঠানোর দরকার হলো কেন ওর?'

চুপ করে থাকল লোকটা।

'মুখ বন্ধ রাখলে কিংবা মিথ্যা বললে মরতে হবে, জেনে রেখো।'

হড়বড় করে তখন বলল লোকটা, 'এখানে না, মহামান্য আরকোর কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ল্যারিকো। সাধারণ সৈনিকের ছদ্মবেশে এতদিন আপনাদের সঙ্গে ছিলাম আমি।'

এ-রকম কিছুই অনুমান করেছিলাম। বললাম, 'আরকোর কাছে তোমাকে কেন পাঠাতে গেল সে?'

'তিনি ভেবেছিলেন যুদ্ধে আপনাদের পরাজয় হবে। কাজেই আগে থেকেই নিজের পিঠ বাঁচাতে চান তিনি। আমাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে পাঠান মহামান্য আরকোর কাছে। তাঁর সঙ্গে গোপনে দেখা করে আপনাদের সব পরিকল্পনা ফাঁস করে দিই আমি। এমনকী কোন্ উপায়ে হামলা করলে আপনাদেরকে কাবু করা যেতে পারে সে-বুদ্ধিও বাতলে দিই।'

খবরটা হজম করতে সময় লাগল আমার।

'প্রধানমন্ত্রী ল্যারিকো কোনোদিনই মহামান্য কারির অনুগত ছিলেন না, এমনকী এখনও না। তিনি খুবই চালাক লোক। যখন বুঝতে পেরেছেন সিংহাসন চলে যাচ্ছে মহামান্য কারির দখলে, তখন এমন ভাব করেছেন তিনি যেন মহামান্য আরকো তাঁর চরম শত্রু। আবার মহামান্য কারি যখন তুয়ারিনা হামলা করার জন্য রওনা হয়েছেন তখন গোপনে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে, যাতে যুদ্ধে মহামান্য আরকো জিতলে তাঁর কোনো ক্ষতি না-হয়।'

'আরকোকে আর কী কী বলেছ তুমি?'

ইতস্তত করতে লাগল গুপ্তচর লোকটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খাপ থেকে একটানে শিখা-তরঙ্গ বের করলাম আমি।

'বলছি, বলছি,' ভয়ে তোতলাচ্ছে লোকটা। 'লেডি কুইলার ব্যাপারে মহামান্য আরকোর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।'

'কী কথা?'

'প্রধানমন্ত্রী ল্যারিকো বলেছেন, যেহেতু লেডি কুইলাকে কামনা করেন মহামান্য আরকো, ওই মেয়েটাকে পাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দেবেন তিনি। এদিকে আপনিও চান লেডি কুইলাকে, সুতরাং আপনাকে পথ থেকে সরাতে যা যা করা দরকার সবই করবেন ল্যারিকো মহামান্য আরকোর জন্য।'

রাগে কাঁপছে আমার শরীর। ইচ্ছা করছে এই মুহূর্তে খুঁজে বের করি বিশ্বাসঘাতক আর প্রতারক ল্যারিকোকে, নিজের হাতে খুন করি ওকে।

নিজে যদিও সবসময় পালন করতে পারি না, কিন্তু জানি আমি, আবেগের মাথায় মানুষ যে সিদ্ধান্ত নেয় তা বেশিরভাগ সময়ই ভুল হয়। সুতরাং জোর করে শান্ত করলাম নিজেকে। যতই শয়তানি করুক না কেন, ল্যারিকোকে আমার দরকার। কারণ কারির পরে কুযকোতে ওর ক্ষমতাই সবার চেয়ে বেশি; আর কুইলাকে যদি আমি জীবিত উদ্ধার করতে চাই তা হলে এই ল্যারিকোর সাহায্য নিতেই হবে আমাকে।

আমার অফিসারদের আদেশ দিলাম, গুপ্তচর লোকটাকে নিয়ে গিয়ে এমন কোথাও বন্দি করে রাখতে যাতে ওর দেখা পাওয়া তো দূরের কথা, ওর কোনো খোঁজও বের করতে না-পারে কেউ কখনও। হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হলো লোকটাকে। বলে দিলাম, কেউ যদি জানতে চায় ওর কথা তা হলে যেন বলে, যুদ্ধের সময় মারা গেছে বেচারা।

যা-হোক, কয়েকদিন পর কুযকোতে ফিরে এলাম আমরা। ল্যারিকোর পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে, কিন্তু কেউ ওর গায়ে ফুলের টোকাটাও দেয়নি আবার ওর পদ আর ক্ষমতা দুটোই ঠিক

www.BanglaBook.org

আছে—কাজেই কোনো উচ্চবাচ্য করছে না সে। ওর বিরুদ্ধে যা জানতে পেরেছি তার একটা বর্ণও জানালাম না কারিকে। এদিকে কারি নিয়মিত যাতায়াত শুরু করেছে রাজদরবারে, এখন দেশ আর দেশের জনগণের বিভিন্ন সমস্যার দিকে ওর সব মনোযোগ।

একদিন সুযোগ বুঝে দেখা করলাম ল্যারিকোর সঙ্গে। আমাকে দেখেই আমার প্রশংসা শুরু করল ধূর্ত লোকটা, 'আপনি যদি না-থাকতেন তা হলে এই দেশটার যে কী হতো বলা যায় না। আপনার নেতৃত্বেই আরকোর বিশাল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে পেরেছে চ্যানকারা, আবার আপনার নেতৃত্বেই এত দূরের হুয়ারিনায় গিয়ে আরকোকে হারাতে পেরেছেন মহামান্য ইনকা কারি।'

'আমার কারণেই প্রাণে বেঁচে গেছেন আপনি, আমার চাকরি ও সম্মান দুটোই ঠিক আছে, তা-ই না?'

'হ্যাঁ, তা তো বটেই,' আমাদের আলোচনা কোন্‌দিকে যাচ্ছে বুঝতে না-পেরে নিচু কণ্ঠে স্বীকার করল ল্যারিকো।

'আপনাকে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, তা পেয়ে গেছেন আপনি। এবার আমাকে যা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পালন করুন।'

'কীসের প্রতিশ্রুতি?' চেহারা দেখে মনে হচ্ছে এই মাত্র যেন আকাশ থেকে পড়েছে ল্যারিকো।

রাগটা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাচ্ছে। শান্ত রাখলাম নিজেকে। 'কুইলাকে এনে দেবেন বলেছিলেন।'

কথাটা শোনামাত্র পাল্টে গেল ল্যারিকোর চেহারা। এবার মনে হচ্ছে যেন বিষ গিলে ফেলেছে সে নিজের অজান্তেই। নাকমুখ কুঁচকে বলল শয়তানটা, 'সমুদ্র-দেবতা, কিছু মনে করবেন না, আসলে অনেক ভেবেছি আমি ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ব্যাপারটা সম্ভব না আমাদের কারও পক্ষেই।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কেন?'

'কারণ সে-রকম কিছু করলে মহামান্য কারির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আর তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা না-করার প্রতিজ্ঞা করেছি আমি।'

'কবে?'

'তিনি যে-দিন আনুষ্ঠানিকভাবে সিংহাসনে বসলেন সেদিন।'

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হলো, তা হলে সিংহাসনে বসার বেশ কিছুদিন পর কারি যখন রওয়ানা হলো আরকোকে শেষ করতে, তখন কেন গুপ্তচর পাঠাল ল্যারিকো? কেন আমাদের সব পরিকল্পনা ফাঁস করে দিল আরকোর কাছে? কিন্তু কিছু বললাম না।

ল্যারিকো বলে চলল, 'মহামান্য কারির সঙ্গে কথা বলে যা বুঝেছি, লেডি কুইলার দিকে যে বা যারা হাত বাড়ানোর চেষ্টাটুকুও করবে, তাদের সেই হাত কেটে দেবেন তিনি।'

হাসলাম। 'ধরুন আমার জায়গায় যদি ইনকা হিসেবে আরকো থাকত এবং আপনাকে বলত কুইলাকে নিয়ে আসতে, তা হলে কী করতেন?'

'তা হলে হয়তো অন্য কিছু করতে হতো আমাকে বাধ্য হয়ে। শুনেছি তিনি নাকি বেঁচে আছেন, পর্বতে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর দিন দিন বাড়ছে তাঁর অনুচরদের সংখ্যা। যদি কোনোদিন ইনকা হয়ে যান তিনি তা হলে নিজের জীবন আর চাকরি বাঁচানোর জন্য তাঁর কথামতো কাজ করতেই হবে আমাকে, তা-ই না?'

আবারও হাসলাম। 'কারি, মানে এখন যে আপনাদের দেশের ইনকা, সে যদি কখনও জানতে পারে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন আপনি তা হলে কী করবে সে আপনাকে?'

ভ্রূ কুঁচকে গেল ল্যারিকোর। 'মহামান্য ইনকার সঙ্গে কেন বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাবো আমি? কী দরকার পড়েছে আমার?

www.BanglaBook.org

তাঁর সঙ্গে কোনোদিন কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করিনি আমি।'

গুপ্তচর লোকটার আদ্যোপান্ত বললাম তখন ল্যারিকোকে। শুনে চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল ওর। তোতলাতে তোতলাতে কোনোরকমে বলল, 'মিথ্যা কথা! কোনো প্রমাণ নেই।'

'যদি ওই লোকটাকে হাজির করতে পারি কারির দরবারে?'

'কোনোদিনও পারবেন না। যুদ্ধে মারা গেছে সে।'

'আমি যদি আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারি ওকে?'

প্রশ্নটা শুনে আতঙ্কে মাথা খারাপ হয়ে গেল ল্যারিকোর, আলখাল্লার ভিতরে লুকানো খঞ্জর বের করার জন্য কোমরের দিকে হাত বাড়াল সে। কিন্তু তার আগেই একলাফে সরে গেলাম আমি, একটানে বের করলাম শিখা-তরঙ্গ। ল্যারিকো খঞ্জর বের করার আগেই ওর বুকে জোরে খোঁচা মারলাম আমার তরবারি দিয়ে। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল ওর চেহারা।

বললাম, 'লড়াইয়ের কোনো কায়দা-কানুন জানেন বলে তো মনে হয় না। খঞ্জর নিয়ে পারবেন আমার বিরুদ্ধে? তা-ও আবার আমার হাতে যখন শিখা-তরঙ্গ আছে তখন?'

হাত থেকে খঞ্জরটা ছেড়ে দিল সে, শব্দ করে সেটা পড়ল মেঝের উপর। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে, ওর চেহারা থেকে সব কঠোরতা, ধূর্ততা উধাও হয়ে গেছে। দুই হাত জোর করে আমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাইতে লাগল সে।

'ধরুন আপনাকে ক্ষমা করলাম আমি, কিছুই বললাম না কারিকে। বিনিময়ে কী দেবেন আমাকে?' জিজ্ঞেস করলাম শয়তানটাকে।

'আপনি যা চান তা-ই—লেডি কুইলা। শুনুন, সমুদ্র-দেবতা, আপনাকে একটা কথা বলি। শহরের বাইরে মহামান্য উপানকুয়ির একটা প্রাসাদ আছে। সেখানে গোপন একটা চেম্বারে তাঁর মরদেহ মমি করে বিশেষ কায়দায় বসিয়ে রাখা হয়েছে যাতে পরে সূর্যমন্দিরে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে রাখা যেতে পারে।

www.BanglaBook.org

জায়গাটা খুবই পবিত্র, এবং স্বাভাবিকভাবেই সর্বসাধারণের প্রবেশ সেখানে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। যে বা যারা বিনা অনুমতিতে ঢুকবে বা ঢোকার চেষ্টা করবে তাদের মাথা কেটে ফেলার আদেশ দিয়ে রেখেছেন মহামান্য কারি। তবে সূর্যকুমারীরা আসেন ওই চেম্বারে, আসতে হয় তাঁদেরকে। সূর্যদেবতার কাছে মৃতব্যক্তির আত্মার শান্তি চেয়ে প্রার্থনা করেন তাঁরা। ভোরের আগে আসেন তাঁরা, যাতে কেউ তাঁদেরকে দেখতে না-পায়। আগামীকাল, ভোরের এক ঘণ্টা আগে, যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকবে তখন, আপনাকে ওখানে নিয়ে যাবো আমি। আমাদের মতো আলখাল্লা পরিয়ে দেবো আপনাকে, হুড তুলে মাথা ঢেকে রাখবেন, কেউ যদি দেখেও ফেলে তা হলে পুরোহিত মনে করবে। আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রাখবো আমি, লেডি কুইলা ছাড়া আর কেউ যাবে না মহামান্য উপানকুয়ির চেম্বারে। ব্যস, আর কী, তাঁকে নিয়ে যেখানে খুশি সেখানে চলে যাবেন আপনি, ডানে-বাঁয়ে তাকানোরও দরকার নেই।'

'এখন যা বলছেন তা যে সত্যি হবে তার নিশ্চয়তা কী? জানবো কীভাবে, আমার জন্য মরণফাঁদ পেতে বসে থাকবেন না আপনি আগামীকাল?'

'আমি আপনার সঙ্গে থাকবো। এই কাজটা সম্পূর্ণভাবে ধর্মদ্রোহিতা, কাজেই আপনাকে যখন কাজটা করার সুযোগ করে দিচ্ছি তার মানে আমিও ধর্মদ্রোহিতা করছি। যদি আপনি ধরা পড়েন তা হলে আমিও ধরা পড়বো, এবং হত্যা করা হবে আমাকে। তা ছাড়া আপনার সঙ্গে সঙ্গেই থাকবো সবসময়, যদি কোনো কারণে আমাকে সন্দেহ হয় আপনার তা হলে যে-কোনো মুহূর্তে আমার বুকে খঞ্জর বসিয়ে দিতে পারবেন আপনি।'

মাথা ঝাঁকালাম। 'কারির কাছে একটা চিঠি লিখে রেখে যাবো আমি আজ রাতে। যদি কোনো কারণে খারাপ কিছু ঘটে আমার ভাগ্যে আর পার পেয়ে যান আপনি, তা হলে পুরো ঘটনা যেন

www.BanglaBook.org

জানতে পারে সে তার ব্যবস্থা করে যাচ্ছি আর কী। সেই সঙ্গে আমার লোকদেরকে আদেশ দিয়ে যাবো আমার কিছু হলে আপনার ওই গুপ্তচরকে যেন হাজির করে ওরা কারির দরবারে যাতে সবার সামনে সবকিছু বলে দিতে পারে সে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকাল ল্যারিকোও। 'একটা জিনিস চাইবো আপনার কাছে, দেবেন?'

'কী?'

'এই যে লেডি কুইলা, যার জন্য পাগল হয়ে গেছেন আপনি, যাকে পাগলের মতোই চান, যদি তাঁকে নিয়ে পালাতে পারেন কুযকো থেকে, আর কোনোদিন, কোনোদিন ফিরে আসবেন না এখানে। আর কোনোদিন যেন আপনার সঙ্গে দেখা না-হয় আমার।'

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম ল্যারিকোর দিকে। ওর চেহারায় কোনো আবেগ নেই, কী খেলা করছে ওর মনে বুঝতে পারছি না। একসময় বললাম, 'না, আর কোনোদিন আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।'

এরপর কীভাবে কী করবে তা খুলে বলল আমাকে ল্যারিকো, সব কথা মনে গেঁথে নিয়ে চলে এলাম আমি। বাড়িতে ফিরে পুরো ব্যাপারটা উল্টেপাল্টে ভেবে দেখতে লাগলাম।

সন্দেহ নেই, ল্যারিকোর মতো শয়তান আর ধূর্ত কারও সঙ্গে এর আগে পরিচয় হয়নি আমার। এমন কোনো কাজ বোধহয় নেই যা নিজের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য করতে পারে না সে। শয়তানিতে এমনকী আরকোও ওর কাছে শিশু, ধূর্ততায় শিয়ালও কিছু না। সে জানে শিখা-তরঙ্গ হাতে নিলে আমি কতটা ভয়ঙ্কর, সুতরাং আমার উদ্যত তরবারি দেখামাত্র নতজানু হয়েছে, প্রাণভিক্ষা চেয়েছে। এমন একটা কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে বাধ্য হয়ে করতে হচ্ছে ওকে, দেয়ালে পিঠ ঠেকে না-গেলে যে-কাজ কোনোদিনও করত না। আমাকে কত সহজে

www.BanglaBook.org

কুইলার কাছে নিয়ে যেতে রাজি হয়ে গেল সে! সন্দেহ আরও বাড়ল আমার, এটা ওর ফাঁদ ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু সব জেনেবুঝেও ওই ফাঁদে পা দিতে হবে আমাকে। কারণ আর কোনো উপায় নেই আমার। কুইলাকে অন্তত একটাবার দেখার জন্য কী ভীষণ ছটফটানি যে জেগেছে আমার মনে তা আমি ছাড়া আর কে টের পায়! সেই দৃশ্য যেন আজও দেখতে পাই—আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়ে পালকিতে উঠল সে, তার পর ওর কাফেলা অদৃশ্য হয়ে গেল দূর দিগন্তে। সেই দিনের পর আর কখনও দেখিনি ওকে; হাজার আকুতি জেগেছে মনে কিন্তু নিয়তি বার বার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমনকী যে-দিন সূর্যমন্দিরে গেলাম প্রথমবারের মতো, সেদিন হয়তো খুব কাছেই ছিল কুইলা, কিন্তু সুযোগ পাইনি—অসুর ছেলে আরকোর হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়ে গেলেন উপানকুয়ি, শুরু হয়ে গেল বিশৃঙ্খলা, নষ্ট হয়ে গেল আমার সব আশা। এখন কুইলাকে দেখতে চাইলে, বাঁচাতে চাইলে যত বড় ঝুঁকিই হোক নিতে হবে আমাকে, বিকল্প কোনো রাস্তা নেই। কারির মতো ধর্মান্ধ ইনকা যতদিন আছে ক্যাছুয়াদের সিংহাসনে ততদিন কুইলা নিরাপদ নয়—আমার মুখের উপর বলে দিয়েছে কারি দরকার হলে কুইলাকে খুন করাতে পিছু-পা হবে না সে। এদিকে অন্ধত্ব বা একাকিত্ব সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যাও করে বসতে পারে বেচারী কুইলা।

সুতরাং কপালে যদি মরণও থাকে, আগামীকালই যদি হয় আমার জীবনের শেষ দিন, তবুও যেতে হবে আমাকে উপানকুয়ির সেই প্রাসাদে।

কাজে লেগে গেলাম। ল্যারিকোর বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাপারে সব জানিয়ে, ভেড়ার শুকনো চামড়া দিয়ে বানানো পার্চমেন্টে, লতাগুল্মের রস থেকে বানানো কালি দিয়ে পাখির পালকের সাহায্যে ইংরেজিতে একটা চিঠি লিখলাম কারির উদ্দেশ্যে। এই চিঠি অন্য কারও হাতে পড়লেও অসুবিধা নেই—কেউ পড়তেও

www.BanglaBook.org

পারবে না, মানেও বুঝবে না। লণ্ডনে থাকাকালীন সময়ে কারিকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম, কাজেই আমার যদি কিছু হয় তা হলে চিঠিটা ওর কাছে পৌঁছে দেয়া হলে আশা করা যায় মূল ঘটনা জানতে পারবে সে।

আমার সঙ্গে যে-চ্যানকা অফিসাররা এসেছে, তাদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করি, তার হাতে তুলে দিলাম চিঠিটা। বললাম, যদি আমার খারাপ কিছু হয়, অথবা যদি কোনো কারণে খুঁজে না-পাওয়া যায় আমাকে, তা হলে এই চিঠি যেন পৌঁছে দেয়া হয় কারির কাছে। সেই সঙ্গে ওই গুপ্তচর লোকটাকে যেন হাজির করা হয় কারির দরবারে। কিন্তু যদি বহাল তবিয়তে থাকি আমি, সেটা যেখানেই হোক না কেন, তা হলে এই চিঠি আর ওই গুপ্তচরের ব্যাপারটা যেন বেমালুম চেপে যায় সে। দেবতার নামে আমার কাছে শপথ করল ওই অফিসার, আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে সে।

এরপর আমার অধীনস্থ চ্যানকা বাহিনীর সব ক্যাপ্টেনকে ডেকে পাঠালাম। আমার বাড়ির আশপাশেই যেহেতু ওদের ঘাঁটি, তাই আসতে দেরি হলো না কারোরই। সবাই এলে বললাম, 'এখানে আর কোনো কাজ নেই তোমাদের। ফিরে যাও সবাই। তবে সরাসরি দেশে যেয়ো না, রক্ত-উপত্যকার যে-ঢালে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম আমি সে-ঢালের পাদদেশে ঘাঁটি গেড়ে অবস্থান নাও আপাতত। যদি আগামী ছয় দিনের মধ্যে কোনো খোঁজ না-পাও আমার তা হলে ফিরে যেয়ো নিজেদের দেশে এবং গিয়ে রাজা হুয়ারাছাকে বোলো, সমুদ্র থেকে এসেছিলাম, আবার সমুদ্রেই ফিরে গেছি আমি।'

রক্ত-উপত্যকায় আলাদা একটা দেহরক্ষী বাহিনী ছিল আমার। সেই বাহিনীর বেশিরভাগ সৈন্য আমার সঙ্গে কুযকোতে এসেছিল। তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ আটজনকে বেছে নিলাম আমি। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে অথবা স্বর্গ বা নরকে

www.BanglaBook.org

যেখানেই যাই না কেন আমি, আমার সঙ্গে যে-কোনো জায়গায় যেতে রাজি আছে এরা। এদেরকে থাকতে বলে বাকি সবাইকে চলে যেতে বললাম। তারপর ওদেরকে বললাম, আজ রাতে একটা পালকি নিয়ে, সাধারণ বেহারার ছদ্মবেশে যেন হাজির হয় ওরা। তবে আলখাল্লার নীচে অস্ত্র আনতে যেন ভুল না-করে কেউ।

সব আয়োজন শেষ করে দেখা করতে গেলাম কারির সঙ্গে। কুশল বিনিময় শেষে কোনো ভূমিকা না-করে বললাম, 'দিনের পর দিন ধরে, একের পর এক যুদ্ধ করতে করতে এবং একাকিত্বে ভুগতে ভুগতে শারীরিক আর মানসিক দুই দিক দিয়েই ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমি। এবার আমার বিশ্রাম দরকার।'

অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কারি। তারপর বলল, 'কী করতে চান আপনি?'

'চ্যানকাদেরকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যেতে চাই চ্যানকাদের দেশে।'

'সেখানে গিয়ে কী করবেন?'

'জানি না। আগে যাই, পরেরটা পরে দেখা যাবে।'

হাতে-ধরা রাজদণ্ড আমার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। তার মানে, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছে। করুণ কণ্ঠে বলল, 'ভাই, আমাকে ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন শেষপর্যন্ত? যা চেয়েছিলেন আপনি তা দিতে পারবো না আপনাকে সে-জন্য? বাধা দেবো না আপনাকে, সে-ক্ষমতা আমার নেই। অথচ একটাবার ভেবে দেখুন, এখানে আমার মতোই রাজার হালে ছিলেন আপনি। আমার সেনাবাহিনীর সেনাপতি করে দিই আপনাকে, কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকুন, মনের দুঃখ হয়তো ভুলতে পারবেন না, কিন্তু আপনার একাকিত্ব চলে যাবে আশা করি।'

'এখানে থাকলে তোমার অধীনে তোমার সেনাপতি হয়ে থাকতে হবে আমাকে। আর যদি চ্যানকাদের দেশে যাই তা হলে

www.BanglaBook.org

আরও বেশি সম্মান পাবো, ওদের রাজা হতে পারবো কারণ রাজা হুয়ারাছা বলে রেখেছেন তাঁর পরে আমাকেই সিংহাসনে বসাবেন। তাঁর যে-অবস্থা করেছে আরকো, আর বেশিদিন তিনি বাঁচবেন বলে মনে হয় না।'

'তার মানে ক্যাছুয়াদের সেনাপতি হওয়ার চেয়ে চ্যানকাদের রাজা হওয়াটা আপনার কাছে বেশি দামি?'

'হ্যাঁ। এই দেশে যদি আমরণ থাকতেই হয় আমাকে, তা হলে রাজা হয়ে থাকাটাই কি সবচেয়ে ভালো না?'

'তা তো বটেই। কিন্তু রাজা হওয়ার পর কী করবেন আপনি? এই দেশের যে-কারোর চেয়ে রণকৌশল খুব ভালো জানা আছে আপনার, আপনি কি হামলা চালাবেন আমার উপর? পুরো তাভানতিনসুয়ুর সম্রাট হওয়ার চেষ্টা করবেন? আমি বেঁচে থাকতে লেডি কুইলাকে পাওয়া সম্ভব না জেনে আমাকে হত্যা করে হাসিল করবেন তাঁকে?'

'না, কোনোটাই করবো না। তবে তুমি যদি তোমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না-করো, তুমি যদি হামলা না-চালাও চ্যানকাদের উপর, তা হলে আমার পক্ষ থেকেও কোনো ক্ষতি হবে না তোমার বা তোমার জনগণের।'

'চ্যানকাদের উপর কোনোদিনও হামলা করবো না আমি, ভাই,' আবেগে কাঁপছে কারির কণ্ঠ, দুই চোখ ছলছল করছে, 'আফসোস, আমাদের দু'জনকে আলাদা করেছে যে-নারী সে যদি মারা যেত! আফসোস, ওই মেয়ে যদি পৃথিবীতেই না-আসত! আদিপিতা সূর্যের কাছে প্রার্থনা করি আমি, তিনি যেন দয়া করে ওই মেয়েকে নিজের কাছে তুলে নেন। যদি সে-রকম কিছু ঘটে তা হলে সম্ভবত আবার আগের মতো, আপনার দেশ ইংল্যাণ্ডে যে-ক'দিন ছিলাম সেই দিনগুলোর মতো ভাই হতে পারবো আমরা, বন্ধু হতে পারবো। ভেবে দেখুন কত বিপদ একসঙ্গে মোকাবেলা করেছি! সমুদ্র পাড়ি দিয়েছি, জঙ্গল অতিক্রম করেছি।

www.BanglaBook.org

সূর্যদেবের শপথ, ওই মেয়ে যদি আমার স্ত্রীও হতো, আপনি যদি তাঁকে পছন্দ করতেন তা হলে ওকে দিয়ে দিতাম আপনার কাছে। কিন্তু তিনি আমার স্ত্রী না, সূর্যদেবতার স্ত্রী, আর এ-কারণেই আমার কিছু করার নেই,' দুই হাতে চেহারা ঢাকল সে, ভেঙে পড়ল কান্নায়।

কারির কথাগুলো শুনে ঘাবড়ে গেলাম আমি। বিশ্বাস করি না, তারপরও, জানি বলে কেমন কেমন যেন করছে আমার মন; কারণ ক্যাছুয়াদের ধর্মে আছে, আদিপিতা সূর্যের সন্তান ইনকারা যদি কোনো নারীর মৃত্যু কামনা করে, যদি কোনো নারীর মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা জানায় সূর্যদেবতা ইন্টির কাছে, তা হলে ওই নারী নাকি যথাশীঘ্র মারা যায়।

'কারি,' আবেগে কাঁপছে আমার কণ্ঠও, 'অন্তত কুইলাকে অভিশাপ দিয়ো না। ধর্ম আর রাজনীতির উপরে উঠে ওই বেচারীর ব্যাপারটা ভেবে দেখো একবার। কোনো দোষ করেনি সে, তারপরও তোমার ভাইয়ের পাঠানো বিষের কারণে অন্ধ হয়ে যেতে হয়েছে ওকে। চ্যানকাদের রানি হওয়ার কথা ছিল ওর, তার বদলে ওর ভাগ্যে জুটেছে এমন এক আশ্রম যা কারাগারের চেয়ে কোনো অংশে কম না। দৃষ্টি হারিয়েছে সে, স্বাধীনতা হারিয়েছে, এবার ওর জীবনটুকু কেড়ে নিয়ো না দয়া করে। ...আর,' মিথ্যা বলতে খারাপ লাগছে কিন্তু তারপরও বাধ্য হয়ে মিথ্যা বলতে হলো, 'কুইলাকে মন থেকে মুছে ফেলেছি আমি, সুতরাং ওকে অভিশাপ দেয়ার দরকার নেই।'

চেহারা থেকে হাত সরাল কারি। 'ঘাবড়াবেন না। আমার পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতি হবে না লেডি কুইলার। মনে মনে তাঁর মৃত্যু চাই আমি, কিন্তু যা চাই তা আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবে না কোনোদিন। ...যান, চ্যানকাদের দেশে যেতে চাচ্ছেন, ওদের রাজা হতে চাচ্ছেন, আমি বাধা দেবো না। বরং আমার দরবারের দরজা সবসময় খোলা থাকল আপনার জন্য, কখনও আবার ক্লান্তি

www.BanglaBook.org

বোধ করলে চলে আসবেন সঙ্গে সঙ্গে, কারি যদি বেঁচে থাকে তা হলে স্বাগত জানাবে আপনাকে। ...আফসোস, এই সব রাজা-রানি-রাজনীতি-যুদ্ধ-প্রেম সবকিছু যদি ভুলে যেতে পারতাম আমরা! যদি আপনাকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়তে পারতাম নতুন কোনো অভিযানে! নতুন কোনো দেশে হাজির হয়ে জীবনটা নতুনভাবে শুরু করতে পারতাম আবার।'

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়াল সে, বাউ করল আমাকে। তারপর সেই আগের মতো, চুমু দিল বাতাসে—দেবতাদের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে এই দেশের লোকেরা যা করে সাধারণত। ইনকা হওয়ার পর প্রতীক হিসেবে সোনার একটা রাজকীয় চেইন পরে সে সবসময়, সেটা খুলে আমার গলায় পরিয়ে দিল। তারপর ঘুরে, মাথা নিচু করে বের হয়ে গেল রাজদরবার ছেড়ে।

ভগ্ন হৃদয়ে ফিরে এলাম নিজের বাড়িতে। সন্ধ্যার দিকে অল্প কিছু খেয়ে নিলাম। আমার জীবন যাপন পদ্ধতি খুব সাধারণ, কোনো বিলাসিতা নেই, তাই আমার চাকরের সংখ্যা মাত্র দুই—একজন যুবক, আরেকজন বুড়ি এক মহিলা। ওদেরকে বললাম রক্ত-উপত্যকায় যেন চলে যায় ওরা, চ্যানকা সৈন্যদের সঙ্গে থাকে, অপেক্ষা করে আমার জন্য।

ওরা চলে যাওয়ার পর নিজের ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। ঘুম আসছে না, তারপরও জোর করে বন্ধ করে রাখলাম দু'চোখের পাতা, বেশ কয়েকবার এপাশ-ওপাশ করতে হলো। আকাশ-পাতাল চিন্তা আবার পেয়ে বসতে চাচ্ছে আমাকে। জোর করে সে-সব চিন্তা সরিয়ে রাখলাম মন থেকে, ভাবতে লাগলাম গহীন কোনো জঙ্গলে একটা ঝরনার পাশে একাকী বসে আছি, আমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে আস্তে আস্তে জমা হচ্ছে ঝরনার পানি...

কখন যেন তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে।

মাঝরাতের দিকে ঘুমটা ভাঙল। কে বা কারা যেন এসেছে

www.BanglaBook.org

সদর-দরজায়, থেকে থেকে ধাক্কা দিচ্ছে, আমাকে ডাকছে নিচু কণ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হলাম সেখানে। হ্যাঁ, পালকি নিয়ে এসে গেছে আমার আট "বেহারা"। ওদেরকে একটা খালি প্রহরীকক্ষে নিয়ে গেলাম আমি, বললাম আর কোনো আওয়াজ না-করে আমার জন্য সেখানেই অপেক্ষা করতে। তারপর ফিরে গেলাম নিজের ঘরে, অপেক্ষা করতে লাগলাম ল্যারিকোর জন্য।

ভোরের প্রায় দু'ঘণ্টা আগে হাজির হলো সে। সদর দরজায় আসেনি, বরং আমাদের পরিকল্পনামতো বাড়ির পিছন দিক দিয়ে এসে টোকা দিচ্ছে পার্শ্ব-দরজায়। দরজা খুলে ওকে ভিতরে নিয়ে এলাম। জোব্বা এবং তার উপর ভেড়ার-লোম-দিয়ে বানানো হুডওয়ালা আলখাল্লা পরেছে সে; তার চেহারার প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বড় একটুকরো কাপড়ে পেঁচিয়ে আরেকটা আলখাল্লা নিয়ে এসেছে সে আমার জন্য, সেটা বের করে আমার হাতে দিল। খুলে দেখি, সূর্যমন্দিরের পুরোহিতরা এ-রকম আলখাল্লা পরে সাধারণত।

ওই আলখাল্লা পরতে গিয়ে বর্মটা খুলে ফেলতে হলো আমাকে। ল্যারিকো বলল, আমার তরবারিটাও রেখে যেতে, কিন্তু ভুল করেও ওই কাজ করা যাবে না; তাই কোমর থেকে খুললাম না শিখা-তরঙ্গের খাপ। আমার খঞ্জরটাও কায়দা করে নিয়ে নিলাম আলখাল্লার ভিতরে। আর ল্যারিকো যে-কাপড়ের টুকরোটা এনেছে সেটা দিয়ে পেঁচিয়ে বর্মটা নিয়ে নিলাম সঙ্গে। দরকারের সময় যত তাড়াতাড়ি পারি গায়ে দিতে হবে এটা।

কথা বলার সময় নেই, বলার দরকারও নেই কারণ কীভাবে কী করবো তা আগে থেকেই ঠিক করা আছে। সময় নষ্ট না-করে বেরিয়ে পড়লাম দু'জনে। প্রহরীকক্ষে গিয়ে দেখি, জায়গামতোই আছে আমার দেহরক্ষীরা, অপেক্ষা করছে আমার জন্য। ওদেরকে দেখে অদ্ভুত একটা দৃষ্টি ফুটল ল্যারিকোর চোখে, কিন্তু কিছু বলল না সে। বর্মটা দিলাম একজনের কাছে, বললাম পালকির ভিতরে

www.BanglaBook.org

কোথাও লুকিয়ে রাখতে। আমার বিশাল ধনুক আর তীরভর্তি তূণটাও সঙ্গে এনেছি, সেটাও রাখতে বললাম বর্মের সঙ্গে। কাজ শেষে রওয়ানা হয়ে গেলাম আমরা।

আমি আর ল্যারিকো সামনে, আট দেহরক্ষী আমাদের পিছনে। ওদের চার জন বহন করছে খালি পালকিটা। বাকি চারজন আছে একেবারে পিছনে। কুযকোর রাস্তায় রাস্তায় রাতের বেলায় পাহারা দেয় যে-সব সৈনিক তারা যদি আমাদেরকে দেখে তা হলে ভাববে কোনো মন্দিরের কোনো পুরোহিত বোধহয় মারা গেছে, শেষকৃত্য করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বেচারাকে। দু'তিনবার সে-রকম হলোও—পাহারাদাররা থামাল আমাদেরকে, এটা-সেটা জিজ্ঞেস করল। কিন্তু প্রতিবারই দৃঢ়কণ্ঠে ওদের প্রশ্নের জবাব দিল ল্যারিকো, তাই পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হলো লোকগুলো।

শেষপর্যন্ত, রাতের অন্ধকার মিলিয়ে যাওয়ার আগেই, শহরের বাইরে, উপানকুয়ির প্রাসাদে হাজির হয়ে গেলাম আমরা। প্রাসাদে ঢোকার মুখেই সুদৃশ্য একটা বাগান। সেই বাগানের দরজায় দাঁড়িয়ে ল্যারিকো বলল, 'আপনার লোকদেরকে বলুন পালকি নামিয়ে রাখতে, আর এখানেই অপেক্ষা করতে।'

'কোনো দরকার নেই,' সরাসরি মানা করে দিলাম, 'বাগানের ভিতরে ঢুকবে ওরা, আমাদের সঙ্গে গিয়ে হাজির হবে প্রাসাদের সদর-দরজায়।'

আমার কথা শুনে চেহারা বিকৃত হয়ে গেল ল্যারিকোর। 'বুঝতে পারছেন না কেন, এত লোক নিয়ে ভিতরে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

কোমরে ঝোলানো শিখা-তরঙ্গের বাঁটে দু'বার টোকা দিলাম আমি। ফিসফিস করে বললাম, 'বেশি কথা বললে আপনাকে এখানে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে আমরা গিয়ে ঢুকবো প্রাসাদের ভিতরে।'

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাল ছেড়ে দিল ল্যারিকো। বাগানের দরজা দিয়ে ঢুকল ভিতরে। আট দেহরক্ষী নিয়ে ওর পিছু পিছু গেলাম আমি। খেয়াল করলাম, প্রাসাদের সদর-দরজার দিকে নয়, বরং কোনো একটা পার্শ্ব-দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। দরজাটার সামনে থামল ল্যারিকো, আলখাল্লার পকেট থেকে চাবি বের করে খুলল। ওকে সঙ্গে নিয়ে, আট চ্যানকাকে অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে ঢুকলাম আমি।

প্রথমেই সংক্ষিপ্ত একটা প্যাসেজ। শেষমাথায় পর্দা ঝুলছে। সেই পর্দা পার হয়ে দেখি, উপানকুয়ির ভোজনকক্ষে হাজির হয়েছি। সোনার একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন ঝুলছে মাথার উপরে, তবে সারারাত জ্বলে নিভু নিভু হয়ে এসেছে সেটা, কামরার ভিতরে ছায়া ছায়া অন্ধকার। ডাইনিং টেবিল-চেয়ার যা ছিল সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে এই ঘর থেকে, বেদির মতো কিছু একটা বানানো হয়েছে এককোনায়। সেদিকে তাকিয়ে থমকে গেলাম আমি—এ-রকম কোনো দৃশ্য দেখতে হবে ভাবিনি।

বেদির উপরে সোনার একটা চেয়ার, তাতে বসে আছেন মৃত উপানকুয়ি। পরনে রাজকীয় আলখাল্লা। এত চমৎকারভাবে তাঁকে মমি করা হয়েছে যে, হঠাৎ করে দেখলে মনে হয় চেয়ারে বসে ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি। তবে শূন্যদৃষ্টির খোলা দুই চোখের দিকে তাকালে ভুলটা ভাঙে। কোলের উপর পরে আছে দুই হাত, একটার উপর আরেকটা; ডান হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে রাজদণ্ড। তাঁর চারপাশে, বেদির উপরে স্তূপ করে রাখা আছে রাশি রাশি মূল্যবান জিনিস—সোনার অলঙ্কার, রত্নপাথর, সোনার তৈজসপত্র ইত্যাদি। কিছুই করছেন না মৃত উপানকুয়ি, কিছু করার ক্ষমতাও নেই তাঁর, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন শুধু। সেই নিষ্প্রাণ দৃষ্টি এত ভয়াবহ আর বীভৎস যে, অতি সাহসী কারও পক্ষেও তাঁর চোখে চোখ রাখা সম্ভব নয়, তাঁর বেদিতে সাজিয়ে রাখা মহামূল্যবান জিনিসগুলো সরিয়ে ফেলা সম্ভব নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেদির পাশেই ছোট একটা টেবিল, তার উপর রত্নখচিত সোনার কাপ-প্লেট, মদ আর মাংসে পরিপূর্ণ সব। সন্দেহ নেই, ওই সব খাবার নিয়ে প্রতিদিন এখানে আসে সূর্যকুমারীরা, উপানকুয়ি খান না, কিন্তু তারপরও খাবার আর পানীয় দিয়ে তাঁর কাপ-প্লেট সাজিয়ে রাখে ওরা। বিশাল সেই কামরার এদিকে-সেদিকে তাকালাম, কিন্তু অনুজ্জ্বল আলোর কারণে তেমন কিছু চোখে পড়ল না আর। ভালোই হলো একদিক দিয়ে—কিছু দেখতে পেলে হয়তো আরও অদ্ভুত, আরও বীভৎস কিছু থেকে যেত আমার স্মৃতিতে।

আবারও তাকালাম বেদির দিকে। আর ঠিক তখনই, কিছু একটা, একেবারেই অন্যরকম কিছু একটা নজর কেড়ে নিল আমার।

বেদির পাদদেশে, যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে কেউ একজন, বলা ভালো একটা মেয়ে। একটুও নড়ছে না মেয়েটা, ওর শরীরে প্রাণের কোনো চিহ্নই নেই যেন, দেখলে মনে হয় উপানকুয়ির মতো ওকেও মমি বানানো হয়েছে। যেন উপানকুয়ির স্ত্রী সে, অথবা মেয়ে–স্বামী বা বাবা হারানোর শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি, মৃত মানুষটার কাছে পড়ে আছে আজও। আমাদের পায়ের আওয়াজ পেয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ঘুরে তাকাল আমাদের দিকে।

কুইলা।

দুধ-আলতা রঙের গাউনজাতীয় একটা পোশাক পরে আছে সে, গলা থেকে বুকের উপর ঝুলছে সোনা-দিয়ে-বানানো সূর্যের ছোট একটা প্রতিকৃতি। লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলোতেও অদ্ভুত আভা বিকিরণ করছে ওই সোনার প্রতিকৃতিটা।

সেই আগের মতোই, অপার্থিব সৌন্দর্য যেন ফুটে বের হচ্ছে কুইলার সারা শরীর থেকে। হরিণীর মতো বড় বড় চোখ মেলে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে বার বার এদিকে-সেদিকে তাকাচ্ছে সে, কিন্তু

www.BanglaBook.org

কিছুই যে দেখতে পাচ্ছে না তা বোঝা যায় স্পষ্ট। ওর মাথায় রত্নপাথরখচিত সোনার একটা উষ্ণীষ, সেটার প্রান্তগুলো এমনভাবে আঁকাবাঁকা করা হয়েছে যে, দেখলে মনে হয় সূর্যের কিরণ যেন কুইলার মাথা থেকে বের হয়ে উঠে যাচ্ছে উপরের দিকে।

আমার হৃদপিণ্ডের গতি বেড়ে গেছে, দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে।

'ওই যে, আপনার প্রাণপ্রিয় কুইলা,' ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে ফিসফিস করে বলল ল্যারিকো, এই কামরায় জোরে কথা বলার সাহস হচ্ছে না এমনকী ওরও। 'লোকে বলে আপনি নাকি দেবতা। কিন্তু আমার মনে হয় আপনি আসলে মহাবোকা একটা মানুষ। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওই মেয়েটার চেয়ে হাজার গুণে সুন্দর গণ্ডা গণ্ডা মেয়েমানুষ নিয়ে রাজার হালে থাকতে পারতেন ইচ্ছা করলেই, কিন্তু নিজের সবকিছু ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন এমন একজনের জন্য যে নেহাৎ অন্ধ আর সূর্যের পূজারিণী ছাড়া আর কিছুই না। যান, গিয়ে নিয়ে আসুন আপনার প্রিয়তমাকে; মৃত ইনকা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখুক, তাঁর শান্তির ঘুম এভাবে অপবিত্র করার জন্য মরা মানুষদের পৃথিবী থেকে অভিশাপ দিক আপনাকে।'

'চুপ করুন,' বলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম কুইলার দিকে। কিন্তু ওর সেই টানা টানা দুই চোখের দিকে তাকিয়ে কেন যেন কথা বন্ধ হয়ে গেছে আমার, চুপ করে তাকিয়েই আছি ওর চেহারার দিকে।

কুইলা বুঝতে পারছে কেউ একজন এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে। আমার দিকে আগের মতোই শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে, তারপর একসময় মিষ্টি কণ্ঠে বলল, 'অদ্ভুত! আশ্চর্য! এমন কারও পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি যে-শব্দ আর কোনোদিন শুনতে পাবো বলে ভাবিনি। এমন একজনের উপস্থিতি টের পাচ্ছি

www.BanglaBook.org

আমার আশপাশে যে কোনোদিন আমাকে স্পর্শ করবে বলে মনে হয় না। ...আসলে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, স্বপ্ন দেখছিলাম বোধহয়। স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু অবশ্য দেখতেও পারি না। আমার পৃথিবীতে এখন শুধুই অন্ধকার, আর অপেক্ষা—মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা।'

'না, কুইলা,' নরম করে বললাম, 'তোমার পৃথিবীতে ভালোবাসা আছে, নতুন করে বাঁচার আশা আছে।'

শোনামাত্র ঝাঁকি দিয়ে উঠল কুইলার শরীর, যেন বাজ পড়েছে ওর উপর। তারপরই মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল সে। চঞ্চল হয়ে উঠেছে ওর নিষ্প্রাণ দৃষ্টির দুই চোখ, অবিরাম কাঁপছে ঠোঁট দুটো। আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে, যেন স্পর্শ করতে চায়, বিশ্বাস করতে চায় যে মানুষটা কথা বলেছে সে সত্যিই আমি কি না! ওর কাঁপা কাঁপা আঙুলগুলো আমার কপাল স্পর্শ করল, মুহূর্তের মধ্যে এক কদম এগিয়ে এসে আমার সারা চেহারায় হাত বুলাতে লাগল সে।

'আপনি...আপনি কি...বেঁচে আছেন, নাকি...' বলতে বলতে জড়িয়ে ধরল সে আমাকে।

পাগলের মতো চুমু খেতে লাগলাম আমরা একজন আরেকজনকে।

কিছুক্ষণ পর সংবিৎ ফিরল আমার, ত্রস্ত কণ্ঠে বললাম, 'চলো, কুইলা।'

'কোথায়?' আশ্চর্য হয়ে গেছে মেয়েটা।

'তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি।'

'নিয়ে যেতে পারবেন?'

'আপ্রাণ চেষ্টা করবো। ...চলো।'

দু'হাতে আমার হাত জড়িয়ে ধরল কুইলা, বলল, 'চলুন। যেখানে নিয়ে যাবেন, যাবো আপনার সঙ্গে।'

ঘুরে পা বাড়াতে যাবো, ঠিক তখনই চাপা কণ্ঠে হেসে উঠল কে যেন।



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ল্যারিকো।

উন্মাদের দৃষ্টি ওর দু'চোখে, আমি কুইলার হাত ধরে আছি দেখে যেন খুব মজা পাচ্ছে সে, হাসির দমকে কাঁপছে ওর শরীর।

যে-কোনো কারণেই হোক, থমকে যেতে হলো আমাকে। এত খুশি তো হওয়ার কথা না ধূর্ত ল্যারিকোর? ব্যাপারটা কী?

আমার অনুচ্চারিত প্রশ্নটার জবাব দেয়ার জন্যই যেন খুলে গেল বিশাল সেই কামরার আরেকদিকের দরজা। অন্ধকারে ডুবে আছে ওই দিকটা, তাই দেখতে পাচ্ছি না ভালোমতো, কিন্তু ভারী পদশব্দ শুনে বুঝতে পারছি এক বা একাধিক লোক এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

তারপর একসময়, লণ্ঠনের অনুজ্জ্বল আলো যতদূর যেতে পারছে, সেই আলোর-বৃত্তের কিনারায় এসে দাঁড়াল দৈত্যসদৃশ বিশালদেহী এক লোক।

আরকো।

সঙ্গে ওর অনুচররা।

এবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ল্যারিকো। হাসতে হাসতেই বলল, 'হায় নারী, হায় নিয়তির বিধান! ভালোবাসে একজন, আর দখল করে আরেকজন।'

হাতে-ধরা মুগুর তুলে ইঙ্গিতে কুইলাকে দেখাল আরকো, তারপর মোটা গলায় বলল, 'ধরো ওই মেয়েটাকে। আর এই সাদা চোরটাকে মারতে মারতে মেরে ফেলো।'

ছেড়ে দিলাম কুইলাকে। খাপ থেকে একটানে বের করলাম শিখা-তরঙ্গ। দুই দিক থেকে আমার দিকে ছুটে এল আরকোর অনুচররা। লাফিয়ে এগিয়ে গেলাম দু'কদম, সবচেয়ে কাছের লোকটাকে তরবারি দিয়ে কোপ মারলাম সর্বশক্তিতে। ওর কী হলো দেখার অবকাশ পেলাম না, কারণ ততক্ষণে বাকিরা ঘিরে ধরেছে আমাকে, আর কয়েকজন গিয়ে পাকড়াও করেছে কুইলাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আরকোর সবগুলো চ্যালার হাতে নগ্ন তরবারি, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দোলাচ্ছে ওরা যার যার অস্ত্র, কিন্তু আমার কাছে আসার সাহস করছে না। বার বার এদিকে-সেদিকে তাকাচ্ছি আমি, গায়ে বর্ম নেই, তাই কারও দিকে লম্বা সময়ের জন্য উল্টো ঘুরে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কী করা যায় ভাবছি একই সঙ্গে। যেভাবেই হোক অপেক্ষমাণ চ্যানকাদের খবর দিতে হবে, এখন ওদের সাহায্য নিতেই হবে আমাকে। তা না হলে নিজে মরবো, কুইলাকেও হারাতে হবে চিরতরে।

বাঁয়ে ঘুরলাম, আরকোর চ্যালারা যাতে মনে করে বাঁ দিক থেকে আসা হামলা মোকাবেলা করতে চাই। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে দিক বদল করলাম, ঝট করে ডানে তাকিয়েই লাফ দিলাম সামনের দিকে, শূন্যে থাকা অবস্থাতেই তরবারি তুলে কোপ মেরেছি। একইসঙ্গে বাঁ হাতে বের করে ফেলেছি খঞ্জর, সেটা সজোরে বসিয়ে দিলাম আরেকজনের বুকে। শিখা-তরঙ্গের কোপ গিয়ে লাগল এক লোকের মাথায়, কাটাগাছের মতো আছড়ে পড়ল সে। ওরা কেউ কিছু করার আগেই দৌড়ে বের হয়ে এলাম আমি ওদের ঘেরাও থেকে। আমার সামনে এখন ছোট টেবিলটা, যেটার উপর থরে থরে সাজানো আছে উপানকুয়ির খাবার। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম টেবিলের উপর। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ডাকছি চ্যানকাদেরকে, একইসঙ্গে লাথি মেরে আর তরবারি দিয়ে বাড়ি দিয়ে কাপ-প্লেট যা পারছি ছুঁড়ে দিচ্ছি আরকোর চ্যালাদের দিকে।

হঠাৎ দেখি, প্রতিহিংসায় পাগল হয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে ল্যারিকো, আলখাল্লার ভিতর থেকে খঞ্জর টেনে বের করেছে সে, আমার পেটে ঢুকিয়ে দিতে চায়। শিখা-তরঙ্গ দু'হাতে মাথার উপর তুলে ধরলাম আমি, তারপর সর্বশক্তিতে কোপ মারলাম শয়তানটার মাথায়। ওর খুলি ফেটে ঘিলু বের হয়ে গেল, একদিকে কাত হয়ে পড়ে গেল সে।

কে যেন আমাকে লক্ষ করে একটা বর্শা ছুঁড়ে মারল এমন

www.BanglaBook.org

সময়। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সে-বর্শা গিয়ে লাগল জ্বলন্ত লণ্ঠনে। আংটা থেকে খসে পড়ল লণ্ঠন, মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে নিভে গেল।

গাঢ় অন্ধকারে ডুবে গেল পুরো কামরা!

# বারো

হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে গেছে পুরো কামরায়, এত জোরে চিৎকার করছে আরকোর সাঙ্গপাঙ্গরা যে, কী হচ্ছে এখানে দেখার জন্য কুযকোবাসীরাও এসে জড়ো হবে বোধহয়। থেকে থেকে চিৎকার করছে কুইলা, ফাঁকা প্রাসাদের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওর কণ্ঠ, তাই ঠিক বুঝতে পারছি না কোথায় কতদূরে আছে সে।

লাফিয়ে নামলাম টেবিল থেকে। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দিক অনুমান করে নিয়ে এগোলাম কিছুদূর, তারপর দৌড় দিলাম। পর্দা-দেয়া যে-প্যাসেজ ধরে এসেছি এখানে, তার সামনে গিয়ে থামলাম। কে বা কারা যেন ছিঁড়ে ফেলেছে পর্দাটা, বাইরে উঁকি দিয়ে ভোরের প্রথম আলোয় দেখি, নগ্ন তরবারি নিয়ে ছুটে আসছে আট চ্যানকা।

'এসো আমার সঙ্গে!' চিৎকার করে ডাকলাম ওদেরকে।

দলে ভারী হয়েছি, সুতরাং এবার আর দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে এগোনোর দরকার নেই। সোজা দৌড় দিলাম। টেবিলের সামনে এসে ল্যারিকোর মৃতদেহের সঙ্গে ঠোকর খেতে হলো। ঠিক

www.BanglaBook.org

তখনই, কামরার দূরবর্তী প্রান্তে সশব্দে খুলে গেল একটা দরজা; ভোরের বাড়ন্ত আলোয় দেখি কতগুলো ছায়ামূর্তি, মানে আরকোর চ্যালারা পালাচ্ছে সেখান দিয়ে। তাড়াহুড়ো করে পালাতে গিয়ে উপানকুয়ির চেয়ারটা উল্টে ফেলে দিয়েছে ওরা, বেদির উপর চিত হয়ে পড়ে আছেন মৃত ইনকা, দুই চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন শূন্যদৃষ্টিতে।

সৌভাগ্যবশত, আসার সময় আমার বর্ম, ধনুক আর তীরভর্তি তূণ সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে চ্যানকারা। আরকোর চ্যালারা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় ত্রস্তহাতে বর্মটা পরে নিয়ে একটানে হাতে নিলাম ধনুকটা, একটা তীর পরিয়ে নিশানা করে ছুঁড়লাম। আরকোর জনৈক অনুচরের পিঠ এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিল তীরটা, হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে প্রথমে দরজার পাল্লার উপর, তারপর সেটা হাঁ করে খুলে দিয়ে মেঝেতে। চলে যাওয়ার সময় বাইরে থেকে দরজা আটকে দেয়ার ইচ্ছা ছিল লোকগুলোর, কিন্তু তা তো করতে পারলই না, বরং মৃত ওই লোকটাকে ঠেলে সরাতে গিয়ে দেরি করে ফেলল আরেকজন, উদীয়মান সূর্যালোকে আমার ধনুকের সহজ শিকারে পরিণত হলো সে। তীর-ধনুক এসে গেছে আমার হাতে, কাজেই আর দেরি করাটা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল না বাকিরা, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল।

আবার ছুট লাগলাম আমরা। খোলা দরজা দিয়ে বের হয়ে হাজির হলাম উদ্যানসদৃশ বড় একটা মাঠে। আমাদের থেকে একশ' কদম বা তার কিছু বেশি দূর দিয়ে একটা পালকি কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছে কয়েকজন লোক, পালকিতে কে থাকতে পারে তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। আবারও তীর পরালাম ধনুকে, কিন্তু ছুঁড়বার আগে ইতস্তত করলাম কিছুক্ষণ, কারণ তীর যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কুইলার গায়ে গিয়ে লাগে তা হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু মনস্থির করে ফেললাম, পালকির সবার পিছনের বেহারাটাকে লক্ষ করে তীর মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল সে, বাকি

www.BanglaBook.org

বেহারারাও থেমে যেতে বাধ্য হলো। কিন্তু পরমুহূর্তেই আরেকজন দৌড়ে গিয়ে কাঁধে তুলে নিল পালকির একপ্রান্ত, আবার চলতে শুরু করল লোকগুলো, এবার আগের চেয়েও দ্রুতগতিতে। দৌড় দিলাম আমরাও। কিন্তু ওদের কাছাকাছি যাওয়ার আগেই দেখি, উদ্যানের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে ওরা, এবং সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর বাইরে থেকে আটকে দিচ্ছে দরজাটা।

বন্ধ দরজার কাছে এসে থামলাম আমরা। উঁচু দেয়াল টপকাতে পারবো না, কাজেই দরজা ভাঙা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই, আবার সঙ্গে সে-রকম কোনো সরঞ্জামও নেই। এদিকে-সেদিকে তাকালাম। কাছেই পড়ে আছে বড় আর মোটা একটা গাছের-গুঁড়ি। আর্ট চ্যানকাকে নিয়ে ধরাধরি করে তুললাম গুঁড়িটা, তারপর সেটা দিয়ে সজোরে বাড়ি মারলাম দরজায়। কয়েকবারের আঘাতে স্থানচ্যুত হলো পাল্লা, আরও কয়েকবার আঘাত করার পর সজোরে আছড়ে পড়ল সেটা মাটিতে। হুড়োহুড়ি করে বাইরে বের হয়ে এলাম আমরা।

সূর্য উঠে গেছে ইতোমধ্যে। দূরে সারি সারি পাহাড়, সেখানে দেখা যাচ্ছে বিলীয়মান কুয়াশার চাদর, সকালের প্রথম কিরণছটা লেপ্টে আছে ওই চাদরের সঙ্গে। আমাদের সামনে দিয়ে পথটা এগিয়ে গেছে পাহাড়ি উপত্যকার দিকে। সেদিকে তাকিয়ে দেখি, আধ মাইল সামনে কুইলার পালকি, যত জোরে পারছে ছুটছে বেহারারা, কিন্তু দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছে ওরা। দৌড় দিলাম আমরা। যেহেতু পালকির মতো ভারী কিছু বহন করতে হচ্ছে না আমাদেরকে তাই গতি কমার সম্ভাবনা নেই, কাজেই একছুটে লোকগুলোর অনেক কাছে চলে যেতে পারলাম।

কিন্তু ভাগ্য বিরূপ হয়ে গেল আবারও। দূর থেকে বুঝতে পারিনি, এখন কাছে এসে দেখি, কুইলার পালকি প্রবেশ করছে গভীর আর অন্ধকার এক গিরিসঙ্কটে। এ-রকম গিরিসঙ্কট

www.BanglaBook.org

তাভানতিনসুয়ুর মতো দেশে অসম্ভব কিছু নয়; হুয়ারিনার পথে যখন রওয়ানা হয়েছিলাম আমরা তখন এ-রকম একাধিক গিরিসঙ্কট পার হতে হয়েছিল আমাদেরকে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে প্রশস্ত টানেলের মতো, ভরদুপুরের আলোও প্রবেশ করতে পারে না এসব জায়গায়।

যা-হোক, আমাদের প্রাণপণ প্রচেষ্টার পরও, কুইলার পালকি উধাও হয়ে গেল গিরিসঙ্কটের টানেলে। হাঁপাতে হাঁপাতে থেমে দাঁড়ালাম আমরা, থামতে বাধ্য হলাম আসলে। টানেলের মুখে বেশ কয়েকটা বড় বড় পাথরের বোল্ডার, সেগুলোর উপর ঝকঝকে তরবারি নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে একদল লোক—ছ'-সাতজন হবে।

কাঁধ থেকে খুলে আমার ধনুকটা হাতে নিলাম আবার। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওদের একজন, আমার তীর বুকে নিয়ে উল্টে পড়ল বোল্ডারের উপর থেকে। আবারও তীর মারলাম, আবারও ঘায়েল হলো আরেকজন। বাকিরা লাফিয়ে নেমে আশ্রয় নিল বোল্ডারের আড়ালে, বুঝে গেছে আমার তীর-ধনুকের সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

ধনুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে খাপ থেকে টেনে বের করলাম শিখা-তরঙ্গ। ইঙ্গিত করলাম চ্যানকাদেরকে, রণহুঙ্কার দিতে দিতে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম শত্রুদের উপর। আমরা ন'জন, আর ওরা চার-পাঁচ জন; সুতরাং সবাইকে মেরে কেটে শেষ করতে একমিনিটও লাগল না আমাদের। তবে একজন কুযকোর দিকে পালিয়ে গেল পাহাড়ি ছাগলের মতো দ্রুতগতিতে, ওকে ধরতে গিয়ে মূল্যবান সময় নষ্ট না—করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

গিরিসঙ্কটের টানেলে ঢুকলাম আমরা। আধো-অন্ধকার গিলে খেল আমাদেরকে। খেয়াল করলাম, টানেলটা পুবমুখী; সকালের সূর্য, যা ইতোমধ্যে অনেকখানি উঠে এসেছে মাথার উপর, তির্যকভাবে আলো দিচ্ছে আর সেই রোদ কিছুটা হলেও ঢুকছে

www.BanglaBook.org

টানেলের ভিতরে। এগোতে খুব বেশি অসুবিধা হচ্ছে না আমাদের, কিন্তু গতি তেমন দ্রুত নয়।

আমার ভিতরে একইসঙ্গে কাজ করছে তিনটা আবেগ—ক্রোধ, আক্রোশ আর কুইলার জন্য ভয়। আমার তাগিদটাও বেশি। তাই সবার আগে আছি আমি, সবার চেয়ে জোরে দৌড়াচ্ছি। টানেলের একপ্রান্তে পড়ে থাকা বড় একটা বোল্ডার পার হয়ে দেখি, একশ' গজের মতো দূরে আছে কুইলার পালকি, বেহারারা আগের চেয়ে আরও হাঁপিয়ে গেছে। এমন সময়, সম্ভবত অতিরিক্ত ক্লান্তির কারণেই, হোঁচট খেল একজন বেহারা, পড়ে গেল মাটিতে। বাকিরা থেমে যেতে বাধ্য হলো। রাগে ততক্ষণে মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার, তাই হুঙ্কার ছেড়ে দৌড় দিলাম আবার, হাতে উদ্যত শিখা-তরঙ্গ। আমাকে দেখে আতঙ্কে চোখ বড় বড় হয়ে গেল বেহারাদের, চিৎকার করে বলছে ওরা, 'সাদা দেবতা! ওহ্, ভয়ঙ্কর সেই সাদা দেবতা!'

আর দেরি করল না কেউ, পড়িমরি করে ছুট লাগাল, তারপর কোথায় উধাও হয়ে গেল জানি না, দেখার সুযোগ পাইনি। কারণ পালকির সামনে তখন একা দাঁড়িয়ে আছে আরকো, হাতে মুগুরের বদলে তামার বিশাল এক তরবারি।

একদৃষ্টিতে আমাকেই দেখছে সে, দাঁতের সঙ্গে দাঁত পিষছে একটু পর পর। আধো আলো আধো অন্ধকারের ওই টানেলে আরও বিকট, আরও ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে ওকে। মনে হচ্ছে এই মাত্র যেন নরক থেকে বের হয়ে এসেছে সাক্ষাৎ শয়তান। হঠাৎ কী যেন মনে হলো ওর, পিছন ফিরে একটানে ছিঁড়ে ফেলল পালকির পর্দা, ছিপে মাছ আটকালে যেভাবে টান মেরে মাছটা ডাঙায় তোলে শিকারী সেভাবে টান মেরে কুইলাকে বাইরে বের করে এনে আছড়ে ফেলল মাটিতে।

'সাদা চোর,' আমাকে উদ্দেশ্য করে চিৎকার করল সে, 'আমি যদি কুইলাকে না-পাই তা হলে তুইও পাবি না। এই মেয়ে যদি

www.BanglaBook.org

সূর্যদেবের বউ হয়ে থাকে তা হলে একে আকাশে পাঠিয়ে দেয়াটাই ভালো,' বলতে বলতে তরবারি তুলল সে, এককোপে কুইলার ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে দেবে।

ওর কাছ থেকে এখনও দশ কদমের মতো দূরে আছি আমি। কাছে যাওয়ার আগেই কুইলাকে মেরে ফেলবে শয়তানটা। দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ থেমে দাঁড়ালাম, শিখা-তরঙ্গ মাথার উপর তুলে ধরে সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে মারলাম শয়তানটার দিকে। একটুখানি রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠল তরবারির একপ্রান্ত, তীরের মতো উড়ে গেল সেটা তরবারির দিকে। কোপ মারবে বলে কুইলার দিকে তাকিয়ে ছিল আরকো, একেবারে শেষ মুহূর্তে খেয়াল করল সে আমার তরবারি উড়ে যাচ্ছে ওর কণ্ঠনালীর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে, সহজাত প্রবৃত্তির বশে, ডান হাত নিচু করে ঠেকাতে চাইল সে আঘাতটা। ওর হাতে গিয়ে লাগল শিখা-তরঙ্গ, আমার সেই তরবারি আর দুটো আঙুল খসে পড়ল ওর হাত থেকে। একমুহূর্তও দেরি না-করে ধনুকটা কাঁধ থেকে খুলে হাতে নিলাম, কিন্তু আমার তূণে আর মাত্র একটা তীর বাকি আছে। তাড়াহুড়ো করে ধনুকে তীর পরিয়েই মারলাম আরকোকে। ততক্ষণে খঞ্জর বের করে ফেলেছিল সে, জবাই করে ফেলার ইচ্ছা ছিল কুইলাকে, কিন্তু তীরটা সোজা গিয়ে বিঁধল ওর বুকে, হাত থেকে আপনাআপনি খসে পড়ল খঞ্জর, আর আরকো বাধ্য হলো কয়েক পা পিছিয়ে যেতে।

ধনুক আর তূণ মাটিতে ফেলে দিয়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো দৌড় দিলাম আমি। আরকো যত বিশাল আর শক্তিশালীই হোক না কেন, ওর ডান হাতের দুটো আঙুল নেই, তা ছাড়া আমার নিক্ষিপ্ত বিশাল তীরটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে ওর বুক; প্রচণ্ড গতিতে ছুটে গিয়ে মাথা দিয়ে সর্বশক্তিতে গুঁতো দিলাম ওর তলপেটে। হুড়মুড় করে উল্টে পড়ল সে। ওর বুকের উপর পড়লাম আমি। একধাক্কায় আমাকে সরিয়ে দিল দানবটা, তারপর

www.BanglaBook.org

অবিশ্বাস্য কোনো উপায়ে অনেক কষ্ট করে উঠে বসল, মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে এসে চড়ে বসল আমার বুকে, দু'হাতে চেপে ধরল আমার গলা। প্রচণ্ড শক্তি শয়তানটার গায়ে, ডান হাতের দুটো আঙুল না-হারালে গলা টিপে মেরেই ফেলত আমাকে। খেয়াল করলাম, ডান হাতে আমার গলা চেপে রেখে বাঁ হাতটা পোশাকের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েছে সে, ওর কাছে আরও একটা খঞ্জর আছে বোধহয়, সেটা বের করে আনতে চায়।

বাঁ হাতে খামচে ধরলাম শয়তানটার চুল, ডান হাতে প্রচণ্ড জোরে ঘুসি মারলাম ওর গলায়। জোরে ঝাঁকুনি খেল সে, আপনা থেকেই আলগা হয়ে গেল ওর মুঠি। তীরের পিছনের দিক, মানে যেটা আরকোর বুক থেকে বাইরের দিকে বের হয়ে আছে, দু'হাতে ধরে জোরে মোচড় দিলাম। ব্যথায় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আরকো, আমাকে ছেড়ে দিয়ে সরে গেল। দেরি করলাম না, উঠে বসে মাঝারি আকারের ভোঁতা একখণ্ড পাথর তুলে নিলাম, সজোরে বসিয়ে দিলাম শয়তানটার মাথায়। আবারও ঝাঁকুনি খেল আরকো, ওর দুই চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে এল। পাথরটা ফেলে দিয়ে চেপে বসলাম ওর পিঠে, কুস্তির বিশেষ এক কায়দায় পেঁচিয়ে ধরলাম ওর গলা, তারপর দু'হাতে সর্বশক্তিতে চাপ দিতে লাগলাম পিছনের দিকে। একইসঙ্গে হাঁটু দিয়ে ওর পিঠের সঙ্গে চেপে ধরেছি তীরের মাথাটা। যাতে প্রচণ্ড ব্যথা পায় সে।

বুকের ব্যথা, ঘাড়ের ব্যথা কোনোটাই সামলাতে পারছে না আরকো, আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে সে, একসময় মট্ করে একটা আওয়াজ হলো, বুঝলাম ভেঙে গেছে শয়তানটার ঘাড়। মারা গেছে সে।

ওকে ছেড়ে দিয়ে ওর মৃতদেহের পাশেই শুয়ে পড়লাম আমি, হাঁপাচ্ছি সমানে। মনে হচ্ছে শক্তি বলতে আর কিছু বাকি নেই শরীরে, মনে হচ্ছে আমিও মারা যাবো কিছুক্ষণের মধ্যে।

www.BanglaBook.org

জানি না কতক্ষণ পর, নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কুইলা, ‘আপনি...আপনি কি বেঁচে আছেন?’

জবাব দিলাম না কারণ কথা বলার মতো দম নেই আমার ফুসফুসে, মুখ খোলার মতো শক্তি নেই শরীরে। অনেক কষ্ট করে উঠে বসলাম। আমার দিকে তাকাল কুইলা, বলা ভালো আমার হাঁচড়েপাঁচড়ে উঠে বসার শব্দ শুনে তাকাল।

নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে এখনও তাকিয়ে আছে কুইলা। ‘আপনি বেঁচে আছেন। আমি জানি আপনি মরেননি।’

চ্যানকারা হাজির হলো এতক্ষণে। তাকিয়ে তাকিয়ে আরকোর মৃতদেহটা দেখল ওরা কিছুক্ষণ, তারপর ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে সম্মান জানাল আমাকে। ওরা ধরেই নিয়েছিল, আরকোকে খালিহাতে হত্যা করা সম্ভব নয়; কথাটা অবশ্য কিছুটা হলেও সত্য, কারণ একেবারে খালি হাতে মারতে পারিনি আমি আরকোকে।

কুইলাকে তুলে দেয়া হলো পালকিতে, সঙ্গে দেয়া হলো আমার অস্ত্রগুলোও, ছয় চ্যানকা মিলে ধরাধরি করে ওর পালকি নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। যে-পথ দিয়ে এসেছি সে-পথ দিয়েই ফিরে যাচ্ছি, আগে গিরিসঙ্কট থেকে বের হওয়া দরকার। আমাকে ধরাধরি করে কিছুদূর নিয়ে গেল দুই চ্যানকা, যখন হাঁটার মতো শক্তি ফিরে এল আমার শরীরে তখন ছেড়ে দিল, টানেল থেকে ধীরেসুস্থে বাইরে বের হলাম আমি।

এখন কুযকোতে ফিরে যাওয়ার মানে হচ্ছে আত্মহত্যা করা। সুতরাং ডান দিকে বাঁক নিলাম আমরা, কুযকো এড়িয়ে গিয়ে অর্ধবৃত্তাকার পথে স্বাভাবিক গতিতে ঘণ্টা চারেক চলার পর হাজির হলাম রক্ত-উপত্যকায়, যে-ঢালের উপর দাঁড়িয়ে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলাম সেই ঢালের নীচে এসে থামলাম।

দেখে খুবই ভালো লাগছে, আমার অধীনস্থ হাজার তিনেকের মতো চ্যানকা সৈন্য ঘাঁটি গেড়ে অবস্থান করছে সেখানে। আমাকে দেখে খুশি হয়ে উঠল সবাই। আর যখন জানতে পারল পালকির

www.BanglaBook.org

ভিতরে কে আছে, তখন তো বলতে গেলে উৎসব শুরু করে দিল!

তিলকে তাল বানানো লোকের স্বভাব, আমার সঙ্গের আট চ্যানকা মিলে বর্ণনা দিতে লাগল কীভাবে কুইলাকে উদ্ধার করেছি আমি, কীভাবে "খালিহ্যাতে" একাই শেষ করে দিয়েছি দানব আরকোকে। সব শুনে চ্যানকা বাহিনীর অধিনায়করা একে একে এসে ষাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতে সম্মান জানাতে লাগল আমাকে, চুমু দিতে লাগল আমার পায়ে। একবাক্যে বলল সবাই, 'আপনি আসলেই দেবতা, কোনো মানুষের পক্ষে এত কঠিন একটা কাজ করা সম্ভব না।'

বললাম, 'মানুষ বা দেবতা যা-ই হই না কেন, আপাতত লম্বা একটা বিশ্রাম দরকার আমার। কিছু খাবার আর পানীয় দাও আমাকে আর লেডি কুইলাকে। তাঁর জন্য একেবারে আলাদা করে একটা তাঁবু খাটাও। যে বুড়ি এসেছে কুযকো থেকে ওকে বলো কুইলার সেবাযত্ন করতে। ...সূর্যাস্তের পর রওনা হবো আমরা, রাজা হুয়ারাছার কাছে যাবো, তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেবো তাঁর মেয়েকে। ...তোমাদের ভয়ের কিছু নেই, কারণ কারির সেনাবাহিনীতে সংগঠিত অবস্থায় এত সৈন্য নেই যে, আমাদের উপর হামলা করতে পারে। কিন্তু তাই বলে শুধু ফুর্তি করলে চলবে না, কড়া পাহারা বসাও। আর কোনো সমস্যা হলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।'

আমার আর কুইলার জন্য আলাদা করে দুটো তাঁবু খাটানো হলো। পেট ভরে খেয়ে নিলাম আমি, কুইলার খাবার পাঠিয়ে দেয়া হলো ওর তাঁবুতে। খাওয়া শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লাম একটা মুহূর্তও নষ্ট না-করে। এবং মড়ার মতো ঘুমালাম সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক আগে পর্যন্ত।

একজন অফিসার এসে ঘুম থেকে ডেকে তুলল আমাকে। বলল, 'কুযকো থেকে দশজন লোক এসেছে, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

www.BanglaBook.org

এত তাড়াতাড়ি খবর কীভাবে পৌঁছে গেল কারির কাছে, বুঝতে সমস্যা হলো না। গিরিসঙ্কটের টানেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল যে-লোকটা, কুযকোতে গিয়েই ঢোল পিটিয়েছে সে।

বললাম, 'ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলো। প্রস্তুত হয়ে বাইরে আসতে সময় লাগবে আমার।'

প্রথমেই ডেকে পাঠালাম একজন চিকিৎসককে। আমাকে ভালোমতো পরীক্ষা করল সে, তার পর জানাল অত্যধিক পরিশ্রমের কারণেই এত ক্লান্তি বোধ করছি আমি, বড় রকমের কোনো সমস্যা হয়নি। ঈষদুষ্ণ পানি দিয়ে গোসল করিয়ে দিল সে আমাকে, তার পর বিশেষ একজাতের তেল মালিশ করে দিল পুরো শরীরে। মালিশের গুণেই হোক অথবা তেলের কারণেই হোক, বেশ চাঙা বোধ করতে লাগলাম। চ্যানকা জমিদাররা যে-রকম আলখাল্লা পরে সে-রকম দামি আর ঝকঝকে একটা আলখাল্লা চড়ালাম গায়ে, বর্মটা পরলাম না। তার পর ন'জন চ্যানকা অফিসার এবং চার-পাঁচটা জ্বলন্ত মশাল সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নীচে নেমে এলাম।

আমাদেরকে দেখতে পেয়ে অপেক্ষমাণ দশ ক্যাছুয়া দূতের মধ্য থেকে মাত্র একজন এগিয়ে এল আমার দিকে। লোকটাকে, সম্ভবত মরণের পরও, চিনতে অসুবিধা হবে না আমার।

কারি।

হ্যাঁ, কোনো সন্দেহ নেই, আমার কাছ থেকে পাঁচ-ছ'হাত তফাতে দাঁড়িয়ে আছে যে-লোক সে কারি ছাড়া অন্য কেউ না। আমাকে ধর্মদ্রোহিতার শাস্তি দিতে ক্যাছুয়াদের ইনকা নিজেই তা হলে হাজির হয়ে গেছে?

'আমি কি আপনার সঙ্গে একা কথা বলতে পারি?' জিজ্ঞেস করল সে।

ইতস্তত করলাম, কারণ ওর মনোভাব বুঝতে পারছি না। তার পরও রাজি হয়ে গেলাম। ওকে নিয়ে সরে এলাম একপাশে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখান থেকে আমাদের কথা শুনতে পারবে না দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলো।

'ভাই, সব শুনেছি আমি, বাবার ওই প্রাসাদে গিয়ে সব দেখেছি। যে-কাজ করেছেন আপনি সে-কাজ করার ক্ষমতা একমাত্র আপনারই আছে। সারা তাভানতিনসুয়ুতে আপনি ছাড়া আর এমন কেউ নেই যে ইনকার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে এমন দুঃসাহসিক কোনো কাজ করতে পারে। সারা তাভানতিনসুয়ুতে আর এমন কেউ নেই যে খালিহাতে আরকোর মতো একটা দানবকে খুন করতে পারে।'

'ওকে খালিহাতে মেরেছি আমি কথাটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক না। আমার তরবারির আঘাতে কাটা পড়েছে ওর ডান হাতের দুটো আঙুল, আমার তীর এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে ওর বুক। যা-হোক, একটা কথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, তোমার সিংহাসন এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ?'

'হ্যাঁ, স্বীকার করে নিচ্ছি কথাটা।'

'শুধু তা-ই নয়, মুখোশ পরিহিত এক বিশ্বাসঘাতকের কবল থেকেও বেঁচে গেছ তুমি।'

ভ্রূ কুঁচকাল কারি। 'কে?'

ল্যারিকোর ঘটনাটা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলাম ওর কাছে, খুঁটিনাটি কিছুই বাদ দিলাম না।

'তা হলে তো ভালোই হয়েছে বলতে হবে। কুচক্রীটা বেঁচে থাকলে অবশ্যই কোনো-না-কোনোভাবে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করত। অন্য সবার মতো স্বীকার করে নিচ্ছি, আপনি আজ যা করেছেন তা যতটা না মানুষিক তার চেয়ে বেশি দৈবিক। ইংল্যাণ্ডে যদি একসঙ্গে বেশ কিছুদিন সময় না কাটাতাম আমরা তা হলে বাকিরা আজ যেমন দেবতা মনে করে পূজা করছে আপনাকে হয়তো সে-রকমই কিছু করতাম আমি।'

বাউ করে সম্মান দেখালাম ওকে, বললাম, 'শুনে ভালো

www.BanglaBook.org

লাগল।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল কারি, 'যদি শুধু এই কথাগুলো বলার জন্যই এখানে আসতাম আমি তা হলে কতই না ভালো হতো! কিন্তু আফসোস! এই দেশের ধর্মীয় আইনে যা সবচেয়ে বড় অপরাধ তা-ই করে ফেলেছেন আপনি, অথচ বার বার আপনাকে সতর্ক করেছিলাম আমি। আমাদের আদিপিতা সূর্যের স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছেন আপনি। শুধু তা-ই না, মিথ্যা বলেছেন আমার সঙ্গে, ছলনা করেছেন। আমি জানি আপনি আমাদেরই মতো রক্তমাংসের মানুষ, কিন্তু তারপরও দেবতার মতো এতদিন ভক্তি করতাম আপনাকে, কারণ ইংল্যাণ্ডে আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে গতকালের আগ পর্যন্ত কোনোদিন কোনো অন্যায় আচরণ করেননি আমার সঙ্গে, কোনোদিন মিথ্যা বলেননি।'

'কারি, তোমার ধর্মের বিধান অনুযায়ী যা অপরাধ, আমার বিবেক বলে তা অনুচিত একটা কাজ। ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে আর ধর্মের দোহাই দিয়ে একটা মেয়েকে সারাজীবন আটকে রাখবে আশ্রম নামের জেলখানায়—কেন, সে কি মানুষ না? তার কি চাওয়া-পাওয়া নেই? তার কি অন্য সবার মতো হেসেখেলে বেঁচে থাকার অধিকার নেই? তোমাদের সূর্যদেব কি কখনও এসে বলে গেছেন কুমারী মেয়েদের জীবন-যৌবন তাঁর কাছে সঁপে দিতে? নাকি এসব নিয়ম তোমরাই বানিয়েছ? সূর্যকুমারিত্বে না বিশ্বাস করি আমি, না করে কুইলা; কাজেই আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো তা হলে বলবো অসহায় আর নির্দোষ একটা মেয়েকে নতুন করে বাঁচার এবং ওর যাকে ইচ্ছা তাকে ভালোবাসার সুযোগ করে দিয়েছি আমি, তার বেশি কিছু না।'

'তার মানে লেডি কুইলাকে মন থেকে মুছে ফেলেছেন বলে আপনি আমার সঙ্গে যে মিথ্যাচার করেছেন সেটাও ঠিক

www.BanglaBook.org

করেছেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক করেছি। ওকে অভিশাপ দিচ্ছিলে তুমি, আর তোমাদের ধর্ম বলে কোনো ইনকা যদি কোনো মেয়েকে অভিশাপ দেয় তা হলে ওই মেয়ে নাকি যথাশীঘ্র মারা যায়। তুমি যাতে ওকে অভিশাপ না-দাও সে-জন্য বাধ্য হয়ে মিথ্যা বলতে হয়েছে আমাকে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে, বুঝলাম জোর করে নিজেকে শান্ত রাখছে সে। একসময় আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে ভাইয়ের মতো জেনেছি আমি, নিজের একমাত্র বন্ধু বলে বিশ্বাস করেছি এতদিন। আজ থেকে আপনি আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু। আমার দেবতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ করেছেন, কাজেই আমার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন আমিও আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। কিন্তু এই বিবাদ আমাদের দু'জনের, এই লড়াই আমাদের দু'জনের। আমাদের দু'জনের সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে হাজার হাজার লোক মরুক তা আমি চাই না। যদি সাহস থাকে আপনার, যদি সামর্থ্য থাকে, তা হলে আজ এখানেই লড়াই করুন আমার সঙ্গে। প্যাচাকামাকের ইচ্ছায় যা হওয়ার হবে, আমাদের মধ্যে যে-কোনো একজন বাঁচবে, আরেকজন মরবেই মরবে।'

'সাহস? সামর্থ্য?' হাসলাম আমি।

'ইংল্যাণ্ডে আপনি না-থাকলে না-খেতে পেয়ে মরতাম, এখানে আপনি না-থাকলে ইনকা হতে পারতাম না কোনোদিন। কিন্তু সবই এখন অতীত। আসুন, দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হোন আমার সঙ্গে; হয়তো আপনিই জিতবেন, হয়তো আমার পরে ক্যাছুয়াদের সিংহাসনে আপনাকেই বসাবে আমার প্রজারা।'

'আগেও বলেছি, আবারও বলছি, ইনকা হওয়ার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।'

'আপনার ইচ্ছা না থাকতে পারে, কিন্তু ওই বেশ্যাটার, ওই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কুলটাটার, যে ঠকিয়েছে সূর্যদেবতাকে, যে যাদু করে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে আপনাকে, তার যে ইচ্ছা নেই তার নিশ্চয়তা কী?'

কারির মুখ থেকে কুইলার ব্যাপারে এত জঘন্য কথা শুনে থমকে গেলাম আমি, বাক রুদ্ধ হয়ে গেছে আমার।

'আমার কথাটা আপনার লাগল বুঝি?' বলে চলল কারি। 'সত্যি কথার দোষ কী জানেন? সত্যি কথা সবসময় বিষের মতো তিতা লাগে। ...আপনাকে আবারও বলছি, আজ এখানেই আমাদের ঝগড়ার মীমাংসা করবেন, নিজের হাতে খুন করবেন আমাকে, তা না-হলে হামলা করবো আমি চ্যানকাদের উপর মাসের পর মাস, দরকার হলে বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চলবে, যদি জিততে পারি তা হলে নিজের হাতে খুন করবো সব চ্যানকাকে, ওদের স্ত্রী আর মেয়েদেরকে রক্ষিতা বানাবো। আগুন লাগিয়ে ছাই করবো প্রতিটা বাড়ি, ধ্বংস করবো ওদের সব মন্দির। প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে আমার মনে, আমি না-মরা পর্যন্ত অথবা চ্যানকাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না-করা পর্যন্ত নিভবে না এই আগুন। এখন যদি লড়াই করেন আমার বিরুদ্ধে, যদি আরকোর মতো আমাকেও খুন করতে পারেন, তা হলে সূর্যদেবতার নামে, আমার দেশের জনগণের শপথ করে বলছি, শান্তিতে আর নিরাপদে থাকবে চ্যানকারা। ...ডাকুন আপনার অফিসারদেকে, আমিও ডাকি আমার সঙ্গের লোকদেরকে, সব কথা বলি সবাইকে, তারপর যা হওয়ার হবে।'

সঙ্গের লোকদেরকে ডাকল কারি, আমিও ডাকলাম আমার অফিসারদেরকে। আমাকে যা যা বলেছে কারি, তার সবই বলল সবাইকে। চুপ করে থেকে কারির কথায় নীরব সম্মতি দিলাম আমি।

পুরো ব্যাপারটা জঘন্য বলে মনে হচ্ছে আমার কাছে। স্থানীয় রীতি অনুযায়ী, একজন পুরুষ যখন আরেকজন পুরুষকে দ্বন্দ্ব

www.BanglaBook.org

লড়াইয়ে আহ্বান করে তখন যাকে আহ্বান করা হয়েছে সে ইচ্ছা করলেই প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। করলে সারাজীবনের জন্য কাপুরুষ প্রতীয়মান হয় সে সবার কাছে। আজ এত বড় বীরের মর্যাদা পেয়েছি আমি, কারি ইনকা বলে যদি ওর আহ্বান প্রত্যাখ্যান করি তা হলে আমার মান-সম্মান সব ধুলোয় মিশে যাবে। দ্বিতীয়ত, এই ব্যাপারটার সঙ্গে চ্যানকাদের নিরাপত্তা জড়িত, এমনকী ক্যাছুয়াদেরও। কুইলাকে উদ্ধার করে আনার ব্যাপারটা ব্যক্তিগতভাবে নিয়েছে কারি, তাই ব্যক্তিগতভাবেই মীমাংসা করতে চাচ্ছে সে সমস্যাটার, দেশের সেনাবাহিনী বা জনগণকে জড়াতে চাচ্ছে না। দেশকে বাঁচাতে, দেশের জনগণকে বাঁচাতে কুইলাও নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল, মনে পড়ে গেল আমার। সে যদি মেয়ে হয়ে এ-রকম মহৎ একটা কাজ করতে পারে তা হলে আমি কেন পারবো না? কারি যতই সাহসী বা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হোক না কেন, জানি ওকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই—যদি আমার ভাগ্যে খারাপ কিছু না-থাকে তা হলে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারবে না সে। আমার হাতে যদি মরণ লেখা থাকে ওর তা হলে তা-ই হবে; ক্যাছুয়ারা যদি আমাকে ইনকা বানাতে চায় তা হলে হবো ইনকা, অসুবিধা কী?

কিন্তু কারিকে কি আমি নিজের হাতে খুন করতে পারবো? ওই যে, আমার সামনে দিয়েই হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে সে, আমি কি পারবো ওই লোকটাকে আরকোর মতো নিষ্ঠুর উপায়ে শেষ করে দিতে? ওকে হত্যা করা আর নিজের মায়ের পেটের ভাইকে হত্যা করা কি সমান কথা নয় আমার জন্য?

তবে কি এই সমস্যার কোনোই সমাধান নেই?

আচ্ছা, যদি আমি ইচ্ছা করে হেরে যাই, যদি ইচ্ছা করে মরি কারির তরবারির কোপে, তা হলে কেমন হয়? একদিক দিয়ে ভালো হয়, কারণ কারির প্রতিশোধের আগুন নিভবে। কিন্তু আরেকদিক দিয়ে ভালো হয় না। আমাকে মেরেই ক্ষান্ত হবে না

www.BanglaBook.org

কারি, কুইলাকে শেষ করারও চেষ্টা করবে সে। আবার আমার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে কুইলাও কী করে বসে তার ঠিক নেই। সুতরাং লড়াই আমাকে করতেই হবে, এবং যথাযথভাবে।

একজন ক্যাপ্টেনকে পাঠিয়ে দিলাম আমার তাঁবুতে, শিখা-তরঙ্গ নিয়ে আসবে সে। ততক্ষণে নিজের তরবারি হাতে নিয়েছে কারি, সপাং সপাং করে বাতাসে কোপ মারছে—গা গরম করে নিচ্ছে। কোলাহলের আওয়াজ পেয়ে তাকালাম ঢালের চূড়ায়, হাজার তিনেক চ্যানকার সবাই চলে আসছে—তার মানে কারির বিরুদ্ধে আমার লড়াইয়ের খবর দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের শিবিরে। অনেকগুলো জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ঢাল বেয়ে সুশৃঙ্খলভাবে নেমে আমাদের চারপাশে যথেষ্ট দূরত্ব রেখে বৃত্তাকারে জড়ো হলো সবাই।

যে-ক্যাপ্টেনকে পাঠিয়েছিলাম আমার তরবারি আনতে, দেখা গেল সেটা শুধু নিয়েই আসেনি সে, বিশেষ একজাতের পাথর দিয়ে ঘষে ধার আরও বাড়িয়ে এনেছে। আরেকজন নিয়ে এসেছে আমার বর্মটা। কিন্তু নিয়ে যেতে বললাম সেটা, আমার প্রতিপক্ষের গায়ে যখন কোনো বর্ম নেই তখন আমার বর্ম পরাটাও উচিত হবে না।

কারির তরবারিটার দিকে তাকালাম আবার। আগে লক্ষ করিনি, এবার দেখামাত্র চিনতে পারলাম। বাঁটটা হাতির দাঁত দিয়ে বানানো, ফলাটা সরু—লর্ড ডেলেরয়ের সেই বিশেষ তরবারি যা কারি নিয়ে নিয়েছিল, যে-রাতে আমার হাতে মারা যায় শয়তানটা।

প্রস্তুত আমি। প্রস্তুত কারিও। কয়েক কদম এগিয়ে গেলাম, ওর মুখোমুখি দাঁড়ালাম। কেন যেন মন থেকে সায় পাচ্ছি না এখনও, সত্যি বলতে কী করুণাই হচ্ছে কারির জন্য। নড়াচড়া করতে যাতে কোনো অসুবিধা না-হয় সে-জন্য আলখাল্লাটা খুলে ফেলেছি, আমার পরনে এখন ভেড়ার চামড়া দিয়ে বানানো



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আঁটসাঁট একজাতের অন্তর্বাস। কারিও নিজের জমকালো পোশাক খুলে ফেলেছে, ভেড়ার চামড়া দিয়ে বানানো টিউনিক পরে আছে কেবল। মাথার লাউটুটাও খুলে দিল সে একজনের হাতে।

ঠিক করেছি প্রথম সুযোগেই ঝাঁপিয়ে পড়বো কারির উপর, আমার হামলা ঠেকানোর চেষ্টা করবে সে। তখন একদিকে সামান্য সরে গিয়ে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করবো আমার হামলা সফলভাবে ঠেকাতে পেরেছে। কিন্তু তৎক্ষণাৎ কোপ মারবো ওর তরবারিতে, যতদূর বুঝতে পারছি চিকন ফলার ওই তরবারি দিয়ে সে ঠেকাতে পারবে না শিখা-তরঙ্গের আঘাত। ওর হাত থেকে ছুটে যাবে তরবারিটা, আর ঠিক তখনই...

'থামুন, থামুন, দয়া করে লড়াই করবেন না আপনারা। মহামান্য ইনকা, আশ্রমে ফিরে যাবো আমি।'

চমকে উঠে আমরা সবাই তাকালাম ঢালের দিকে।

চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে কুইলা, মাটি হাতড়ে হাতড়ে একটু একটু করে নামছে নীচের দিকে, ওকে দু'হাতে ধরে রেখেছে বুড়ি চাকরাণীটা যাতে ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে না-যায় সে। কুইলার কণ্ঠে অস্থিরতা, চেহারায় স্পষ্ট আতঙ্ক।

'দয়া করে থামুন আপনারা,' আবার বলল সে।

'চুপ!' চিৎকার করে ধমক দিল কারি। 'অভিশপ্ত মেয়েমানুষ, একদম চুপ! তুই কী ভেবেছিস? তোর মতো কাউকে ফিরিয়ে নেবেন সূর্যদেবতা?'

কারির ধমক শুনে কুঁকড়ে গেল কুইলা, ওকে বড় একটা পাথরের উপর বসিয়ে দিল বুড়ি চাকরাণী। নিজের প্রাসাদের ভোজনকক্ষে যেভাবে বসে ছিলেন উপানকুয়ি, ঠিক সেভাবে বসে থাকল কুইলা, নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল আমাদের দিকে।

'যদি জিততে পারি,' চিৎকার করে বলছে কারি, 'সবার আগে তোকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবো, ডাইনি! উপযুক্ত সাজা হবে তোর!'

সব শুনলাম, কিন্তু কিছু বললাম না। দ্বন্দ্বযুদ্ধের সময় মাথা

www.BanglaBook.org

গরম করলে চলে না। এখন আবেগ নয়, কৌশলের সময়।

কিন্তু যেভাবে ভেবেছিলাম সেভাবে শুরু হলো না লড়াইটা। আমাকে চমকে দিয়ে গেছোবাঘের মতো হঠাৎ লাফিয়ে সামনে এসে পড়ল কারি, কোপ মারল আমাকে লক্ষ্য করে। তরবারি তুলে অবলীলায় ঠেকালাম আমি, তারপর সরে গেলাম দূরে। আবারও লাফিয়ে সামনে এল কারি, ওর আঘাত ঠেকিয়ে দিয়ে দূরে সরে গেলাম আবার। পর পর তিনবার একই ঘটনা ঘটল। তারপর লাফিয়ে সামনে আসতে গিয়ে হঠাৎ করেই পিছলে গেল কারির পা, পতন ঠেকানোর জন্য নিচু হতে হলো ওকে। সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় ওকে পেয়ে গেলাম, ইচ্ছা করলে এককোপে ওর ধড় থেকে মুণ্ডুটা ফেলে দিতে পারি এখন। মাথার উপর তুললামও শিখা-তরঙ্গ, কিন্তু কোপ মারতে পারলাম না, দূরে সরে গেলাম।

চ্যানকারা দেখছে আমাকে, কিন্তু আমি কী করতে চাই বা কী করছি বুঝতে পারছে না সম্ভবত। রক্ত-উপত্যকায় আমাকে লড়তে দেখেছে ওরা, জানে একজন কেন, পাঁচ জন কারিও যদি একসঙ্গে আসে আমার সামনে তা হলে আমার গায়ে আঁচড়টাও দেয়ার আগে মরবে তাদের সবাই।

কারি নিজেও কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে মনে হয়। তাকিয়ে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দেখল সে আমাকে, তারপর হঠাৎ করেই রণহুঙ্কার দিয়ে মাথার উপর তরবারিটা তুলে সোজা ছুটে এল আমার দিকে।

হঠাৎ করেই একটা বুদ্ধি খেলে গেল আমার মাথায়।

কয়েক কদম এগিয়ে গেলাম আমি, দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছি শিখা-তরঙ্গ। কারি আঘাত করতে যাবে, এমন সময় উপর থেকে নীচের দিকে সর্বশক্তিতে কোপ মারলাম, কারির গলা লক্ষ্য করে নয়, বরং ওর তরবারির বাঁট লক্ষ্য করে।

যা ভেবেছিলাম ঠিক তা-ই হলো—ডেলেরয়ের তরবারির বাঁটটা শুধু থাকল কারির হাতে, ফলাটা আলগা হয়ে গিয়ে উড়াল দিল,

www.BanglaBook.org

গিয়ে পড়ল বেশ কয়েক হাত দূরের মাটিতে।

খুশিতে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে চ্যানকারা। বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে কারি, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমাদের লড়াই, বলা ভালো কারির লড়াইয়ের ইচ্ছা শেষ হয়ে গেছে।

বুকের উপর দু'হাত ভাঁজ করে বাউ করার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে দাঁড়াল সে আমার সামনে। বলল, 'প্যাচাকামাকের এ-ই ইচ্ছা ছিল। ভুল করেছি আমি—যে-শত্রুকে নিজের হাতে খুন করেছেন আপনি তার তরবারি নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছি আপনারই বিরুদ্ধে। নিন, আঘাত করুন আমাকে, শেষ করে দিন।'

শিখা-তরঙ্গে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম আরাম করে। বললাম, 'আমি যদি আঘাত না-করি, যদি প্রাণ ভিক্ষা দিই তোমাকে, তা হলে কি তুমি চ্যানকাদের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেবে আমাকে?'

'না, দেবো না। আমি যা বলেছি, বলেছি। কোনো নড়চড় হবে না আমার কথার। তবে হ্যাঁ, ওই ডাইনি যদি আত্মসমর্পণ করে আমার কাছে, যদি স্বেচ্ছায় আগুনে পুড়ে মরতে চায় যা ওর ন্যায্য পাওনা, তা হলে চ্যানকাদের কোনো ক্ষতি করবো না আমি সুযোগ পেলেও। তা না হলে, যদি আমি বেঁচে থাকি, আপনার বিরুদ্ধে, ওই ডাইনির বিরুদ্ধে আর যে-সব চ্যানকা আপনাদেরকে আশ্রয় দেবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবোই করবো।'

রাগে মাথায় রক্ত উঠে গেল আমার। স্পষ্ট বুঝতে পারছি কারি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন শান্তিতে থাকতে দেবে না আমাদেরকে, রক্তের নদী সে বইয়ে দেবে এই তাভানতিনসুয়ুতে। আর যদি সে মরে তা হলে সব দিক দিয়েই লাভ—চ্যানকারাও বাঁচবে, কুইলাও বাঁচবে। শিখা-তরঙ্গ হাতে নিলাম আমি, আর ঠিক তখনই কীভাবে যেন বুঝে গেল কুইলা কী করতে যাচ্ছি আমি। লাফিয়ে নামল সে পাথরের উপর থেকে, চেঁচিয়ে বলল, 'না, না, দয়া করে মারবেন না ওকে। আমি আত্মসমর্পণ করতে

www.BanglaBook.org

রাজি আছি, আগুনে পুড়ে মরতে রাজি আছি। ওঁকে দয়া করে ছেড়ে দিন।'

চুপ করে থেকে ভাবলাম কিছুক্ষণ, তারপর বললাম, 'কুইলা, তোমার কথা অর্ধেক মেনে নিলাম, কিন্তু বাকি অর্ধেক মানতে পারলাম না। কারিকে ছেড়ে দিচ্ছি আমি, প্রাণে মারলাম না, কিন্তু তোমাকেও আত্মসমর্পণ করতে দেবো না ওর কাছে। ...কারি, কান খুলে শুনে রাখো, ভাই বলে আমাকে ডেকেছ তুমি, আমারও কোনো ভাই বেঁচে নেই তাই তোমাকে ভাইয়ের মতোই গ্রহণ করেছি এবং এ-কারণেই তোমাকে হত্যা করতে পারলাম না। কিন্তু নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও কুইলাকে জঘন্য গাল দিয়েছ তুমি, পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছ, এ-জন্য তোমার সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক আজ এখানেই শেষ। যাও, ফিরে যাও নিজের দেশে, ইনকা হিসেবে রাজত্ব করতে থাকো, তোমার প্রতি আমার আশীর্বাদ থাকল। তোমার দেশে আর কোনোদিন যাবো না আমি, চ্যানকাদের সঙ্গেই কাটিয়ে দেবো বাকি জীবন; যদি সত্যিই হামলা করো তুমি আমাদের উপর, যা যা করবে বলে হুমকি দিয়েছ তা করতে চাও তা হলে সেদিন আর ক্ষমা করবো না তোমাকে। ...বিদায়।'

সব শুনল কারি, তারপর ধীরে ধীরে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওর দুই চোখ, বুঝতে পারছি গাঢ় বেদনা লেপ্টে আছে সেখানে। তারপর হঠাৎ করেই, টপটপ করে অশ্রু গড়িয়ে নামতে লাগল ওর দুই গাল বেয়ে, অদম্য কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। আপনাথেকেই হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ওর, হুমড়ি খেয়ে ধুলোর উপর লুটিয়ে পড়ল সে।

কাঁদছে আর সমানে মাটিতে চাপড় মারছে সে, ওই অবস্থাতেই বলল, 'আপনি সত্যিই দেবতা। আমার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করলেন আপনি, কিন্তু আমি কোনোদিন ভুলতে পারবো না আপনাকে। ...ভাই, প্যাচাকামাকের কাছে প্রার্থনা

www.BanglaBook.org

করি, সুখ আর শান্তি যেন সবসময় থাকে আপনার জীবনে, এমনকী মরণের পরও। আর, মৃত্যুর পরে যেন আবার একসঙ্গে হই আমরা, ভাইয়ের মতো থাকতে পারি, কোনো নারী যেন আলাদা না-করতে পারে আমাদেরকে।'

কথা শেষ করে মাথা নিচু করে চলে গেল সে আমার সামনে থেকে, ওর পিছু পিছু রওয়ানা হলো ওর অনুচররা। চ্যানকারা সরে গিয়ে পথ করে দিল ওদেরকে।

বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে হাত তুলে আমাকে শেষবারের মতো স্যালুট করল কারি, তারপর মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

## তেরো

চ্যানকাদের শহরে পৌঁছানোর আগে দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, আমাদের আসার খবর পেয়ে দলে দলে হাজির হয়েছে চ্যানকারা, হাজার হাজার লোক সমবেত হয়েছে পথের দু'ধারে। কেউ ফুল বা পাঁপড়ি ছুঁড়ে মারছে আমাদের দিকে, কেউ আবার গাইছে খুশির গান।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে ডেকে পাঠালেন রাজা হুয়ারাছা। গিয়ে দেখি, তাঁর অবস্থা খুবই খারাপ—মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছেন তিনি। তাঁর সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সামনে সব ঘটনা বললাম আমি আর কুইলা। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন রাজা হুয়ারাছা। আমাদের বলা শেষ হলে বললেন, 'সমুদ্র-দেবতা, আপনাকে ধন্যবাদ। অনেক বড় ঝুঁকি নিয়ে আমার মেয়েকে

www.BanglaBook.org

বাঁচিয়েছেন আপনি, দেশে ফিরিয়ে এনেছেন ওকে। এখন বুঝতে পারছি, আরকোর সঙ্গে ওকে বিয়ে দেবো বলে ইনকা উপানকুঁয়িকে কথা দিয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছিলাম আমি। বিয়ে তো হলোই না, মাঝখান থেকে বেচারী মেয়েটা অন্ধ হয়ে গেল, এদিকে ক্যাছুয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতে হলো, সবশেষে এখন মরতে হচ্ছে আমাকে। যা-হোক, একদিক দিয়ে ভালো হয়েছে—আরকোর কবল থেকে বেঁচে গেছে কুইলা। তবে সামনের দিনগুলোতে অনেক বড় বিপদের মোকাবেলা করতে হবে আপনাদেরকে। আমি জানি নিজেদের সাধ্যমতো তা করবেন আপনারা, পিছ-পা হবেন না। আমার দেশের প্রজারা এখন আপনাদের প্রজা—আপনার আর কুইলার; এটা শুধু আমার শেষ ইচ্ছাই না বরং আমার আদেশ, আমার মৃত্যুর পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে করে ফেলবেন আপনারা। ...কারিকে শেষ করে দিলেই বোধহয় ভালো হতো, সবদিক দিয়ে শান্তিতে থাকতে পারতেন তা হলে। কিন্তু...নিয়তি...মানুষ যা-ই করুক না কেন নিয়তির অদৃশ্য জালে বন্দি হয়ে আছে সে সবসময়, ওই জাল ছিঁড়ে বের হয়ে যাওয়ার মতো শক্তি তাকে দেয়া হয়নি। যা-হোক, আমার আশীর্বাদ থাকল আপনাদের এবং আপনাদের অনাগত ছেলেমেয়েদের উপর। এখন একটু একা থাকতে দিন আমাকে, আর কথা বলার মতোও শক্তি পাচ্ছি না।'

সে-রাতে মারা গেলেন রাজা হুয়ারাছা।

তিন দিন পর, খুব ঘটা করে, চ্যানকাদের চন্দ্রমন্দিরের মেঝের নীচে কবর দেয়া হলো তাঁকে, ইনকাদের মতো মমি বানানো হলো না।

টানা কয়েকদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হলো; শোক পালনের শেষদিন, দেশের শ'খানেক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আমাকেও ডেকে পাঠানো হলো রাজদরবারে। খুব আগ্রহ নিয়ে গেলাম, কারণ ইতোমধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবেই "রানি" হিসেবে



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘোষণা করা হয়েছে কুইলাকে; তা ছাড়া ওর বাবার মৃত্যুর পর, স্থানীয় রীতি অনুযায়ী শোক পালনের অংশ হিসেবে ঘরে একরকম বন্দি থাকতে হয়েছে ওকে, বাইরে কোথাও বের হতে পারেনি। তাই এ-ক'দিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে।

আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলাম, যে-অফিসার আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে রাজদরবারের দিকে নয়, বরং যে-ঘরে রাজা হুয়ারাছার সঙ্গে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ হয়েছিল আমার সেদিকে নিয়ে যাচ্ছে। ওই ঘরে আমাকে একা রেখে কিছুই না-বলে চলে গেল অফিসারটা। ব্যাপার কী, ভাবতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর একটা শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি, পর্দা সরিয়ে ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে কুইলা।

পটে-আঁকা ছবির মতো দেখাচ্ছে ওকে। পরনে রানির মতো পোশাক, একটা নেকলেসের সঙ্গে বিশেষ কায়দায় আটকানো আধখানা চাঁদের প্রতিকৃতি ঝুলছে গলা থেকে বুকের উপর। দেখে মনে হচ্ছে যেন আলো বিকিরণ করছে সে, ঠিক চাঁদের মতোই। সবচেয়ে বেশি জ্বলজ্বল করছে ওর হরিণীর মতো বড় বড় দুই চোখ।

আমি ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি বুঝতে পেরে বাউ করে সম্মান জানাল সে। বলল, 'ভাবলাম আমাকে হয়তো কিছু বলতে চাইবেন আপনি আলাদা করে, তাই দরবার শুরু হওয়ার আগে আপনাকে নিয়ে এসেছি এখানে।'

মুখ খোলার আগে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম ওর দিকে। তারপর একসময় ধীরে ধীরে বললাম, 'বলার মতো একটা কথাই আছে, কথাটা আগেও বলেছি তোমাকে। আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

মুচকি হাসল সে, দেখতে খুব সুন্দর লাগল। 'আর কিছু?'

'ভালোবাসি কথাটা ছোট, কিন্তু তার মানেটা এত বড় যে, তার সঙ্গে আর কোনো কিছু জোড়া দেয়ার দরকার পড়ে না।'



BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

'কিন্তু ভালোবাসার পরিণতি কী?'

'একেকজনের বেলায় একেকরকম। বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রে নরক, কারও কারও ক্ষেত্রে স্বর্গ।'

'আচ্ছা, পৃথিবী তো স্বর্গ আর নরকের মাঝখানে। তা হলে ভালোবাসার মাধ্যমে একটা ছেলে বা একটা মেয়ে কি মৃত্যু বা বিচ্ছেদের ঊর্ধ্বে চলে যেতে পারে?'

'না, আমার মনে হয় পারে না। পৃথিবীতে সফল ভালোবাসার পরিণতি একটাই–বিয়ে।'

নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল সে। ওর চোখে কোনো ভাষা নেই তারপরও সব যেন পড়তে পারছি আমি, ওর মুখে কোনো কথা নেই তারপরও ওর মনের সব কথা যেন শুনতে পাচ্ছি।

জানতে চাইলাম, 'তুমি কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি আছো, কুইলা?'

আবারও মুচকি হাসল মেয়েটা। 'মৃত্যুর আগে বাবা বলে গেছেন মানুষ নাকি নিয়তির জালে বন্দি। আমি বলবো, নিয়তির সেই জাল যতই শক্তিশালী হোক না কেন তা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেম-ভালোবাসাকে আটকে রাখতে পারে না। নিয়তির বিধানেই আলাদা হয়ে গিয়েছিলাম আমরা, একজন আরেকজনের কাছে ফিরে এসেছি আবার।'

এগিয়ে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলাম ওকে।

'আপনি কি নিশ্চিত,' নিচু কণ্ঠে বলল সে, 'আমাকে ভালোবাসেন আপনি? আমাকে বিয়ে করতে চান? আমি অশিক্ষিত, হয়তো আপনার যোগ্য না...'

'আমার জন্য তোমার চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই, কুইলা।'

'আরেকবার ভেবে দেখুন। ওই মেয়েটা, যে হয়তো আমার চেয়েও সুন্দরী ছিল, যাকে হয়তো আমার চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন আপনি; আমার ভালোবাসা কি পারবে অন্তত এক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঘণ্টার জন্য হলেও ওই দুঃসহ স্মৃতি থেকে আপনাকে মুক্তি দিতে? আমাকে পেয়ে কি ওকে ভুলে যেতে পারবেন আপনি?'

প্রথম প্রেমের কোনো উপমা আমার জানা নেই, দেয়ার মতো সাহিত্যিক যোগ্যতাও আমার নেই। শুধু জানি, লোকে কোনোদিনও তার প্রথম প্রেম ভুলতে পারে না। কুইলাও হয়তো জানে কথাটা, অথবা অনুমান করতে পেরেছে।

বললাম, 'আমাদের সবার জীবনে এমন কিছু স্মৃতি থাকে যা থেকে পালাতে চাইলেও পালাতে পারি না আমরা, সারাজীবন সে-সব স্মৃতি তাড়া করে বেড়ায় আমাদেরকে। প্রথম প্রেম হয়তো সে-রকমই কিছু। ...তুমি আমার সঙ্গে এক ঘণ্টা না, বরং সারাজীবন থাকবে। এমন কি হতে পারে না, তোমাকে পেয়ে ওই যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি থেকে দূরে, অনেক অনেক দূরে চলে গেলাম আমি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল কুইলা। 'হ্যাঁ, হতে পারে। ...চলুন, দরবারে যাই। আমার হাত ধরে আমার পাশাপাশি যাবেন আপনি। সেখানে গিয়ে সবার সামনে কয়েকটা কথা বলবো।'

দরবারে গিয়ে ঢুকলাম দু'জনে। বলতে গেলে তিল ধারণের জায়গা নেই, তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের দু'জনকেই দেখছে সবাই। হাত ধরাধরি করে বেদিতে উঠে দাঁড়ালাম আমরা। যার যার আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে সবাই, হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে আমাদেরকে।

সিংহাসনে বসিয়ে দিলাম কুইলাকে। পাশে আরেকটা সিংহাসন, আমাকে সেটাতে বসার ইঙ্গিত করল কুইলা। খেয়াল করলাম, আমি যে-আসনে বসেছি সেটা কুইলার আসনের চেয়ে কিছুটা উঁচু। কোন্ আসনে বসতে হবে তা কুইলা টের পেল কীভাবে বুঝলাম না। হয়তো আগে থেকেই জানত। তার মানে ভাষণ শুরু করার আগেই বুঝিয়ে দিল, এখন থেকে আমি চ্যানকাদের রাজা, আর সে আমার সহধর্মিণী, রানি হিসেবে

www.BanglaBook.org

চ্যানকাদেরকে শাসন করার ইচ্ছা ওর নেই।

হাততালি আর কোলাহল থেমে গেল একসময়, যার যার আসনে আবার বসে পড়ল সবাই। তখন মুখ খুলল কুইলা, 'আপনারা জানেন, আমার বাবা, রাজা হুয়ারাছা মারা গেছেন। তাঁর কোনো ছেলে নেই। এবং আমিই তাঁর একমাত্র সন্তান। সেই ক্ষমতাবলে আপনাদেরকে এখানে আসতে বলেছি, কারণ বিশেষ কয়েকটা কথা বলতে চাই আপনাদেরকে। ...প্রথমত, জেনে রাখুন, আমার পাশে যিনি বসে আছেন তিনি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেন আমাকে, এবং আমি তা গ্রহণ করেছি।'

আবার হাততালি শুরু হলো, কুইলা আর আমার নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে লোকেরা।

উঠে দাঁড়ালাম আমি, কোমরে-ঝোলানো খাপ থেকে শিখা-তরঙ্গ বের করে দোলালাম কিছুক্ষণ জনতার অভিনন্দনের জবাব হিসেবে। তারপর বললাম, 'সমুদ্রের এক দ্বীপে আপনাদের রানির সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। প্রথম দেখাতেই তাঁর প্রেমে পড়ে যাই আমি। এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি, যদি কোনোদিন সুযোগ পাই তাঁকে বিয়ে করবো। আজ সে-সুযোগ এসেছে। কিন্তু যে-দিন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো আমার সেদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অনেক ঘটনা ঘটেছে, যার বেশিরভাগই হয়তো আপনাদের জানা আছে। আরকোর বউ বানানোর জন্য জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় আপনাদের রানিকে, শয়তানটার কবল থেকে বাঁচার জন্য সূর্যমন্দিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন তিনি। তারপর আপনাদেরকে সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করি আমি, জীবন বাজি রেখে সেই যুদ্ধে আপনারা অংশগ্রহণ করেছিলেন বলেই ক্যাছুয়ারা সংখ্যায় আমাদের দ্বিগুণের চেয়েও বেশি হওয়ার পরও জিততে পারেনি, বরং আমাদেরকে সম্মানজনক শান্তির প্রস্তাব দিতে বাধ্য হয়েছে। যা-হোক, আরকো আবারও ছিনিয়ে নিতে চায় আপনাদের রানিকে, তখন ওকে খুন করতে বাধ্য হই। তারপর আপনাদের

www.BanglaBook.org

রানিকে নিয়ে দেশের পথ ধরি। কিন্তু কারি, ক্যাছুয়াদের বর্তমান ইনকা বাধা দেয় আমাদেরকে, তখনও ওকেও পরাস্ত করি। শুনেছেন আপনারা, আমার বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন আপনাদের রানি, কাজেই আপনাদের সবার সামনে তাঁকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নিলাম আমি। আগামী অনেকগুলো বছর, যদি না কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, আপনাদের রাজা আর রানি হিসেবে থাকবো আমরা দু'জন, তারপর হয়তো বংশ পরম্পরায় আমাদের সন্তানরা। তবে একটা কথা আপনাদেরকে পরিষ্কার জানিয়ে দেয়া দরকার, আমাদের এই বিয়ের কারণে ক্যাছুয়াদের সঙ্গে আমাদের সবরকম শান্তির সম্পর্ক ভেঙে যাবে, যা ভবিষ্যতে জোড়া লাগার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং যে-কোনোদিন ভয়ানক যুদ্ধ বাধবে দুই দেশের মধ্যে।'

'বাধুক যুদ্ধ,' চেঁচিয়ে বলল জনতা, 'ভয় পাই না আমরা!'

'ভালোমতো ভেবে বলুন কী চান আপনারা। আপনাদের রানি কি ফিরে যাবে ক্যাছুয়াদের সূর্যমন্দিরে? কারি কসম খেয়েছে আপনাদের রানিকে ধরতে পারলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবে—আপনারা কি তা-ই চান?'

'না!' গর্জে উঠল সবাই, 'আমরা চাই আপনাদের বিয়ে হোক। আপনাদের ছেলেমেয়েরা আমাদের রাজা-রানি হোক।'

'কিন্তু বিপদের মেঘ ঘন হচ্ছে। যে-কোনোদিন সেই মেঘ থেকে মুষলধারে বৃষ্টিপাত শুরু হবে।'

'আপনি কেন হত্যা করলেন না কারিকে?' জিজ্ঞেস করল একজন। 'কেন সুযোগ থাকার পরও ওর সিংহাসন দখল করলেন না?'

'করিনি, কারণ করতে পারিনি। করিনি, কারণ ওই কাজ করলে আপনাদের অন্য দেবতারা হয়তো খুশি হতেন না আমার উপর। বেশ লম্বা একটা সময় একসঙ্গে থেকেছি আমি আর কারি, থাকতে হয়েছে; আমাদের সম্পর্কটা হয়ে গিয়েছিল আপন

www.BanglaBook.org

ভাইয়ের মতো। ভাই হয়ে ভাইয়ের রক্তে হাত লাল করা আমার পক্ষে সম্ভব না...'

এমন সময় দরবারে শোরগোল উঠল হঠাৎ, 'দূত! দূত! ক্যাছুয়াদের ইনকা কারি দূত পাঠিয়েছে!'

'আসতে দাও ওকে,' চেঁচিয়ে বলল কুইলা।

অনেকটা কুচকাওয়াজের ঢং-এ, বেশ কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ক্যাছুয়ার এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে।

'কী বলতে চাও তোমরা?' জিজ্ঞেস করল কুইলা।

মুখ খুলল ক্যাছুয়াদের একজন, 'আমাদের মহামান্য ইনকা শেষবারের মতো বলতে চান, আত্মসমর্পণ করুন আপনি। রাজা হুয়ারাছার কাছে আমাদেরকে পাঠাতেন তিনি, কিন্তু শুনেছি তিনি মারা গেছেন, তাই আপনার কাছেই আসতে হলো।'

'যদি আমি আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করি?'

'তা হলে ইনকা রাজত্বের নামে এবং নিজের নামে শপথ করে আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন মহামান্য কারি। যতদিন একজন চ্যানকাও বেঁচে থাকবে, আপনাদের দেশের একটা বাড়িও টিকে থাকবে ততদিন এই যুদ্ধ চলবে। নিজের সেনাবাহিনীকে ইতোমধ্যেই সংগঠিত করতে শুরু করে দিয়েছেন মহামান্য ইনকা। যুদ্ধ এ-বছর শুরু না-হলে পরের বছর হবে, পরের বছর না-হলে তার পরের বছর হবে, তার পরের বছর না-হলে আরও পরে হবে। কিন্তু হবেই। তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে তিনি আসবেনই।'

শুনে চেহারা থেকে রক্ত সরে গেল কুইলার। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে নিজের প্রজাদেরকে বলল সে, 'সবই শুনলেন আপনারা। এবার বলুন কী করবো আমি। থেকে যাবো এখানেই, নাকি আত্মসমর্পণ করবো যাতে আমাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতে পারে কারি?'

মাত্র একটা মুহূর্ত চুপ করে থাকল সবাই, তারপর ফেটে পড়ল রোষে। 'জীবনেও না। আপনি এখানেই থাকবেন।'

www.BanglaBook.org

জনতার চেঁচামেচি থামার পর, চ্যানকা সেনাবাহিনীর একজন সেনাপতি, যিনি একইসঙ্গে রাজা হুয়ারাছার মন্ত্রণাসভার সদস্য, ধীরেসুস্থে হেঁটে এসে দাঁড়ালেন ক্যাছুয়া দূতদের সামনে। বললেন, 'যাও, তোমাদের ইনকার কাছে ফিরে যাও। গিয়ে বলো, যত গর্জে তত বর্ষে না। এত বড় নিমকহারাম দেখা তো দূরের কথা শুনেছি বলেও তো মনে হয় না! আমাদের সাহায্য নিয়ে ইনকা হয়েছেন তিনি, নিজে একা পারবেন না তাই সমুদ্র-দেবতাকে দিয়ে ভাইকে খুন করিয়ে নিজের সিংহাসন কণ্টকমুক্ত করেছেন, আর এখন আমাদের উপরই হামলা করার হুমকি দিচ্ছেন? কেন, চ্যানকারা কোন্ ধাতুতে গড়া তা কি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছেন তিনি? সমুদ্র-দেবতা কী করে দেখিয়েছেন রক্ত-উপত্যকায় তা-ও কি মনে নেই তাঁর? তাঁকে তাঁর জীবন ভিক্ষা দেয়া হয়েছে, তাঁর রাজত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে, এরপর এত কীসের অহঙ্কার তাঁর? যাও, গিয়ে বলো কত বড় সেনাবাহিনী নিয়ে আসবেন তিনি, আমরাও প্রস্তুত আছি।'

'আর কিছু বলার আছে তোমাদের?' দূতদেরকে জিজ্ঞেস করল কুইলা।

'জী, আছে,' জবাব দিল আরেকজন ক্যাছুয়া। 'মহামান্য ইনকা কারি বলেছেন, সাদা সমুদ্র-দেবতাকে এখনও ভালোবাসেন তিনি, চিরজীবন ভালোবাসবেন। ইচ্ছা করলে আমাদের সঙ্গে ফিরে যেতে পারেন তিনি কুযকোতে। তাঁকে সেখানে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হবে, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়া হবে এবং তিনি সেখানে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তাঁকে ভাইয়ের মতো ভালোবাসবেন আমাদের মহামান্য ইনকা।'

আবারও শুকিয়ে গেল কুইলার চেহারা। আমি কোথায় বসে আছি জানে সে, ঘাড় ঘুরিয়ে নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতেই তাকাল আমার দিকে। ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম, তারপর, জানি না কেন, ফেটে পড়লাম অট্টহাসিতে। একসময় হাসি থামিয়ে

www.BanglaBook.org

বললাম, 'পূর্ণ নিরাপত্তার দরকার নেই আমার কারণ ভাগ্যে যদি লেখা থাকে কেউ আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তা হলে সত্যিই কোনো ক্ষতি হবে না আমার। রাষ্ট্রীয় মর্যাদারও দরকার নেই কারণ তার চেয়ে জনগণের ভালোবাসা অনেক অনেক বড়। আর ক্ষমতা? ক্ষমতার মোহ আমার কোনোদিনও ছিল না, এখনও নেই। ...যাও, গিয়ে কারিকে বলো, বন্দি সিংহকে যতই খাতিরযত্ন করা হোক না কেন তার চেয়ে বনের সিংহ হাজার গুণে ভালো, আর আমি বনের সিংহ হয়েই বেঁচে থাকতে চাই বাকি জীবন। শিখা-তরঙ্গ থাকল আমার হাতে, যতদিন গায়ে জোর থাকবে ততদিন এই তরবারি ব্যবহার করবো আমি; আগের বার সে আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিল তাই ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু আমার পরিবার বা জনগণের বিরুদ্ধে লাগতে চাইলে এই তরবারি দিয়ে সবার আগে ওকেই খতম করবো।'

আর কিছু বলল না ক্যাছুয়া দূতরা, আমাদেরকে বাউ করে ঘুরে বের হয়ে গেল দরবার ছেড়ে।

তারপর আবার মুখ খুলল কুইলা, 'কারি যে আমাদের উপর হামলা করবেন, তাতে আর কোনো সন্দেহই নেই। যা-হোক, আপনাদেরকে কয়েকটা কথা বলার জন্য এখানে ডেকেছিলাম, বিয়ের কথাটা বলে সারার আগেই আলোচনা অন্য দিকে মোড় নিল। এবার আমার দ্বিতীয় কথাটা বলি।'

সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'জানি না আপনারা সবাই জানেন কি না,' বলে চলল কুইলা, 'আমাদের এই চ্যানকা সভ্যতা কিন্তু অনেক প্রাচীন, আমাদের ইতিহাস অনেক পুরনো। বলা হয়, এই দেশে এসে বসতি স্থাপন করার আগে আমার পূর্বপুরুষেরা নাকি একরকম অরণ্যচারী ছিলেন, মানে পাহাড়-জঙ্গলে ঘেরা ছোট ছোট শহরে থাকতেন তাঁরা। তাঁদের সেই সাম্রাজ্যের নাম ছিল "স্বর্ণরাজ্য"। অনেকগুলো পর্বতের একটা বলয়ের মধ্যে, বাইরের পৃথিবীর

www.BanglaBook.org

থেকে একেবারেই আলাদা আর লুক্কায়িত অবস্থায় ছিল ওই স্বর্ণরাজ্য। দেশটা শাসন করতেন একজন রাজা, তাঁর ছিল দুই ছেলে। তাঁর মৃত্যুর পর ভীষণ ঝগড়া হয় দুই ভাইয়ের মধ্যে, পরে তা নিয়ে যুদ্ধ বেধে যায়। এই দুই ভাইয়ের একজন আমার পূর্বপুরুষ, তিনি হেরে যান ওই যুদ্ধে। তাঁকে এবং তাঁর অনুচরদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয় স্বর্ণরাজ্য থেকে। ভেলায় চড়ে নদী পার হন তিনি, অনেকগুলো বছর কাটিয়ে দেন পাহাড়ে-জঙ্গলে, তারপর একসময় এই দেশে এসে বসতি স্থাপন করেন। এখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান তিনি, তারপর কালক্রমে তাদের রাজা নির্বাচিত হন।

'কমপক্ষে দশ প্রজন্ম আগের ঘটনা এটা। বাবা প্রায়ই বলতেন, আমাদের সবাইকে নিয়ে নাকি তিনি ওই স্বর্ণরাজ্য খুঁজে বের করবেন, ওখানে ফিরে যাবেন আবার। এই দেশে হুটহাট করে ঢুকে পড়াটা ক্যাছুয়াদের জন্য কোনো ব্যাপারই না, আর সে-জন্যই যখন-তখন যুদ্ধের হুমকি দিচ্ছেন ইনকা কারি। এখন আমি বলি কী, চলুন না সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ি অভিযানে, খুঁজে বের করি স্বর্ণরাজ্য, আবার বসতি স্থাপন করি সেখানে। ওই দেশ এখান থেকে অনেক দূরে, জায়গাটাও অনেক দুর্গম; একবার যদি ঠিকমতো ঘাঁটি গাড়তে পারি আমরা তা হলে আমাদের উপর সহজে হামলা করতে পারবেন না কারি। যাবেন আপনারা আমার সঙ্গে?'

যেন এ-রকম কোনো প্রশ্নেরই অপেক্ষায় ছিল সবাই, কুইলা জিজ্ঞেস করামাত্র সমবেত কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল, 'যাবো, যাবো! অবশ্যই যাবো!'

প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার পর আমার দিকে তাকাল কুইলা। আগের চেয়ে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে, দুই চোখ যেন জ্বলজ্বল করছে সন্ধ্যাতারার মতো। 'আপনি কী বলেন, সমুদ্র-দেবতা?'

'তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা,' মুচকি হেসে জবাব দিলাম।

www.BanglaBook.org

'তোমার হৃদয় আমার গন্তব্য। যেখানে যাবে তুমি, যত দূরে যাবে, পিছু পিছু যাবো আমিও। এমনকী যদি বলো পৃথিবীর শেষপ্রান্তে যেতে, অথবা পৃথিবী ছাড়িয়ে তোমার সঙ্গে অন্য কোথাও পাড়ি জমাতে তা হলে তাতেও রাজি আছি।'

'ঠিক আছে!' খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল কুইলা, সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে সে, দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে আমার দিকে। 'আসুন সমুদ্র-দেবতা, সবার সামনে আবারও ধরুন আমার হাত, স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করুন আমাকে।'

এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলাম ওর হাতে।

মুখটা উঁচু করল সে যাতে চুমু খেতে পারি আমি ওর ঠোঁটে...

*(প্রাচীন এই পাণ্ডুলিপির অবশিষ্ট পার্চমেন্টগুলো কবরের আর্দ্রতার কারণে পচে নষ্ট হয়ে গেছে, তাই সেগুলোর পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, বাকি কাহিনিও জানা যায়নি।*

*–সম্পাদক)*

**-- সমাপ্ত --**

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG